বৃহদারণ্যক উপনিষদ্

সম্পাদক—শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ

মূল্য আড়াই টাকা

Works by the Editor

Brahmajijnasa (in English):—An exposition of the philosophical basis of Theism. Rs. 1-8. Bengali, As. 12.

Brahmasadhan (in English) or Endeavours after the Life Divine: Twelve lectures on spiritual culture. Rs. 1-8.

The Vedanta and its Relation to Modern Thought *: Twelve lectures on all aspects of Vedantism. Rs. 2-4.

The Philosophy of Brahmaism Twelve lectures on Bráhma doctrine, *sádhan* and social ideals. Second revised edition. Rs. 2-8.

Krishna and the Gita* : Twelve lectures on the authorship, philosophy and religion of the *bhagavadgítá*. Rs. 2-8.

The Theism of the Upanishads and other Subjects: Six lectures on the religion of the *Upanishads* and the religious aspect of Hegel's philosophy. Rs. 2.

Krishna and the Puranas:—Essays on the origin and development of Vaishnavism. Rs. 1-4.

Ten Upanishads. *Isá, Kena, Katha, Prasna, Mundaka, Mándúkya, Svetásvatara, Taittiríya, Aitareya* and *Kaushítaki*, in Devanagar characters, with easy Sanskrit annotations and a literal English translation. Second edition in one volume. Rs. 2-8.

উপনিষদ্—ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও কৌষীতকি,—সরল সংস্কৃত টীকা ও অবিকল অনুবাদসহ। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ড ১৲। দুই খণ্ড একত্র বাঁধান ২॥০।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্—সটীক পদপাঠ, অবিকল বঙ্গানুবাদ দার্শনিক ও সাধন বিষয়ক ভূমিকা প্রভৃতি সহ। মূল্য ২॥৵

* Out of print at present.

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্

শ্রীমহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন বি-টি-কর্ত্তৃক

পদপাঠ, অবিকল বঙ্গানুবাদ, ব্যাকরণ ও ভাষ্য-
ঘটিত বহুল মন্তব্যসহ ব্যাখ্যাত

দশোপনিষদের টীকা ও অনুবাদকার
শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ-কর্ত্তৃক

[illegible], বিষয়ানুক্রমণিকা ও যাজ্ঞবল্ক্য দর্শন বিষয়ক ভূমিকা [illegible] সম্পাদিত

কলিকাতা, ২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
দেবালয় নামক ভবনের ত্রিতলগৃহে সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য
১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ

২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাহ্মমিশন প্রেসে, শ্রীত্রিগুণানাথ রায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিষয়ানুক্রমণিকা

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মুখবন্ধ	।৶০
ভূমিকা	৸০
প্রথমাধ্যায়	১—৮৫
প্রথম ব্রাহ্মণ—মানস অশ্বমেধ—জগতের নানা অংশকে অশ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি এবং অন্যান্য যজ্ঞাঙ্গরূপে চিন্তা ...	১
দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ—কবিত্বের ভাষায় জগৎ ও অশ্বমেধের উৎপত্তি-কথন	৬
তৃতীয় ব্রাহ্মণ—কবিত্বের ভাষায় পাপের উৎপত্তি, দেবগণের উৎপত্তি এবং দেবগণের অমৃতত্ব প্রাপ্তি-কথন—প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব-কথন—পবমান মন্ত্রের ('অসতো মা' ইত্যাদির) ব্যাখ্যা ...	১৫
চতুর্থ ব্রাহ্মণ—মিথুনোৎপত্তি-কথন—ব্রহ্মের সৃষ্টি ও অতিসৃষ্টি—নামরূপের সৃষ্টি—আত্মা অদ্বিতীয় ও প্রিয়রূপে উপাস্য—অদ্বৈতজ্ঞান ও ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি—মানবের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ বিষয়ে দেবগণের বিরোধ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির সৃষ্টি—দেবগণের জাতিভেদ—আত্মজ্ঞানের ফল—পঞ্চবিধ সম্পৎ	৩৭
পঞ্চম ব্রাহ্মণ—সপ্তবিধ অন্নের সৃষ্টি—মন, বাক্ ও প্রাণের সৃষ্টি—ইহাদের সর্ব্বরূপিত্ব—লোকত্রয় ও তৎপ্রাপ্তির উপায়—ইন্দ্রিয় ও দেবগণের প্রাণরূপিত্ব	৬০
ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ নাম, রূপ ও কর্ম্ম—ইহাদের কারণ ও আত্মরূপিত্ব	৮৩
দ্বিতীয়াধ্যায়	৮৬—১৩৮
প্রথম ব্রাহ্মণ—বালাকি-অজাতশত্রু-সংবাদ—আংশিক ও সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞান	৮৬

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ—ইন্দ্রিয়, দেবতা ও ঋষির একত্ব কল্পনা ১০২
তৃতীয় ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মের দুই রূপ ... ১০৬
চতুর্থ ব্রাহ্মণ—মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ—মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—
আত্মতত্ত্ব ও অমৃতত্বের উপদেশ ১১০
ব্রাহ্মণ—মধুবিদ্যা—জগৎ, জীব ও ব্রহ্মের মৌলিক একত্ব ১২২
ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ—আচার্য্য ও শিষ্য-পরম্পরা ১৩৫

তৃতীয়াধ্যায় (জনক-যজ্ঞ) ১৩৯—২১৫
প্রথম ব্রাহ্মণ—জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—অশ্বল-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ ২১৫
দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ—আর্ত্তভাগ-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—গ্রহ ও অতিগ্রহ ১৩৯
তৃতীয় ব্রাহ্মণ—ভুজ্যু-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—ব্যষ্টি ও সমষ্টি বায়ু ১৫৬
চতুর্থ ব্রাহ্মণ—উষস্ত-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—সর্ব্বান্তর আত্মা ১৬০
পঞ্চম ব্রাহ্মণ—কহোল-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম ১৬৩
ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ—গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—(১) কিসে সমুদায় ওত-
প্রোত? ১৬৬
সপ্তম ব্রাহ্মণ—উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—অন্তর্যামী-ব্রাহ্মণ ১৬৯
অষ্টম ব্রাহ্মণ—গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—(২) আকাশ ও
আকাশের আধার অক্ষর ১৮২
নবম ব্রাহ্মণ—শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—দেবতার সংখ্যা ও
শ্রেণী ১৯১

চতুর্থাধ্যায় ২ ৫—২৯৭
প্রথম ব্রাহ্মণ—জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—ষড়াচার্য্য-ব্রাহ্মণ ২১৫
দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ—জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—কূর্চ্চ-ব্রাহ্মণ—অভয় পদ ২২৯
তৃতীয় ব্রাহ্মণ—জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃ—
মোক্ষ—ব্রহ্মানন্দ ২৩৪
চতুর্থ ব্রাহ্মণ—জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—আত্মার উৎক্রমণ, পুন-
র্জন্ম, ক্রমমুক্তি ও সদ্যমুক্তি—সন্ন্যাস—আত্মার নির্ম্মলাবস্থা ২৬২

পঞ্চম ব্রাহ্মণ—মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণের (২।৪) কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত
আকার ২৮২
ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ—বংশ-ব্রাহ্মণ (গুরু ও শিষ্যপরম্পরা) ২৯৬

পঞ্চমাধ্যায় (খিলকাণ্ড) ২৯৮—৩৩০

প্রথম ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মের পূর্ণত্ব ২৯৮
দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ—দম, দান ও দয়া ২৯৯
তৃতীয় ব্রাহ্মণ—ব্রহ্ম হৃদয় ৩০২
চতুর্থ ব্রাহ্মণ—ব্রহ্ম সত্য ৩০৩
পঞ্চম ব্রাহ্মণ—'সত্যের' নিরুক্ত—আদিত্যপুরুষ ও চাক্ষুষপুরুষ ৩০৪
ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ—হৃদয়স্থ পুরুষ ৩০৮
সপ্তম ব্রাহ্মণ—বিদ্যুতে ব্রহ্মদৃষ্টি ৩০৯
অষ্টম ব্রাহ্মণ—বাক্‌রূপিণী ধেনুতে ব্রহ্মদৃষ্টি ৩০৯
নবম ব্রাহ্মণ—বৈশ্বানরে ব্রহ্মদৃষ্টি ৩১০
দশম ব্রাহ্মণ—পরলোকগতি ৩১১
একাদশ ব্রাহ্মণ—ব্যাধি প্রভৃতিতে তপোদৃষ্টি ... ৩১৩
দ্বাদশ ব্রাহ্মণ—অন্ন ও প্রাণের একত্বে ব্রহ্মদৃষ্টি ... ৩১৪
ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণ—প্রাণ ও উক্‌থের একতায় ব্রহ্মদৃষ্টি ... ৩১৬
চতুর্দ্দশ ব্রাহ্মণ—গায়ত্রীজ্ঞানের ফলশ্রুতি ৩১৯
পঞ্চদশ ব্রাহ্মণ—সূর্য্য ও অগ্নির স্তব ৩২৮

ষষ্ঠাধ্যায় ৩৩০—৩৯০

প্রথম ব্রাহ্মণ—শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ ... ৩৩০
দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ—আরুণি-প্রবাহণ-সংবাদ—পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ... ৩৪১
তৃতীয় ব্রাহ্মণ—মহত্ত্বপ্রাপ্তির উদ্দেশে ৩৫৬
মন্থকর্ম্ম ৩৫৬
চতুর্থ ব্রাহ্মণ—নানা প্রকার ক্রিয়ার বিধান ... ৩৭০

পঞ্চম ব্রাহ্মণ—সন্তান ও শিষ্যপরম্পরা	...	৩৮৭
অতিরিক্ত মন্তব্য	...	৩৯১
গায়ত্রীর ব্যাখ্যা	...	৩৯৪
অশ্লীল অংশাদি	...	৩৯৭
গায়ত্রীর ভিন্ন ভিন্ন বাংলা অনুবাদ	...	৩৯৯
শুদ্ধিসূচী	...	৪০০

মুখবন্ধ

'বৃহদারণ্যক উপনিষদ্' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একটী মহা-ব্রত উদ্‌যাপিত হইল। তজ্জন্য সর্ব্বমঙ্গল-বিধাতার চরণে বার বার ভক্তিভরে প্রণাম করি। বর্ত্তমান সংস্করণে প্রকাশিত দ্বাদশ খানা উপনিষদ্ ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান গ্রন্থ এবং বেদান্তদর্শনের শাস্ত্রীয় ভিত্তি। এই উপনিষদ্‌গুলি সরল টীকা ও অবিকল অনুবাদসহ প্রচার করিয়া প্রাচীন ব্রহ্মবাদের সহিত আধুনিক ব্রহ্মবাদের ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপন, ইহাই ছিল ব্রত। বার্দ্ধক্য-জনিত দুর্ব্বলতা এবং অন্যান্য কর্ত্তব্যের বাহুল্যবশতঃ 'ছান্দোগ্য' ও 'বৃহদারণ্যক' প্রচার সম্বন্ধে নিরাশ হইতে-ছিলাম; এমন সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে পণ্ডিতপ্রবর মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন মহাশয়ের অমূল্য সাহায্য পাইলাম এবং তাহাতেই ব্রত উদ্-যাপিত হইল,—ঠিক আমার ইচ্ছামত নহে, বিধাতার ইচ্ছামতই হইল। এই সাহায্যের জন্য আমার কৃতজ্ঞতাবোধ যে কত গভীর, তাহা আমি কথায় প্রকাশ করিতে পারি না। যাহা হউক্, এখন বৈদিক সাহিত্যে 'বৃহদারণ্যকে'র স্থান সম্বন্ধে উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া তৎপরে আমার বক্তব্য বলি। বৈদিক গ্রন্থের চারি বিভাগ সম্বন্ধে পাঠক মৎ-সম্পাদিত দ্বিতীয় খণ্ড উপনিষদের মুখবন্ধে পড়িয়া থাকিবেন। বিষয় এবং কালের বিভাগানুসারে বৈদিক সাহিত্য মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্, এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারি শ্রেণীর বিষয়ভেদ এবং উপনিষদ্‌সমূহের শ্রেণীভেদ উক্ত মুখবন্ধে দেখান হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে 'বৃহদারণ্যকে'র স্থান সম্বন্ধে বেদান্তরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন:—"শুক্ল যজুর্ব্বেদের দুই শাখা—(১) কাণ্ব শাখা এবং (২) মাধ্যন্দিন শাখা। প্রত্যেক শাখাতেই 'শত পথ'

নামক এক খানা ব্রাহ্মণ আছে। এই উভয় 'শত পথ' ব্রাহ্মণ যে সর্ব্বাংশেই এক, তাহা নহে; কিছু কিছু পার্থক্যও আছে; তবে অধিকাংশ স্থলেই ঐক্য রহিয়াছে। কাণ্ব শাখার 'শত পথ' ব্রাহ্মণে ১৭টী কাণ্ড; শেষ কাণ্ডই অর্থাৎ সপ্তদশ কাণ্ডই 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ' নামে খ্যাত। এই উপনিষদের প্রায় সমগ্র অংশই মাধ্যন্দিন শাখায় পাওয়া যায়, কিন্তু এক স্থলে নহে। উপনিষদের যে যে অংশ মাধ্যন্দিন শাখার যে যে অংশে পাওয়া যায় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—মাধ্যন্দিন শত পথ ব্রাহ্মণ

১ম অধ্যায় ১ম ব্রাহ্মণ = ১০ম কাণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

১ম অধ্যায়, ২য় ব্রাহ্মণ = ১০ম কাণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৫ম ব্রাহ্মণ।

উপনিষদের অবশিষ্ট অংশ = ১৪শ কাণ্ড ৪র্থ অধ্যায় ১ম ব্রাহ্মণ হইতে শেষ পর্য্যন্ত (১৪।৯।৪ পর্য্যন্ত)

কিন্তু কোন কোন স্থলে পার্থক্য আছে। উপনিষদের ২।৬, ৪।৬, ৬।৫ অংশ 'বংশব্রাহ্মণ'। মাধ্যন্দিন 'শত পথ' ব্রাহ্মণে এ সমুদায়ের অনুরূপ অংশ যথাক্রমে ১৪।৫।৫ (২০-২২ মন্ত্র), ১৪।৭।৩ (২৬-২৮ মন্ত্র) এবং ১৪।৯।৪ (৩০-৩৩ মন্ত্র) কিন্তু উভয় 'বংশব্রাহ্মণ' এক নহে।

উপনিষদের ৫।১৫ এর সমগ্র অংশ মাধ্যন্দিন শাখায় পাওয়া যায় না (১৪।৮।৩ দ্রষ্টব্য)।"

উপনিষিদ্-সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণানুসারে আমরা উপনিষদ্ গ্রন্থে ব্রহ্মজ্ঞানই অন্বেষণ করি। 'বৃহদারণ্যকে' গভীর ব্রহ্মজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু হয়ত পাঠক দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে ইহাতে এমন অনেক বিষয় আছে যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে এই উপনিষদ্ একটী বৃহৎ 'ব্রাহ্মণের' অন্তর্গত। 'ব্রাহ্মণের' অন্তর্গত হওয়াতেই ইহাতে এমন অনেক বিষয় প্রবেশ করিয়াছে যাহার প্রকৃত স্থান ব্রাহ্মণগ্রন্থে। প্রাচীন পুস্তকে স্পষ্ট বিষয়বিভাগ দুর্লভ। দ্বিতীয় কারণ এই যে এই গ্রন্থ স্পষ্টতঃই

অনেক ঋষির রচিত। প্রতিভা এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে এই ঋষিদের মধ্যে অনেক প্রভেদ ছিল, সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অতি গভীর চিন্তাশীল। তাঁহারা যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, এই বিজ্ঞানালোকিত বিংশ শতাব্দীতেও সেই সকল বিষয়ের বিচার চলিতেছে। এমন কি বর্ত্তমান যুগের অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিও এই সকল চিন্তার গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে বোধ হয় অনেক ঋষিই যাগযজ্ঞ লইয়া এত ব্যস্ত ছিলেন যে চিন্তা করিতে যাইয়াও তাঁহাদের চিন্তা যজ্ঞাঙ্গ এবং যজ্ঞাঙ্গের সহিত সম্বদ্ধ বিষয়কলাপকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। অনেক স্থলে তাঁহাদের কথা অবোধ্য, এমন কি আপাততঃ অর্থহীন, অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ের অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয়। বেদান্তরত্ন মহাশয় তাঁহার মূল্যবান্ মন্তব্যগুলিতে এই জাতীয় উক্তি-গুলির আক্ষরিক অর্থ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, স্থানে স্থানে ভাবার্থেরও ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষভাবে ভাবার্থ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নাই। আমিও সেই চেষ্টা নিরর্থক ভাবিয়া তাহাতে বিরত হইলাম। এই বিষয়ে ভাষ্যকারগণের নিকট প্রায় কিছুই সাহায্য পাওয়া যায় না। যে সকল দার্শনিক তত্ত্ব এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে সে সকল সম্বন্ধেও আমার বোধ হয় এই সকল তত্ত্বের উদ্ভাবক মহর্ষিগণ উপনিষদ্ গ্রন্থসমূহের রচয়িতা নহেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের শিক্ষা শিষ্যপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল, কোনও সময়ে কোন লেখক বা বক্তাদ্বারা তাহা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। উপনিষদ্-সমূহেতে যে ভাবে উপনিষদ্-বক্তা ঋষিদের উল্লেখ বা বর্ণনা আছে, প্রকৃত বক্তা বা লেখকগণ সে ভাবে নিজের উল্লেখ বা বর্ণনা করেন না, অন্য ব্যক্তিরাই সেরূপ উল্লেখ বা বর্ণনা করেন। বিশেষতঃ, যাঁহারা গভীর চিন্তাশীল এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বের অবিষ্কারক, তাঁহাদের ব্যাখ্যাপ্রণালী চিন্তা ও যুক্তিপূর্ণ হওয়াই সম্ভব। বর্ত্তমান লেখকদের তো কথাই নাই, প্লেটো প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক লেখকদের মধ্যেও এই রচনা-কৌশল

দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উপনিষদুক্ত দার্শনিক উপদেশগুলিতে আমরা সেই বাক্চাতুর্য্য বা লিপিকৌশলের পরিচয় পাই না। এই সাহিত্যে অতি গভীর তত্ত্বনিচয়ও অনেক স্থলে অতি অস্পষ্ট ও অবিন্যস্ত ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে যেন সপ্রমাণ হয় যে তত্ত্বের দ্রষ্টা ও ব্যাখ্যাতা এক ব্যক্তি নহেন,—দ্রষ্টা যে প্রণালীতে তত্ত্ব দেখিয়াছিলেন এবং প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই প্রণালী আমরা পাই নাই; যিনি তত্ত্ব দেখেন নাই, অন্ততঃ সম্যক্‌ভাবে দেখেন নাই, কেবল শুনিয়াছেন এবং হয়ত আংশিকভাবে দেখিয়াছেন, এমন কোন ব্যক্তিই তাহা বচনবদ্ধ বা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দার্শনিক গ্রন্থ হিসাবে উপনিষদ্-সাহিত্যে যে অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়, আমার বোধ হয় ইহাই তাহার কারণ। যাহা হউক্, বৃহদারণ্যকোক্ত ঋষিদের বিষয় এখন কিঞ্চিৎ বিশেষভাবে বলি। ইহাতে অজাতশত্রু, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, আরুণি, উষস্ত, প্রবাহণ প্রভৃতি অনেক ঋষিরই উল্লেখ আছে। সুপ্রসিদ্ধা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও মৈত্রেয়ীর মনোহর আখ্যায়িকাও পাঠক এই উপনিষদেই দেখিতে পাইবেন। কিন্তু ইহাও দেখিবেন যে যাজ্ঞবল্ক্যই এই উপনিষদের প্রধান ঋষি। এই উপনিষদুক্ত গভীরতম তত্ত্বগুলি প্রধানতঃ তাঁহারই নামে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরবর্ত্তী দার্শনিক চিন্তায় যাজ্ঞবল্ক্যের প্রভাব অতি গভীর ও ব্যাপক। আমি 'ছান্দোগ্যে'র ভূমিকায় বলিয়াছি ঔপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যার দুই ধারার একটী ধারার প্রধান উপদেষ্টা যাজ্ঞবল্ক্য, এবং অপরটীর প্রধান উপদেষ্টৃদ্বয় ইন্দ্র ও প্রজাপতি। উক্ত ভূমিকায় এই দুই ধারার প্রভেদ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় যাজ্ঞবল্ক্যের মত সমালোচনাসহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ইহার সহিত ইন্দ্র ও প্রজাপতির উপদিষ্ট মতের প্রভেদ স্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে এই ভূমিকা পড়িবার পূর্ব্বে পাঠক ছান্দোগ্যের ভূমিকা—"উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি"—পুনরায়

মনোযোগপূর্ব্বক পড়িয়া লইবেন। উহাতে যে সকল দার্শনিক যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে সেগুলির পুনরুক্তি করিব না, সেগুলি পাঠকের জানা আছে, ইহাই ধরিয়া লইব।

চক্ষুর দুর্ব্বলতাবশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও প্রুফ-সংশোধনের জন্য প্রধানতঃ অন্যের উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছে, সুতরাং মুদ্রাঙ্কনদোষ গুরুতর না হইলেও সংখ্যায় নিতান্ত অল্প হয় নাই। পুস্তকের শেষভাগে একটী শুদ্ধিসূচী প্রদত্ত হইল। আশা করি, তাহাতে অন্ততঃ অধিকাংশ ভুলই সংশোধন করা হইয়াছে।

২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা, ২৫এ চৈত্র, ১৩৩৪। } সম্পাদক

ভূমিকা

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দার্শনিক মত

এই গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথম সাক্ষাৎ পাই। এই ব্রাহ্মণটীই কিঞ্চিৎ পূর্ণতর ও পরিবর্ত্তিত আকারে চতুর্থাধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পাঠক আমাদের ব্যাখ্যা পড়িবার পূর্ব্বে উপনিষদের এই দুটী স্থল মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। মহর্ষি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হইয়া তদীয় পত্নীদ্বয়ের মধ্যে সম্পত্তিবিভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। 'স্ত্রীপ্রজ্ঞা' কাত্যায়নীর তাহাতে অনিচ্ছা না হইবারই কথা। কিন্তু 'ব্রহ্মবাদিনী' মৈত্রেয়ী যখন প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে বিত্তদ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই, তখন তিনি বলিলেন, "যাহাদ্বারা আমি অমৃত হইতে না পারিব তাহাদ্বারা কি করিব? ভগবান্ এ বিষয়ে (অমৃতত্ব বিষয়ে) যাহা জানেন তাহা আমাকে বলুন্।" মহর্ষি সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে যাইতেছেন বটে, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি প্রেমশূন্য হন নাই, বরং মৈত্রেয়ীর এই কথায় তাঁহার পত্নীপ্রেম বর্দ্ধিতই হইল। তিনি বলিলেন, "তুমি প্রিয়াই ছিলে, (এখন) প্রিয়ত্ব বর্দ্ধিত করিলে।" এই প্রিয়ত্বের কথা হইতেই আত্মোপদেশ আরম্ভ হইল। প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে অন্যান্য নানা কথার মধ্যে এক স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য-কথিত আত্মতত্ত্বের সারসংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সে স্থলে আছে, "এই যে অন্তরতর আত্মা, ইনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, এই সমুদায় অপেক্ষাই প্রিয়। যে ব্যক্তি আত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে প্রিয়তর বলিয়া মনে করে, তাহাকে যদি কোন (আত্মজ্ঞ) ব্যক্তি বলে,—'তোমার প্রিয় (বস্তু) বিনাশ প্রাপ্ত হইবে'—সে এ প্রকার বলিতে সমর্থ এবং এ প্রকার ঘটিবেই। সুতরাং আত্মাকেই

প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যে আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করে, তাহার প্রিয় (বস্তু) নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।" 'মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে' এই মতই দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা যে স্ত্রীপুত্রাদি আপন জনকে প্রীতি করি তাহার কারণ কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন আত্মপ্রীতিই মূল প্রীতি; আত্মা স্বভাবতঃই আপনাকে প্রীতি করে। জাগতিক বস্তুসমূহের মধ্যে সে যে পরিমাণে আপনাকে দেখিতে পায় সেই পরিমাণেই সেসকলকে প্রীতি করে। পতি, পত্নী, সন্তান, স্বজাতি, স্বর্গ, দেবতা, সর্ব্ববস্তু, এই রূপেই প্রীতির আস্পদ হয়। "আত্মপ্রীতির জন্য সর্ব্ববস্তু প্রিয় হয়।" কিন্তু জাগতিক বস্তুগুলি কি প্রকৃতপক্ষে আত্মা হইতে পৃথক্ এবং আত্মা কি তাহাদের অতিরিক্ত একটী ক্ষুদ্র বস্তু? এই ক্ষুদ্র বস্তুর জন্যই কি সমুদয় বস্তু প্রিয় হয়? যাজ্ঞবল্ক্যের মত না বুঝিলে এরূপই মনে হয় বটে। মনে হয় যেন তিনি প্রেমের নামে সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতাই শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি এরূপ ভ্রমের অবসর রাখেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যা মনোযোগপূর্ব্বক পড়িলে দেখা যায় তিনি 'আত্মা' বলিতে এমন একটী বৃহৎ বস্তু বুঝেন যাহার বাহিরে কিছুই নাই, সমস্ত বস্তু যাহার অন্তর্গত। তাঁহার প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যার পর তিনি বলিতেছেন, "(সুতরাং এই) আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, নিদিধ্যাসন (অর্থাৎ নিশ্চিতরূপ ধ্যান) করিতে হইবে। অয়ি মৈত্রেয়ী! আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানদ্বারা এই সমুদায় অবগত হওয়া যায়।" কিন্তু লোকে তো তাহা মনে করে না। লোকে মনে করে সহস্র প্রকার বস্তুর মধ্যে আত্মা এক প্রকার বস্তুমাত্র, আত্মার অতিরিক্ত অসংখ্য বস্তু আছে, আত্মাকে সম্যক্‌রূপে না জানিয়াও, আত্মার সহিত ঐ সকল বস্তুর সম্বন্ধ বিচার না করিয়াও, বস্তুগুলিকে জানা যায়। এই ধারণা লইয়া কেবল সাধারণ লোক কেন, অপরা বিদ্যায় অনুরক্ত অধিকাংশ পণ্ডিত লোকও, নানা বস্তুর তত্ত্ব

অনুসন্ধান করে, এবং এই ভাবে যে জ্ঞান লাভ করে তাহাকে পরম তত্ত্ব বলিয়াই মনে করে, ইহার অতিরিক্ত আর কোন গভীরতর তত্ত্ব আছে বলিয়া মনে করে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন এরূপ প্রয়াস বৃথা। আত্মাকে ছাড়িয়া কোন বস্তু সম্যক্‌রূপে জানিতে চেষ্টা করিলে সেই বস্তু অনুসন্ধিৎসুকে বঞ্চিত করে, পরিত্যাগ করে, তাহার নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করে না। "যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, ক্ষত্রিয়জাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।····· যে ব্যক্তি সমুদায় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, সমুদায় বস্তু তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই লোকসমূহ, এই ভূতসমূহ, এই সমুদায় বস্তু—(এই সমস্ত তাহা) যাহা এই আত্মা।" বিষয়কে বিষয়ী হইতে স্বতন্ত্র মনে করিলে তাহা যে ছিন্নসত্তা (abstract) কল্পনামাত্র হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য ঋষি তাড্যমান্ দুন্দুভি, বাদ্যমান্ শঙ্খ, বাদ্যমান্ বীণা এবং অগ্নি হইতে নির্গত ধূমের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। দুন্দুভি, শঙ্খ ও বীণা এবং ইহাদের বাদক হইতে যেমন ইহাদের শব্দের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, অগ্নি হইতে যেমন ধূমের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, তেমনি বিষয়ী আত্মা হইতেও বিষয়ের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। আর এক শ্রেণীর দৃষ্টান্ত সমুদ্র ও জলের, রূপরসাদি ইন্দ্রিয়বিষয় ও চক্ষুরসনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, এবং কর্ম্ম ও গতিপ্রভৃতি ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে আশ্রয়-আশ্রিতের সম্বন্ধ। সমুদ্র যেমন জলের 'একায়ন' অর্থাৎ একমাত্র আশ্রয়, চক্ষুরসনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন রূপরসাদি বিষয়ের একায়ন, এবং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় যেমন কর্ম্ম ও গতিপ্রভৃতির একায়ন, তেমনি আত্মা সমুদয় বস্তুর একায়ন। আত্মা সর্ব্ববস্তুব্যাপী, স্থূল দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে দেখা যায় তিনি বস্তুমাত্রের সঙ্গেই জ্ঞেয়। এই

সত্যের একটী দৃষ্টান্ত দিতেছেন,—"যেমন সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলেই বিলীন হয়, তাহাকে আর পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না, (কিন্তু) যে কোন স্থল হইতে জলগ্রহণ করা যায় তাহা লবণময়ই, তেমনি অয়ি! এই মহাভূত অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানময়।" কিন্তু আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব দেখান ছাড়া এই দৃষ্টান্তের আর একটী উদ্দেশ্যও আছে। সেই উদ্দেশ্য এই যে আত্মা অসীমরূপে, সমষ্টিরূপে, সর্ব্বদাই থাকেন বটে, কিন্তু আত্মার যে ব্যষ্টিরূপে, সসীমরূপে, প্রকাশ,— যাহাকে আমরা জীবাত্মা বলি, সেই প্রকাশ অস্থায়ী। আত্মা বিজ্ঞানময় বটেন, কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞান, অভেদ বিজ্ঞান, বিষয়-বিষয়ি-ভেদশূন্য বিজ্ঞান, জীবের বিজ্ঞানের মত বিশেষ বিজ্ঞান নহে, বিষয়-বিষয়ি-ভেদযুক্ত বিজ্ঞান নহে। মৃত্যুর অবস্থায় এই বিশেষ বিজ্ঞান বিনষ্ট হয়। এই মত শিক্ষা দিবার জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন,—"(এই মহান্ আত্মা) এই সমুদায় ভূত হইতে (জীবাত্মারূপে) উত্থিত হইয়া এই সমুদায়েই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর আর তাহার সংজ্ঞা থাকে না।" এই শিক্ষাতে যে মৈত্রেয়ী বিস্মিত হইবেন, ইহা তাঁহার অবোধ্য হইবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। তাই তিনি বলিতেছেন, ''মৃত্যুর পর সংজ্ঞা থাকিবে না' ইহা বলিয়া ভগবান্ আমাকে মোহগ্রস্ত করিলেন।" এই সংবাদের দ্বিতীয় আকারে বলিয়াছেন,—'ভগবান্ আমাকে গভীর মোহের মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন। আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আমি মোহজনক কোন কথা বলিতেছি না। বিজ্ঞান-লাভের জন্য ইহাই পর্য্যাপ্ত।" অন্যত্র বলিয়াছেন, "আমি মোহজনক কিছুই বলিতেছি না। এই আত্মা অবিনাশী এবং উচ্ছেদবিহীন।" তৎপরে যাহা বলিতেছেন তাহার ভাব এই যে জীবদ্দশায় আমাদের জ্ঞানে বিষয়-বিষয়ীর, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার, ভেদ থাকে, কিন্তু মৃত্যুর অবস্থায় তাহা থাকে না, সুতরাং দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞানক্রিয়ায় যে বিচিত্র জগৎ

প্রতীয়মান হয়,—যাহার মূল জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদ—তাহা তখন থাকে না। বিষয়ের সহিত প্রভেদবশতঃই বিষয়ী জ্ঞানগোচর হন, জ্ঞেয়ের সহিত ভেদেই জ্ঞাতাকে জানা যায়; যে অবস্থায় বিষয়-জগৎ থাকে না, কেবল আত্মাই থাকেন, সে অবস্থায় আত্মা কিরূপে জ্ঞানগোচর হইবেন? যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—"যে স্থলে (মধ্যে হয়) যেন দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে, সেই স্থলে একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে দর্শন করে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপরকে অভিবাদন করে, একে অপরকে মনন করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু যখন ইহার (অর্থাৎ জ্ঞানীর) নিকট সমুদায়ই আত্মা হইয়া যায়, তখন কিরূপে [কাহাদ্বারা] কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবে, কিরূপে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কিরূপে কাহাকে অভিবাদন করিবে, কিরূপে কাহাকে মনন করিবে এবং কিরূপে কাহাকে জানিবে? যাহাদ্বারা এই সমুদায়কে জানা যায়, তাহাকে কিরূপে জানিবে? অয়ি! বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে?" এখন জিজ্ঞাস্য এই, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদবর্জ্জিত যে অবস্থার কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন সেই অবস্থার পরিচয় তিনি কোথায় পাইলেন? পরিচয় অর্থাৎ জ্ঞানলাভ না করিলে কোন বস্তুর কথা বলা যায় না, উহা আছে কি না আছে, কিছুই বলা যায় না। আর যাহার পরিচয় বা জ্ঞানলাভ করা যায় তাহাকে আর অজ্ঞেয় বলা যায় না, তাহার সম্বন্ধে বলা যায় না যে "বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে?" ফলতঃ কথা এই যে জ্ঞানব্যাপারকে যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই বিশ্লেষণ তাঁহাকে জ্ঞানের উপাদানগুলির ভেদমাত্রই দেখাইয়াছে, অভেদের দিক্‌টা, অথবা সম্যক্‌রূপে বলিতে গেলে ভেদের মধ্যে যে অভেদ—ভেদাভেদ—সেদিকুটা স্পষ্টরূপে দেখায় নাই। দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞান-ব্যাপারে দ্রষ্টৃ-দৃষ্ট, শ্রোতৃ-শ্রুত, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়, এরূপ দুটী বস্তু সম্বদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হয়। এই সম্বন্ধই জ্ঞানের মূল ভাব, সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে

আর জ্ঞানের জ্ঞানত্ব থাকে না। এই সম্বন্ধের মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুই আছে, ভেদাভেদই ইহার স্বরূপ, এই কথা আমরা 'ছান্দোগ্যের' ভূমিকায় স্পষ্টরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয় এই সম্বন্ধের এক দিক্ স্থায়ী বিজ্ঞাতা, অন্য দিক্ রূপরসাদি অস্থায়ী বিজ্ঞান-মাত্র। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যায় যে এই সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে অসীম ও সসীমের সম্বন্ধ,—ইহার এক দিকে অসীম জ্ঞানময় পরমাত্মা, অন্য দিকে সসীম জীবাত্মা, যাহার নিকট পরমাত্মা নিজ জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রকাশিত করিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন। এই কথাও আমরা উক্ত ভূমিকায় স্পষ্টরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং বিষয়-বিষয়ী, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, সসীম-অসীমের সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে জ্ঞানের কিছুই থাকে না, এবং জ্ঞান না থাকিলে আত্মাও থাকে না, কারণ জ্ঞানই আত্মার মূল লক্ষণ, জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই ভাব ইচ্ছা প্রভৃতি অন্যান্য আত্মলক্ষণ অবস্থান করে। সুতরাং যে অবস্থার কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন তাহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। প্রমাণ থাকা দূরে থাক্, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদ ছাড়িয়া আত্মা থাকে, এই কথার কোনও অর্থই নাই। কোন অজ্ঞেয় অচিন্তনীয় অবস্থা এবং সেই অবস্থাযুক্ত কোন বস্তু যদি থাকেও, তাহা 'অমৃতত্ব' নামের উপযুক্ত নহে। জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্মশক্তি প্রভৃতিতেই আত্মার মাহাত্ম্য। এই সমস্ত লক্ষণবিহীন হইয়া 'আত্মা' যদি অনন্ত কালও থাকে, সেই থাকার কোন মূল্য নাই। আখ্যায়িকার মৈত্রেয়ী দেবী স্বামীর অমৃতত্ব ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কি না জানি না। আমরা ব্যাখ্যাস্থলে উপস্থিত থাকিলে বলিতাম, যে সকল লক্ষণে আত্মার মূল্যবত্তা, সে সকল লক্ষণবিরহিত 'অমৃতত্ব' লইয়া আমরা কি করিব? 'ছান্দোগ্যে'র ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদে ইন্দ্র বস্তুতঃ তাহাই বলিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছি জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদ-বর্জ্জিত অবস্থার পরিচয় যাজ্ঞবল্ক্য কোথায় পাইলেন? বর্ত্তমান উপনিষদে চতুর্থাধ্যায়ের

তৃতীয় ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। সেই উত্তর—সুষুপ্তিতে। আমরা যথাস্থানে সেই উত্তরের বিচার করিব। এখন এই-মাত্র বক্তব্য যে সেই উত্তরের জন্য সুষুপ্তি পর্য্যন্ত যাইবার প্রয়োজন নাই। জাগ্রৎকালেও লোকে সেই একান্ত অভেদ অবস্থার প্রমাণ পায় বলিয়া মনে করে। যাজ্ঞবল্ক্য সেই 'প্রমাণের' উল্লেখ করিতে পারিতেন। জাগ্রদবস্থায় আমরা দেখি যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় বলিয়া মনে হয়—রূপরসাদি বিজ্ঞান—সে সমস্ত একে একে জ্ঞানের ভূমি ছাড়িয়া যায়; কিন্তু জ্ঞাতৃরূপী আমরা থাকি। প্রত্যেক বিষয়ই যখন চলিয়া যায়, তখন এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে কোন বিষয়ই আত্মার মূলস্বরূপের অন্তর্গত নহে, প্রত্যেকেই আগন্তুক, ব্যাবহারিক; কোনটারই স্থায়ী পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই; স্থায়ী পারমার্থিক অস্তিত্ব কেবল আত্মারই আছে, যে আত্মা এই পরিবর্ত্তন প্রবাহের মধ্যে স্থির থাকে। 'ছান্দোগ্যে'র ভূমিকায় আমরা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিতে যাইয়া এই সিদ্ধান্তের ভ্রম দেখাইয়াছি। জ্ঞানের গোটা বিষয় অসম্বদ্ধ বিজ্ঞান নহে। প্রত্যেক জ্ঞানব্যাপারে সসীম আত্মা নিজ অন্তরাত্মারূপে বিশ্বাত্মাকে জানে। বিশ্বাত্মা,—সর্ব্ববিষয়াশ্রয় বিশ্বরূপ পরমাত্মাই—প্রত্যেক জ্ঞানব্যাপারের অখণ্ড বিষয়। সুতরাং আমাদের সমক্ষে কোন বিষয় আসার প্রকৃত অর্থ আমাদের নিকট আংশিকভাবে বিশ্বাত্মার আবির্ভাব, এবং আমাদের নিকট হইতে কোন বিষয় চলিয়া যাবার প্রকৃত অর্থ আমাদের সম্বন্ধে আংশিকভাবে বিশ্বাত্মার তিরোভাব। সুতরাং জ্ঞানের বিষয়সমূহ আগন্তুক নহে, ব্যাবহারিক নহে। সসীম আত্মার নিকট তাহাদের আবির্ভাব এবং তাহা হইতে তাহাদের তিরোভাবই অস্থায়ী। পরমাত্মার জ্ঞানে উঁহারা চিরস্থায়ী, তাঁহার চিন্ময় অঙ্গকান্তি-রূপে উহারা পারমার্থিক। বিষয় যে স্থায়ী, পারমার্থিক, আমরা প্রত্যেক স্মৃতিব্যাপারেই তাহার পরিচয় পাই। প্রত্যেক জ্ঞানব্যাপারেই পূর্ব্ব-জ্ঞান স্মৃতির আকারে উদিত হইয়া বলে—"যাহা দেখিতেছ, শুনিতেছ,

তাহা পূর্ব্বের দেখা ও শোনা বিষয়, অথবা পূর্ব্বের দেখা ও শোনা বিষয়ের সদৃশ।" বিষয় ও বিষয়জ্ঞান অস্থায়ী হইলে স্মৃতি, অর্থাৎ পূর্ব্বজ্ঞানের পুনরুদয় সম্ভব হইত না এবং স্মৃতির অভাবে দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন মানবীয় জ্ঞানও সম্ভব হইত না। স্মৃতির সময়ে যাহা আমাদের সমক্ষে আসে তাহা নূতন বিজ্ঞান নহে, পুরাতন বিজ্ঞানেরই পুনরাবির্ভাব। পুরাতন বিজ্ঞান যদি বিনাশশীলই হইত,—(সাধারণ লোক এবং ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী যাহা মনে করেন),—যদি কোন স্থায়ী নিত্য আত্মাতে তাহা না থাকিত, তবে 'ইহাই সেই বিষয়, সেই পুরাতন বিজ্ঞান' এরূপ ধারণা অসম্ভব হইত। ফলতঃ কোন অনির্দ্দিষ্ট অনুমেয় পুরুষে নহে, আমাদেরই সাক্ষাৎ অন্তরাত্মারূপী নিত্য জ্ঞানময় পরমাত্মাতেই বিজ্ঞানসমূহ স্থায়ীভাবে বর্ত্তমান থাকে, কারণ তাহাদের পুনরাবির্ভাবে আমরা দেখি এবং বলি—ইহারা তো আমাদেরই পূর্ব্বদৃষ্ট বা পূর্ব্বশ্রুত বিষয়। আমাদের নিজ আত্মার ছাপ লইয়াই তাহারা পুনরাবির্ভূত হয়। বস্তুতঃ যে নিত্যজ্ঞানময় আত্মা ঐ সকল বিজ্ঞান লইয়া আমাদের আত্মারূপে পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই ঐ সকল বিজ্ঞান লইয়া পরে পুনরাবির্ভূত হন। জ্ঞান, স্মৃতি, বিস্মৃতি তাঁহারই আবির্ভাব-তিরোভাব। "মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনঞ্চ" (গীতা, ১৫।১৫)।

বিষয় যেমন স্থায়ী, পারমার্থিক, সসীম বিষয়ীও তেমনি স্থায়ী, পারমার্থিক। বিস্মৃতি-ভঙ্গে, স্মৃতির উদয়ে, যেমন দেখা যায় বিষয় আপাতদৃষ্টিতে অস্থায়ী, ব্যাবহারিক হইলেও বস্তুতঃ পরমাত্মার আশ্রয়ে স্থায়ী, সুতরাং পারমার্থিক, তেমনি সসীম জ্ঞান, সসীম আত্মা, বিস্মৃতির অধীন, অতএব আপাতদৃষ্টিতে অস্থায়ী হইলেও বস্তুতঃ নিত্য-জ্ঞানময় পরমাত্মার আশ্রয়ে স্থায়ী। বিস্মৃতির সময় যে কেবল আমরা আংশিকভাবে বিষয়জ্ঞানবর্জ্জিত হই, তাহা নহে, আংশিকভাবে আত্মজ্ঞানবর্জ্জিতও হই। প্রত্যেক বিষয়ের স্বরূপ এই—"আমি এই

বিষয় জানিতেছি।" বিস্মৃতিতে কেবল যে বিষয়জ্ঞানটী তিরোহিত হয়, তাহা নহে; সেই বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ আত্মজ্ঞানটীও তিরোহিত হয়। বিস্মৃতিতে যেমন বিষয়টীকে জানি না, তেমনি বিষয়টীর জ্ঞাতাকেও জানি না। সেই বিষয়টীর সঙ্গে সঙ্গে আমার আমিত্বের যে অংশটী ঐ বিষয়ের সঙ্গে সম্বদ্ধ, সেই অংশটীও তিরোহিত হয়। যখন সমস্ত বিষয়জ্ঞান তিরোহিত হয়,—যেমন মূর্চ্ছা বা সুষুপ্তিতে—তখন আত্মজ্ঞানও তিরোহিত হয়। কিন্তু বিষয়জ্ঞান যেমন তিরোহিত হইলেও নিত্যজ্ঞানময় পরমাত্মাতে বর্ত্তমান থাকে এবং স্মৃতির আকারে জীবাত্মায় পুনরাবির্ভূত হয়, আত্মজ্ঞানও তেমনি ব্যষ্টি বা সসীম আকারে তিরোহিত হইলেও সমষ্টিরূপী বিশ্বাত্মাতে বর্ত্তমান থাকে এবং ব্যষ্টিরূপে পুনরাবির্ভূত হয়। ইহাতে নিশ্চিতরূপেই দেখা যায় যে সসীম আত্মা পরমাত্মার আশ্রয়ে স্থায়ীভাবে অবস্থিতি করে,—তার সমস্ত ভেদ, ব্যক্তিত্বের সমস্ত সীমা, লইয়াই অবস্থিতি করে। বিস্মৃতির অন্তে, স্মৃতির উদয়ে, যখন আমার জ্ঞান আমাতে ফিরিয়া আসে, তখন তাহা আমার জ্ঞানরূপেই ফিরিয়া আসে, অন্যের জ্ঞানরূপে নহে। আমি যেমন অন্য ব্যক্তির জ্ঞান পাই না, আমার জ্ঞানই পাই, তেমনি অন্য ব্যক্তির অজ্ঞান, অন্য ব্যক্তির সীমাও, পাই না, আমার অজ্ঞান, আমার সীমাই পাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বাধার পরমাত্মা অদ্বৈত অখণ্ড বটেন, তাঁহার বাহিরে, তাঁহার অতিরিক্ত, কিছুই নাই বটে, কিন্তু তাঁহার ভিতরে অসংখ্য ভেদ বর্ত্তমান। তিনি তাঁহার অখণ্ড সমষ্টি চৈতন্যকে তাঁহার আশ্রিত অসংখ্য ব্যষ্টি চৈতন্যে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ব্যষ্টি চৈতন্যের তিরোভাবের সময়ে মনে হইতে পারে সমষ্টিতে ব্যষ্টি বিলীন হইয়া গেল,—সমষ্টির সহিত এবং পরস্পরের সহিত তাহাদের কোন ভেদ রহিল না; কিন্তু ব্যষ্টি যে তাহার সমস্ত ভেদ লইয়া—সমষ্টির সহিত ভেদ এবং পরস্পরের সহিত ভেদ লইয়া—পুনরাবির্ভূত হয়, তাহাতেই সপ্রমাণ হয় যে ভেদ ব্যাবহারিক নহে,

মায়িক নহে, ইহা পারমার্থিক, পরমাত্মার স্বরূপের মধ্যেই ইহার স্থান আছে। পরমাত্মার জ্ঞানে ভেদের স্থান না থাকিলে তাহা জীবের জীবনে প্রকাশিত হইতে পারিত না—এক মুহূর্ত্তের জন্যও নহে। যাহা কারণে নাই তাহা কার্য্যে আসিতে পারে না। হেগেলের কথায়—"Once is for ever"—যাহা সৃষ্টিতে এক বার প্রকাশিত হইল তাহা সৃষ্টিকর্ত্তাতে নিত্য কালই আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট গভীর সাধনপ্রণালী,—আলোচনাধীন ব্রাহ্মণদ্বয়ের দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও বিশ্বপ্রেম-সাধন, এবং চতুর্থাধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণের শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, পাপজয় ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি—সমস্তই ভেদাভেদ-মূলক। নির্ব্বিশেষ অভেদই যদি পরম তত্ত্ব হয়, তবে এই সাধনব্যবস্থার কোন অর্থই নাই। আত্মা বা ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষ ভেদশূন্য বস্তুই হন, দ্বৈত যদি 'ইব'ই হয়, অবিদ্যাজাতই হয়, তবে এই অবিদ্যার আবার কোন সসীম পুরুষের অভাবে এই অবিদ্যা তো সম্পূর্ণরূপে অর্থশূন্যই হয়, ঋষির প্রচারিত উৎকৃষ্ট সাধনতন্ত্রও অর্থহীন ও মূল্যহীন হয়। "আত্মাকে দেখিতে হইবে, শুনিতে হইবে, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে, আত্মবোধে সকলকে প্রীতি করিতে হইবে," এই উপদেশ কাহাকে করা হইয়াছে? "শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত" কাহাকে হইতে বলা হইতেছে? ব্রহ্মলোকে যাইতে বলা হইয়াছে কাহাকে? উপদেষ্টা উপদিষ্ট, সাধ্য সাধক, সকলই কি এক পরমাত্মা? সরল, নিরপেক্ষ, পক্ষপাতশূন্য হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে এবং ইহার সন্তোষকর উত্তর খুঁজিলে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের অসঙ্গতিদোষ স্পষ্টরূপেই উপলব্ধ হইবে। যে ভেদের উপর সমস্ত ঔপনিষদিক সাধনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত, প্রথম হইতেই তাহা মিথ্যা, অবিদ্যাজনিত বলিয়া ধারণা হইলে সাধনে উৎসাহও হইবে না। অসত্যমূলক প্রচেষ্টায় কখনও দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় থাকিতে পারে না। সেই জন্যই আমরা 'ইব'বাদ—যাহা পরবর্ত্তী

সময়ে 'মায়াবাদ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহার ভ্রম দেখাইতে কিঞ্চিৎ যত্ন করিলাম। কেবল 'মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ' ব্যাখ্যা করিতে যাইয়াই এত কথা বলিতে হইল। এখনও অন্ততঃ আরো দুটী ব্রাহ্মণের সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা আবশ্যক। কিন্তু অনেক কথাই বলা হইয়া গেল। পরে এসকলের পুনরুক্তি না করিলেও চলিবে।

অতঃপর আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে জনক-যজ্ঞ ভূমিতে যাজ্ঞবল্ক্যের সাক্ষাৎ পাই। সেই যজ্ঞভূমিতে রাজর্ষি জনক এক সহস্র গাভী অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রত্যেক গাভীর শৃঙ্গে দশ পাদ স্বর্ণ বাঁধা ছিল। দেশ-বিদেশাগত ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেদজ্ঞ, তাঁহার জন্য রাজার এই দক্ষিণা। রাজার ঘোষণার পর সকলই নীরব হইলেন। কে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিবে? যাজ্ঞবল্ক্য গরু ভাল বাসিতেন। তিনি আপনাকে 'গোকাম' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কেহ গাভীগুলি লইতেছেন না দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার এক জন শিষ্যকে সেগুলি তাঁহারি বাড়ীতে লইয়া যাইতে বলিলেন। তাঁহার সাহস দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। রাজার হোতৃপুরোহিত অশ্বল বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই কি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "ব্রহ্মিষ্ঠকে আমরা নমস্কার করিতেছি। কিন্তু আমরা গো লাভ করিতেই ইচ্ছা করি।" প্রকারান্তরে বলা হইল—"আপনারা আমার ব্রহ্মিষ্ঠত্ব পরীক্ষা করুন্?" ব্রাহ্মণগণ তাহাই করিলেন। অশ্বলপ্রমুখ আট জন ঋষি তাঁহাকে বেদের কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড উভয় বিষয়েই নানা প্রশ্ন করিলেন। ঋষিদের মধ্যে এক জন মহিলা, সম্ভবতঃ চিরকুমারী, ছিলেন—গার্গী বাচক্নবী, অর্থাৎ গর্গগোত্রীয়া বচক্নু কন্যা। সকল প্রশ্নের সন্তোষকরউত্তর দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য আপন ব্রহ্মিষ্ঠতা সপ্রমাণ করিলেন। প্রশ্নগুলি এবং যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর পাঠক বিশেষভাবে মূলগ্রন্থে পাঠ করিবেন। যাজ্ঞবল্ক্যের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানবত্তার সুস্পষ্ট পরিচয় এই অধ্যায়ে পাওয়া যায়। তিন সহস্র বৎসর

পূর্ব্বে দেশ কত উন্নত ছিল, দেশের পণ্ডিত ও পণ্ডিতাগণ কত দূর চিন্তাশীল ছিলেন, তাহার পরিচয় পাইয়া জন্মভূমির গৌরবে হৃদয় উৎফুল্ল হয়। যাহা হউক্, আমরা আলোচ্য অধ্যায়ের নয়টী ব্রাহ্মণের মধ্যে তিনটীমাত্র ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসে সমুদায় ওতপ্রোত?" নানা সসীম বস্তুর নাম করিয়া অবশেষে মহর্ষি বলিলেন "ব্রহ্মলোকেই সমুদায় লোক ওতপ্রোত?" গার্গী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রহ্মলোক কিসে ওতপ্রোত?" যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নকে 'অতিপ্রশ্ন' বলিয়া গার্গীকে থামাইয়া দিলেন। তিনি যেন বুঝিলেন যে প্রশ্নকর্ত্রী 'ব্রহ্মলোক' কথাটীর অর্থই বুঝিতে পারিতেছেন না। যে 'ব্রহ্মলোক' কথার অর্থ বুঝে সে এরূপ প্রশ্ন করে না। অনেক লোক জিজ্ঞাসা করে—'ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করিয়াছে?' তাহারা ঈশ্বর ও সৃষ্টির অর্থ বুঝে না। 'সৃষ্টির' মধ্যে অনিত্যত্বের ভাব এবং 'স্রষ্টা' বা 'ঈশ্বরের' মধ্যে অসৃষ্টত্ব ও নিত্যত্বের ভাব নিহিত আছে। ঈশ্বর অর্থাৎ নিত্য বস্তুকে দেখাইয়া দিলেও যাহারা জিজ্ঞাসা করে, "ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তা কে?" তাহারা বুঝে না যে তাহাদের অসঙ্গত প্রশ্নের এই অর্থ—"নিত্য বস্তু কিরূপে হইল?" যাহা হউক্, অষ্টম অধ্যায়ে গার্গী পুনরায় উঠিয়া মহর্ষিকে আবার সেই প্রশ্নই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ধরণটা লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নদুটীকে গার্গী ক্ষত্রিয়-যুবকদের শত্রুঘাতী বাণদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি যেন ভাবিতেছিলেন যে এই 'বাণ'দ্বয়ে যাজ্ঞবল্ক্য নিহত হইবেন, তাঁহার ব্রহ্মিষ্ঠত্বের দাবি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইল না, যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নদ্বয়ের সন্তোষকর উত্তর দিলেন এবং গার্গী উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে নিরস্ত হইতে বলিলেন। ইহার পরে আর একটীমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তৎপরেই সভাভঙ্গ হইল। যাহা হউক্ এবারেও গার্গীর প্রথম প্রশ্ন—'কিসে সমুদায় ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান?' সমুদায়,

বস্তু আকাশে অবস্থিত, সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথম উত্তর—'আকাশ।' এখানেই তো অধিকাংশ জিজ্ঞাসু থামিয়া যায়। আকাশও যে নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা যে একটী বৃহত্তর বস্তুর আশ্রিত, যাহা অপেক্ষা বৃহত্তর বস্তু নাই, যাহা স্বাধীন, অন্য-নিরপেক্ষ, স্বয়ম্ভু, এই চিন্তা কয়জন লোকের মনে উঠে? গার্গীর মনে এই চিন্তা উঠিয়াছিল, তাই তিনি প্রশ্ন করিলেন—"আকাশ কিসে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান্?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন—"অক্ষর পুরুষে" এবং সেই অক্ষর পুরুষের অভাবাত্মক ও ভাবাত্মক লক্ষণ দুইই বর্ণনা করিলেন। রূপরসাদি যাহা কিছু সসীম, তাহাদ্বারা তাঁহার লক্ষণা করিলে তাঁহার স্বরূপের প্রকৃত বর্ণনা হয় না, তাঁহার অনন্তত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সমুদায়কেই তাঁহার সম্বন্ধে নিষেধ করিতে হয়, যদিও এই সমুদায়ই তাঁহার আশ্রিত, অন্তর্গত। তাঁহার অনন্তত্ব কোথায়? কি সেই লক্ষণ তাঁহার, যাহাতে তিনি সমুদায়কে ধারণ করিয়া সমুদায়ের অতীত হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার বাহিরে আর কিছুই থাকিতে পারে না? সেই লক্ষণ তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব,—তাঁহার জ্ঞান। জ্ঞানের বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে না, জ্ঞানই প্রকৃত অসীম। এই পুস্তক যে আকাশে আছে, তাহার বাহিরে অন্য আকাশ। এই দুই আকাশখণ্ড পরস্পরের বাহিরে। কিন্তু এই উভয় আকাশখণ্ডই জ্ঞানের—যে জ্ঞানকে 'আমার' বলি সেই জ্ঞানেরই—ভিতরে, অর্থাৎ ইহার আশ্রিত। জ্ঞানের পক্ষে চলিত অর্থে ভিতর বাহির নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, অক্ষর অর্থাৎ জ্ঞানময় পুরুষ "অন্তররহিত, বাহ্যরহিত"। আকাশের খণ্ডত্ব—'এখান' 'ওখানের' প্রভেদ—জ্ঞানের অখণ্ডত্ব-সাপেক্ষ। যে জ্ঞান 'এখান' 'ওখানে'র প্রভেদ করে, সে এই প্রভেদের অতীত। আকাশকে আপাতত অনন্ত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আপাত অপরিমেয় (indefinite) হইলেও ইহা প্রকৃত পক্ষে অনন্ত (infinite) নহে, ইহা জ্ঞানের অধীন। আকাশকে যত বড়ই ভাবা যাক, ইহাকে জ্ঞানের

অধীন বলিয়াই ভাবিতে হয়,—যে জ্ঞানকে আমরা নিজ জ্ঞান বলি তাহারই অধীন ভাবিতে হয়, বিশ্বাস করিতে হয়, নচেৎ ভাবনা বা বিশ্বাস কিছুই সম্ভব হয় না। এই জ্ঞানই প্রকৃত অনন্ত, ভূমা, যাহার ব্যাখ্যা পাঠক 'ছান্দোগ্যে'র সপ্তমাধ্যায়ে পাইয়াছেন। জ্ঞানরূপী অনন্ত বা ভূমা বহু সসীমের সমষ্টি নহেন। সসীমের সমষ্টি কখনও অসীম হইতে পারে না। তিনি প্রত্যেক সসীমের মধ্যে—তাহার আশ্রয়রূপে—রহিয়াছেন। তিনি বিশ্বে যেমন অসীম, অণুতেও তেমনি অসীম। এবং অসীম কেবল একই হইতে পারে, দুই অসীম অসম্ভব। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞাতা একই—এক স্বাধীন জ্ঞাতার জ্ঞানই অসংখ্য অধীন জ্ঞাতাতে 'অনুভাত' হইয়া আছে। এই সত্যের আভাস পাইলেই পাঠক গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদের এই শেষ মীমাংসার অর্থ বুঝিতে পারিবেন,—"হে গার্গি! এই অক্ষরকে দেখা যায় না, (কিন্তু) তিনি দর্শন করেন, তাঁহাকে শ্রবণ করা যায় না, (কিন্তু) তিনি শ্রবণ করেন। তাঁহাকে মনন করা যায় না, (কিন্তু) তিনি মনন করেন। তাঁহাকে জানা যায় না, কিন্তু তিনি জানেন। ইনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, ইনি ভিন্ন অন্য কেহ শ্রোতা নাই, ইনি ভিন্ন অন্য কেহ মন্তা নাই, ইনি ভিন্ন অন্য কেহ বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি! এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান্ রহিয়াছে।"

এখন আমরা 'অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণ' নামক সপ্তমাধ্যায়ের মীমাংসা ব্যাখ্যা করিব। উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীকে জানেন কি না। 'সূত্রাত্মা' অর্থ যিনি সূত্রের ন্যায় সমুদায় বস্তুকে একত্র করিয়া রাখিয়াছেন, এবং 'অন্তর্যামী' অর্থ যিনি প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে অর্থাৎ ভিতরে থাকিয়া তাহাকে যমন অর্থাৎ নিয়মন, পরিচালন করেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন বায়ু অর্থাৎ প্রাণই সূত্রাত্মা। তিনি অন্তর্যামি-তত্ত্ব কিছু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। মূল কথাটা এই,—দেশকালাশ্রিত সসীম বস্তুর সহিত অনন্তস্বরূপ

আত্মার সম্বন্ধ কি? সসীম বস্তু অসীমের আশ্রয় ছাড়া থাকিতে পারে না, ইহা ঠিক। এই অর্থে সসীম অসীমের সহিত এক। অসীমকে ছাড়িয়া, অসীমকে না জানিয়া, না ভাবিয়া, সসীমকে জানা যায় না, ভাবা যায় না, সুতরাং সসীম বস্তু বলিয়া স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই, অসীমই একমাত্র স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ বস্তু। কিন্তু অসীমের সহিত সসীমের যেমন অভেদ আছে, তেমনি ভেদও আছে। জ্ঞানরূপী অসীম যেমন প্রত্যেক সসীম বস্তুকে ধারণ করিয়া আছে, তেমনি প্রত্যেককে অতিক্রম করিতেছে, প্রত্যেকের সীমা ছাড়াইয়া অন্য বস্তুতে যাইতেছে। আমরা যাহাকে 'আমাদের জ্ঞান' বলি তাহাই তো অসীমের সাক্ষাৎ প্রকাশ। সেই জ্ঞান যেমন এই পুস্তকখানাকে প্রকাশ ও ধারণ করিয়া আছে, তেমনি ইহাকে অতিক্রম করিতেছে। সে ইহার সীমা জানে এবং সীমা জানিতে যাইয়াই সীমা অতিক্রম করে ও অন্য বস্তুতে যায়। এই বস্তুকে জানা অর্থই ইহার সীমা জানা এবং অন্য বস্তুতে যাওয়া। এই রূপে ইহা প্রত্যেক বস্তুকে অতিক্রম করিয়া, সীমামাত্রকেই অতিক্রম করিয়া, নিজ অসীমত্বের পরিচয় দিতেছে। প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে ইহার যে ধারণা, সেই ধারণার ভিতরে, সেই ধারণার আশ্রয়রূপে, অসীমের ধারণা রহিয়াছে। অসীমের ধারণা তাহার নিজ স্বরূপেরই ধারণা, সে নিজেই অসীম। কেবল অসীমই সসীমকে জানিতে পারে। আমরা অসীমের সঙ্গে এক বলিয়াই সসীমকে জানি, এবং সসীমকে জানিতে যাইয়াই অসীমকে জানি। সুতরাং অসীমের সহিত সসীমের সম্বন্ধ দাঁড়াইল এই যে সসীম এক অর্থে অসীমের সহিত ভিন্ন, ভিন্ন না হইলে, অসীমের সহিত একশা বা একান্ত অভিন্ন হইলে, তাঁহার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারিত না, কারণ সম্বন্ধের পক্ষে ভিন্নতা চাই, অথচ অসীম সসীমের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে ধারণ ও চালন করিতেছে, যেমন শরীরের ভিতর আত্মা থাকিয়া শরীরকে জীবিত রাখে ও পরিচালিত করে। এই অর্থে সসীম অসীমের সহিত এক, অস্বতন্ত্র। যাজ্ঞবল্ক্য

পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা ভৌতিক বস্তু এবং প্রাণ মন বিজ্ঞানাদি আধ্যাত্মিক বস্তুর উল্লেখ করিয়া এই সকল বস্তুর সঙ্গে অন্তর্যামিরূপী আত্মার—যিনি বিশ্বের আত্মা এবং জীবেরও আত্মা, সেই আত্মার—ভেদ ও অভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। পাঠক দেখিবেন যে আমাদের প্রত্যেকের সসীম ব্যক্তিত্বও এই সকল সসীম বস্তুর অন্তর্গত, কিন্তু আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বের সীমা জানিতে যাইয়াই সীমা অতিক্রম করি, আমাদের মধ্যে, আমাদের অন্তরাত্মারূপে, অসীমের সাক্ষাৎ পরিচয় পাই। যাজ্ঞবল্ক্য সম্ভবতঃ এই সসীম ব্যক্তিত্বকেই 'বিজ্ঞান' বলিয়াছেন। যে সকল বস্তুর ব্যক্তিত্ব নাই, যাহাদিগকে আমরা জড় বস্তু বলি, তাহারা অসীমকে না জানিয়াই তাঁহাদ্বারা পরিচালিত হয়। বিজ্ঞানরূপী আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান আছে বটে, কিন্তু তাহা অনেক স্থলেই নিদ্রিত ও অস্ফুট। যাহা হউক, আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের অন্তর্যামি-ব্যাখ্যার দুটী নমুনামাত্র উদ্ধৃত করি। ইহা সর্ব্বত্রই একরূপ। "যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, (অথচ) পৃথিবী হইতে পৃথক্ (অর্থাৎ ভিন্ন), পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, কিন্তু পৃথিবী যাঁহার শরীর এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনি তোমার আত্মা, (ইনিই) অন্তর্যামী ও অমৃত।" ·· যিনি বিজ্ঞানে অবস্থিত, (অথচ) বিজ্ঞান হইতে পৃথক্, বিজ্ঞান যাঁহাকে জানে না, কিন্তু বিজ্ঞান যাঁহার শরীর এবং বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি বিজ্ঞানকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, (ইনিই) অন্তর্যামী ও অমৃত।"

উপসংহারে যাজ্ঞবল্ক্য অদ্বৈতভাবের দিকেই ঝোঁক্ দিয়াছেন। যেমন গার্গীকে বলিয়াছিলেন, তেমনি এস্থলেও বলিতেছেন, "(তিনি) অদৃষ্ট (কিন্তু সকলের) দ্রষ্টা, অশ্রুত (কিন্তু সকলের) শ্রোতা; তাঁহাকে মনন করা যায় না, কিন্তু (তিনি সকলের) মননকর্ত্তা; তিনি অবিজ্ঞাত, কিন্তু (সকলের) বিজ্ঞাতা। ইনি ভিন্ন কেহ দ্রষ্টা নাই, ইনি ভিন্ন

কেহ শ্রোতা নাই, ইনি ভিন্ন কেহ মননকর্ত্তা নাই, ইনি ভিন্ন কেহ বিজ্ঞাতা নাই। ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত ; ইনি ভিন্ন আর সমুদায় আর্ত্ত। তদনন্তর উদ্দালক আরুণি বিরত হইলেন।”

এই অদ্বৈতভাবের ব্যাখ্যা আমরা অষ্টমাধ্যায়ের ব্যাখ্যায়ই দিয়াছি। অনন্তকে দর্শন মননাদি করা যায় না, ইহার অর্থ এই যে সসীম বস্তুকে যে ভাবে দর্শন মননাদি করা যায় সে ভাবে অনন্তকে করা যায় না। এক ভাবে যে তাঁহাকেও দর্শনমননাদি করা যায় তাহা যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে স্পষ্টই বলিয়াছেন। এক অর্থে যে অনন্তই একমাত্র দর্শনমননাদির বিষয়, তাহাও নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ প্রভৃতি উপনিষৎশাস্ত্রের নানা স্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আচার্য্য রামানুজ ‘অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণ’কে তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-দর্শনের শাস্ত্রীয় ভিত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক অর্থে একথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু অদ্বৈতের দিকে যাজ্ঞবল্ক্যের যেরূপ প্রবল ঝোঁক্, রামানুজ-দর্শনে তাহা দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য। যাজ্ঞবল্ক্যের অমৃতত্বের ব্যাখ্যাও রামানুজদর্শনের বিরুদ্ধ। তাহা যে আমাদেরও সম্মত নহে, তাহা আমরা ইতিমধ্যেই দেখাইয়াছি, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে আরো স্পষ্টরূপে দেখাইব।

সমস্ত চতুর্থ অধ্যায়টীই জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ। কিন্তু আমরা কেবল ইহার তৃতীয় ব্রাহ্মণটিই ব্যাখ্যা করিব। ইহাতে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—‘কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষ’? অর্থাৎ জীবাত্মার জ্যোতি কি?—কিসের দ্বারা জীবাত্মা ইহলোকে ও পরলোকে পরিচালিত হয়? এই প্রশ্নের সহজ ও স্থূল উত্তর এই—সূর্য্যালোকদ্বারা, তদভাবে চন্দ্রালোক দ্বারা, তদভাবে অগ্ন্যালোকদ্বারা, তদভাবেও বাক্যদ্বারা। সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে কোন লোকের উচ্চারিত বাক্যই আমাদের চালক। কিন্তু এসকল ‘জ্যোতি’ও তো স্বতন্ত্র জ্যোতি নহে। মূল জ্যোতি আত্মার [illegible] জ্ঞানশক্তি ; তাহা ছাড়া সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ, অগ্নি,

এ সকলের জ্যোতি জ্ঞানলাভের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ফলতঃ এসকল জ্যোতিষ্মৎ বস্তু আত্মজ্যোতিরই অনুভাসন মাত্র। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" (মুণ্ডক ২।২।১০। কিন্তু এস্থলে ঋষি স্পষ্টরূপে তাহা বলিতেছেন না। যেখানে সমুদায় অবান্তর আলোকের অভাব, সেখানে জিজ্ঞাসুকে লইয়া গিয়া মূল আত্মালোকের অস্তিত্ব উপলব্ধি করাইতেছেন। ইহাই যে মূল আলোক, ইহা যে নিজশক্তিতে বিচিত্র জগত সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য ঋষি জিজ্ঞাসুকে জাগ্রদবস্থা ছাড়িয়া স্বপ্নাবস্থায় লইয়া গিয়াছেন। যে সকল বস্তুকে লোকে আত্মার অতিরিক্ত বাহ্যবস্তু মনে করে, স্বপ্নাবস্থায় সে সকল বস্তু নাই, অথচ আত্মা নিজ শক্তিতে সে সকল বস্তু সৃষ্টি করে। "সেই স্থলে রথ নাই, রথের বাহনাদি নাই, এবং পথ নাই; তখন (এই আত্মা সেই স্থলে) রথ, রথের বাহনাদি এবং পথ সৃষ্টি করেন। সেই স্থলে আনন্দ, মোদ এবং প্রমোদ নাই, তখন আত্মাই আনন্দ মোদ ও প্রমোদ সৃষ্টি করেন। সে স্থলে বেশান্ত, পুষ্করিণী বা নদী নাই, তখন (আত্মাই) বেশান্ত, পুষ্করিণী ও নদী সৃষ্টি করেন। তিনিই কর্ত্তা।" স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুসমূহ যে মানসিক, সে বিষয়ে কেহই সন্দেহ করে না। সেগুলি যে 'বাহ্যবস্তুর' অনুরূপ, তাহাও নিশ্চিত,—এত অনুরূপ যে নিদ্রা-ভঙ্গের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেগুলিকে 'বাহ্যবস্তু' বলিয়াই বিশ্বাস হয়। যাহা মনের 'বাহিরে', যাহা 'জড়', তাহা কিরূপে মানসিক ব্যাপারের অনুরূপ হইল, ইহা সাধারণ অদার্শনিক লোকে ভাবিয়া দেখে না, তাই এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও বাহ্যবস্তু ও মানসিক বস্তুকে সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু বলিয়াই মনে করে। দার্শনিক জানেন মনের সঙ্গে সম্বন্ধ দুয়েরই এক, দুইই মানসিক বস্তু, তবে তিনি দ্বৈতবাদী হইলে বিশ্বাস করেন যে জ্ঞানগোচর 'বাহ্য-বস্তুর' একটা অজ্ঞেয় কারণ আছে। যাহা হউক্, ঋষি এস্থলে ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আত্মা যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলির কর্ত্তা, তেমনি তিনিই জাগ্রৎকালে দৃষ্ট 'বাহ্যবস্তু'সমূহেরও কর্ত্তা, জড়জগৎ ও আত্মজগতে

বস্তুতঃ কোন দ্বৈত ভাব নাই। কিন্তু তাঁহার মতে বাহ্য ও অন্তের উভয় প্রকার বস্তুই বিনাশশীল,—"মৃত্যো রূপাণি" (২৩৮ পৃ)। এই সকল বস্তু আত্মার স্বরূপ—অমৃতত্ব—প্রকাশ করে না। অমৃতত্ব আমরা দেখি সুষুপ্তিতে—স্বপ্নহীন নিদ্রায়। "এই স্থলে সুপ্ত হইয়া তিনি কোন প্রকার কামনাও করেন না, কোন প্রকার স্বপ্নও দর্শন করেন না।"(২৪৭ পৃ)"ইহাই ইহার কামনারহিত, পাপরহিত, অভয় রূপ।...ইহাই ইহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম ও শোকাতীত রূপ। (২৪৮ ও ২৫৯ পৃ) এই অবস্থায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভেদও ভেদমূলক সম্বন্ধ, এবং নৈতিক ভেদ—ধর্ম্মাধর্ম্ম—কিছুই থাকে না। "এই অবস্থাতে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা হন, লোক অলোক, দেব অদেব, বেদ অবেদ হন। এই অবস্থায় স্তেন অস্তেন, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস (হন)। পুণ্য ইহার অনুগমন করে না, পাপ ইহার অনুগমন করে না। তখন এই পুরুষ হৃদয়ের সমুদায় শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।" (২৪৯ পৃ) এখন প্রশ্ন এই যে, এই অবস্থায় জ্ঞান থাকে কি না? 'মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে' যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত এবং অনেকটাই নিষেধাত্মক উত্তর দিয়াছিলেন। এস্থলে তিনি ইহার বিস্তৃততর ও স্পষ্টতর উত্তর দিয়াছেন। এই উত্তর বর্ত্তমান ব্রাহ্মণের ২৩-৩২ শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে। ইহার সারসংগ্রহ এই:—দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, কথন, শ্রবণ, মনন, স্পর্শ,—এক কথায় জ্ঞান, বিষয়-বিষয়ীর ভেদমূলক। জ্ঞান আত্মারই শক্তি, সুতরাং অবিনাশী। সুষুপ্তিতে এই জ্ঞানশক্তি থাকে, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে আত্মা এমন কিছু জানেন না যাহা তাহা হইতে ভিন্ন বা বিভক্ত। এখন, এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই:—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যাহাকে আমরা জ্ঞান বলি,—যাহা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় প্রকাশিত হয়—তাহাতে বিষয়-বিষয়ীর, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার, সসীম-অসীমের, ভেদ ও অভেদ অপরিহার্য্যরূপে বর্ত্তমান। আমরা এরূপ জ্ঞানই জানি, অন্য কোনরূপ জ্ঞান জানি না,

অন্ত কোন অবস্থা যদি থাকেও, তাহাকে জ্ঞান বলিতে পারি না। আমাদের পরিচিত জ্ঞান, যাহাতে স্মৃতি এবং বিস্মৃতি উভয়ই আছে, ইহাও দেখাইয়া দেয় যে সসীম আত্মার বিস্মৃতির সময়ে তাহার বিস্মৃত বিষয় অসীম আত্মাতে বর্ত্তমান থাকে এবং স্মৃতির পুনরুদয়ে তাহা সসীমের সমক্ষে প্রকাশিত হয়। সুষুপ্তি একটী অভাবাত্মক অবস্থা। ইহাতে সসীম আত্মার জ্ঞান ও স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। ইহা নিজের পরিচয় দিতে পারে না। স্মৃতি ও জাগরণের তুলনায়ই ইহার পরিচয়। স্মৃতির পুনরুদয়ে যেমন বিস্মৃতির পরিচয়, পুনর্জাগরণে তেমনি সুষুপ্তির পরিচয়। বিস্মৃতি যেমন স্মৃতির অভাবমাত্র, সুষুপ্তি তেমনি জাগরণ ও স্বপ্নের অভাবমাত্র। যাজ্ঞবল্ক্য সুষুপ্তিকে আনন্দ ও অমৃতত্বের অবস্থা বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। জাগ্রদবস্থার বিষয়সমূহ শোক ও মৃত্যুর রূপ, তাঁহার এরূপ ধারণা বশতঃই এই সমুদায়ের অভাবযুক্ত সুষুপ্তিকে তাঁহার আনন্দ ও অমৃতত্ব বলিয়া বোধ হইয়াছে। সুষুপ্তিতে যখন জ্ঞান নাই, জ্ঞানের বিষয় নাই, বিষয়াভাবে বিষয়ীও নাই, তখন আনন্দ ও অমৃতত্বের বার্ত্তা কে বলিবে? যাহা হউক, বিষয়-বিষয়ীর ভেদাভেদ-মূলক জ্ঞান, এবং সেই জ্ঞানঘটিত জাগরণ ও স্মৃতি যে সাক্ষ্য দেয়, তাহাতে তো নিঃসন্দিগ্ধরূপেই দেখা যায় যে সসীমাত্মার সুষুপ্তিকালে তাহার জ্ঞান, তাহার আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়ই, তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু মূল জ্ঞান, যে জ্ঞান তাহার জ্ঞানরূপে আসে এবং তাহার জ্ঞানরূপে চলিয়া যায়, সেই জ্ঞান তাহার সর্ব্বাবস্থায়ই,—তাহার স্মৃতি বিস্মৃতিতে, নিদ্রা জাগরণে—অক্ষুণ্ণই থাকে। তাহা সর্ব্বাবস্থায় অক্ষুণ্ণ না থাকিলে জীবের জ্ঞানোদয়, জ্ঞানাস্ত, স্মৃতি-বিস্মৃতি, নিদ্রা-জাগরণ, এ সকল অবস্থা সম্ভবই হইত না। জীব সুষুপ্তির পর পুনরায় জাগ্রত হইয়া দেখে তাহার তিরোহিত আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়ই পুনরাবির্ভূত হইয়াছে ও হইতেছে, নিদ্রার পূর্ব্বে যে সকল ভেদযুক্ত

হইয়া সেই জ্ঞান বর্ত্তমান ছিল, সেই সকল ভেদ লইয়াই পুনরাবির্ভূত হইতেছে। সুষুপ্তির অবস্থাকে যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ একান্ত অভেদের অবস্থা—প্রকৃত পক্ষে শূন্যময় অবস্থা—বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সে অবস্থা হইতে জাগ্রৎকালীন বিচিত্র ভেদযুক্ত অবস্থা কদাচ আসিতে পারে না। জীবের ভোলার সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্রহ্মও সব ভুলিয়া যাইতেন, জীবের সুষুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্রহ্মও সুষুপ্ত হইতেন, তবে পুনর্জ্জাগরণ, ভেদযুক্ত জগতের পুনরাবির্ভাব, অসম্ভব হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্মৃতির পুনরুদয়ে স্মৃত বিষয়ের পূর্ব্বত্ব, প্রাচীনত্ব, সূচিত হয়। পূর্ব্ব বা পুরাতন জ্ঞানের পুনরাবির্ভাবে এই প্রকাশ পায় যে সে তিরোভাবের সময়েও বর্ত্তমান ছিল, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদাভেদযুক্ত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াই বর্ত্তমান ছিল। সেই ভাবে বর্ত্তমান না থাকিলে সে পুনরায় সেই ভাবে আবির্ভূত হইতে পারিত না। সুতরাং সুষুপ্তির পর জীবের পুনর্জাগরণে ইহাই প্রমাণ হয় যে তাহার সুষুপ্তিকালীন তিরোহিত জ্ঞান অনিদ্র চিরজাগ্রত পরমাত্মার আশ্রয়ে অপরিবর্ত্তিত ভাবে বর্ত্তমান ছিল এবং তথা হইতেই প্রত্যাগত হইতেছে। প্রকৃত কথা এই যে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মার মৌলিক একত্বজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া জীব-ব্রহ্ম, সসীম-অসীম, এই ভেদই স্পষ্টরূপে করিতে পারেন নাই। মৌলিক অভেদের আশ্রয়ে, উহার অবিরোধী একটী ভেদ যে থাকিতে পারে, এবং জগতের সকল বিভাগেই যে সেই ভেদ সূচিত হইতেছে, তাহা তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন নাই। অভেদ স্বীকার করিলেই যেন ভেদ অস্বীকার করিতে হয়, এই তাঁহার ভাব। এরূপ চিন্তা যে একান্ত অভেদন্যায়ের ফল, এবং একান্ত অভেদন্যায় ও একান্ত ভেদ-ন্যায় উভয়ই যে অসম্যক্, ভেদাভেদন্যায়ই যে প্রকৃত ন্যায়, তাহা আমরা 'ছান্দোগ্যে'র ভূমিকায় দেখাইয়াছি, এস্থলে আর তাহার পুনরুক্তি করিলাম না। সুষুপ্তিতে সূচিত অবস্থাকেই যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মলোক বলিয়াছেন। তিনি সর্ব্বভেদরহিত আত্মার সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"তিনি সলিল (অর্থাৎ সলিলের ন্যায়, ভেদরহিত) এক দ্রষ্টা এবং অদ্বৈত। হে সম্রাট্! ইহাই ব্রহ্মলোক। ইনিই ইহার (অর্থাৎ ভেদ-যুক্ত জীবাত্মার) পরমা গতি, ইনিই ইহার পরমা সম্পৎ, ইনিই ইহার পরম লোক এবং ইনিই ইহার পরম আনন্দ। অন্য সমুদায় ভূত এই আনন্দের অংশমাত্র ভোগ করে।" আলোচনাধীন ব্রাহ্মণের শেষভাগে ঋষি নানা প্রকার উন্নত আনন্দের সহিত ব্রহ্মানন্দের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন ব্রহ্মানন্দ অন্য সকল আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চতুর্থ ব্রাহ্মণে ঋষি বলিয়াছেন যে কামনা লইয়া দেহত্যাগ করিলে পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়, কর্ম্মানুসারে নানা প্রকার দেহ ধারণ করিতে হয়, কিন্তু যিনি দেহ থাকিতেই নিষ্কাম হন তিনি দেহান্তে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। (৭মশ্রুতি) কিন্তু দেহ থাকিতেও ব্রহ্মলোক লাভ হয়। "এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া নিজ আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি সমুদায় বস্তুকে আত্মরূপে দর্শন করেন, পাপ ইহাকে সন্তপ্ত করিতে পারে না, ইনি পাপকে সন্তপ্ত করেন। ইনি নিষ্পাপ, বিরজ ও সন্দেহরহিত হইয়া ব্রাহ্মণ হন। ইহাই ব্রহ্মলোক—যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকার বলিলেন। জনক বলিলেন, "সেই আমি (অর্থাৎ ভগবৎ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট আমি) ভগবান্‌কে বিদেহ দেশ দান করিতেছি এবং দাস্য কর্ম্মের জন্য নিজেকেও দান করিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য এস্থলে এবং অন্যত্র জীবন্মুক্ত অবস্থার প্রেম, পবিত্রতা ও আনন্দের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার বিনিময়ে রাজার রাজ্যদান ও আপনাকে গুরুর দাস্যে বিনিয়োগ কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু এই প্রেম, পবিত্রতা ও আনন্দের অবস্থা জ্ঞানগ্রাহ্য—এমন জ্ঞানগোচর যে জ্ঞানে জ্ঞেয়-জ্ঞাতার, অসীম-অসীমের, ভেদ ও অভেদ আছে, ইহাকে শূন্যময় সুষুপ্তির সঙ্গে এক করিতে যাইয়াই তিনি ভুল করিয়াছেন। তাঁহার সাধনের অভিজ্ঞতা অতি গভীর, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এই গভীরতা আলোচনাধীন ব্রাহ্মণদ্বয়ের নানা শ্লোকে

সূচিত হইয়াছে। ' কিন্তু তাঁহার ঐ অসমীচীন তুলনা এবং তাঁহার মূল অভেদস্বাদ তাঁহার উচ্চ সাধনাদির উপরে ও একটা সন্ন্যাস ও কর্ম্মহীনতার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই ছায়া আধুনিক সাধকদিগকে যত্নের সহিত অপনীত করিতে হইবে।

উপনিষদের কোন কোন ঋষি, বিশেষতঃ 'ছান্দোগ্যের' প্রজাপতি এবং 'কৌষীতকি'র চিত্র ও ইন্দ্র, যাজ্ঞবল্ক্যের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদ্‌ই সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন উপনিষদ্। 'ছান্দোগ্যে'র অষ্টমাধ্যায়ে যে ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ আছে, তাহা পড়িলে স্পষ্টই বোধ হয় এই সংবাদ-লেখক যাজ্ঞবল্ক্যের ভুল সংশোধন করিবার জন্যই এই সংবাদ লিখিয়াছেন। 'কৌষীতকি'র ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সংবাদ পড়িলেও অনেকটা তাহাই বোধ হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে ভারতীয় ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে দুটী পরস্পর-বিরুদ্ধ চিন্তাধারা চলিয়া আসিতেছে, ইহা নিঃসন্দেহ। আত্মার জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থাসমূহ, মানবজীবনে জ্ঞানের আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব,—ইহাদের স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেই ভারতীয় ব্রহ্মবাদ-দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সুষুপ্তির অবস্থা হইতে প্রলয়ের ধারণা, সুষুপ্তির পর জ্ঞানের উদয় হইতে সৃষ্টির ধারণা, এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা হইতে স্থিতির ধারণা হইয়াছে। সুষুপ্তির স্বরূপনির্ণয়ে মতভেদ হওয়াতে ব্রহ্ম-স্বরূপ সম্বন্ধেও মতভেদ হইয়াছে। আরুণি-যাজ্ঞবল্ক্যপ্রমুখ ঋষিগণ সুষুপ্তি ও সুষুপ্তি-সূচিত মৃত্যুকে একান্ত অভেদাবস্থা বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের মতে আদিকারণ ব্রহ্ম—যাঁহা হইতে সমুদায়ের উৎপত্তি ও যাঁহাতে সমুদায়ের পুনঃপ্রবেশ, তিনি—অভেদ, নির্ব্বিশেষ। নির্ব্বিশেষ অভেদ হইতে যে জগৎ উৎপন্ন হয়, অথবা উৎপন্ন হয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা বাস্তব জগৎ হইতে পারে না, তাহা 'ইব'মাত্র, অর্থাৎ মায়িক। এই মতাবলম্বী ঋষিগণ সুষুপ্তিতেই থামিয়া যান, আত্মার যে আর একটী অবস্থা আছে, যাহা বস্তুতঃ পরমাবস্থা, তাহা তাঁহারা

দেখেন না। মানবজীবনে জ্ঞানের আবির্ভাব তিরোভাব সত্ত্বেও, এই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের মধ্যেও, মূল জ্ঞান তো অপরিবর্ত্তনীয়ই থাকে। তিরোভাবের পর যে পুনরাবির্ভাব; তাহাতে এই অপরিবর্ত্তনীয়তা স্পষ্টই সপ্রমাণ হয়। আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের সমালোচনা করিতে যাইয়া বিশেষভাবেই তাহা দেখাইয়াছি। মূল জ্ঞানের এই অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থাই আত্মার চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থা। ইহাই আত্মার পরমাবস্থা, ইহাই পরমাত্মভাব, ব্রহ্মভাব। ইহাই ব্রহ্মলোক। 'মাণ্ডূক্য' উপনিষদে ইহা অস্পষ্টভাবে সূচিত হইয়াছে। গৌড়বাদের 'মাণ্ডূক্য-কারিকাতে' ইহা মায়াবাদের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু 'ছান্দোগ্যে'র ইন্দ্র-প্রজাপতি সংবাদে ইহা অনেকটা স্পষ্টরূপেই বর্ণিত হইয়াছে এবং 'কৌষীতকি'র চিত্র-আরুণি-সংবাদে এবং ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সংবাদে স্পষ্টতর হইয়াছে। প্রজাপতির প্রদত্ত চিত্তাকর্ষক আত্মস্বরূপ-বর্ণনার বার্ত্তা শুনিয়া ইন্দ্র ও বিরোচন আত্মতত্ত্ব-শিক্ষার জন্য প্রজাপতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজাপতির প্রথম উপদেশ,—জাগ্রদবস্থার বর্ণনা—শুনিয়াই বিরোচন সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু ইন্দ্র পরে পরে জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার বর্ণনা শুনিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য যে সুষুপ্তির এত প্রশংসা করিয়াছেন, যাহাকে তিনি ব্রহ্মলোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ইন্দ্র অতিশয় উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং প্রজাপতিও এই উপেক্ষার অনুমোদন করিয়াছেন। ইন্দ্র এই অবস্থা সম্বন্ধে বলিতেছেন, "হে ভগবন্! এই সময়ে ইহা (অর্থাৎ জীবাত্মা) নিজের বিষয়ই জানিতে পারে না যে 'ইহাই আমি' এবং ইহা ভূতসমূহকেও জানিতে পারে না। এ সময়ে ইহা বিনাশ-প্রাপ্তই হয় (অথবা যেন বিনাশপ্রাপ্ত হয়)। এ উপদেশে আমি ভোগ্য দেখিতেছি না" (যে ভোগ্যভাব ইন্দ্র পূর্ব্বে প্রজাপতির আত্ম-স্বরূপ বর্ণনায় দেখিয়াছিলেন)। প্রজাপতি বলিলেন, "হে মঘবন্! ইহা এই প্রকারই। এ বিষয়ে তোমাকে পুনরায় উপদেশ দিব এবং

প্রকৃত আত্মা হইতে অন্য কিছু ব্যাখ্যা করিব না।" প্রজাপতির শেষ উপদেশ পাঠক 'ছান্দোগ্যে' বেদান্তরত্ন মহাশয়ের টীকা, অনুবাদ ও মন্তব্যের সাহায্যে পাঠ করিবেন। অবান্তর কথা ছাড়িয়া দিলে ইহার এই মর্ম্ম পাওয়া যায়:—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এ সকল অবস্থা মূল আত্মার অবস্থা নহে, এ সকল শরীরী আত্মার অবস্থা। জীবাত্মা শরীরমুক্ত হইলেও, এমন কি শরীরে থাকিতেও, তাহারি দৈব চক্ষুদ্বারা ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মলোকের ভোগ্য সামগ্রীসমূহ দেখিতে পায়। ব্রহ্মলোক-বাসী দেবতাগণ অর্থাৎ শুদ্ধাত্মাগণের সম্বন্ধে প্রজাপতি বলিয়াছেন,— "এই যে ব্রহ্মলোকে দেবতাগণ,—ইহারা সেই আত্মাকে উপাসনা করেন। সেই জন্য তাঁহারা সমুদায় লোক ও সমুদায় কাম্য বস্তু লাভ করেন। যিনি এই প্রকারে সেই আত্মাকে লাভ করিয়া অবগত হন, তিনি সমুদায় লোক ও সমুদায় কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন, প্রজাপতি এই কথা বলিলেন।" প্রজাপতি-কথিত ব্রহ্মলোক ও যাজ্ঞবল্ক্য-কথিত ব্রহ্মলোক যে পরস্পর হইতে ভিন্ন, তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। 'কোষীতকি'র বর্ণনাদ্বয় পাঠ করিলে এই ভিন্নতা আরো স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা ঋষিদিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করেন তাঁহারা এই সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ বর্ণনার একটা সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করেন। আমাদের ধারণা আমরা এই ভূমিকার প্রথমাংশেই বলিয়াছি। ঋষিদের প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টিতে অনেক তারতম্য আছে। যিনি যতটুকু দেখিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, ততটুকুই বলিয়াছেন। সকলের চিন্তার সামঞ্জস্য থাকা অসম্ভব। সেরূপ সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা আমাদের নিকট নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়। ঋষিগণ কোন বাহ্যিক প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া নিজ অভিজ্ঞতার উপরই দাঁড়াইয়াছিলেন। এই রূপে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিলেই ঋষিদিগের প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখান হয় এবং ঋষিপথ অনুসরণ করা হয়।

সম্পাদক

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

প্রথম অধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ

মানস অশ্বমেধ—জগতের নানা অংশকে অশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি এবং অন্যান্য যজ্ঞাঙ্গরূপে চিন্তা

১। ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ॥ সূর্যশ্চক্ষুর্বাতঃ প্রাণো ব্যাত্তমগ্নির্বৈশ্বানরঃ সংবৎসর আত্মাশ্বস্য মেধ্যস্য॥ দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরং পৃথিবী পাজস্যম্। দিশঃ পার্শ্বে অবান্তরদিশঃ পর্শব ঋতবোঽঙ্গানি মাসাশ্চার্ধমাসাশ্চ পর্বাণ্যহোরাত্রাণি প্রতিষ্ঠা নক্ষত্রাণ্যস্থীনি নভো মাংসানি। ঊবধ্যং সিকতাঃ সিন্ধবো গুদা যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্বতা ওষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ লোমানি উদ্যন্ পূর্ব্বার্ধো নিম্লোচঞ্জঘনার্ধো তদ্বিজৃম্ভতে যদ্বিদ্যোততে যদ্বিধূনুতে তৎস্তনয়তি যন্মেহতি তদ্বর্ষতি বাগেবাস্য বাক্।

১। ওম্। উষা বৈ অশ্বস্য মেধ্যস্য (যজ্ঞার্হ অশ্বের; মেধ্য—যজ্ঞের উপযুক্ত) শিরঃ (মস্তক)। সূর্যঃ চক্ষুঃ; বাতঃ (বায়ু) প্রাণঃ; ব্যাত্তম্ (বি+আ+দ+ক্ত=বিবৃত মুখ! ব্যাদান করা হইয়াছে, এমন

১। উষাই যজ্ঞার্হ অশ্বের মস্তক; সূর্য (ইহার) চক্ষু; বায়ু (ইহার) প্রাণ; অগ্নি বৈশ্বানর (ইহার) বিবৃত মুখ; সংবৎসর (এই) মেধ্য অশ্বের দেহ। দ্যৌ (ইহার) পৃষ্ঠ; অন্তরিক্ষ (ইহার)

মুখ) অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর অগ্নি): সংবৎসরঃ আত্মা অশ্বস্য মেধ্যস্য। দ্যৌঃ পৃষ্ঠম্; অন্তরিক্ষম্ উদরম্; পৃথিবী পাজস্যম্ (খুর, 'পাদস্যম্' স্থলে—শঙ্কর); দিশঃ (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম এই চারি দিক) পার্শ্বে (দুই পার্শ্বে); অবান্তর-দিশঃ (মধ্যবর্ত্তী কোণ—অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, ঈশান—এই চারিটি কোণ; অব+অন্তর=মধ্যবর্ত্তী) পর্শবঃ (পার্শ্বের অস্থি সমূহ, পশু: ১।৩); ঋতবঃ (ঋতু সমূহ) অঙ্গানি (অঙ্গসমূহ), মাসাঃ চ অর্দ্ধমাসাঃ চ (অর্দ্ধমাস অর্থাৎ পক্ষ সমূহ) পর্ব্বাণি (সন্ধিস্থল সমূহ); অহোরাত্রাণি (দিনরাত্রিসমূহ; পাঃ ২।৪।২৯) প্রতিষ্ঠাঃ (পাদ); নক্ষত্রাণি (নক্ষত্র সমূহ) অস্থীনি (অস্থি সমূহ); নভঃ (নভস্থ মেঘ) মাংসানি (মাংস সমূহ); উবধ্যম্ (উদরস্থ অর্দ্ধজীর্ণ খাদ্য) সিকতাঃ (বালুকারাশি); সিন্ধবঃ (নদী সমূহ, সিন্ধু=নদী) গুদাঃ (রক্ত প্রবাহিত হইবার নাড়ী সমূহ; কিংবা অন্ত্র), যকৃৎ চ ক্লোমানঃ চ (ক্লোম নামক অংশ), পর্ব্বতাঃ (পর্ব্বত সমূহ), ঔষধয়ঃ চ (ওষধি সমূহ) বনস্পতয়ঃ চ (বনস্পতি সমূহ) লোমানি (লোম সমূহ); উদ্যন্ (উৎ+ই, শতৃ; উদীয়মান; উদীয়মান সূর্য্য) পূর্ব্বার্দ্ধঃ (দেহের সম্মুখ ভাগ), নিম্লোচন্ (নি+ম্লুচ্, শতৃ, অস্তগামী সূর্য্য) জঘনার্দ্ধঃ (উত্তর ভাগ, জঘন=দেহের নিম্নভাগ), যৎ (যে) বিজৃম্ভতে (মুখ বিদারণ করে - আনন্দগিরি; গাত্র কম্পিত করে—শঙ্কর) তৎ বিদ্যোততে (বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়, বি+দ্যুৎ ধাতু), যৎ বিধূনতে (বি+ধূ, শরীর কম্পিত করে), তৎ স্তনয়তি (স্তন ধাতু, মেঘ গর্জ্জন করে). যৎ মেহতে (মিহ ধাতু; মূত্রত্যাগ করে), তৎ বর্ষতি (বর্ষণ করে; বৃষ্); বাক্ এব (বাক্যই) অস্য (ইহার; অশ্বের) বাক্ (বাক্য অর্থাৎ হ্রেষাধ্বনি)।

উদর, পৃথিবী (ইহার) খুর, (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই) সমুদায় দিক্ (ইহার) পার্শ্বদ্বয়; অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশান এই সমুদায় অবান্তর দিক (ইহার) পার্শ্বাস্থি; ঋতুসমূহ (ইহার) অঙ্গ; মাস ও অর্দ্ধমাসসমূহ (ইহার) সন্ধিস্থল; দিন ও রাত্রিসমূহ (ইহার) পাদ; নক্ষত্রসমূহ (ইহার) অস্থি; মেঘ (ইহার) মাংস; বালুকা-রাশি (ইহার) উদরস্থ অর্দ্ধজীর্ণ খাদ্য; নদীসমূহ (ইহার) নাড়ী

২। অহর্বা অশ্বং পুরস্তান্মহিমান্বজায়ত তস্য পূর্ব্বে সমুদ্রে যোনী রাত্রিরেনং পশ্চান্মহিমান্বজায়ত তস্যাপরে সমুদ্রে যোনিরেতৌ বা অশ্বং মহিমানাবভিতঃ সংবভূবতুঃ। হয়ো ভূত্বা দেবানবহদ্বাজী গন্ধর্ব্বানর্বাঽসুরানশ্বো মনুষ্যান্ সমুদ্র এবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রো যোনিঃ।

২। অহঃ (দিন) বৈ অশ্বম্ (+অনু=অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া) পুরস্তাৎ (পুরোভাগে, পূর্ব্ব+অস্তাৎ পাঃ ৫।৩।২৭; ৫।৩।৪০) মহিমা (হবনীয় দ্রব্যের আধারভূত পাত্র বিশেষ) অনু+অজায়ত (উৎপন্ন হইয়াছিল; জন্ লঙ্ পাঃ ৭।৩।৭৮)। তস্য (তাহার) পূর্ব্বে সমুদ্রে (পূর্ব্বসমুদ্রে, শঙ্করাচার্য্যের মতে 'পূর্ব্বসমুদ্র'—১মা স্থলে ৭মী) যোনিঃ (উৎপত্তিস্থল)। রাত্রিঃ এনম (+অনু—ইহা লক্ষ্য করিয়া) পশ্চাৎ (পশ্চিমভাগে, বৈদিক পশ্চ পঞ্চমী, ব্যাকরণে অপর+অস্তাৎ পাঃ ৫।৩।৩২)। তস্য অপরে সমুদ্রে (পশ্চিম সমুদ্রে, কিংবা পশ্চিম সমুদ্র) যোনিঃ। এতৌ (+মহিমানৌ=মহিমা নামক এই দুইটী পাত্র) বৈ অশ্বম্ (+ অভিতঃ=অশ্বের অগ্রে ও পশ্চাতে) অভিতঃ (অশ্বম্+) সম্+বভূবতুঃ (উৎপন্ন হইয়াছিল)। হয়ঃ (হয় জাতীয় অশ্ব) ভূত্বা (হইয়া) দেবান্ (দেবগণকে) অবহৎ (বহন করিয়াছিল), বাজী (বাজীজাতীয় অশ্ব, বাজ+ইন্, বাজ=শক্তি, বেগ)

পর্ব্বতসমূহ (ইহার) যকৃত ও ক্লোম, ওষধি ও বনস্পতিসমূহ (ইহার) লোম; উদীয়মান সূর্য্য (ইহার) পূর্ব্বার্দ্ধ এবং অস্তগামী সূর্য্য (ইহার) উত্তরার্দ্ধ; অশ্ব যে জৃম্ভণ করে, তাহা বিদ্যুৎ সঞ্চার, অশ্ব যে গাত্র কম্পিত করে, তাহাই মেঘগর্জ্জন; অশ্ব যে মূত্র ত্যাগ করে, তাহাই বারিবর্ষণ আর অশ্বের যে হ্রেষারব তাহাই শব্দ।

২। অশ্বের সম্মুখ ভাগে মহিমানামক যে (স্বর্ণময়) পাত্র স্থাপন করা হয়, দিবসই সেই পাত্র; অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব সমুদ্র ইহার উৎপত্তিস্থল। ইহার পশ্চাৎভাগে মহিমানামক যে

গন্ধর্ব্বান্ (গন্ধর্ব্বদিগকে) ; অর্ব্বা (অর্ব্বন্ নামক অশ্ব ; গমনার্থক 'অর্ব' ধাতু হইতে) অসুরান্ (অসুরদিগকে) ; অশ্বঃ মনুষ্যান্ (মনুষ্যগণকে)। সমুদ্রঃ এব অস্য বন্ধুঃ, সমুদ্রঃ যোনিঃ।

(রজতময়) পাত্র স্থাপন করা হয়, রাত্রিই সেই পাত্র ; ইহাও অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। পশ্চিম সমুদ্র ইহার উৎপত্তিস্থল। অশ্বের উভয় দিকে স্থাপন করা হইবে এই জন্যই এই মহিমানামক গ্রহদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। 'হয়' নাম ধারণ করিয়া ইহা দেবগণকে বহন করিয়াছিল। 'বাজী' নাম ধারণ করিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে, 'অর্ব্বা' নাম ধারণ করিয়া অসুরদিগকে এবং 'অশ্ব' নাম ধারণ করিয়া মনুষ্যদিগকে বহন করিয়াছিল। সমুদ্রই ইহার বন্ধু, সমুদ্রই ইহার উৎপত্তিস্থল।

মন্তব্য

১। পাজস্যম্ —শঙ্কর বলেন পাদস্য স্থলে 'পাজস্যম্' ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ পাদাসন স্থান (=খুর, আনন্দগিরি)। অথর্ব্ববেদে—(৪।১৪।৮) ইহার উল্লেখ আছে। ভাষ্যকার বলেন, 'পাজ ইতি বল নাম ; তত্র হিতম্, উদর গতম্, উবধ্যম্'। উপনিষদে এ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না, কারণ ইহার পরেই উবধ্য শব্দের ব্যবহার আছে। মহীধর ও উবটের মতে ইহার অর্থ 'বলকর' অঙ্গ (শুক্ল যঃ ভাষ্য ২৫।৮)। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অনুবাদে Keith সাহেব flanks (পার্শ্বাস্থি) ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদে 'পর্শবঃ' শব্দে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার অর্থ পার্শ্বাস্থি। মোক্ষমুলার উপনিষদের অনুবাদে 'chest' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু শুক্লযজুর্ব্বেদে (২৫।৮) এবং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে (৫।৭।১৬) পাজস্য এবং ক্রোড় উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে; এই 'ক্রোড়' শব্দের অর্থ chest. তবে উপনিষদে ইহার অর্থ বক্ষঃস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া উদরের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত অংশই হইতে পারে। দ্যৌকে পৃষ্ঠ অন্তরিক্ষকে উদর এবং পৃথিবীকে পাজস্য বলা হইয়াছে। উপরি ভাগ দ্যৌ, মধ্যভাগ অন্তরিক্ষ, সুতরাং নিম্নভাগকেই পাজস্য বলা হইয়াছে।

২। ক্লোমানঃ—ক্লোম শব্দের অর্থবিষয়ে মতভেদ আছে। মোক্ষমুলার, গ্রিফিথ্‌স্‌ ও মনিয়ার উইলিয়ম্‌সের মতে ইহার অর্থ ফুস্‌ফুস্‌ কিথের মতে যকৃত (কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অনুবাদে ৫।৭।১৬); বোয়াঁরের মতে প্লীহা)। শঙ্করাচার্য্য বলেন, 'হৃদয়ের অধোভাগে দক্ষিণদিকে যকৃত, বামদিকে ক্লোম; ইহা নিত্যবহুবচনান্ত, এই জন্য ক্লোমান ব্যবহৃত হইয়াছে'। শুক্লযজুর্ব্বেদের ভাষ্যে মহীধর ও উবট উভয়ই ক্ষীরস্বামী ও কর্কের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ক্ষীরস্বামী বলেন, 'হৃদয়ের দক্ষিণে যকৃত ও ক্লোম এবং বামভাগে প্লীহা ও ফুস্‌ফুস্‌'। কর্কের মতে 'ক্লোম' অর্থ গলনাড়ী অর্থাৎ গলনালী। কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ 'Pancreas'।

৩। 'গুদ' শব্দের অর্থ মলদ্বার; কিন্তু এই শব্দ এস্থলে বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং নদীর সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে। এই জন্য শঙ্করাচার্য্য 'নাড়ী' অর্থে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। টীকায় আনন্দগিরি বলেন ইহার অর্থ 'শিরা'। শুক্লযজুর্ব্বেদে (২৫।৭) 'স্থূলগুদা' ও গুদা শব্দের এবং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে (৫।৭।১৭) স্থুরগুদা ও গুদা শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই সমুদায় স্থলে গুদা = অন্ত্র এবং স্থূলগুদা বা স্থুরগুদা = বৃহৎ অন্ত্র।

১। 'মহিমা' এক প্রকার পাত্র; ইহাতে হবনীয় দ্রব্য রাখা হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে দুইটী 'মহিমা'র আবশ্যক। ইহার একটী স্বর্ণময়, অপরটী রজতময়। স্বর্ণময় 'মহিমা'কে অশ্বের পুরোভাগে এবং রজতময় 'মহিমা'কে অশ্বের পশ্চাৎভাগে রাখা হয়। ২। শঙ্কর বলেন, 'হয়' 'বাজী' 'অর্ব্বা' প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট জাতিও হইতে পারে। ৩। 'অশ্বম্‌··· ···অন্বজায়ত'—শঙ্করাচার্য্য বলেন—'আমরা যেমন বলি বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতেছে, (বৃক্ষম্‌ অনু বিদ্যোততে বিদ্যুৎ), তেমনি এস্থলে বলা হইয়াছে অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া মহিমা নামক পাত্র উৎপন্ন হইয়াছে। টীকায় আনন্দগিরি লিখিয়াছেন—এস্থলে অনুশব্দ পশ্চাৎবাচী নহে কিন্তু লক্ষণবাচী।

প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

কবিত্বের ভাষায় জগৎ ও অশ্বমেধের উৎপত্তি-কথন

১। নৈবেহ কিংচনাগ্র আসীন্মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ। অশনায়য়াশনায়া হি মৃত্যুস্তন্মনোঽকুরুতাত্মন্বী স্যামিতি। সোঽর্চন্নচরত্তস্যার্চাত আপোঽজায়ন্তার্চতে বৈ মে কমভূদিতি তদেবার্কস্যার্কত্বম্। কং হ বা অস্মৈ ভবতি য এবমেতদর্কস্যার্কত্বং বেদ।

১। ন (না) এব ইহ (এই সংসারে ; ইদম্+হ, পাঃ ৫।৩।৩,১১) কিম্+চন (কিছুই) অগ্রে আসৎ (ছিল) অস্ লঙ্ পাঃ ৭।৩ ৯৬)। মৃত্যুনা (মৃত্যুদ্বারা ; মৃ+তুক্ উণাদি ৩।২১) এব ইদম্ (এই জগৎ) আবৃতম্ (আবৃত) আসৎ অশনায়য়া = অশনায়া, ৩।১ ; অশনায়া = (ভোজনেচ্ছা) ; অশনায়া হি মৃত্যুঃ। তৎ (তখন) মনঃ (সঙ্কল্প) অকুরুত (করিল) 'আত্মন্বী (আত্মন্+বিণ্ = আত্মবান্ = দেহযুক্ত ; শঙ্করাচার্য্যের মতে মনস্বী, কাহারও কাহারও মতে প্রযত্নবান্) স্যাম্ (হই) ইতি।

সঃ অর্চ্চনন (অর্চ্চনা করিয়া) অচরৎ (বিচরণ করিলেন। তস্য অর্চ্চতঃ (অর্চ্চৎ, ৫।১ ; অর্চ্চনাশীল মৃত্যু হইতে) আপঃ (জল) অজায়ন্ত (উৎপন্ন হইয়াছিল ; জন্, লঙ্, ৩।৩, পাঃ ৭।৩।৭৮)। 'অর্চ্চতে (অর্চ্চৎ ৪।১ ; +মে = অর্চ্চনাকারী যে আমি, সেই আমাতে) বৈ মে (আমার জন্য) কম্ (জল ; কেহ কেহ বলেন 'সুখ') অভূৎ' (হইয়াছিল) ইতি।

১। অগ্রে এ স্থলে কিছুই ছিল না। 'অশনায়া' রূপ মৃত্যুদ্বারা এই সমুদয় আবৃত ছিল, কারণ অশনায়াই (অর্থাৎ ভোজনেচ্ছাই) মৃত্যু। তাহার পরে মৃত্যু সঙ্কল্প করিলেন, 'আমি আত্মবান্ (অর্থাৎ দেহযুক্ত) হই'। তিনি অর্চ্চনা করিয়া বিচরণ করিলেন। অর্চ্চনাকারী সেই মৃত্যু

২। আপো বা অর্কস্তদ্যদপাং শর আসীৎ সমহন্যত। সা পৃথিব্যভবত্তস্যামশ্রাম্যত্তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজো রসো নিরবর্ততাগ্নিঃ।

তৎ এব (সেই জন্য ; কিংবা তাহাই) অর্কস্য (অর্কের ; অগ্নির—শঙ্করের মতে ; জলের—মোক্ষমূলারের মতে) অর্কত্বম্ (অর্কত্ব)।

কম্ (জল, সুখ) হ বৈ অস্মৈ (ইহার জন্য) ভবতি (হয়), ; যঃ এবম্ (এই প্রকারে) এতৎ (+ অর্কত্বম্ = এই অর্কত্বকে) অর্কস্য (অর্কের) অর্কত্বম্ বেদ (জানেন)।

২। আপঃ (জল) বৈ অর্কঃ। তৎ যৎ (+ শরঃ = সেই যে শর) অপাম্ (জলের) শরঃ (শরবৎ অংশ) আসীৎ (ছিল), তৎ সম + অহন্যত (কঠিন হইল ; সম্ + হন্ = কঠিন করা, এখানে কর্ত্তৃ-কর্ম্মবাচ্য)। সা পৃথিবী অভবৎ। তস্যাম্ (সেই পৃথিবী সৃষ্টিতে) অশ্রাম্যৎ (শ্রম করিয়াছিলেন, ক্লান্ত হইয়াছিলেন ; শ্রম্ ধাতু, পাঃ ৭।৩। ৭৪)। তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য (সেই শ্রান্ত ও উত্তপ্ত মৃত্যুর) তেজোরসঃ (তেজোরূপ রস অর্থাৎ সারাংশ) নিরবর্ত্তত উৎপন্ন হইল ; নিঃ + বৃৎ) অগ্নিঃ।

হইতে জল উৎপন্ন হইল। (তিনি চিন্তা করিলেন) অর্চ্চনাকারী আমার জন্য (অর্থাৎ যে আমি অর্চ্চনা করিয়াছিলাম, সেই আমার জন্য) 'ক' উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাই অর্কের অর্কত্ব (অর্থাৎ এই জন্যই অর্কের নাম অর্ক হইয়াছে)। যিনি এই প্রকার জানেন তাঁহার জন্য 'ক' (উৎপন্ন) হয়।

২। জলই অর্ক। জলের যে শর-বৎ অংশ ছিল, তাহাই কঠিন হইল ; তাহাই পৃথিবী (রূপে পরিণত) হইল। সেই সৃষ্টিকার্য্যে মৃত্যু ক্লান্ত হইয়াছিলেন। সেই পরিশ্রান্ত এবং উত্তপ্ত মৃত্যু হইতে তেজের সারভূত অগ্নি উৎপন্ন হইল।

৩। স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং স এষ প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ। তস্য প্রাচী দিক্‌শিরোঽসৌ চাসৌ চের্মৌ। অথাস্য প্রতীচী দিক্ পুচ্ছমসৌ চাসৌ চ সক্‌থ্যৌ দক্ষিণা চোদীচী চ পার্শ্বে দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদর-মিয়মুরঃ স এষোঽপ্সু প্রতিষ্ঠিতো যত্র ক্ব চৈতি তদেব প্রতি-তিষ্ঠত্যেবং বিদ্বান্।

৩। সঃ (সেই মৃত্যু; কেহ কেহ বলেন, সেই অগ্নি) ত্রেধা (তিন প্রকারে) আত্মানম্ (আপনাকে) বি+অকুরুত (ব্যাকৃত করিল; বিভক্ত করিল)—আদিত্যম্ তৃতীযম্ (তিন জনের এক জন, ২।১); বায়ুম্ তৃতীয়ম্। সঃ এষঃ প্রাণঃ ত্রেধা (তিন ভাগে) বিহিতঃ (সম্পন্ন হইল; বি+ধা)—তস্য (তাহার) প্রাচীদিক্ (পূর্ব্বদিক) শিরঃ; অসৌ চ অসৌ চ (ঐ কোণ ঐ কোণ; ঈশাণ কোণ ও অগ্নি-কোণ) ঈর্মৌ (বাহুদ্বয়; ঈর্ম=বাহু); অথ অস্য প্রতীচী (পশ্চিম) দিক্ পুচ্ছম্; অসৌ চ অসৌ চ (ঐ কোণ ঐ কোণ অর্থাৎ বায়ুকোণ ও নৈঋত কোণ) সক্‌থ্যৌ (সক্‌থী স্ত্রীং ১।২, বৈদিক প্রয়োগ, প্রচলিত প্রয়োগ সক্‌থি ক্লীং, দ্বিবচনে সকথিনী=উরুদ্বয়) দক্ষিণা চ (দক্ষিণ দিক্) উদীচী চ (উত্তরদিক্) পার্শ্বে (দুই পার্শ্বে); দ্যৌঃ পৃষ্ঠম্, অন্তরিক্ষম্ উদরম্, ইয়ম্ (এই; এই পৃথিবী) উরঃ (বক্ষঃস্থল) সঃ এষঃ (সেই এই অর্করূপী মৃত্যু) অপ্‌সু (জল সমূহে) প্রতিষ্ঠিতঃ। যত্র ক্ব চ (যে কোন স্থলে) এতি (গমন করে; ই ধাতু), তৎ এব (সেই স্থলেই) প্রতি+তিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠালাভ করেন; প্রতি+স্থা) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (যিনি জানেন)।

৩। তিনি আপনাকে ত্রেধা করিলেন—(অগ্নি তিন ভাগের এক ভাগ), আদিত্য তিন ভাগের এক ভাগ এবং বায়ু তিন ভাগের এক ভাগ। সেই প্রাণ এই রূপে ত্রেধা হইলেন। পূর্ব্বদিক্ তাঁহার মস্তক, ঐ কোণ, ঐ কোণ (অর্থাৎ অগ্নিকোণ ও ঈশানকোণ) তাঁহার বাহুদ্বয়, আর পশ্চিম কোণ তাঁহার পুচ্ছ; ঐ কোণ, ঐ কোণ (অর্থাৎ নৈঋত

৪। সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো ম আত্মা জায়েতেতি। স মনসা বাচং মিথুনং সমভবদশনায়া মৃত্যুস্তদ্যদ্রেত আসীৎ স সংবৎসরোঽভবৎ। ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস তমেতাবন্তং কালমবিভঃ। যাবান্ সংবৎসরস্তমেতাবতঃ কালস্য পরস্তাদসৃজত। তং জাতমভিব্যাদদাৎ স ভাণকরোৎসৈব বাগভবৎ।

৪। সঃ (তিনি) অকাময়ত (কামনা করিলেন; কম্, পাঃ ৩।১।৩০)—'দ্বিতীয়ঃ মে (আমার) আত্মা (দেহ) জায়েত' (উৎপন্ন হউক; জন্, পাঃ ৭।৩।৭৯) ইতি। সঃ মনসা (মন দ্বারা) বাচম্ (বাক্যকে; বাক্যের সহিত) মিথুনম্ সম্+অভবৎ (মিথুন ভাবে সম্মিলিত হইল) অশনায়া মৃত্যুঃ (অশনায়া নামক মৃত্যু)। তৎ যৎ (সেই যে) রেতঃ আসীৎ, (হইয়াছিল) সঃ সংবৎসরঃ অভবৎ (হইল)। ন হ পুরা ততঃ (তাহার পূর্ব্বে) সংবৎসরঃ আস (ছিল, অস্ লিট্, প্রাচীন প্রয়োগ=বভূব, পাঃ ২।৪।৫২)। তম্ (তাহাকে, সেই রেতকে) এতাবন্তম্ কালম্ (এই পরিমাণ কাল) অবিভঃ (ধারণ—করিয়াছিল; ভৃ, লঙ্, পাঃ ৬।১।৬৮) যাবান্ (যে পরিমাণ কাল; যৎ+বতুপ্ পাঃ ৫।২।৩৯; ৬।৩।৯১) সংবৎসরঃ। তম্ (রেত হইতে উৎপন্ন শিশুকে) এতাবতঃ কালস্য (এই পরিমাণ কালের) পরস্তাৎ (পরে; পরস্+অস্তাৎ, পাঃ ৫।৩।২৭) অসৃজত (সৃষ্টি করিল)। তম্ জাতম্ (জাত হইলে তাহাকে) অভি+বি+আ+অদদাৎ (গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিল; দা ধাতু লঙ্) সঃ (সেই শিশু) ভাণ ('ভাণ্' এই শব্দ) অকরোৎ (করিল)। সা এব (সেই শব্দই) বাক অভবৎ (হইল)।

কোণ ও বায়ু কোণ) তাঁহার উরুদ্বয়; দক্ষিণ দিক্ ও উত্তর দিক্ তাঁহার দুই পার্শ্ব; দ্যৌ তাঁহার পৃষ্ঠ, অন্তরিক্ষ উদর এবং এই (পৃথিবী) বক্ষঃ। সেই (অর্করূপী মৃত্যু) জলে প্রতিষ্ঠিত। যিনি ইহা জানেন, তিনি যে কোন স্থানেই গমন করুন না কেন, সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

৪। তিনি কামনা করিলেন—'আমার দ্বিতীয় দেহ উৎপন্ন হউক'।

৫। স ঐক্ষত যদি বা ইমমভিমংস্যে কনীয়োঽন্নং করিষ্য ইতি স তয়া বাচা তেনাত্মনেদং সর্বমসৃজত যদিদং কিংচর্চো যজূংষি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশূন্। স যদ্যদেবা-সৃজত তত্তদত্তুমাধ্রিয়ত সর্বং বা অত্তীতি তদদিতেরদিতিত্বং সর্ব্বস্যৈতস্যাত্তা ভবতি সর্ব্বমস্যান্নং ভবতি য এবমেতদদি-তেরদিতিত্বং বেদ।

৫। সঃ (সেই মৃত্যু) ঐক্ষত (চিন্তা করিলেন, ঈক্ষ্ লঙ্ ধাতু দর্শন করা) যদি বৈ ইমম্ (এই শিশুকে) অভিমংস্যে = হিংসা করি, ভক্ষণ করি ; অভি+মন্ লৃট, হিংসার্থে, অপ্রচলিত প্রযোগ), কনীয়ঃ (২।১ অল্পতর , কনীয়ম্, অল্পম্+ঈয়ম্ , পাঃ ৫।৩।৬৪ , কিন্তু সম্ভবতঃ কণ ও কন হইতে এই শব্দের উৎপত্তি) অন্নম্ (অন্নকে) করিষ্যে (করিব) ইতি। সঃ তয়া বাচা (সেই বাক্যদ্বারা) তেন আত্মনা (সেই দেহ দ্বারা) ইদম্ সর্ব্বম্—(এই সমুদায়কে) অসৃজত (সৃষ্টি করিল) যৎ ইদম্ কিম্ চ (যাহা এই কিছু) ঋচঃ (ঋকসমূহকে), যজূংষি (যজুর্মন্ত্রসমূহকে) সামানি (সামমন্ত্র সমূহকে) ছন্দাংসি (গায়ত্র্যাদি ছন্দসমূহ), যজ্ঞান্ (যজ্ঞসমূহকে) প্রজাঃ (মনুষ্যদিগকে)

সেই (অশনায়ারূপী মৃত্যু) মনদ্বারা বাক্যের সহিত মিথুন ভাবে সম্মিলিত হইলেন। সেই যে বীজ হইয়াছিল, তাহা সংবৎসর হইল। ইহার পূর্ব্বে সংবৎসর ছিল না। সংবৎসর যে পরিমাণ সেই পরিমাণ কাল তিনি (মৃত্যু কিংবা বাক্) তাহাকে অর্থাৎ (সেই বীজকে) ধারণ করিয়াছিলেন। সেই পরিমাণ কালের পরে তাহাকে (সন্তান রূপে) সৃষ্টি করিলেন। যখন সে উৎপন্ন হইল তখন তিনি (অর্থাৎ মৃত্যু) তাহাকে (গ্রাস করিবার জন্য) মুখ ব্যাদান করিলেন। সেই (উৎপন্ন শিশু) 'ভাণ্' এই শব্দ উচ্চারণ করিল। (এবং) তাহাই বাক হইল (অর্থাৎ এই রূপে প্রথম্ বাক্ সৃষ্ট হইল)।

৫। তিনি (অর্থাৎ মৃত্যু) চিন্তা করিলেন—'যদি ইহাকে ভোজন

৬। সোঽকাময়ত ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেয়েতি। সোঽশ্রাম্যৎ স তপোঽতপ্যত তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য যশো বীর্য্যমুদক্রামৎ। প্রাণা বৈ যশো বীর্য্যং তৎপ্রাণেষূৎক্রান্তেষু শরীরং শ্বয়িতুমধ্রিয়ত তস্য শরীর এব মন আসীৎ।

পশূন্ (পশুসমূহকে)। সঃ (সেই মৃত্যু) যৎ যৎ এব (যাহাকে যাহাকে) অসৃজত, তৎ তৎ (সেই সেই বস্তুকে) অত্তুম্ (ভক্ষণ করিতে; অদ্ অধ্রিয়ত (সঙ্কল্প করিল, ধৃ, আত্মনে, পাঃ ৭।৪।২৮)। সর্ব্বম্ (সর্ব্ব বস্তুকে) বৈ অত্তি (ভক্ষণ করে; অদ্) ইতি তৎ অদিতেঃ (অদিতির) অদিতিত্বম্। সর্ব্বস্য এতস্য (এই সমুদায়ের) অত্তা (ভোক্তা; অত্তৃ; অদ্+তৃচ্ ১।১), ভবতি, সর্ব্বম্ অস্য অন্নম্ ভবতি, যঃ এবম্ (এই প্রকারে) অদিতেঃ অদিতিত্বম্ বেদ (জানেন)।

৬। সঃ অকাময়ত (কামনা করিলেন) 'ভূয়সা যজ্ঞেন (মহান্ যজ্ঞদ্বারা; ভূয়সা = ভূয়স্, ৩।১। বহু+ঈয়স্, পাঃ ৬।৪।১৫৮) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) যজেয় (যজ্ঞ করি, যজ)। সঃ অশ্রাম্যৎ (শ্রম করিলেন, শ্রম্, পাঃ ৭।৩।৭৪); সঃ তপঃ অতপ্যত (তপস্যা করিলেন), তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য (সেই পরিশ্রমযুক্ত ও তপস্যাযুক্ত মৃত্যু হইতে; ৫মী স্থলে ৬ষ্ঠী), যশঃ বীর্য্যম্, উৎ+অক্রামৎ (নির্গত হইল, ক্রম্, পাঃ ৭।৩।৭৬)। প্রাণাঃ বৈ যশঃ বীর্য্যম্। তৎ (+শরীরম্=সেই শরীর

করি, অন্ন অন্ন করিয়া ফেলিব'। তখন তিনি সেই বাক্ এবং (সংবৎসর-রূপী) দেহের সহযোগে ঋক্, যজুঃ, সাম, ছন্দ, যজ্ঞ, মনুষ্য, পশু, (ইত্যাদি) যাহা কিছু আছে, সে সমুদায়ই সৃষ্টি করিলেন। তিনি যাহা সৃষ্টি করিলেন তাহাই ভক্ষণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি এই সমুদায় 'অদন' (অর্থাৎ ভক্ষণ) করেন, ইহাই অদিতির অদিতিত্ব। যিনি এই প্রকারে অদিতির অদিতিত্বকে জানেন, তিনি সমুদয় বস্তু ভক্ষণ করেন এবং সমুদায় বস্তুই তাঁহার অন্ন হয়।

৬। মৃত্যু কামনা করিলেন—'আমি মহাযজ্ঞদ্বারা পুনরায় যজন

৭। সোঽকাময়ত মেধ্যং ম ইদং স্যাদাত্মন্ব্যনেন স্যামিতি। ততোঽশ্চ সমভবদ্যদশ্বত্তন্মেধ্যমভূদিতি তদেবাশ্বমেধস্যাশ্বমেধত্বম্। এষ হ বা অশ্বমেধং বেদ য এনমেবং বেদ। তমনবরুদ্ধৈবামন্যত। তং সংবৎসরস্য পরস্তাদাত্মন আলভত। পশূন্দেবতাভ্যঃ প্রত্যৌহৎ। তস্মাৎসর্ব্বদেবত্যং প্রোক্ষিতং প্রাজাপত্যমালভন্ত। এষ হবা অশ্বমেধো য এষ তপতি তস্য সংবৎসর আত্মায়মগ্নিরর্কস্তস্যেমে লোকা আত্মানস্তাবেতাবর্কাশ্বমেধৌ। সোপুনরেকৈব দেবতা ভবতি মৃত্যুরেবাপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তি নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি মৃত্যুরস্যাত্মা ভবত্যেতাসাং দেবতানামেকো ভবতি।

কিংবা তৎ = তখন) প্রাণেষু উৎক্রান্তেষু (প্রাণ সমূহ উৎক্রান্ত হইলে) শরীরম্ শ্বয়িতুম্ অধ্রিয়ত (স্ফীত হইতে আরম্ভ হইল , শ্বয়িতুম্ = শ্বি + তুমুন্, স্ফীতি অর্থে , অধ্রিয়ত = ধৃ, লঙ, পাঃ ৭।৪।২৮ তস্য শরীরে এব মনঃ আসীৎ (ছিল)।

৭। সঃ অকাময়ত (কামনা করিল) 'মেধ্যম্ (যজ্ঞার্হ) মে (আমার) ইদম্ (এই দেহ) স্যাৎ (হউক)। আত্মন্বী (আত্মবান্, দেহবান্) অনেন (এই দেহদ্বারা) স্যাম্ (হই)' ইতি। ততঃ (অনন্তর) অশ্বঃ সম্ + অভবৎ (হইয়াছিল), যৎ অশ্বৎ (স্ফীত হইয়াছিল , শ্বি লুঙ্)। তৎ (তাহা) মেধ্যম্ অভূৎ (হইয়াছিল) ইতি। তৎ এব (ইহাই , কিংবা এই হেতু) অশ্বমেধস্য (অশ্বমেধ যজ্ঞের)

করিব।' তিনি পরিশ্রম করিলেন এবং তপস্যা করিলেন। পরিশ্রমযুক্ত এবং তপস্যাযুক্ত সেই মৃত্যু হইতে যশঃ এবং বীর্য্য নির্গত হইল। প্রাণই এই যশঃ এবং বীর্য্য। প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে তাঁহার শরীর স্ফীত হইতে আরম্ভ হইল। মন তাঁহার শরীরেই রহিল।

৭। তিনি কামনা করিলেন, 'আমার এই দেহ মেধ্য হউক এবং

অশ্বমেধত্বম্। এষঃ (এই ব্যক্তি) হ বৈ অশ্বমেধম্. (২।১) বেদ (জানেন, যঃ এনম্ (ইহাকে) এব (এই প্রকার) বেদ। তম্ (তাহাকে) অনবরুধ্য (অবরোধ না করিয়া, বন্ধন মোচন করিয়া) অমন্যত (চিন্তা করিলেন; মন্); তম্ সংবৎসরস্য পরস্তাৎ (সংবৎসর পরে ১।২।৪ মন্ত্র দ্রঃ) আত্মনে (আপনার জন্য) আলভত (উৎসর্গ করিলেন, হিংসা করিলেন—অ+লভ্, লঙ্); পশূন্ (অপরাপর পশু সমূহকে) দেবতাভ্য (দেবগণের উদ্দেশে) প্রতি+ঔহৎ (বিনাশ করিলেন, উহ্ ধাতু)। তস্মাৎ (সেই জন্য)। সর্ব্বদেবত্যম্ প্রোক্ষিতম্ (সমুদায় দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, ২।১; সর্ব্বদেবত্যম্=সর্ব্বদেবতা +য; প্র+উক্ষ+ক্ত) প্রাজাপাত্যম্ (প্রাজাপত্য পশু, ২।১) আলভন্তে (হিংসা করে) এষঃ (ইহাই) হ বৈ অশ্বমেধঃ, যঃ এষঃ (এই যাহা) তপতি (উত্তাপ দিতেছে)। তস্য (তাহার; অশ্বমেধ-রূপ আদিত্যের) সংবৎসরঃ আত্মা (দেহ); অয়ম্ অগ্নিঃ অর্কঃ; তস্য ইমে লোকাঃ (এই সমুদায় লোক) আত্মানঃ (দেহের অবয়ব-সমূহ)। তৌ এতৌ (এই দুইটী) অর্ক+অশ্বমেধৌ (অর্ক ও অশ্বমেধ) সা (+দেবতা=সেই দেবতা) উ পুনঃ একা এব (একই) দেবতা ভবতি মৃত্যুঃ এব (মৃত্যুই)। অপ (+জয়তি) পুনর্ম্মৃত্যুম্ (পুনর্ব্বার মৃত্যুকে) জয়তি (অপ+; জয় করেন), ন এনম্ (ইহাকে মৃত্যু আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), মৃত্যুঃ অস্য আত্মা ভবতি, এতাসাম্ (এই সমুদায় দেবতার মধ্যে) একঃ ভবতি।

আমি ইহাদ্বারা আত্মবান্ (অর্থাৎ দেহবান্) হই। তাঁহার দেহ 'অশ্বৎ' অর্থাৎ স্ফীত হইয়াছিল। এই জন্য তিনি অশ্ব হইয়াছিলেন (এবং) তিনি মেধ্য (ও) হইয়াছিলেন। ইহাই অশ্বমেধের অশ্বমেধত্ব। যিনি ইহাকে এইরূপ জানেন, তিনি অশ্বমেধতত্ত্ব জানেন। সেই পশুকে বন্ধন না করিয়াই তিনি (তাহার বিষয়ে) চিন্তা করিলেন। সংবৎসর পরে তিনি তাহাকে নিজের জন্য হিংসা করিলেন। অপরাপর পশুকে দেবগণের উদ্দেশে প্রদান করিলেন। এই জন্য, যে সমুদয় পশুকে সমুদায় দেবতার উদ্দেশে প্রদান করা হয়, সে সমুদায় পশুকে প্রাজাপত্য রূপেই হিংসা করা হয়, (কিংবা যে সমুদায় পশুকে প্রাজাপত্য রূপে

হিংসা করা হয়, তাহা সমুদায়, দেবতার উদ্দেশ্যেই প্রদান করা হয়)। এই যিনি উত্তাপ দিতেছেন (অর্থাৎ এই যে আদিত্য), ইনিই অশ্বমেধ। সংবৎসর ইহার আত্মা ; এই (পার্থিব) অগ্নিই অর্ক ; পৃথিব্যাদি লোক-সমূহ ইহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। অর্ক ও অশ্বমেধ এই দুই,---ইহারা আবার একই দেবতা (অর্থাৎ) মৃত্যু। (যিনি এই প্রকার জানেন) তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন, মৃত্যু ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না।' মৃত্যু ইঁহার আত্মস্বরূপ হয় এবং তিনি সমুদায় দেবগণের মধ্যে এক জন হন।

মন্তব্য

১। তৎমনঃ অকুরুত—শঙ্করের মতে ইহার অর্থ '(তিনি) সেই মনকে সৃষ্টি করিলেন'। তাঁহার মতে 'তৎ' শব্দ 'মনঃ' শব্দের বিশেষণ। ২। 'আতন্নী'—বৈদিক সাহিত্যের বহু স্থলে 'আত্মা' = দেহ। ৩। 'অর্কস্য অর্কত্বম্'—'অর্চ্চ' ধাতুর 'অর্' এবং 'ক' শব্দের যোগে অর্ক হইয়াছে। মূলে আছে—'মৃত্যু অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তাহার পর 'ক' উৎপন্ন হইয়াছিল। এই জন্য অর্কের অর্কত্ব। ইহার পরের মন্ত্রে আছে 'অ.. বৈ অর্কঃ'। ইহাতে মনে হইতেছে 'অর্ক' অর্থ জল। শঙ্কর বলিলেন— 'অর্ক' অর্থ অগ্নি, এবং 'অর্চ্চনা'র সহিত ও 'ক' অর্থাৎ জলের সহিত অগ্নির সম্বন্ধ আছে—এই জন্যই অগ্নির গৌণ নাম অর্ক। জলের সহিত অগ্নির কি সম্বন্ধ ? শঙ্করের উত্তর এই—জলের অংশ বিশেষ পৃথিবীতে পরিণত হইয়াছে। মৃত্যু এই পৃথিবীর উপরে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার দেহ উত্তপ্ত হইয়াছিল। এই উত্তপ্ত দেহ হইতেই অগ্নির উৎপত্তি।

১। 'তৎযৎ'—যৎ শব্দের অর্থ দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য 'তৎ' শব্দের ব্যবহার ; ইহার স্বতন্ত্র কোন অর্থ নাই। কেহ কেহ বলেন তৎ = সেই স্থলে, কিংবা তাহাতে। 'যৎ' শব্দ 'শরঃ' শব্দের বিশেষণ। কিন্তু শরঃ শব্দ পুংলিঙ্গ এবং 'যৎ' ক্লীবলিঙ্গ। বৈদিক সাহিত্যে সর্ব্বলিঙ্গেই 'যৎ' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ স্থলে যৎ তৎ = যঃ সঃ। ২। 'নিবর্ত্তিত অগ্নিঃ'—শঙ্কর বলেন, এই অগ্নিই বিরাট্ ; উক্ত অংশের সারার্থ এই— জল হইতে অণ্ড উৎপন্ন হইল ; এই অণ্ড হইতে বিরাটের উৎপত্তি এবং

এই বিরাটই প্রথম শরীরী। ৩। অশ্রাম্যৎ—১।২।৬, অংশে ইহার অর্থ 'শ্রম করিয়াছিলেন'।

মন্তব্য:—অত্তি অদিতিত্বম্—এই দুইটীর মধ্যে উচ্চারণ সাদৃশ্য দেখিয়া ঋষি বলিয়াছেন—'অত্তি' ইহাই 'অদিতিত্ব'।

১। 'অশ্বৎ' এবং 'অশ্ব' এতদুভয়ের মধ্যে উচ্চারণ সাদৃশ্য আছে, এই জন্য বলা হইয়াছে 'অশ্বৎ' (= ইহা স্ফীত হইয়াছিল) সুতরাং ইহার নাম অশ্ব।

২। 'পুনর্মৃত্যুম্'—কেহ কেহ বলেন 'এই স্থলে পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর কথা বলা হইতেছে না। পরলোকে গমন করিবার পরে সেই লোকেও মৃত্যু হইয়া থাকে; এস্থলে সেই কথাই বলা হইতেছে। পরলোকেও যে মৃত্যু হয়, শতপথ ব্রাহ্মণে তাহার বর্ণনা আছে (১২।৯। ৩।১২, ১০।৪।৩।১০ ইত্যাদি।

প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ

কবিত্বের ভাষায় পাপের উৎপত্তি, দেবগণের উৎপত্তি এবং দেবগণের অমৃতত্ব প্রাপ্তি কথন—প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব কথন পবমান মন্ত্রের ('অসতো মা' ইত্যাদির) ব্যাখ্যা।

১। দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ। ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাস্ত এষু লোকেষ্বস্পর্ধন্ত তে হ দেবা উচুর্হন্তাসুরান্যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়ামেতি।

১। দ্বয়া (দুই প্রকার) হ প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতির সন্তানগণ) —দেবাঃ চ, অসুরাঃ চ। ততঃ (তাহাদিগের মধ্যে) কানীয়সাঃ (কনীয়স্, স্বার্থে অণ্, ১।৩—কনিষ্ঠ; ১।২।৫ মন্ত্র দ্রঃ) এব দেবাঃ

১। প্রজাপতির দুই প্রকার সন্তান—দেবগণ ও অসুরগণ। ইহাদিগের মধ্যে দেবগণ কনিষ্ঠ এবং অসুরগণ জ্যেষ্ঠ। এই সমুদায় (ভোগ্য) লোকে তাঁহারা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। দেবগণ বলিয়াছিলেন— 'আমরা (জ্যোতিষ্টোম) যজ্ঞে উদ্গীথ দ্বারা অসুরগণকে পরাভব করিব।'

২। তে হ বাচমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যো বাগুদগায়ৎ। যো বাচি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ যৎ কল্যাণং বদতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং বদতি স এব স পাপ্মা।

জ্যায়াসাঃ (জ্যেষ্ঠ , জ্যায়স্, স্বার্থে অণ্, ১।৩ , বৃদ্ধ+ইয়স্=জ্যায়স্=পাঃ ৫।৩।৬২) অসুবাঃ। তে (তাহাবা) এষু লোকেষু (এই সমুদায লোকে অর্থাৎ (ভোগ্যলোকেব ভোগেব জন্য) অস্পর্দ্ধন্ত (স্পর্দ্ধা কবিযাছিল , স্পর্ধ্) তে হ দেবাঃ উচুঃ (বলিয়াছিল) 'হন্ত। (আনন্দসূচক অব্যয) অসুবান্ (অসুবদিগকে) যজ্ঞে উদ্গীথেন (উদ্গীথ দ্বাবা , উৎ+গৈ+অক্ উণাদি ২।১০=উদ্গীর্থ=সামগান) অতি+অযাম (পবাভব কব্বিব , ই, লোট)। ইতি।

২। তে (তাহাবা) হ বাচম্ (বাগিন্দ্রিয়কে) উচুঃ (বলিয়াছিল) 'ত্বম্ (তুমি) নঃ (আমাদিগেব জন্য) উদ্গায (উৎ+গৈ, লোট্, উদ্গীথ গান কব)। ইতি। 'তথা' (তাহাই) ইতি। তেভ্যঃ (তাহাদিগেব জন্য) বাক্ উৎ+অগায়ৎ (গান কবিয়াছিল , গৈ, লঙ্)। যঃ (+ভোগঃ=যে ভোগ) বাচি (বাক্যে) ভোগঃ, তম্ (তাহাকে) দেবেভ্যঃ (দেবগণেব জন্য ; সমুদায় ইন্দ্রিয়েব জন্য) আ+অগাযৎ (উদ্গান কবিয়া লাভ কবিয়াছিল) ; যৎ কল্যাণম্ (২।১) বদতি (বলে) তৎ আত্মনে (নিজেব জন্য)। তে (তাহাবা) বিদুঃ (জানিয়াছিল) 'অনেন (+উদ্ গাত্রা, এই উদ্গাতা দ্বাবা) বৈ নঃ (আমাদিগকে) উৎগাত্রা (উৎগাতৃ, ৩।১ , উদ্গাতা দ্বারা) অতি+এষ্যন্তি (পবাভব করিবে , ই লৃট্)' ইতি। তম্ (তাহাকে অভি দ্রুত্য (দ্রুত গমন করিয়া , দ্রু) পাপ্মনা (পাপ্মন্ ৩।১ ; পাপ দ্বারা) অবিধ্যন্ (বিধ্ , লঙ্ ৩।৩=বিদ্ধ করিয়াছিল । সঃ যঃ সঃ পাপ্মা, যৎ এব ইদম্ অপ্রতিরূপম্ (অনুচিত) বদতি, সঃ এব সঃ পাপ্মা।

২। তাঁহারা বাগিন্দ্রিয়কে বলিয়াছিলেন—'তুমি আমাদিগের জন্য উদ্গীথ গান কর' : বাক্ বলিলেন—'তাহাই হউক।' বাক্ তাঁহা-

৩। অথ হ প্রাণমূচুস্ত্বং উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যঃ প্রাণ উদ গায়ত্তঃ প্রাণে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ত্তৎ কল্যাণং জিঘ্রতি তদাত্মনে ॥ তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং জিঘ্রতি স এব স পাপ্মা ॥

৩। অথ হ প্রাণম্ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে) উচুঃ (বলিয়াছিল)—'ত্বম্ নঃ উদগায' ইতি। 'তথা' ইতি। তেভ্যঃ প্রাণঃ উৎ+অগায়ৎ। যঃ প্রাণে ভোগঃ তম্ দেবেভ্যঃ আ+অগায়ৎ যৎ কল্যাণম্ জিঘ্রতি (ঘ্রাণ করে ; ঘ্রা, পাঃ ৭।৩।৭৮) তৎ আত্মনে। তে বিদুঃ 'অনেন বৈ নঃ উদ্গাত্রা অতি+এষ্যন্তি' ইতি। তম্ অভিদ্রুত্য পাপ্মনা অবিধ্যন্। সঃ যঃ সঃ পাপ্মা, যৎ এব ইদম্ অপ্রতিরূপম্ জিঘ্রতি, সঃ এব সঃ পাপ্মা। (২য় মন্ত্র দ্রঃ)।

দিগের জন্য উদ্গীথ গান করিয়াছিলেন। 'বাক্য দ্বারা যে ভোগ লাভ হয়, তাহা সর্ব্ব দেবতা (অর্থাৎ সমুদায় ইন্দ্রিয়গণ) ভোগ করুক কিন্তু বাক্ যে (শোভন বাক্যরূপ) কল্যাণ বলিয়া থাকে তাহা নিজের হউক'—(এই ভাবে বাক্ উদ্গান করিয়াছিলেন)। অসুরগণ ইহা জানিতে পারিয়াছিল যে 'দেবতাগণ এই উদ্গাতাদ্বারা আমাদিগকে পরাভব করিবে'। এই জন্য তাহারা বাগিন্দ্রিয়কে আক্রমণ করিয়া, তাহাকে পাপদ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। লোকে যে অনুচিত বাক্য বলে ইহা সেই পাপ, ইহাই সেই পাপ। (অর্থাৎ অনুচিত বাক্য উচ্চারণই সেই পাপ,—বাগিন্দ্রিয় এই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল, এই জন্য ইহা অনুচিত বাক্য উচ্চারণ করে)।

৩। অনন্তর তাঁহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বলিয়াছিলেন, 'তুমি আমাদিগের জন্য উদ্গান কর'। তিনি বলিলেন, 'তাহাই হউক'। ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাঁহাদিগের জন্য উদ্গীথ গান করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যে

৪। অথ'হ চক্ষুরূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যশ্চক্ষুরুদগায়ৎ॥ যশ্চক্ষুষি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ত্তৎকল্যাণং পশ্যতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাবিধ্যন্স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং পশ্যতি স এব স পাপ্মা।'

৪। অথ হ চক্ষুঃ (২।১) উচুঃ 'ত্বম্ নঃ উদ্গায়' ইতি। 'তথা' ইতি। তেভ্যঃ চক্ষুঃ (১।১) উদ্+অগায়ৎ ক্রমশঃ—যঃ চক্ষুষি (চক্ষুতে) ভোগঃ, তম্ দেবেভ্যঃ আগায়ৎ, যৎ কল্যাণম্ পশ্যতি (দেখে), তৎ আত্মনে। তে বিদুঃ 'অনেন বৈ নঃ উদ্গাত্রা অত্যেষ্যন্তি' ইতি তম্ অভিদ্রুত্য পাপ্মনা অবিধ্যন্। সঃ যঃ সঃ পাপ্মা, যৎ এব ইদম্ অপ্রতিরূপম্ পশ্যতি, সঃ এব সঃ পাপ্মা। (২য় মঃ দ্রঃ)।

ভোগ লাভ হয়, তাহা সর্ব্বেন্দ্রিয়ই ভোগ করুক আর ঘ্রাণেন্দ্রিয় (সুগন্ধ রূপ) যে কল্যাণ আঘ্রাণ করে তাহা নিজের হউক—(এই ভাবে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উদ্গান করিয়াছিলেন)। অসুরগণ জানিতে পারিয়াছিল যে দেবগণ এই উদ্গাতৃ দ্বারা আমাদিগকে পরাভব করিবে। এই জন্য তাহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আক্রমণ করিয়া তাহাকে পাপবিদ্ধ করিয়াছিল। লোকে যে অপ্রিয় গন্ধ আঘ্রাণ করে, তাহা সেই পাপ; তাহাই সেই পাপ। (অর্থাৎ অপ্রিয় গন্ধ গ্রহণই সেই পাপ; ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই জন্য ইহা অপ্রিয় গন্ধ আঘ্রাণ করে)।

৪। অনন্তর তাঁহারা চক্ষুকে বলিলেন—'তুমি আমাদিগের জন্য উদ্গান কর'। চক্ষু বলিলেন—'তাহাই হউক'। (অনন্তর) চক্ষু তাঁহাদিগের জন্য উদ্গান করিলেন। 'চক্ষু দ্বারা যে ভোগ লাভ হয়, তাহা সর্ব্বেন্দ্রিয়েরই হউক, কিন্তু চক্ষু যে (সুন্দর দৃশ্যরূপ) কল্যাণ দর্শন করে, তাহা নিজের হউক'—এই ভাবে চক্ষু উদ্গান করিলেন। অসুরগণ জানিতে পারিয়াছিল যে তাহারা এই উদ্গাতৃদ্বারা আমাদিগকে পরা-

৫। অথ হ শ্রোত্রমূচুস্তং ন উদ্‌গায়েতি তথেতি তেভ্যঃ শ্রোত্রমুদ্‌গায়ত্তঃ শ্রোত্রে ভোগস্তদেবেভ্য আগায়দ্যৎকল্যাণং শৃণোতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্সস যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং শৃণোতি স এব স পাপ্মা।

৫। অথ হ শ্রোত্রম্ (২।১) উচুঃ—'ত্বম্ নঃ উদ্‌গায়' ইতি। 'তথা' ইতি। তেভ্যঃ শ্রোত্রম্ (১।১) উদ্‌গায়ৎ। যঃ শ্রোত্রে ভোগঃ, তম্ দেবেভ্যঃ আগায়ৎ, যৎ কল্যাণম্ শৃণোতি (শ্রবণ করে) তৎ আত্মনে। তে বিদুঃ 'অনেন বৈ নঃ উদ্‌গাত্রা অত্যেষ্যন্তি' ইতি। তম্ অভিদ্রুত্য পাপ্‌মনা অবিধ্যন্। সঃ যঃ সঃ পাপ্মা, যৎ এব ইদম্ অপ্রতিরূপম্ শৃণোতি, সঃ এব সঃ পাপ্মা।

ভব করিবে। এই জন্য তাহারা চক্ষুকে আক্রমণ করিয়া পাপবিদ্ধ করিয়াছিল। লোকে যে কুরূপ দর্শন করে, তাহা এই পাপ, তাহাই এই পাপ (অর্থাৎ কুরূপ দর্শনই এই পাপ, চক্ষু এই পাপদ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল। এই জন্য চক্ষু কুরূপ দর্শন করে)।

৫। অনন্তর তাঁহারা শ্রোত্রকে বলিলেন, 'তুমি আমাদিগের জন্য উদ্‌গান কর।' তিনি বলিলেন, 'তাহাই হউক'। (অনন্তর) তিনি তাঁহাদিগের জন্য উদ্‌গান করিয়াছিলেন। 'শ্রোত্র দ্বারা যে ভোগ লাভ হয় তাহা সর্ব্বেন্দ্রিয়ই ভোগ করুক, কিন্তু শ্রোত্র যে (শোভন স্বরূপ) কল্যাণ শ্রবণ করে তাহা নিজের হউক'—(এই ভাবে শ্রোত্র উৎগান করিলেন)। অসুরগণ জানিতে পারিয়াছিল যে দেবগণ এই উৎগাতাদ্বারা আমাদিগকে পরাভব করিবে। এই জন্য তাহারা শ্রোত্রকে আক্রমণ করিয়া পাপবিদ্ধ করিয়াছিল। লোকে যে অপ্রিয় বিষয় শ্রবণ করে, তাহা সেই পাপ, তাহাই সেই পাপ (অর্থাৎ অশোভন বিষয় শ্রবণই পাপ, শ্রোত্র এই পাপদ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল; এই জন্য শ্রোত্র অপ্রিয় বিষয় শ্রবণ করে)।

৬। অথ হ মন ঊচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যো মন উদ্গায়দ্যো মনসি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্যৎ কল্যাণং সংকল্পয়তি তদাত্মনে তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মানাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতি-রূপং সংকল্পয়তি স এব স পাপ্মৈবমু খল্বেতা দেবতাঃ পাপ্ম-ভিরুপাসৃজন্নেবমেনাঃ পাপ্মনাঽবিধ্যন্।

৬। অথ হ মনঃ (২।১) উচুঃ—'ত্বম্ নঃ উদ্গায়' ইতি। 'তথা' ইতি। তেভ্যঃ মনঃ উদ্গায়ৎ। যঃ মনসি (মনে) ভোগঃ, তম্ দেবেভ্যঃ আগায়ৎ, যৎ কল্যাণম্ সঙ্কল্পয়তি (সঙ্কল্প করে) তৎ আত্মনে। তে বিদুঃ 'অনেন বৈ নঃ উদ্গাত্রা অত্যেষ্যন্তি' ইতি। তম্ অভিদ্রুত্য পাপমনা অবিধ্যন্। সঃ যঃ সঃ পাপ্মা, যৎ এব ইদম্ অপ্রতিরূপম্ সঙ্কল্পয়তি, সঃ এব সঃ পাপ্মা (২য় মঃ দ্রঃ)। এবম্ উ (এই প্রকারে) খলু এতাঃ দেবতাঃ (এই সমুদায় দেবতা) পাপ্মভিঃ (পাপসমূহ দ্বারা) উপ+অসৃজন্ (সংসৃষ্ট করিয়াছিল, সৃজ্ লঙ্)। এবম্ এনাঃ (এতৎ স্ত্রীং, ২।৩, ইহাদিগকে) পাপ্মনা অবিধ্যন্।

৬। অনন্তর তাঁহারা মনকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি আমাদিগের জন্য উদ্গান কর'। তিনি বলিলেন, 'তাহাই হউক'। (অনন্তর) মন তাঁহাদিগের জন্য উদ্গান করিয়াছিলেন। 'মনে যে সুখ লাভ হয় তাহা সর্ব্বেন্দ্রিয়ই ভোগ করুক, কিন্তু মন যে কল্যাণ সঙ্কল্প করে তাহা নিজের হউক'—এই ভাবে মন উদ্গান করিয়াছিলেন। অসুরগণ জানিতে পারিয়াছিল যে দেবগণ এই উদগাতা দ্বারা আমাদিগকে পরাভব করিবে। এই জন্য তাহারা মনকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে পাপদ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। মন যে অশুভ সংকল্প করে তাহা সেই পাপ, তাহাই সেই পাপ (অর্থাৎ অশুভ সঙ্কল্প একটী পাপ, মন এই পাপদ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল; এই জন্য মন অশুভ সঙ্কল্প করে)। এইরূপে এই সমুদয় দেবতা পাপ সংসৃষ্ট হইয়াছিল এবং অসুরগণ ইঁহাদিগকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল।

৭। অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ত্তে বিদুবনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যে-ষ্যন্তীতি তদভিদ্রুত্য পাপ্মনাবিধ্যন্স যথাশ্মানমৃত্বা লোষ্টো বিধ্বংসেতৈবং হৈব বিধ্বংসমানা বিষঞ্চো বিনেশুস্ততো দেবা অভবন্ পবাঽসুবা ভবত্যাত্মনা পরাস্য দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি য এবং বেদ।

৭। অথ হ ইমম্ আসন্যম্ প্রাণম্ (মুখস্থিত এই প্রাণকে; আসন্যম্ = যাহা আস্যে স্থিত, তাহা, ২।১, আস্য = মুখ) উচুঃ—'নঃ উৎগায' ইতি। 'তথা' ইতি। তেভ্যঃ এষঃ প্রাণঃ উদ্গায়ৎ। তে বিদুঃ 'অনেন বৈ নঃ উৎগাত্রা অত্যেষ্যন্তি' ইতি। (১।৩।২ দ্রঃ)। তম অভিদ্রুত্য পাপ্মনা অবিধ্যৎসন্ (বিদ্ধ কবিবাব ইচ্ছা কবিয়াছিল, ব্যধ, সন্ লঙ, ৩।৩)। সঃ যথা (যেমন) অশ্মানম্ ঋত্বা (প্রস্তবকে প্রাপ্ত হইয়া, ঋত্বা = যাইয়া, ঋ ধাতু গতিসূচক) লোষ্টঃ (মৃৎপিণ্ড) বিধ্বংসেত (বি + বিশেষরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, বি + ধ্বংস্) এবম্ হ এব (এই প্রকাবেই) বিধ্বংসমানাঃ (বিশেষরূপে ধ্বংসমান হইয়া, বি, ধ্বংস, শানচ) বিষঞ্চঃ (সর্ব্ব দিকে গতি বিশিষ্ট, বিষু + অঞ্চ্ ধাতু, বিষু = উভয়-দিকে, অঞ্চ্ ধাতু গতিসূচক) বিনেশুঃ (বিনষ্ট হইয়াছিল, বি + নশ্ লিট, ৩।৩)। ততঃ (অনন্তব) দেবাঃ অভবন্ (হইয়াছিল, শ্রেষ্ঠ হইয়া ছিল), পবা (= পবা + অভবন্ = পবাভূত হইযাছিল) অসুবাঃ। ভবতি (শ্রেষ্ঠ হয়) আত্মনা (নিজেই, আপনাব শক্তিদ্বাবা); পরা (+ ভবতি = পরাভূত হয়) অস্য (ইহাব) দ্বিষন্ (দ্বেষকারী) ভ্রাতৃব্যঃ শত্রু) ভবতি (পবা +), যঃ এবম্ (এই প্রকাব) বেদ (জানেন)।

৭। অনন্তর তাঁহাবা মুখস্থিত প্রাণকে বলিলেন, 'তুমি আমাদিগের জন্য উদ্গান কর। তিনি বলিলেন, 'তাহাই হউক'। (অনন্তব) এই প্রাণ তাঁহাদিগের জন্য উদ্গান করিয়াছিলেন। অসুবগণ জানিতে পাবিয়াছিল যে 'দেবগণ এই উদ্গাতাদ্বারা আমাদিগকে পব্যাভব করিবে'। তাহাবা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পাপদ্বারা বিদ্ধ কবিতে

৮। তে হোচুঃ ক নু সোঽভূদ্যো ন ইত্থমসক্তেত্যয়মাস্যে-ঽন্তরিতি সোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽঙ্গানাং হি রস।

৯। সা বা এষা দেবতা দূর্নাম দূরং হ্যস্যা মৃত্যুদূরং হ বা অস্মান্মৃত্যুর্ভবতি য এবং বেদ।

৮। তে (তাহারা, দেবগণ) হ উচুঃ—

'ক (কোথায়, কিম্+অৎ, পাঃ ৫।৩।১২, ৭।২।১০৫) নু সঃ (সে) অভূৎ (ছিল), যঃ (যে) নঃ (আমাদিগকে) ইত্থম্ (এই প্রকারে; ইদম্+অম্, পাঃ ৫।৩।২৪) অসক্ত? (সংযুক্ত করিল, সঞ্জ কিংবা সজ্ ধাতু আত্মনে, লুঙ্ বৈদিক ঋগ্বেদ ১।৩৩।৩, Macdonell: Vedic Gram. পৃঃ ৩৭৯ দ্রঃ) ইতি। 'অযম্ (ইহা) আস্যে অন্তঃ' (মুখের মধ্যে) ইতি। সঃ অয়াস্যঃ (অয়াস্য নামক) আঙ্গিরসঃ (আঙ্গিরস নামক) অঙ্গানাম্ (অঙ্গ সমূহের) হি রসঃ (সারভূত)।

৯। সা বৈ এষা দেবতা (সেই এই দেবতা) দূঃ নাম (দূর্

ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু লোষ্ট্র যেমন প্রস্তরকে আঘাত করিতে যাইয়া (নিজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তেমনি ইহারাও মুখ্য প্রাণকে বিনাশ করিতে যাইয়া) নিজেরাই বিধ্বস্ত হইল এবং চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এই রূপে দেবগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং অসুরগণ পরাভূত হইয়াছিল। যিনি এই রূপ জানেন, তিনি আত্মশক্তি-দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন এবং তাঁহার শত্রুগণ পরাভূত হয়।

৮। অনন্তর দেবগণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ) বলিলেন, 'যিনি আমাদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিলেন, তিনি কোথায় ছিলেন?'

তিনি আস্যের মধ্যে (অর্থাৎ মুখের অভ্যন্তরে) ছিলেন। (এই জন্য) তাঁহার নাম 'অয়াস্য', (এবং) আঙ্গিরস, কারণ তিনি অঙ্গ সমূহের রস (অর্থাৎ সার)।

৯। এই দেবতা 'দূর্' নামে প্রসিদ্ধ, কারণ মৃত্যু ইহা হইতে দূরে। যিনি এই প্রকার জানেন, মৃত্যু তাঁহা হইতে দূরে থাকে।

১০। সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্য যত্রাসাং দিশামন্তস্তদ্গমযাংচকার তদাসাং পাপ্মনো বিন্যদধাত্তস্মান্ন জনমিয়ান্নান্তমিয়ান্নেৎপাপ্মানং মৃত্যু-মন্ববায়ানীতি।

১১। সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্যাথৈনাং মৃত্যুমত্যবহৎ।

+নামক); দূরম্ (দূরে) হি অস্যাঃ (এই দেবতার) মৃত্যুঃ। দূরম্ হ বৈ অস্মাৎ (এই ব্যক্তি হইতে) মৃত্যুঃ ভবতি (হয়), যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন)।

১০। সা বৈ এষা দেবতা (সেই এই দেবতা) এতাসাম্ দেবতানাম্ (এই সমুদায় দেবতার) পাপ্মানম্ মৃত্যুম্ (পাপরূপ মৃত্যুকে) অপহত্য (পৃথক্ করিয়া, বিনাশ করিয়া, অপ+হন্, ল্যপ) যত্র (যেখানে) আসাম্ দিশাম্ (এই সমুদায় দিকের) অন্তঃ (শেষ), তৎ (সেই স্থলে) গময়াঞ্চকার (প্রেরণ করিয়াছিল; গম, নিচ্ পাঃ ২।৪।৪৬, লিট, পাঃ ৩।১।৪০)।

তৎ আসাম (ইহাদিগের) পাপ্মনঃ (পাপ সমূহকে) বি+নি+অদধাৎ (স্থাপন করিয়াছিল, ধা, লঙ্)। তস্মাৎ (সেই জন্য) ন জনম্ (২।১, লোকের নিকট) ইয়াৎ (যাইবে, ই, বিধিঃ) ন অন্তম্ (অন্তপ্রদেশে) ইয়াৎ। নেৎ (ন+ইৎ=শেষে বা, ভয়সূচক অব্যয়) পাপ্মানম্ মৃত্যুম্ অনু+অব+আয়ানি (প্রাপ্ত হই, ই, লোট আনি)। ইতি।

১১। সা বৈ এষা দেবতা এতাসাম্ দেবতানাম্ পাপ্মানম্

১০। সেই দেবতা এই সমুদায় দেবতার পাপরূপ মৃত্যুকে অপহত করিয়া—যে স্থলে দিক্ সমূহের অন্ত, সেই স্থলে প্রেরণ করিয়াছেন এবং সেই স্থলে তাঁহাদিগের পাপ স্থাপন করিয়াছেন। সেই জন্য ঐ দেশের লোকের নিকটে গমন করিবে না এবং সীমান্ত প্রদেশেও গমন করিবে না—শেষে না (বলিতে হয়) 'আমি পাপরূপ মৃত্যুর অধীন হইলাম'।

১১। সেই দেবতা এই সমুদায় দেবতার পাপরূপ মৃত্যুকে অপহত করিয়া, তাঁহাদিগকে মৃত্যুর অতীত করিয়াছিলেন।

১২। স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহৎসা যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত সোঽগ্নিরভবৎসোঽয়মগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপ্যতে।

১৩। অথ হ প্রাণমত্যবহৎ স যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স বায়ুরভবৎ সোয়ং বায়ুঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তঃ পবতে।

১৪। অথ চক্ষুরত্যবহত্তদ্যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স আদিত্যো-ঽভবৎ সোঽসাবাদিত্যঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তস্তপতি।

মৃত্যুম অপহত্য অথ এনাঃ (এতৎ স্ত্রীং ২।৩ ; ইহাদিগকে) মৃত্যুম্ অতি +অবহৎ (বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল)। (১০ম মঃ)।

১২। সঃ বৈ বাচম্ এব (বাক্‌কেই) প্রথমাম্ (প্রথম স্থানীয়, 'বাচম্' এর বিশেষণ) অতি+অবহৎ। সা (সেই বাক্) যদা (যখন) মৃত্যুম্ অতি+অমুচ্যত (মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছিল), সঃ অগ্নিঃ অভবৎ (হইয়াছিল)। সঃ অয়ম্ অগ্নিঃ পরেণ অব্যয়+মৃত্যুম্ = মৃত্যুর পর) মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ (নির্মুক্ত) দীপ্যতে (দীপ্তি পায়)।

১৩। অথ প্রাণম্ (২।১) অত্যবহৎ। সঃ যদা মৃত্যুম্ অত্যমুচ্যত, সঃ বায়ুঃ অভবৎ। সঃ অয়ম্ বায়ুঃ পরেণ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ পবতে (প্রবাহিত হয় ; পূ ধাতু)। ১২শঃ মঃ দ্রঃ।

১৪। অথ চক্ষুঃ (২।১) অত্যবহৎ। তৎ যদা মৃত্যুম্ অত্য

১২। তিনি বাক্‌কেই প্রথমে (মৃত্যুর পরপারে) বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সেই বাক্ যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিলেন, তখন তিনি অগ্নিস্বরূপ হইলেন। সেই অগ্নি মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া দীপ্ত পাইতে লাগিলেন।

১৩। অনন্তর তিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে (মৃত্যুর পরপারে) বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। যখন তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিলেন, তখন তিনি বায়ু হইলেন। সেই বায়ু মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।

১৪। অনন্তর তিনি চক্ষুকে (মৃত্যুর পরপারে) বহন করিয়া

১৫। অথ শ্রোত্রমত্যবহত্তদ্যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত তা দিশো-ঽভবংস্তা ইমা দিশঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তাঃ।

১৬। অথ মনোঽত্যবহত্তদ্যতা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স চন্দ্রমা অভবৎ সোঽসৌ চন্দ্রঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো ভাত্যেবং হ বা এনমেষা দেবতা মৃত্যুমতিবহতি য এবং বেদ।

মুচ্যত, সঃ আদিত্যঃ অভবৎ। সঃ অসৌ আদিত্যঃ পরেণ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ তপতি (তাপ দেয়)। ১২শঃ মঃ দ্রঃ।

১৫। অথ শ্রোত্রম্ (২।১) অত্যবহৎ। তৎ যদা মৃত্যুম্ অত্যমুচ্যত, তাঃ (তদ্ স্ত্রীং ১।৩) দিশঃ (দিক্ সমুদায়) অভবন্ (হইয়াছিল)। তাঃ ইমাঃ দিশঃ (সেই এই দিক সমুদায়) পরেণ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তাঃ (নির্মুক্ত) ১২শঃ মঃ দ্রঃ।

১৬। অথ মনঃ (২।১) অত্যবহৎ। তৎ যথা মৃত্যুম্ অত্যমুচ্যত, সঃ চন্দ্রমাঃ অভবৎ। সঃ অসৌ চন্দ্রঃ পরেণ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ ভাতি (দীপ্তি পায়)। ১২শঃ মঃ দ্রঃ। এবম্ হ বৈ এনম্ (ইহাকে) এষা দেবতা (এই দেবতা) মৃত্যুম্ অত্যবহতি, যঃ এবম্ বেদ (জানে)।

লইয়া গিয়াছিলেন। যখন তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিলেন, তখন তিনি আদিত্য হইলেন। সেই আদিত্য মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া উত্তাপ দিতে লাগিলেন।

১৫। অনন্তর তিনি শ্রোত্রকে (মৃত্যুর পরপারে) বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিলেন, তখন তিনি দিক্‌সমূহ হইলেন। সেই দিকে সমূহ মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া (বর্ত্তমান রহিয়াছেন)। অনন্তর তিনি মনকে (মৃত্যুর পরপারে) বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিলেন, তখন তিনি চন্দ্রমা হইলেন। সেই চন্দ্র মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া প্রভাবযুক্ত হইলেন।

১৬। যিনি এই প্রকার জানেন মুখ্যপ্রাণ তাঁহাকে মৃত্যুর পরপারে বহন করিয়া লইয়া যান।

১৭। অথাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়দ্ধি কিংচান্নমদ্যতেঽনেনৈব তদদ্যত ইহ প্রতিতিষ্ঠতি।

১৮। তে দেবা অব্রুবন্নেতাবদ্বা ইদং সর্বং যদন্নং তদাত্মন আগাসীরনু নোঽস্মিন্নন্ন আভজস্বেতি তে বৈ মাভিসংবিশতেতি তথেতি তং সমন্তং পরিণ্যবিশন্ত তস্মাদ্যদনেনান্নমত্তি তেনৈ-তাস্তৃপ্যন্ত্যেবং হ বা এনং স্বা অভিসংবিশন্তি ভর্তা স্বানাং শ্রেষ্ঠঃ পুর এতা ভবত্যন্নাদোঽধিপতির্য এবং বেদ য উহৈবং বিদংস্বেষু প্রতিপ্রতির্বুভূষতি ন হৈবালং ভার্যেভ্যো ভবত্যথ য এবৈতমনুভবতি যো বৈ তমনু ভার্যান্ বুভূর্ষতি স হৈবালং ভার্যেভ্যো ভবতি।

১৭। অথ আত্মনে (আপনার জন্য) অন্নাদ্যম্ (অন্নাদিকে) আ+অগায়ৎ (গানদ্বারা লাভ করিয়াছিল)। যৎ হি কিম্ চ অন্নম্ (যে কিছু অন্ন) অদ্যতে (ভুক্ত হয়; অদ্) অনেন (ইদম্, ৩।১ =ইহাদ্বারা; কেহ কেহ বলেন অন=প্রাণ; অনেন=প্রাণদ্বারা) এব তৎ অদ্যতে। ইহ (ইহাতে; ইদম্+হ পাঃ ৫।৩।৩; ৫।৩।১১) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকে; প্রতি+স্থা)।

১৮। তে দেবাঃ (সেই দেবগণ) অব্রুবন্ (বলিযাছিলেন)— 'এতাবৎ (এই পর্য্যন্ত, এই পরিমাণ; এতৎ+বৎ, পাঃ ৫।২।৩৯) বৈ, ইদম্ সর্ব্বম্ যৎ অন্নম্ (যাহা অন্ন; কিংবা যে অন্নকে ভোজন করা হয়), তৎ (সেই অন্নকে) আত্মনে (নিজের জন্য) আ+অগাসীঃ গান করিয়া লাভ করিয়াছ; গৈ, লুঙ্ ২।১)। অনু (পশ্চাৎ) নঃ (আমা-

১৭। অনন্তর (মুখ্যপ্রাণ) গান করিয়া নিজের জন্য অন্নাদি লাভ করিয়াছিলেন। প্রাণিগণ যাহা কিছু অন্ন ভোজন করে, তাহা এই প্রাণের সাহায্যেই ভোজন করিয়া থাকে। এই প্রাণ অন্নেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

১৮। অনন্তর দেবগণ বলিলেন—এই পরিমাণ যে সমুদায় অন্ন

দিগকে) অস্মিন্ অন্নে (এই অন্নে) আভজস্ব (বৈদিক প্রয়োগ— আভাজয়স্ব=আ+ভজ্ নিচ্—লোট ; অংশী কর)। তে (=তে য়ূয়ম্—সেই তোমরা) বৈ মা (২৷১ 'অভি'যোগে ; কিংবা কর্ম্মকারক ; আমাতে) অভি+সম্+বিশত (প্রবেশ কর ; বিশ্ লোট ২৷৩)' ইতি। 'তথা' ইতি। তম্ (তাহাকে) সমন্তম্ (সম্+অন্তম্— সর্ব্বতোভাবে) পরি+নি+অবিশন্ত (প্রবেশ করিল ; নি+বিশ্ লঙ্ আত্মনে, ১৷৩ ; পাঃ ১৷৩৷১৭)।

১৮। তস্মাৎ (সেই জন্য) যৎ (+অন্নম্=যে অন্নকে) এনম্ (ইহা দ্বারা, প্রাণ দ্বারা) অন্নম্ অত্তি (ভোজন করে) তেন (তাহা দ্বারা) এতাঃ (এই সমুদায় অর্থাৎ তৃপ্যন্তি (তৃপ্ত হয়)। এবম্ (এই প্রকার) হ বৈ এনম্ (ইহাকে) স্বাঃ (জ্ঞাতিগণ) অভিসংবিশন্তি (আশ্রয় গ্রহণ করেন ; অভি+সম্+বিশ্), ভর্ত্তা (পালন কর্ত্তা) স্বানাম্ (জ্ঞাতিগণের), শ্রেষ্ঠঃ পুরঃ এতা (শ্রেষ্ঠ হইয়া যে পুরোভাগে গমন করে ; শ্রেষ্ঠ নেতা, এতা=এতৃ ; ১৷১, ই+তৃচ্)। ভবতি অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) অধিপতিঃ, যঃ এবম্ বেদ। যঃ (যে ব্যক্তি) উহ এবম্+বিদম্ (+প্রতি=এই প্রকার জ্ঞানীর প্রতি) স্বেষু (জ্ঞাতিগণের মধ্যে) প্রতি (এবম্ বিদম্+) প্রতিঃ (প্রতিকূল) বভূষতি (হইতে ইচ্ছা করে, ভূ, সন্ লটতি), ন হ এব অলম্ (সমর্থ) ভার্য্যেভ্যঃ (পোষ্যগণ বিষয়ে ; অলম্ যোগে ৪র্থী ; ভার্য্য=ভৃ+ণ্যৎ) ভবতি। যঃ এব এতম্ (ইহার প্রতি) অনু (অনুকূল, অনুগত) ভবতি, যঃ বৈতম্ অনু (অনুগত হইয়া) ভার্য্যান্ (ভরণীয়গণকে) বুভূর্ষতি (পালন করিতে ইচ্ছা করেন ; ভৃ সন, লট্), সঃ হ এব অলম্ ভার্য্যেভ্যঃ ভবতি।

(রহিয়াছে), তুমি গান করিয়া তাহা নিজের জন্যই লাভ করিয়াছ। এখন আমাদিগকেও এই অন্নের অংশী কর। প্রাণ বলিলেন— 'তোমরা আমাতে প্রবেশ কর।' তাঁহারা বলিলেন 'তাহাই হউক' (তখন) সকলে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাতে প্রবেশ করিলেন। এইজন্য প্রাণ যে কিছু অন্ন ভোজন করেন, সেই অন্নদ্বারা এই সমুদায় (ইন্দ্রিয়ই) পরিতৃপ্ত হন। যিনি এই প্রকার জানেন, তাঁহার জ্ঞাতিগণ

১৯। সো যাস্য আঙ্গিরসোঽঙ্গানাং হি রসঃ প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ প্রাণো হি বা অঙ্গানাং রসস্তস্মাদ্যস্মাৎকস্মাচ্চাঙ্গাৎপ্রাণ উৎক্রামতি তদেব তচ্ছুষ্যত্যেষ হি বা অঙ্গানাং রসঃ।

২০। এষ উ এব বৃহস্পতির্বাগ্ বৈ বৃহতী তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু বৃহস্পতিঃ।

১৯। সঃ অয়াস্যঃ আঙ্গিরসঃ, অঙ্গানাম্ (অঙ্গসমূহের) হি রসঃ। প্রাণঃ বৈ অঙ্গানাম্ রসঃ। প্রাণঃ হি বৈ অঙ্গানাম্ রসঃ; তস্মাৎ (সেই জন্য) যস্মাৎ কস্মাৎ চ অঙ্গাৎ (যে কোন অঙ্গ হইতে) প্রাণ উৎক্রামতি (উৎক্রান্ত হয়, উৎ+ক্রম্, পাঃ ৭।৩।৭৬), তৎ এব তৎ (সেই সেই অঙ্গই) শুষ্যতি (শুষ্ক হয়)। এষঃ হি বৈ অঙ্গানাম্ রসঃ।

২০। এষঃ (এই প্রাণ) উ এব বৃহস্পতিঃ। বাক বৈ বৃহতী

ঐ প্রকারে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তিনি জ্ঞাতিগণের ভর্ত্তা ও শ্রেষ্ঠ নেতা হন (এবং) তিনি অন্নভোক্তা ও (সকলের) অধিপতি হন। যদি এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত তাঁহার কোন জ্ঞাতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সেই (জ্ঞাতি) পোষ্যগণকে পালন করিতে সমর্থ হয় না। (কিন্তু) যদি কেহ ইহার অনুগত হয় এবং অনুগত হইয়া পোষ্যগণকে পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহাদিগকে পালন করিতে সমর্থ হয়।

১৯। তাঁহার নাম অয়াস্য আঙ্গিরস, কারণ তিনি অঙ্গসমূহের রস। প্রাণই অঙ্গসমূহের রস, এই জন্য শরীরের যে কোন অঙ্গ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হন, সেই স্থলে সেই অঙ্গই শুষ্ক হয়—এই প্রাণই অঙ্গসমূহের রস।

২০। এই প্রাণই বৃহস্পতি; বাক্যই বৃহতী; এই প্রাণ ইহার পতি। এই হেতু ইহার নাম বৃহস্পতি।

২১। এষ উ এব ব্রহ্মণস্পতির্বাগ্ বৈ ব্রহ্ম তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু ব্রহ্মণস্পতিঃ।

২২। এষ উ এব সাম বাগ্ বৈ সামৈষ সা চামশ্চেতি তৎসাম্নঃ সামত্বং যদ্বেব সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্বেণ তস্মাদ্বেব সামাশ্নুতে সাম্নঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবমেতৎসাম বেদ।

বৃহতী নামক ছন্দ; এ স্থলে ঋগ্‌মন্ত্র), তস্যাঃ (তাহার) এষঃ (ইহা) পতিঃ, তস্মাৎ (সেই জন্য) বৃহস্পতিঃ (বৃহস্পতি এই নাম)।

২১। এষঃ উ এব ব্রহ্মণস্পতিঃ, বাক বৈ ব্রহ্ম (মন্ত্র); তস্যাঃ এষঃ পতিঃ; তস্মাৎ উ ব্রহ্মণস্পতিঃ।

২২। এষঃ (এই প্রাণ) উ এব সাম। বাক্ বৈ সাম, এষঃ 'সা' (সাম শব্দের 'সা' অংশ) চ, 'অমঃ' ('সাম' শব্দের 'অম' অংশ) ইতি। তৎ (তাহাই, কিংবা এই জন্য) সাম্নঃ (সামের) সামত্বম্। যৎ (যেহেতু) এব সমঃ (সমান) প্লুষিণা (প্লুষিণ্ ৩।১ = পুত্তিকা, ৩।১), সমঃ মশকেন, সমঃ নাগেন (হস্তী ৩।১), সমঃ এভিঃ ত্রিভিঃ লোকৈঃ (এই তিন লোক ৩।৩), সমঃ অনেন সর্বেণ (এই সমুদায়, ৩।১), তস্মাৎ উ এব সাম। অশ্নুতে (ভোগ করে, অশ্) সাম্নঃ (সামের, সামন্ ৬।১) সাযুজ্যম্ (একত্ব, ২।১), সলোকতাম্ (একই লোকে অবস্থান, ২।১), যঃ এবম্ (এই প্রকারে) এতৎ সাম (এই সামকে) বেদ (জানে)।

২১। এই প্রাণই ব্রহ্মণস্পতি, বাক্যই ব্রহ্ম (অর্থাৎ মন্ত্র), এই প্রাণ ইহার পতি। এই হেতু ইহার নাম ব্রহ্মণস্পতি।

২২। এই প্রাণই সাম। বাক্ই সাম। ইহা (অর্থাৎ এই প্রাণ) 'সা' এবং 'অম' উভয়ই (অর্থাৎ সাম্ শব্দের 'সা' অংশ এবং 'অম' অংশ উভয়ই এই প্রাণ)। তাহাই সামের সামত্ব। এই প্রাণ পুত্তিকার সমান, মশকের সমান, হস্তীর সমান, এই তিন লোকের সমান, এই—

২৩। এষ উ বা উদ্গীথঃ প্রাণো বা উৎপ্রাণেন হীদং সর্বমুত্তব্ধং বাগেব গীথোচ্চগীথা চেতি স উদ্গীথঃ।

২৪। তদ্ধাপি ব্রহ্মদত্তশ্চৈকিতানেয়ো রাজানং ভক্ষয়ন্নুবাচায়ং ত্যস্য রাজা মূর্ধানং বিপাতয়তাদ্যদিতো২ যাস্য আঙ্গিরসোঽন্যেনোদগায়দিতি বাচা চ হেব স প্রাণেন চোদগায়দিতি।

২৩। এষঃ উ বৈ উদ্গীথঃ (সামবেদের অংশবিশেষ)। প্রাণ বৈ উৎ (উদ্গীথ শব্দের 'উৎ' অংশ); প্রাণেন (প্রাণ দ্বারা) হি ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদায়) উত্তব্ধম্ (উৎ+স্তম্+ক্ত=বিধৃত); বাক্ এব গীথা (গান)। উৎ চ গীথা চ ইতি—সঃ উদ্গীথঃ।

২৪। তৎ হ অপি ব্রহ্মদত্তঃ চৈকিতানেয়ঃ (চিকিতানের পুত্র চৈকিতান, তাহার পুত্র চৈকিতানেয়) রাজানম্ (রাজাকে অর্থাৎ সোমকে) ভক্ষয়ন্ (ভক্ষণ করিতে করিতে) উবাচ (বলিয়াছিলেন):— 'অয়ম্ ত্যস্য (=তস্য=তস্য মম=সেই আমার) রাজা (সোম) মূর্দ্ধানম্ (মস্তককে) বিপাতয়তাৎ (নিপাতিত করুন; বি+পৎ, ণিচ, লোট তু স্থলে তাৎ পাঃ ৭।১।৩৫), যৎ (যদি) ইতঃ (ইহা হইতে; ইদম্+তস্) অয়াস্যঃ আঙ্গিরসঃ অন্যেন (অন্যরূপে) উৎ+অগায়ৎ (উদ্গান করিতেন) ইতি। বাচা (বাক্যরূপে) চ হি এব সঃ প্রাণেন চ (প্রাণরূপে) উৎ+অগায়ৎ। ইতি।

হেতু ইহার নাম 'সাম'। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সামের সাযুজ্য এবং সালোক্য লাভ করেন।

২৩। এই প্রাণই উদ্গীথ। প্রাণই 'উৎ' কারণ প্রাণদ্বারাই সমুদায় উত্তব্ধ (অর্থাৎ বিধৃত) হয়; আর বাক্ই গীথা। সুতরাং ইহা (অর্থাৎ প্রাণ) 'উৎ' এবং 'গীথা' উভয়ই। এই জন্য ইহার নাম উদ্গীথ।

২৪। এ বিষয়ে (এই আখ্যায়িকাও আছে) যে চিকিতানপুত্র

২৫। তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ স্বং বেদ ভবতি হাস্য স্বং তস্য বৈ স্বর এব স্বং তস্মাদার্ত্বিজ্যং করিষ্যন্বাচি স্বরমিচ্ছেত তয়া বাচা স্বরসংপন্নয়ার্ত্বিজ্যং কুর্যাত্তস্মাদ্যজ্ঞে স্বরবন্তং দিদৃক্ষন্ত এবাহথো যস্য স্বং ভবতি ভবতি হাস্য স্বং য এবমেতৎসাম্নঃ স্বং বেদ।

২৫। তস্য হ এতস্য সাম্নঃ (সেই এই সামের) যঃ (যিনি) স্বম্ (নিজস্ব অর্থাৎ তত্ত্ব, ধন, ২।১) বেদ, ভবতি (হয়) হ অস্য (ইহার) স্বম্ (ধন)। তস্য বৈ স্বরঃ এব স্বম্। তস্মাৎ (সেইজন্য) আর্ত্বিজ্যম্ (ঋত্বিক্ কর্ম্ম, ২।১) করিষ্যন্ (করিবেন এমন্, কৃ+স্যতৃ) বাচি (বাক্যে) স্বরম্ (স্বরকে) ইচ্ছেত। আত্মনে, প্রয়োগ প্রাচীন,=ইচ্ছেৎ=ইচ্ছা করিবে); তয়া বাচা স্বর-সম্পন্নতয়া (সুস্বর সম্পন্ন বাক্যদ্বারা) আর্ত্বিজ্যম্ কুর্য্যাৎ (করিবে)। তস্মাৎ যজ্ঞে স্বরবন্তম্ (সুস্বর সম্পন্ন উদ্গাতাকে) দিদৃক্ষন্তে (দেখিতে ইচ্ছা করে; দৃশ্, সন্, লট্ আত্মনে, অন্তে) এব অথো (=অথ=অনন্তর) যস্য (যাহার) স্বম্ (ধন) ভবতি। ভবতি হ অস্য স্বম্, যঃ এবম্ (এই প্রকার) এতৎ (+স্বম্=এই ধনকে) সাম্নঃ (সামের) স্বম্ বেদ।

ব্রহ্মদত্ত যজ্ঞে সোম ভক্ষণ করিবার সময় বলিয়াছিলেন 'অয়াস্য আঙ্গিরস যদি ইহা অপেক্ষা অন্য প্রকারে উদ্গান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সোমরাজা আমার মস্তক নিপাতিত করুন'। তিনি (অর্থাৎ অয়াস্য আঙ্গিরস) উদ্গীথকে বাক্ ও প্রাণরূপেই গান করিয়াছিলেন।

২৫। যিনি সামের এই তত্ত্বরূপ ধনকে জানেন, তাঁহার ধন লাভ হয়। স্বরই তাঁহার ধন। যিনি ঋত্বিকের কর্ম্ম করিবেন, তিনি সুস্বর লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন এবং সেই সু-স্বরযুক্ত বাক্যদ্বারা ঋত্বিক কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। এই জন্য সকলে যজ্ঞে সুস্বরযুক্ত ঋত্বিক্কেই দেখিতে ইচ্ছা করে কারণ (এই ঋত্বিক এমন একজন লোক)

২৬। তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ সুবর্ণং বেদ ভবতি হাস্য সুবর্ণং তস্য বৈ স্বর এব সুবর্ণং ভবতি হাস্য সুবর্ণং য এবমেতৎসাম্নঃ সুবর্ণং বেদ।

২৭। তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠতি তস্য বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা বাচি হি খল্বেষ এতৎপ্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো গীয়তেঽন্ন ইত্যু হৈক আহুঃ।

২৬। তস্য হ এতস্য সাম্নঃ (সেই এই সামের) যঃ সুবর্ণম্ (সুস্বর, স্বর্ণ ২।১) বেদ, ভবতি হ অস্য সু-বর্ণম্। তস্য বৈ স্বরঃ এব সুবর্ণম্। ভবতি হ অস্য সুবর্ণম্, যঃ এবম্ এতৎ সাম্নঃ সুবর্ণম্ বেদ (১।৩।২৫ দ্রঃ)।

২৭। তস্য হ এতস্য সাম্নঃ যঃ প্রতিষ্ঠাম্ (প্রতিষ্ঠাকে, আশ্রয়কে) বেদ, প্রতি হ তিষ্ঠতি (প্রতিতিষ্ঠতি হ, = প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, প্রতি+স্থা)। তস্য বৈ বাক্ এব প্রতিষ্ঠা। বাচি (বাক্যে) হি খলু এষঃ (+প্রাণঃ = এই প্রাণ) এতৎ (ইহা, এই সাম্) প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ (প্রতিষ্ঠিত হইয়া) গীয়তে (গান করা হয়, গৈ); 'অন্নে' ইতি উ হ একে (কেহ কেহ) আহুঃ (বলিয়া থাকে)।

যাহার ধন আছে। যিনি সামের এই ধনকে জানেন, তাঁহার ধনলাভ হয়।

২৬। যিনি সামের স্বর্ণ জানেন, তাঁহার সুবর্ণ লাভ হয়। স্বরই তাঁহার সুবর্ণ। যিনি এইরূপে সামের সুবর্ণকে জানেন, তাঁহার সুবর্ণ লাভ হয়।

২৭। যিনি এই সামের প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাক্ই এই সামের প্রতিষ্ঠা, কারণ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই এই প্রাণ সামরূপে গীত হয়। কেহ কেহ বলেন ইহা অন্নে (প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সামরূপে গীত হয়)।

২৮। অথাতঃ পবমানানামেবাভ্যারোহঃ স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি স যত্র প্রস্তুয়াত্তদেতানি জপেৎ। অ সতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি স যদাহাসতো মা সদ্গময়েতি মৃত্যুর্বা অসৎসদমৃতং মৃত্যোর্মামৃতং গময়ামৃতং মা কুর্বিত্যেবৈতদাহ তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি মৃত্যুর্বৈ তমো জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোর্মামৃতং গময়ামৃতং মা কুর্বিত্যেবৈতদাহ মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি নাত্র তিরোহিতমিবাস্তি। অথ যানীতরাণি স্তোত্রাণি তেষ্বাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়েত্তস্মাদু তেষু বরং বৃণীত যং কামং কাময়েত তং স এষ এবংবিদুদ্গাতাত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে তমাগায়তি তদ্ধৈতল্লোকজিদেব ন হৈবালোক্যতায়া আশাস্তি য এবমেতৎসাম বেদ।

২৮। অথ অতঃ (এই হেতু) পবমানানাম্ (পবমান নামক মন্ত্র সমূহের) এব অভি+আরোহঃ (জপ) সঃ খলু প্রস্তোতা (প্রস্তোতৃ নামক ঋত্বিক্) সাম (২।১) প্রস্তৌতি (সামের প্রস্তাব নামক অংশ গান করেন; প্র+স্তু)। সঃ যত্র (যে সময়ে) প্রস্তুয়াৎ (গান আরম্ভ করিবেন, প্র, স্তু, বিধি), তৎ (তখন) এতানি (এই সমুদায়কে) জপেৎ (জপ করিবেন)—'অসতঃ (অসৎ হইতে) মা (আমাকে) সৎ (২।১, সৎ স্বরূপে) গময় (লইয়া যাও, প্রাপ্ত করাও, গম, ণিচ্, লোট্)। তমসঃ (অন্ধকার হইতে) মা জ্যোতিঃ (২।১, জ্যোতিতে) গময়। মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) মা অমৃতম্ (২।১, অমৃতে) গময়। ইতি।, সঃ যদা (যখন) হ 'অসতঃ মা সৎ গময়' ইতি (ইহা), মৃত্যুঃ বৈ অসৎ, সৎ অমৃতম্ (অমরত্ব)। 'মৃত্যোঃ মা অমৃতম্ গময়', 'অমৃতম্

২৮। এখন পবমান নামক মন্ত্র সমূহের জপ (ব্যাখ্যাত হইবে)—প্রস্তোতা প্রস্তাব নামক অংশ গান করেন। তিনি যখন গান আরম্ভ করিবেন, তখন এই সমুদায় মন্ত্র জপ করিবেন—'অসৎ হইতে আমাকে সৎ (স্বরূপে) লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে

মা কুরু (কর)' ইতি এব এতৎ (ইহাই) আহ (বলে) 'তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়' ইতি। মৃত্যুঃ বৈ তমঃ, জ্যোতিঃ অমৃতম্ মৃত্যোঃ মা অমৃতম্ গময়', 'অমৃতম্ মা কুরু' ইতি এব এতৎ আহ। 'মৃত্যোঃ মা অমৃতম্ গময়' ইতি ন (না) অত্র (এই স্থলে) তিরোহিতম্ ইব (যেন তিরোহিত, যেন অস্পষ্ট) অস্তি (আছে)। অথ যানি ইতরাণি স্তোত্রাণি (আর যে অপর সমুদয় স্তোত্র) তেষু (সেই সমুদায়ে) আত্মনে (আপনার জন্য) অন্নাদ্যম্ (অন্নাদি, ২।১) আ+অগায়েৎ (গান করিয়া লাভ করিবে; গৈ, বিধি)। তস্মাৎ (সেই জন্য) উ তেষু (সেই সমুদায়ে, সেই সমুদায় মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া) বরম্ (বরকে) বৃণীত (প্রার্থনা করিবে; বৃ, বিধি, আত্মনে) যম্ কামম্ (যে কামনাকে) কাময়েত (কামনা করিবে)। তম্ (সেই কামনাকে, কেহ কেহ এই 'তম' এর পরে ছেদ দিয়া ইহাকে পূর্ব্ব বাক্যের সহিত সংযুক্ত করেন।) সঃ এষঃ এবম্+বিৎ (এই প্রকার জ্ঞান সম্পন্ন) উদ্‌গাতা আত্মনে বা (আপনার জন্য) যজমানায় বা (কিংবা যজমানের জন্য) যম্ কামম্ কাময়তে, তম্ (২।১, তাহা) আ+গায়তি (লাভ করিবার জন্য-গান করে)। তৎ হ এতৎ (সেই এই জ্ঞান) লোকজিৎ এব (স্বর্গাদি লোক জয়কারী), ন হ এব অলোক্য তায়াঃ (অ+লোক্যতা, ৬।১, লোক প্রাপ্তির অভাব) আশা (আশঙ্কা, সম্ভাবনা) অস্তি (আছে। যঃ এবম্ (এই প্রকারে) এতৎ সাম বেদ।

লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।' যখন তিনি বলিবেন—'অসৎ হইতে আমাকে সৎ স্বরূপে লইয়া যাও' (ইহার অর্থ এই বুঝিতে হইবে)—মৃত্যুই অসৎ, সৎই অমৃত। সুতরাং তিনি ইহাই বলেন যে মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও, আমাকে অমৃত কর। 'অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিকে লইয়া যাও' (ইহার অর্থ এই) অন্ধকারই মৃত্যু, জ্যোতিই অমৃত। সুতরাং তিনি ইহাই বলেন—'মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও'—এস্থলে কিছুই যেন অস্পষ্ট নাই। আর যে অবশিষ্ট স্তোত্র সমূহ রহিল, সেই সমুদায় গান করিয়া আপনার জন্য অন্নাদ্য লাভ করিবে। সেইজন্য এই মন্ত্রসমূহ

উচ্চারণ সময়ে উদ্‌গাতা যে ফল কামনা করেন, সেই (কামনা বিষয়ক) বর প্রার্থনা করিবে। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন উদ্‌গাতা আপনার জন্য বা যজমানের জন্য যে ফল লাভের কামনা করেন, উৎগান করিয়া তিনি তাহা লাভ করেন। এই জ্ঞানদ্বারাই লোক সমূহ জয় করা যায়। যিনি সামকে এই প্রকারে জানেন—তাঁহার লোকপ্রাপ্তি হইবে না। এ প্রকার আশঙ্কা নাই।

মন্তব্য

১। সঃ যথা—"অনেক স্থলে 'সঃ' ও 'তৎ' শব্দের সহিত 'যথা' ও 'যদি' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই সমুদায় স্থলে'সঃ' ও 'তৎ' শব্দ অব্যয় এবং ইহাদিগের স্বতন্ত্র কোন অর্থ নাই। সঃ যথা = যথা = যেমন। পালি ভাষায় সেয্‌ যথা, প্রাকৃতে 'তম্‌জহা', সেজ্‌জহা প্রভৃতির প্রয়োগ আছে। অন্যভাবেও ইহার অর্থ করা যাইতে পারে। সঃ যথা = ইহা (হয়) যেমন অর্থাৎ এই ঘটনা হয় সেই প্রকার যেমন।

২। 'ভ্রাতৃব্য' :—এই শব্দের মৌলিক অর্থ জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা, বা খুল্লতাত ভ্রাতা ইত্যাদি। নানা ঘটনায় ইহাদিগের মধ্যে শত্রুতা উপস্থিত হয়। এই জন্য কালক্রমে 'ভ্রাতৃব্য' অর্থ হইয়াছে 'শত্রু'।

৩। ছয়টী মন্ত্রে (১।৩।২—১।৩।৭) বাক্‌, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, চক্ষু, শ্রোত্র, মন এবং মুখ্য প্রাণের বিষয় আলোচনা করিয়া ঋষি মুখ্যপ্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। একমাত্র প্রাণই নিঃস্বার্থ ভাবে সকলের সেবা করিয়া থাকে। কিন্তু বাগাদি অপরাপর ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যেকেই কেবল সাধারণ ভাবে অপরের সেবা করে, কিন্তু যাহা কল্যাণকর তাহা কেবল নিজের জন্যই রাখিয়া দেয়। বাক্যের যাহা কল্যাণ, অর্থাৎ যাহা কল্যাণকর বাক্য তাহা অপরাপর ইন্দ্রিয় ভোগ করিতে পারে না, তাহা কেবল বাগিন্দ্রিয়ের জন্যই। এইরূপ সুঘ্রাণ কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের জন্য, সুদৃশ্য কেবল চক্ষুর জন্য, সুস্বর কেবল শ্রোত্রের জন্য এবং সুসঙ্কল্প কেবল মনের জন্য, এ সমুদয় অপরাপর ইন্দ্রিয় ভোগ করিতে পারে না। কিন্তু প্রাণ যাহা করে তাহা সকলের জন্যই; নিজের জন্য বিশেষ ভাবে কিছুই করে না। এইরূপে ঋষি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 'প্রাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ'।

(১) 'মৃত্যুম্ অতি+অমুচ্যত'—এই অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে। (ক) মৃত্যুম্ অতি=মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া; অমুচ্যত=মুক্ত হইয়াছিলেন। এস্থলে 'অমুচ্যত' কর্ত্তৃকর্ম্মবাচ্য। (খ) অতি+অমুচ্যত=অতিক্রম করিয়াছিল; অমুচ্যত=মুচ্ লঙ্, কর্ত্তৃবাচ্য, বৈদিক প্রয়োগ; ইহার কর্ম্ম 'মৃত্যুম্'। (২) পরেণ=সম্পূর্ণরূপে; কিংবা, =পরস্তাৎ, পরেণ মৃত্যুম্=মৃত্যুর পরে। 'অন্নাদ্যম'—ছাঃ ৩।১।৩।

(১) "এতাবৎ বৈ ইদম্ সর্ব্বম্ যৎ অন্নম্……আগাসী" এই অংশকে আমরা একটী বাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি। ইহাকে দুইটী বাক্যরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেহ ছেদ দেন 'সর্ব্বম্' পরে; কেহ দেন 'অন্নম' এর পরে; ২। 'অন্নাদঃ'—শঙ্করের মতে ইহার অর্থ অনাময়াবী অর্থাৎ ব্যাধিরহিত। ইহার প্রচলিত অর্থ অন্নভোক্তা। ৩। প্রতি প্রতিঃ—কেহ কেহ এই দুইটীকে একটী শব্দরূপে গ্রহণ করেন। ইহার অর্থ প্রাতিদ্বন্দী। তৎ এব তৎঃ—শঙ্করের অর্থ—তৎএব=তত্র এব=সেই স্থলে; তৎ=সেই অঙ্গ। পূর্ব্বে 'যস্মাৎ কস্মাৎ চ ব্যবহৃত হইয়াছে—এই দেখিয়া আমরা 'তৎ এব তৎ' অর্থ 'সেই সেই অঙ্গ' করিলাম।

১। 'বাগ্বৈ সাগৈষ সা চামশ্চেতি'—শঙ্করের পদপাঠ এই 'বাক বৈ সা; অমঃ এষঃ; সা চ অমঃ চ' ইতি—অর্থাৎ বাক্ ই সা; ইহাই (অর্থাৎ প্রাণই) অম। ইহা 'সা' এবং 'অম' উভয়ই। এই হেতুই সামের সামত্ব।

২। 'যৎ এব সমঃ' ইত্যাদি—এস্থলে 'সমঃ' শব্দের ব্যবহার আছে। এই 'সম' হইতে সামের সামত্ব নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। এস্থলে 'উৎ' শব্দের কল্পিত অর্থ করা হইয়াছে। 'তস্মাৎ যজ্ঞে' ইত্যাদি—শঙ্করের অর্থ এই প্রকার জগতে যেমন লোকে ধনীব্যক্তিকে দেখিতে ইচ্ছা করে, তেমনি সকলে যজ্ঞে সুস্বরযুক্ত ঋত্বিক্‌কেই দেখিতে ইচ্ছা করে। এস্থলে 'সুবর্ণ' শব্দ দ্বারা দুইটী অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে (১) সু—বর্ণ অর্থাৎ বর্ণগত উৎকর্ষ অর্থাৎ স্বর; (২) স্বর্ণ।

১। 'অভ্যারোহঃ'—জপকর্ম্ম দ্বারা দেবভাবে আরোহণ করা যায়, অর্থাৎ দেবভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই জন্য ইহার নাম 'অভ্যারোহ' (শঙ্কর)।

২। আশা=আ+অশ্+অঙ্, স্ত্রী; প্রাপ্তি অর্থে। কেহ কেহ বলে 'আশাস্তি' একটা শব্দ। আ+শাস্+তি, প্রাপ্তি অর্থে।

প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

মিথুনোৎপত্তি কথন,—ব্রহ্মের সৃষ্টি ও অতি সৃষ্টি,—নাম-রূপের সৃষ্টি,—আত্মা অদ্বিতীয় ও প্রিয়রূপে উপাস্য,—অদ্বৈতজ্ঞান ও ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি,—মানবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বিষয়ে দেবগণের বিরোধ,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির সৃষ্টি,—দেবগণের জাতিভেদ,—আত্ম-জ্ঞানের ফল,—পঞ্চবিধ সম্পৎ।

১। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরত্ততোঽহংনামাভবত্তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতোঽহময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বাথান্যন্নাম প্রব্রুতে যদস্য ভবতি স যৎপূর্বোঽস্মাৎসর্বস্মাৎসর্বান্পাপ্মন ঔষত্তস্মাৎপুরুষ ওষতি হ বৈ স তং যোঽস্মাৎপূর্বো বুভূষতি য এবং বেদ।

১। আত্মা এব ইদম্ (এই পরিদৃশ্যমান জগৎ) অগ্রে আসীৎ (ছিল) পুরুষ বিধঃ (পুরুষরূপে)। সঃ অনু+বি+ঈক্ষ্য (সম্যক্ দর্শন করিয়া, ঈক্ষ্) ন অন্যৎ (২।১, অন্যবস্তুকে। আত্মনঃ (৫।১, আত্মা হইতে) অপশ্যৎ (দেখিয়াছিল)। সঃ (সেই আত্মা) 'অহম্ অস্মি' (হই) ইতি অগ্রে বি+আ+অহরৎ (বলিয়াছিল, হৃ লঙ)। ততঃ (সেই জন্য) 'অহম্' নাম্ ('অহম্' অর্থাৎ 'আমি' এই নাম) অভবৎ (হইয়াছিল)। তস্মাৎ অপি এতর্হি (এখনও, ইদম্+র্হিল, পাঃ

১। এই (পরিদৃশ্যমান জগৎ) পূর্ব্বে পুরুষরূপী আত্মরূপে বর্ত্তমান ছিল। সেই আত্মা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনা ব্যতীত আর কিছুই দেখিলেন না। তিনি প্রথমেই বলিলেন, 'আমি আছি' (কিংবা

২। সোঽবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি স হায়মীক্ষাংচক্রে যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ধ্যভেষ্যদ্দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।

৫।৩।১৬, ৫।৩।৪) আমন্ত্রিতঃ (আহূত হইলে) অহম অয়ম্ (এই)' ইতি এব অগ্রে উক্তা (বলিয়া) অথ (পরে) অন্যৎ নাম (২।১, অন্য নাম) প্রব্রূতে (বলিয়া থাকে), যৎ (যাহা) অস্য (ইহার) ভবতি (থাকে)। সঃ যৎ (যেহেতু) পূর্ব্বঃ (পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া) অস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ (এই সমুদায় ৫।১) সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ (সমুদায় পাপকে) ঔষৎ (দগ্ধ করিয়াছিল, উষ্ লঙ্), তস্মাৎ পুরুষঃ ভবতি (হয়)। ওষতি (দগ্ধ করে, উষ্ লট্) হ বৈ সঃ তম্ (তাহাকে) যঃ অস্মাৎ পূর্ব্বঃ (তাহার অপেক্ষা পূর্ব্বে; অগ্রগামী) বুভূষতি (ইচ্ছা করে, ভূ, সন্ লট্তি) যঃ এবম্ বেদ।

২। সঃ অবিভেৎ (ভীত হইয়াছিল; ভী, লঙ্), তস্মাৎ একাকী (এক+আকিন্, পাঃ ৫।৩।৫২) বিভেতি (ভীত হয়; ভী)। সঃ হ অয়ম্ (সেই এই) ঈক্ষাঞ্চক্রে (আলোচনা করিয়াছিল; ঈক্ষ্ লিট্ ৩,১ ঈক্ষ = দর্শন করা) 'যৎ (যেহেতু মৎ (আমা হইতে) অন্যৎ (অন্য) ন (না) অস্তি (আছে), কস্মাৎ কেন, (কাহা হইতে) নু বিভেমি (ভীত হই; ভী)?' ইতি। ততঃ (এই হেতু) এব অস্য (ইহার) ভয়ম্ বি+ইয়ায় (চলিয়া গিয়াছিল; ই লিট্ ৩।১) কস্মাৎ হি অভেষ্যৎ (ভয় করিবে; ভী, লৃঙ্), দ্বিতীয়াৎ (দ্বিতীয় বস্তু হইতে) বৈ ভয়ম্ ভবতি।

এই আমি)। এইরূপে 'অহম্' (অর্থাৎ 'আমি') নাম হইল। এই জন্য এখনও লোককে সম্বোধন করিলে সে প্রথমেই বলে 'এই আমি'; তাহার পর যদি (তাহার) অন্য কোন নাম থাকে, তবে সেই নাম বলিয়া থাকে। যেহেতু তিনি এই সমুদয়ের পূর্ব্বে সমুদায় পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন (পূর্ব্বঃ ঔষৎ), সেই জন্য তাহার নাম পুরুষ। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনিও সেই ব্যক্তিকে দগ্ধ করেন, যে ব্যক্তি ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতে ইচ্ছা করে।

২। তিনি ভীত হইয়াছিলেন; সেই জন্য লোকে একাকী (থাকিলে)

৩। স বৈ•নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে•স দ্বিতীয়-মৈচ্ছৎ স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ স .ইম-মেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদ-মর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব তাং সমভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত।

৩। সঃ বৈ ন এব বেমে (আনন্দ লাভ কবিযাছিল , রম্ লিট্)। তস্মাৎ একাকী ন বমতে (আনন্দ লাভ কবে)। সঃ দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ (ইচ্ছা করিয়াছিল , ইষ লঙ্)। সঃ হ এতাবান্ (এতাবৎ, পুং ১।১ , ১।৩।১৮ দ্রঃ ; এই পবিমাণ) আস (ছিল, অস্ লিট্ প্রাচীন প্রয়োগ) যথা (যেমন) স্ত্রীপুংমাসৌ (স্ত্রী ও পুরুষ) সম্+পরিষক্তৌ (আলিঙ্গিত, ১।২ , পবি+সঞ্জ্+ক্ত=পবিষক্ত)। সঃ ইমম্ (এই, ২।১ এব আত্মানম্ (দেহকে) দ্বেধা (দুই ভাগে , দ্বি+এ ধাচ্ পাঃ ৫।৩।৭ , ৬।৪।১৪৮) অপাতয়ৎ (বিভক্ত কবিয়াছিল ; পৎ ণিচ্ লঙ)। ততঃ (তাহা হইতে, দ্বিভাগ কবণ বশতঃ) পতিঃ চ পত্নী চ অভবতাম্ (হইয়াছিল, ভূ, লঙ্ ৩।২)। তস্মাৎ (সেই জন্য) ' ইদম্ (এই) অর্দ্ধ বৃগলম্ ইব (অর্দ্ধ বিদলেব ন্যায়) স্বঃ (প্রত্যেকে নিজে)' ইতি হ স্ম আহ (আহস্ম = বলিয়াছেন) যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তস্মাৎ অয়ম্ আকাশঃ (আকাশেব ন্যায শূন্য স্থান) স্ত্রিযা পূর্য্যতে (পূর্ণ হয় , "পৃ" বা 'পুর্', কর্ম্মবাচ্যে) এব। তাম্ (তাহাকে, তাহাতে) সম্+অভবৎ (মিথুন ভাবে উপগত হইয়াছিল , ততঃ (তাহা হইতে) মনুষ্যাঃ (মানব সমূহ) অজায়ন্ত (উৎপন্ন হইয়াছিল)।

ভাত হয়। তিনি আলোচনা করিলেন—'যখন আমা হইতে আর পৃথক্ বস্তু নাই, (তখন) আমি কেন ভীত হইব? ইহাতেই তাঁহার ভয় চলিয়া গেল, কারণ তিনি কেন ভয় করিবেন? দ্বিতীয় বস্তু হইতেই ভয় হয়।

৩। (কিন্তু) তিনি আনন্দ লাভ করিলেন না; সেই জন্য কেহ একাকী (থাকিয়া) আনন্দ লাভ করে না। তিনি দ্বিতীয় (এক ব্যক্তিকে লাভ করিতে) ইচ্ছা করিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ সম্পরিষক্ত

৪। সো • হেয়মীক্ষাংচক্রে কথং নু মাত্মন এব জনয়িত্বা সংভবতি হন্ত তিরোঽসানীতি সা গৌরভবদৃষভ ইতরস্তাং সমেবাভবত্ততো গাবোঽজায়ন্ত বডবেতরাভবদশ্চবৃষ ইতরো গর্দভীতরা গর্দভ ইতরস্তাং সমেবাভবত্তত একশফমজায়তাজেতরাভবদ্বস্ত ইতরোঽবিরিতরামেষ ইতরস্তাং সমেবাভবত্ততোঽজাবয়োঽজায়ন্তৈবমেব যদিদং কিংচ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তৎসর্ব্বমসৃজত।

৪। সা+উ (সেই স্ত্রী) হ ইয়ম্ (সা+ ; এই) ঈক্ষাম্ চক্রে (চিন্তা করিয়াছিল ; ঈক্ =দর্শন করা, লিট)। 'কথম্ (কি প্রকারে) নু মা (আমাকে) আত্মনঃ (৫।১ ; আপনা হইতে) জনয়িত্বা (উৎপন্ন করিয়া) সম ভবতি (উপগত হয়)! হন্ত ! (অব্যয়) তিরঃ অসানি (তিরোভূত হই))' ইতি। সা গৌঃ (গাভী) অভবৎ (হইয়াছিল)। ঋষভঃ (বৃষ) ইতরঃ (অপরে ; যৌগিক অর্থ দুইএর মধ্যে এক, মূল শব্দ 'ই', তর প্রত্যয়) তাম্ (সেই গাভীতে, ২।১) সম্+এব+অভবৎ (সম্+অভবৎ+এব=উপগত হইল)। ততঃ (তাহা হইতে) গাবঃ (গো সমূহ) অজায়ন্ত। বডবা (অশ্বা) ইতরা (ইতর স্ত্রীং) অভবৎ, অশ্ব+বৃষঃ (অশ্ব) ইতর ; গর্দ্দভী ইতরা, গর্দ্দভঃ ইতরঃ তাম্

হইয়া থাকিলে যে পরিমাণ হয়, তিনি সেই পরিমাণ ছিলেন। তিনি স্বীয় দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে পতি ও পত্নী হইল। এই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—'প্রত্যেকে নিজে অর্দ্ধ বিদলের ন্যায়। এই জন্য এই শূন্য স্থান-স্ত্রী দ্বারা পূর্ণ হয়। তিনি সেই পত্নীতে মিথুনভাবে উপগত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে মানব সমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল।

৪। সেই স্ত্রী এই প্রকার চিন্তা করিল 'আমাকে আপনা হইতে উৎপন্ন করিয়া কি প্রকারে আমাতে উপগত হইতেছে? আমি তিরোহিত হই।' সে-গো হইল; অন্যজন (অর্থাৎ প্রজাপতি) বৃষ হইয়া তাহাতেই উপগত হইলেন; এইরূপে গো উৎপন্ন হইল। এক জন

৫। সোঽবেদহং বাব সৃষ্টিরস্ম্যহং হীদং সর্বমসৃক্ষীতি ততঃ সৃষ্টিরভবৎসৃষ্টয়াং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ।

সম্+এব+অভবৎ। ততঃ এক শকম্ (যাহাব পায়ে একটী খুর, শক=খুব) অজায়ত। অজা ইতরা অভবৎ, বস্তঃ (ছাগ) ইতরঃ; অবিঃ (মেষী) ইতরা, মেষঃ ইতরঃ তাম্ সম্+এব+অভবৎ। ততঃ অজা+অবয়ঃ (অজা ও অবি সমূহ) অজায়ন্ত। এবম্ এব (এই প্রকাব) যৎ ইদম্ কিম্+চ (যাহা কিছু এই) মিথুনম্ (স্ত্রী পুরুষ) আপিপীলিকাভ্যঃ (৫।৩, পিপীলিকা পর্যান্ত) তৎ সর্ব্বম্ অসৃজত (সৃষ্টি করিয়াছিল)।

৫। সঃ অবেৎ (জানিয়াছিল; বিদ্ লঙ্)—'অহম্ বাব (নিশ্চয়ার্থক অব্যয়) সৃষ্টিঃ অস্মি (হই), অহম্ হি ইদম্ সর্ব্বম (এই সমুদায়কে) অসৃক্ষি (সৃষ্টি করিয়াছি; সৃজ্ লুঙ্ আত্মনে, বৈদিক)' ইতি। ততঃ (সেইজন্য) সৃষ্টিঃ অভবৎ (তিনি হইলেন)। সৃষ্ট্যাম্ (সৃষ্টিতে) হ অস্য (ইহার) এতস্যাম্ (+সৃষ্ট্যাম্=এই সৃষ্টিতে) ভবতি (হয়ঃ, কাহারও কাহারও মতে 'স্রষ্টা হয়'; কেহ কেহ বলেন ভবতি=প্রভবতি=শ্রেষ্ঠ হয়)।

অশ্বা হইল: অপর জন অশ্ব (হইলেন), একজন গর্দ্দভী (হইল) অপর জন গর্দ্দভ (হইলেন)। তিনি তাহাতে সমাগত হইলেন। এইরূপে এক সফ জন্তু উৎপন্ন হইল। এক জন অজা হইল; অন্য জন অজ (হইলেন); এক জন মেষী (হইল), অপর জন মেষ (হইলেন)। তিনি তাহাতে উপগত হইলেন। এইরূপে ছাগ ও মেষসমূহ উৎপন্ন হইল। পিপীলিকা পর্য্যন্ত যত প্রকার মিথুন আছে, সে সমুদায়কেই তিনি এই ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।

৫। তিনি চিন্তা করিলেন, 'আমিই এই সৃষ্টি, কারণ আমিই এই সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছি।' সুতরাং তিনি সৃষ্টি (রূপে পরিণত) হইয়াছেন।[৩] যিনি এই প্রকার জানেন তিনি সৃষ্টি বিষয়ে স্রষ্টা হন (কিংবা সৃষ্ট জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন)।

৬। অথেত্যভ্যমন্থৎস মুখাচ্চ যোনের্হস্তাভ্যাং চাগ্নিমসৃজত তস্মাদেতদুভয়মলোমকমন্তরতোঽলোমকাহি যোনিরন্তরতঃ। তদ্যদি দমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্বে দেবাঃ। অথ যৎকিংচিদমাংর্দ্রং তদ্রেতসোঽসৃজত তদু সোম এতাবদ্বা ইদং সর্ব্বমন্নং চৈবান্নাদশ্চ সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদঃ সৈষা ব্রহ্মণোঽতিসৃষ্টিঃ। যচ্ছ্রেয়সো দেবানসৃজতাথ যন্মর্ত্ত্যঃ সন্নমৃতানসৃজত তস্মাদতিসৃষ্টিরতিসৃষ্ট্যাং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ।

৬। অথ ইতি (এই প্রকারে, হস্ত দ্বারা দেখাইয়া বলিল 'এই প্রকারে') অভি অমন্থৎ (মন্থন করিলেন, অভি, মন্থ)। সঃ মুখাৎ (মুখ হইতে) চ যোনেঃ (মুখাৎ + ; = মুখরূপ যোনি হইতে; যোনি = উৎপত্তি স্থান) হস্তাভ্যাম্ চ

৬। অনন্তর (ঋষি হস্তদ্বারা দেখাইয়া বলিলেন যে প্রজাপতি) এইরূপে মন্থন করিয়াছিলেন। মুখরূপ যোনি হইতে এবং হস্ত হইতে তিনি অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। এইজন্য মুখ ও হস্ত উভয়ই অভ্যন্তরে লোমবিহীন, কারণ যোনির অভ্যন্তর লোমবিহীন। লোকে যে বলিয়া থাকে, 'অমুক দেবতার যজ্ঞ কর' 'অমুক দেবতার যজ্ঞ কর, এক একজন দেবতাকে (পৃথক্ পৃথক্ কল্পনা করিয়াই ইহা বলা হয়, কিন্তু) এই (পৃথক্ পৃথক্ দেবতা) সেই প্রজাপতিরই বিপরিণাম; ইনিই সমুদয় দেবতা (স্বরূপ)। যাহা কিছু আর্দ্র বস্তু, তাহা তিনি রেতঃ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই সোম। এই পরিমাণ (কিংবা এ পর্য্যন্ত যে সমুদায় বস্তুর বিষয় বলা হইল) এই সমুদায়ই অন্ন এবং অন্নাদই। সোমই অন্ন এবং অগ্নিই অন্নভোক্তা। ইহাই ব্রহ্মের অতি সৃষ্টি (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি)। তিনি যে নিজের শ্রেষ্ঠ অংশ হইতে দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজে মর্ত্ত্য হইয়াও অমরগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন—এই জন্য ইহা তাঁহার অতিসৃষ্টি। যিনি ইহা জানেন তিনি তাঁহার (অর্থাৎ ব্রহ্মের) এই অতিসৃষ্টিতে (স্রষ্টা) হন।

৭। তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। আ নখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্বিশ্বংভরো বা বিশ্বংভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নো হি স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্বাকপশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বঞ্ছ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্মনামান্যেব। স যোঽত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হ্যেষোঽত একৈকেন ভবত্যাত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্ব্ব একং ভবন্তি তদেতৎপদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়মাত্মানেন হ্যেতৎসর্ব্বং বেদ। যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং কীর্ত্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ।

(৫।২, হস্তদ্বয় হইতে) অগ্নিম্ অসৃজত। তস্মাৎ (সেইজন্য এতৎ উভয়ম্ (এই উভয়; মুখ ও হস্তদ্বয়) অলোমকম্ (লোমরহিত) অন্তরতঃ (অভ্যন্তরে)। অলোমকা (লোমবিহীন) হি যোনিঃ অন্তরতঃ। তৎ (সেইজন্য) যৎ (যখন) ইদম্ (২।১, এই বাক্য) আহুঃ(বলে)—"অমুম্ যজ (অমুক দেবতার যজ্ঞ কর), অমুম্ যজ" ইতি। এক+একম্ দেবম্ (এক এক দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া) এতস্য (ইহার) এব সা (এই) বিসৃষ্টিঃ (বিপরিণাম্, সৃষ্টি)। এষঃ উ হি এব সর্ব্বে দেবাঃ (সমুদায় দেবতা)। অথ যৎ কিম্ চ ইদম্ আর্দ্রম্ (আর্দ্রবস্তু), তৎ (তাহাকে) রেতসঃ (রেত হইতে) অসৃজত। তৎ উ সোমঃ। এতাবৎ বৈ ইদম্ সর্ব্বম্ অন্নম্ চ এব অন্নাদঃ চ। সোমঃ এব অন্নম্, অগ্নিঃ অন্নাদঃ। সা এষা ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) অতিসৃষ্টিঃ (শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি)। যৎ (যেহেতু) শ্রেয়সঃ (শ্রেষ্ঠ অংশ হইতে) দেবান্ (দেবগণকে) অসৃজত, যৎ মর্ত্ত্যঃ (মরণশীল হইয়াও) অমৃতান্ (অমরদিগকে) অসৃজত—তস্মাৎ (সেইজন্য) অতি সৃষ্টিঃ। অতি সৃষ্ট্যাম্ (শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে) হ অস্য (ইহার) এতস্যাম্ (+অতি সৃষ্ট্যাম—এই অতি সৃষ্টিতে) ভবতি (হয়) যঃ এবম্ বেদ (১।৪।৫ মঃ দ্রষ্টব্য)।

৭। তৎ ইদম্ (সেই এই) তর্হি (সেই সময়ে; তৎ+হিল, পাঃ

৭। এই সমুদায় তখন অব্যাকৃত ছিল। তৎপরে ইহা নামরূপে

৫।৩।২০, ২১) অব্যাকৃতম্ (অব্যাকৃত, অনভিব্যক্ত) আসীৎ (ছিল)। তৎ (তাহা) নাম রূপাভ্যাম্ (৩।২, নামরূপ দ্বারা) এব বি+অ+অক্রিয়ত, কৃ লঙ্ কর্ম্মকর্ত্তৃ প্রয়োগ=অভিব্যক্ত হইয়াছিল)—'অসৌ নামা (ঐ নাম যুক্ত) অথয়ম্ (ইহা) ইদম্+রূপঃ (এইরূপ বিশিষ্ট)' ইতি। তৎ (এইজন্য) ইদম্ অপি (এ সমুদয় ও) এতর্হি (এখন , ইদম্+র্হিল, পাঃ ৫।৩।১৬, ৫।৩।৪) নাম-রূপাভ্যাম্ এব বি+আ+ক্রিয়তে (অভিব্যক্ত হয়)—'অসৌ নামা অয়ম্ ইদম্+রূপঃ' ইতি। সঃ এষঃ (সেই তিনি) ইহ (ইহাতে, এই দেহে ; ইদম্+হ, পাঃ ৫।৩।৩, ৫।৩।১১) প্রবিষ্টঃ আনখা গ্রেভ্যঃ (নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত), যথা (যেমন) ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে (নাপিতের ক্ষুর রাখিবার কোশে) অবহিতঃ (অন্তঃস্থিত ; অব+ধা+ক্তঃ) স্যাৎ (হয়) বিশ্বম্ভর (অগ্নি , বিশ্ব+ভৃ+খ) বা বিশ্বম্ভর কুলায়ে (অগ্নির জন্মস্থানে, যেমন কাষ্ঠাদিতে , কিংবা অগ্নি রাখিবার স্থানে)। তম্ (তাহাকে) ন পশ্যন্তি (দেখে) —অকৃৎস্নঃ (অপূর্ণ ; সমগ্র আত্মা নহেন এইজন্য অপূর্ণ) হি সঃ। প্রাণন্ এব (নিশ্বাসাদি কার্য্য করিলে) প্রাণঃ নাম ভবতি , বদন (কথা বলিলে) বাক্ , পশ্যন্ (দর্শন করিলে) চক্ষুঃ , শৃণ্বন্ (শ্রবণ করিলে) শ্রোত্রম্, মন্বানঃ (মনন করিলে ; মন্ শানচ) মনঃ ,—

অভিব্যক্ত হইল ; (সুতরাং তখন বলা যাইতে পারিত)—ইহার এই নাম, ইহার এই রূপ। সেই জন্য এখনও এই সমুদায় নামরূপে ব্যাকৃত হইয়াছে, (এবং বলা হয়) ইহার এই নাম, ইহার এই রূপ। যেমন ক্ষুর ক্ষুরধানে, কিংবা অগ্নি অগ্নিকুলায়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি এই আত্মাও ইহাতে (অর্থাৎ এই দেহে) নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। (লোকে যাহাকে দেখে) তাহা অপূর্ণ (আত্মা); যখন ইহা নিশ্বাস প্রশ্বাসাদির কার্য্য করে, তখন ইহার নাম হয় প্রাণ , যখন বাক্য উচ্চারণ করে, তখন নাম হয় বাক্ ; যখন দর্শন করে তখন নাম হয় চক্ষু। যখন শ্রবণ করে, তখন নাম হয় শ্রোত্র ; যখন মনন করে, তখন নাম হয় মন—এ সমুদায়ই ইঁহার কর্ম্মের বিভিন্ন নাম। এই জন্য যে ব্যক্তি এই আত্মাকে

৮। তদেতৎপ্রেয়ঃ পুত্রাৎপ্রেয়ো বিত্তাৎপ্রেয়োঽন্যস্মাৎ-সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা স যোঽন্যমাত্মানঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত স,য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।

তাঁনি (+এতাঁনি=সেই এই সমুদায়) অস্য (ইহাব) এতানি (এই সমুদায়) কর্ম্মনামানি (পৃথক্ পৃথক কর্ম্মেব নাম) এব। সঃ যঃ (যে ব্যক্তি) অত° (এই হেতু) এক+একম্ (এক এককে, পৃথক্ পৃথক্ রূপে) উপাস্তে (উপাসনা করে) ন সঃ বেদ (জানে)। অকৃৎস্নঃ হি এষঃ। অতঃ এক+একেন (এক এক, পৃথক পৃথক্) ভবতি (হয়)। 'আত্মা' ইতি এব উপাসীত (উপাসনা কবিবে, উপ+আস্, বিধি, আত্মনে)। অত্র (এই স্থলে) হি এতে সর্ব্বে (এই সমুদায়) একম্ ভবন্তি (হয়)। তৎ এতৎ (সেই এই) পদনীয়ম্ (অন্বেষণীয় ; গমনীয) অস্য সর্ব্বস্য (এই সমুদায়েব) যৎ (বৈদিক, =যঃ=যে) অয়ম (এই) আত্মা। অনেন (ইহা দ্বাবা) হি এতৎ সর্ব্বম্ (এই সমুদাযকে) বেদ (জানে)। যথা (যেমন) হ বৈ পদেন (পদচিহ্ন দ্বাবা) অনু-বিন্দেৎ (লাভ কবে , অনু+বিদ্ বিধি, পাঃ ৩।১।৫৯), এবম্ (এই প্রকার) কীর্ত্তিম্ (খ্যাতি) শ্লোকম (যশকে) বিন্দতে, যঃ এবম্ বেদ (জানে)।

৮। তৎ এতৎ (ক্লীং বৈদিক, =সঃ এষঃ=সেই এই আত্মা) প্রেয়ঃ

পৃথক পৃথক ভাবিযা উপাসনা কবে, সে (প্রকৃত তত্ত্ব) জানে না। এই প্রকাব আত্মা অপূর্ণ , এই জন্য ইহা পৃথক পৃথক (রূপে কল্পিত) হয়। 'ইনি আত্মা'—এই ভাবেই উপাসনা কবিবে, কাবণ আত্মাতে এই সমুদায়ই একীভূত হয়। এই যে আত্মা ইহাই সকলেব অন্বেষ্টব্য , এই আত্মাদ্বাবাই সমুদায় জানা যায়। যেমন পদচিহ্ন দেখিয়া (পলায়িত পশুকে পুনঃ) প্রাপ্ত হওয়া যায় (তেমনি আত্মাকে দেখিয়া সমুদায় জানা যায়)। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি কীর্ত্তি ও যশঃ লাভ করেন।

৮। এই যে অন্তরতব আত্মা, ইনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা

৯। তদাহুর্যদ্ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে কিমু তদ্ব্রহ্মাবেদ্যস্মাত্তৎসর্ব্বমভবদিতি।

(অতিশয় প্রিয়, প্রিয়+ঈয়সুন্, পাঃ ৫।৩।৫৭; ৬।৪।১৫৫) পুত্রাৎ (পুত্র অপেক্ষা), প্রেয়ঃ বিত্তাৎ (বিত্ত অপেক্ষা), প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ (অন্য সমুদায় অপেক্ষা), অন্তরতমম্ (ক্লীং বৈদিক; অন্তর তম্, পাঃ ৫।৩।৫৫) যৎ (ক্লীং বৈদিক=যঃ=যাহা) অয়ম্ আত্মা। সঃ যঃ অন্যম্ (অন্যকে) আত্মনঃ (আত্মা অপেক্ষা) প্রিয়ম্ ব্রুবাণম্ (যে বলে তাহাকে; ব্রু+শানচ্) ব্রূয়াৎ (বলে; ইহার কর্ত্তা 'সঃ সঃ'; ইহার কর্ম্ম 'প্রিয়ম্ রোৎস্যতি')—'প্রিয়ম্ (প্রিয়বস্তু) রোৎস্যতি (বিনাশপ্রাপ্ত হইবে; রুদ্, স্যতি)' ইতি। ঈশ্বরঃ (ঈশঃ+বরচ, পাঃ ৩।২।১৭৫; সমর্থ অর্থাৎ সে ইহা বলিতে সমর্থ) হ। তথা এব (সেই প্রকারই) স্যাৎ (হইবে)। আত্মানম্ (আত্মাকে) এব প্রিয়ম্ (প্রিয় রূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে; উপ+আস্)। সঃ যঃ আত্মানম এব প্রিয়ম্ উপাস্তে (উপাসনা করে; উপ+আস্), ন হ অস্য প্রিয়ম প্রমায়ুকম্ (মরণশীল; প্র+মী+উন্=প্রমায়ু, ইহার উত্তর 'ক' প্রত্যয় ভবতি।

৯। তৎ (ইহা, তাহা) আহুঃ (বলিয়া থাকে)—'যৎ (যে, যেহেতু) ব্রহ্মবিদ্যয়া (ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা) সর্ব্বম্ (সমুদায়) ভবিষ্যন্তঃ (ভূ, স্যতৃ; হইব এইপ্রকার ভাবযুক্ত) মনুষ্যাঃ (মানবগণ) মন্যন্তে (মনে করে)—কিম্ উ (কি; কোন বস্তুকে) তৎ ব্রহ্ম অবেৎ (জানিয়াছিলেন; বিদ্, লঙ, ৩।১) যস্মাৎ (যে কারণ বশতঃ) তৎ (তিনি, ব্রহ্ম) সর্ব্বম্ (সমুদায়) অভবৎ (হইয়াছিলেন)?' ইতি।

প্রিয়, এই সমুদায় অপেক্ষাই প্রিয়। যে ব্যক্তি আত্মা অপেক্ষা অন্যবস্তুকে প্রিয়তর বলিয়া মনে করে, তাহাকে যদি কোন (আত্মজ্ঞ) ব্যক্তি বলে—'তোমার প্রিয় (বস্তু) বিনাশ প্রাপ্ত হইবে'—সে এ প্রকার বলিতে সমর্থ এবং এই প্রকার ঘটিবেই। সুতরাং আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যে আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করে, তাহার প্রিয় (বস্তু) নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

৯। লোকে ইহা বলিয়া থাকে যে—"মানুষ মনে করে ব্রহ্মবিদ্যা

১০। ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবত্তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎপশ্যন্নৃষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি। তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবত্যথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাং। যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যেকস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ।

১০। ব্রহ্ম বৈ ইদম্ (এই জগৎ) অগ্রে আসীৎ, তৎ (ব্রহ্ম কিংবা (সেই সময়ে) আত্মানম্ (আপনাকে) এব অবেৎ (জানিয়াছিলেন)—'অহম্ (আমি) ব্রহ্ম অস্মি (হই' ইতি তস্মাৎ (সেই জন্য) তৎ (সেইজন্য) যঃ যঃ (যে যে) দেবাণাম্ (দেবগণের মধ্যে (প্রতি+অবুধ্যত (প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন, বুধ, লঙ্, ত) সঃ এব তৎ। তাহা, কিংবা জগৎ) অভবৎ। তথা (সেই প্রকার, এবং) ঋষীণাম্ (ঋষিগণের মধ্যে)। তৎ হ এতৎ সেই এই বিষয় পশ্যন (দর্শন করিয়া) ঋষিঃ বামদেবঃ প্রতিপেদে (জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, প্রতি+পদ্ লিট্)—'অহম্ (আমি) মনুঃ অভবম্ সূর্য্যঃ চ' ইতি। তৎ (সেই জন্য) ইদম্ অপি এতর্হি (এখনও; ১।৪।৭ মন্ত্র দ্রঃ) যঃ এবম্ বেদ—'অহম্ ব্রহ্ম অস্মি' ইতি। সঃ ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদায়) ভবতি (হয়)।

দ্বারা আমরা এই সমুদায় হইব' এখানে প্রশ্ন এই :—'ব্রহ্ম কি জানিয়াছিলেন যে (সেই বিদ্যার ফলে) তিনি এই সমুদায় হইয়াছেন'?

১০। অগ্রে এই জগৎ ব্রহ্মরূপেই বর্ত্তমান ছিল। তিনি আপনাকে এইরূপ জানিয়াছিলেন—'আমিই ব্রহ্ম'। এই হেতুতে

ক্রমশঃ তস্য (তাঁহার ; ঈশ্ ধাতু যোগে ৬ষ্ঠী, পাঃ ২।৩।৫২) ন হ দেবাঃ+চন (কোন দেবতাই ; কিংবা 'চ' এবং 'ন' পৃথক্, 'ন' দ্বিরুক্তি) অভূত্যৈ (অভূতি, ৪।১ ; ভূতি=হওয়া ; অভূতি=না হওয়া অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুরূপী না হওয়া ; অভূত্যৈ=ব্রহ্মজ্ঞ সর্ব্ববস্তু হইবে না এই বিষয়ে) ঈশতে সমর্থ হয়, ঈশ, লট্ অন্তে)। আত্মা হি এষাম্ (এই সমুদায়ের) সঃ ভবতি। অথ (আর) যঃ (যে) অন্যাম্ দেবতাম (অন্য দেবতাকে) উপাস্তে (উপাসনা করে)—'অন্যঃ অসৌ (ঐ ; ঐ দেবতা), অন্যঃ অহম্ (আমি)' ইতি। ন সঃ বেদ— যথা (যেমন) পশুঃ (মানবের নিকটে পশু), এবম্ সঃ (সে) দেবানাম্ (দেবগণের মধ্যে)। যথা হ বৈ বহবঃ পশবঃ (বহুপশু) মনুষ্যম্ (মনুষ্যকে) ভুঞ্জ্যুঃ (পালন করে, পরিচর্য্যা করে, ভুজ্ বিধি), এবম্ এক+একঃ (একএক) পুরুষঃ দেবান্ (দেবসমূহকে) ভুনক্তি (সেবা করে ; ভুজ লট্, ৩।১)। একস্মিন্ এব পশৌ (একটি পশুতেও, ভাবে ৭।১) আদীয়মানে (না পাইলে ; আ+দা, শানচ্) অপ্রিয়ম্ (দুঃখ) ভবতি, কিম্ উ বহুষু (বহু পশু বিষয়ে)। তস্মাৎ (সেইজন্য) এষাম্ ইহাদিগের) তৎ (তাহা) ন প্রিয়ম্, যৎ (যে) এতৎ (ইহাকে ব্রহ্ম-তত্ত্বকে) মনুষ্যাঃ বিদ্যুঃ (জানিবে, বিদ্ বিধি, ৩।৩)।

তিনি এই সমুদায় হইয়াছেন। দেবগণের মধ্যে যিনি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও এই সমুদায় হইয়াছিলেন, এই প্রকার ঋষিগণের মধ্যে এবং মানবগণের মধ্যেও (যাঁহারা এই প্রকার জানিয়াছিলেন, তাঁহারা এই প্রকার হইয়াছিলেন) ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া ঋষি বামদেব এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে—'আমি মনু হইয়াছিলাম', আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম। এইজন্য এখনও যিনি এই প্রকার জানেন যে 'আমিই ব্রহ্ম' তিনি এই সমুদায় হন ; দেবগণও তাঁহার সর্ব্বরূপ প্রাপ্তি বিষয়ে বাধা দিতে পারে না, কারণ তিনি সমুদায়ের আত্মা হন। আর 'আমার উপাস্য দেবতা অন্য এবং আমি অন্য'—এই ভাবিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে কিছুই জানে না ; মানবের নিকট যেমন পশু, দেবগণের নিকটে সে তেমনই। যেমন বহু পশু মানবের

১১। ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়ো রূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি। তস্মাৎ ক্ষত্রাৎপরং নাস্তি তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদ্যশো দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্‌ব্রহ্ম তস্মাদ্যদ্যপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি ব্রহ্মৈবান্তত উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিং য উ এনং হিনস্তি স্বাং স যোনিমৃচ্ছতি স পাপীয়ান্ ভবতি যথা শ্রেয়াংসং হিংসিত্বা।

১১। ব্রহ্ম বৈ ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব (অদ্বিতীয়রূপে)। তৎ (সেই ব্রহ্ম) একম্ সৎ (অস্, শতৃ ; ছিল বলিয়া) ন বি+অভবৎ (বি+ভূ, লঙ্, সামর্থে, সমর্থ হইয়াছিলেন, কিংবা সম্যক্ ব্যক্ত হইয়াছিলেন)। তৎ (তদনন্তর ; কিংবা ব্রহ্ম) শ্রেয়ঃ রূপম্ (শ্রেষ্ঠরূপ, ২।১) অতি+অসৃজত (সৃষ্টি করিয়াছিলেন) ক্ষত্রম্ (ক্ষত্রজাতিকে)। যানি এতানি (+ক্ষত্রাণি=এই সমুদায় ক্ষত্র) দেবত্রা (দেবগণের মধ্যে) ক্ষত্রাণি (বলশালী ; ক্ষত্র) ইন্দ্রঃ, বরুণঃ, সোমঃ, রুদ্রঃ, পর্জ্জন্যঃ, যমঃ, মৃত্যুঃ, ঈশানঃ (জ্যোতির দেবতা শঙ্কর) ইতি। তস্মাৎ (সেই জন্য) ক্ষত্রাৎ (ক্ষত্র অপেক্ষা) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) ন অস্তি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ম্ (২।১) অধস্তাৎ (নিম্নে, অধস্+অস্তাৎ পাঃ ৫।৩।২৭) উপাস্তে (উপবেশন করে, বা উপাসনা করে ; উপ+আস্) রাজসূয়ে (রাজসূয় যজ্ঞে)। ক্ষত্রে (ক্ষত্রিয় জাতিতে) এব তৎ যশঃ (সেই যশকে) দধাতি (স্থাপন করে)। সা এষা (ইহাই) ক্ষত্রস্য (ক্ষত্রিয় জাতির) যোনিঃ (উৎপত্তির

সেবা করে, তেমনি এক এক মানব দেবগণের সেবা করিয়া থাকে। একটী পশু চলিয়া গেলেই মানবের দুঃখ হয়, বহু পশু চলিয়া গেলে কত বেশী দুঃখ হইবে! এইজন্য মনুষ্য যে ইহা (অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বকে) লাভ করে, ইহা দেবগণের প্রীতিকর নহে।

১১। অগ্রে এই জগৎ এক ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল। তিনি একাকী ছিলেন বলিয়া, তিনি (কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে) সমর্থ হন নাই

১২। স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি।

কারণ) যৎ (যাহা) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতি) তস্মাৎ যদি+অপি রাজা পরমতাম (২।১, শ্রেষ্ঠত্ব) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণকে) এব অন্ততঃ (শেষে) উপ+নি+শ্রয়তি (আশ্রয় গ্রহণ করে; শ্রি) স্বাম্ যোনিম্ (নিজ উৎপত্তি স্থানকে)। যঃ উ এনম্ (ইহাকে) হিনস্তি (হিংসা করে, হিংস্+তি) স্বাম (+যোনিম্=স্বীয় উৎপত্তি স্থলকে) সঃ যোনিম্ ঋচ্ছতি (বিনাশ করে, ঋচ্ছ্ ধাতু)। সঃ পাপীয়ান্ (অধিকতর পাপী) ভবতি, যথা (যেমন) শ্রেয়াংসম্ (শ্রেয়কে) হিংসিত্বা (হিংসা করিয়া)।

১২। সঃ ন এব বি+অভবৎ (১।৪।১১ দ্রঃ) বিশম্ (বৈশ্য জাতিকে অসৃজত—যানি এতানি দেবজাতানি (দেবজাতি বিশেষ) গণশঃ (গণ রূপে) আখ্যায়ন্তে (আখ্যালাভ করে)—বসবঃ (বসুসমূহ), রুদ্রাঃ, আদিত্যাঃ, বিশ্বেদেবাঃ মরুতঃ (মরুৎগণ) ইতি।

(কিংবা তিনি সম্যক্ ব্যক্ত হন নাই)। সেইজন্য তিনি শ্রেয়োরূপা ক্ষত্রজাতি সৃষ্টি করিলেন—(যেমন) দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু, এবং ঈশানে—এই সমুদায় (ক্ষত্র)। সেইজন্য ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই, সেই জন্যই রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের নীচে উপবেশন করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় জাতিতেই এই যশঃ স্থাপন করেন। এই যে ব্রাহ্মণ জাতি, ইহাই ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি স্থল। এইজন্য যদিও রাজা (রাজসূয় যজ্ঞে প্রথমে) শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করেন, (যজ্ঞের) শেষে তিনি স্বীয় কারণভূত ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করেন। যে এই ব্রাহ্মণকে হিংসা করে, সে নিজের যোনিকেই হিংসা করে; সে অধিকতর পাপী হয়—যেমন (মানুষ) শ্রেয়কে (কিংবা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে) হিংসা করিয়া (পাপী হয়)।

১২। ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াও তিনি (সর্ব্বকর্ম্মে) সমর্থ হইলেন না, (কিংবা সম্যক ব্যক্ত হইলেন না)। সেইজন্য তিনি বৈশ্যজাতির সৃষ্টি করিলেন;—দেবগণের মধ্যে যাঁহারা গণদেবতা বলিয়া পরিচিত যেমন বসু, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বেদেব, মরুৎগণ এই সমুদায় (বৈশ্য)।

১৩। স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিংচ।

১৪। স নৈব ব্যভবত্তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মং তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্মস্তস্মাদ্ধর্ম্মাৎপরং নাস্ত্যথো অবলীয়ান্ বলিয়াং সমাশংসতে ধর্ম্মেণ যথা রাজ্ঞৈবং যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বৈ তত্তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্ধর্ম্মং বদতীতি ধর্ম্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈতদুভয়ং ভবতি।

১৩। সঃ ন এব বি+অভবৎ (১।৪।১১ দ্রঃ)। সঃ শ্রৌদ্রম্ বর্ণম্ (শূদ্রজাতিকে, শূদ্র+অণ্ স্বার্থে) অসৃজত পূষণম্ (পূষণরূপী; যে পোষণ করে, তাহার নাম পূষণ)। ইয়ম্ (এই পৃথিবী) বৈ পূষা। ইয়ম্ হি ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদায়কে) পুষ্যতি (পোষণ করে, পুষ্) যৎ ইদম্ কিম্+চ (এই যাহা কিছু)।

১৪। সঃ ন এব বি+অভবৎ (১।৪।১১ দ্রঃ)। তৎ শ্রেয়ঃ+রূপম্ (+ধর্ম্মম্ = শ্রেয়োরূপী ধর্ম্মকে) অতি+অসৃজত ধর্ম্মম্ (রাজনীতিকে)। তৎ এতৎ (শ্রেয়োরূপী ধর্ম্ম) ক্ষত্রস্য ক্ষত্রম্, যৎ (বৈদিক, = যঃ) ধর্ম্মঃ। তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ (সেই ধর্ম্ম অপেক্ষা) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) ন অস্তি (আছে)। অথ অবলীয়ান্ (দুর্ব্বল লোক) বলীয়াংসম্ (বলী লোককে) আশংসতে (কামনা করে, জয় করিতে কামনা করে; আ+শংস্) ধর্ম্মেণ (শাসননীতি

১৩। (ইহাতেও) তিনি (সর্ব্বকর্ম্মে) সমর্থ হইলেন না (কিংবা সম্যক্ ব্যক্ত হইলেন না)। সেই জন্য তিনি পূষণরূপী শূদ্রজাতি সৃষ্টি করিলেন (অর্থাৎ যে শূদ্র জাতি সর্ব্বমানবকে পোষণ করে—সেই শূদ্র জাতিকে সৃষ্টি করিলেন। এই পৃথিবীই পূষা; (কারণ) যাহা কিছু আছে, পৃথিবী সে সমুদায়কেই পোষণ করে।

১৪। ইহাতেও তিনি (সর্ব্বকর্ম্মে) সমর্থ হইলেন না (বা সম্যক্ ব্যক্ত হইলেন না)। তখন তিনি শ্রেয়োরূপী ধর্ম্মকে সৃষ্টি করিলেন। এই যে (শ্রেয়োরূপী ধর্ম্ম) ইহা ক্ষত্রেরও ক্ষত্র (অর্থাৎ বলশালী অপেক্ষাও

১৫। তদেতদ্ ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্‌শূদ্রস্তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবদ্ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণে মনুষ্যেম্বেতাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ। অথ যো হ বা অস্মাল্লোকাৎস্বং লোকমদৃষ্ট্বা প্রৈতি স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি যথা বেদো বাননূক্তোঽন্যদ্বা কর্ম্মাকৃতং যদিহ বা অপ্যনেবংবিদ্ মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম করোতি তদ্ধাস্যাং ততঃ ক্ষীয়ত এবাত্মানমেব লোকমুপাসীত স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে অস্মাদ্ধ্যেবাত্মনো যদ্যৎকাময়তে তত্তৎসৃজতে।

দ্বারা)—যথা রাজ্ঞা (রাজ সাহায্যে) এবম্ (এই প্রকার)। যঃ বৈ সঃ ধর্ম্মঃ, সত্যম্ বৈ তৎ; তস্মাৎ সত্যম্ বদন্তম্ (যে সত্য বলে, তাহাকে) আহুঃ (বলিয়া থাকে)—'ধর্ম্মম্ বদতি' (ধর্ম্ম বলিতেছে) ইতি। ধর্ম্মম্ বা বদন্তম্ (যে ধর্ম্ম বলে, তাহাকে)—'সত্যম্ বদতি' ইতি। এতৎ হি এব (ইহাই) এতৎ উভয়ম্ ভবতি।

১৫। তৎ এতৎ (সেই এই) ব্রহ্ম, ক্ষত্রম্, বিট্ (বৈশ্য), শূদ্রঃ। তৎ অগ্নিনা এব (অগ্নিরূপেই) দেবেষু (দেবগণের মধ্যে) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) অভবৎ (হইয়াছিল)। ব্রাহ্মণঃ মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে)

বলশালী)। এইজন্য ধর্ম্ম অপেক্ষা বলশালী আর কিছুই নাই। ধর্ম্মের সাহায্যে বলহীন লোকও বলবান্‌কে শাসন করিয়া থাকে—যেমন রাজার সাহায্যে (বলবান্ লোককেও শাসন করা যায়, ইহা) এই প্রকার। যাহা ধর্ম্ম, তাহাই সত্য। এইজন্য লোকে সত্যবাদীকে (লক্ষ্য করিয়া) বলে—'এ ধর্ম্ম বলিতেছে' এবং ধর্ম্মবাদীকে (লক্ষ করিয়া) বলে—'এ সত্য বলিতেছে। সুতরাং এই দুইটা (অর্থাৎ ধর্ম্ম ও সত্য) একই।

১৫। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইল। তিনি দেবগণের মধ্যে অগ্নিরূপেই ব্রাহ্মণ হইলেন; তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইলেন। (কিন্তু) ক্ষত্রিয়রূপ ধরিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরূপ ধরিয়া বৈশ্য

ক্ষত্রিয়েণ (ক্ষত্রিয়রূপে) ক্ষত্রিয়ঃ। বৈশ্যেন (বৈশ্যরূপে) বৈশ্যঃ। শূদ্রেণ (শূদ্র-রূপে) শূদ্রঃ। তস্মাৎ অগ্নৌ এব (অগ্নিতেই) দেবেষু লোকম্ (স্বর্গাদিলোক; ভোগ্যফল) ইচ্ছন্তে ইচ্ছা করে; ইষ্, লট্ আত্মনে প্রাচীন প্রয়োগ), ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণ জাতিতে) মনুষ্যেষু। এতাভ্যাম্ হি রূপাভ্যাম্ (এই দুইরূপ দ্বারা) ব্রহ্ম অভবৎ। অথ যঃ হ বৈ অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে) স্বম্ লোকম্ (স্বীয় লোককে, আত্মলোককে) অদৃষ্ট্বা (না দেখিয়া) প্র+এতি (মৃত হয়; ই, লট্ তি, গমনার্থক), সঃ (আত্মা) এনম্ (ইহাকে) অবিদিতঃ (বিদিত না হইয়া) ন ভুনক্তি (পালন করে; ভুজ্ ধাতু লট তি)—যথা (যেমন) বেদঃ বা অননূক্তঃ (অন্+অনু+উক্তঃ=অপঠিত) অন্যৎ বা কর্ম (অন্যকর্ম) অকৃতম্ করা না হইলে)। যৎ (যদি) ইহ (এই পৃথিবীতে) বৈ অপি অনেবংবিদ্ (অন্+এবম্+বিদ্=এই প্রকার যে জানে না সে) মহৎ (বড়) পুণ্যম্ কর্ম্ম করোতি (করে), তৎ হ অস্য (তাহার) অন্ততঃ (পরিণামে) ক্ষীয়তে (ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) এব। আত্মানম্ এব লোকম্ (আত্মরূপ লোককেই) উপাসীত। সঃ যঃ আত্মানম্ এব লোকম্ উপাস্তে, ন হ অস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে। যস্মাৎ হি এব আত্মনঃ (এই আত্মা হইতেই) যৎ যৎ (যে যে ফল) কাময়তে (কামনা করে), তৎ তৎ (সেই সেই কামনা) সৃজতে (সৃষ্টি করে, লাভ করে)।

এবং শূদ্ররূপ ধরিয়া শূদ্র হইলেন। সেই জন্য (উপাসক) দেবগণের মধ্যে অগ্নিতেই লোক (অর্থাৎ ভোগ্য লোক) কামনা করে এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণে (লোক কামনা করে), (কারণ) এই দুই রূপেই ব্রহ্ম (অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত) হইয়াছেন। যে ব্যক্তি আত্মলোক (অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব) অবগত না হইয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, সে আত্মাকে জানে না বলিয়া, সেই আত্মা তাহাকে রক্ষা করে না—যেমন বেদপাঠ না করিলে বা অন্যকর্ম্ম সম্পন্ন না করিলে (এ সমুদায় কোন উপকার করে না, তেমনি আত্মাকে না জানিলে সেই আত্মা কোন উপকার করে না)। যিনি এই প্রকার জানেন না, তিনি যদি এই পৃথিবীতে মহৎ পুণ্যকর্ম্মও করেন, পরিণামে সেই কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্তই হয়। (সুতরাং) আত্মাকেই স্বলোক বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি আত্মাকেই স্বলোক বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার

১৬। অথো অয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোকঃ স যজ্জুহোতি যদ্যজতে তেন দেবানাং লোকোঽথ যদনুব্রুতে তেন ঋষীণামথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে তেন পিতৃণামথ যন্মনুষ্যান্বাসয়তে যদেভ্যোঽশনং দদাতি তেন মনুষ্যাণামথ যৎ পশুভ্য স তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশূনাং যদস্য গৃহেষু শ্বাপদা বয়াংস্যা পিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকো যথা হ বৈ স্বায় লোকায়ারিষ্টিমিচ্ছেদেবং হৈবংবিদে সর্ব্বাণি ভূতান্যরিষ্টিমিচ্ছন্তি তদ্বা এতদ্বিদিতং মীমাংসিতম্।

১৬। অথো অয়ম্ বৈ আত্মা সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ (সমুদায় ভূতের) লোকঃ (ভোগ্যবস্তু)। সঃ যৎ জুহোতি (হোম করে ; হু ধাতু), যৎ যজতে (যজ্ঞ করে), তেন (তাহা দ্বারা) দেবানাম্ (দেবসমূহের) লোকঃ। অথ যৎ অনুব্রূতে (বেদ পাঠ করে) তেন ঋষীণাম্ (ঋষিগণের); অথ যৎ পিতৃভ্যঃ (৪।১, পিতৃপুরুষগণকে) নি+পৃণাতি (তর্পণ করে; পৃ, ক্র্যাদিগণীয়), যৎ প্রজাম্ (সন্তানকে) ইচ্ছতে (ইচ্ছা করে ; ইষ্ লট্ আত্মনে, তে, বৈদিক, 'ইচ্ছতি' স্থলে) তে পিতৃণাম্ ; অথ যৎ মনুষ্যান্ (মনুষ্যগণকে) বাসয়তে (বাসস্থান দেয়, বস্ ণিচ্), যৎ এভ্যঃ (ইহাদিগকে) অশনম্ (খাদ্য) দদাতি (দেয়, দা), তেন মনুষ্যাণাম্ (মনুষ্যগণের); অথ যৎ পশুভ্যঃ (পশুগণের জন্য) তৃণ+উদকম্ (তৃণ ও উদক) বিন্দতি (লাভ করে, সংগ্রহ করে, বিদ্, পাঃ ৭।১।৫৯), তেন পশূণাম্ (পশুগণের)। যৎ অস্য গৃহেষু (গৃহসমূহে) শ্বাপদাঃ (পশুগণ) বয়াংসি (পক্ষিগণ) আপিপীলিকাভ্যঃ (পিপীলিকা পর্য্যন্ত) উপজীবন্তি (উপজীবিকা লাভ করে); তেন

কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না—কারণ তিনি যে যে বস্তু কামনা করেন, তিনি আত্মা হইতেই সেই সেই বস্তু সৃষ্টি করেন (অর্থাৎ লাভ করেন)।

১৬। এই আত্মা সমুদায় ভূতের লোক (অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু বা আশ্রয়)। সে যে হোম করে এবং যজ্ঞ করে, তাহাদ্বারা সে দেবগণের লোক হয় ; সে যে বেদপাঠ করে, তাহাদ্বারা ঋষিগণের, সে যে পিতৃ-

১৭। আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়েত্যেতাবান্ বৈ কামো নেচ্ছংশ্চ নাতো ভূয়ো বিন্দেত্তস্মাদপ্যেত র্হ্যেকাকী কাময়তে জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়েতি স যাবদপ্যেতেষামেকৈকং ন প্রাপ্নোত্যকৃৎস্ন এব তাবন্মন্যতে তস্যো কৃৎস্নতা মন এবাস্যাত্মা বাগজায়া প্রাণঃ প্রজা চক্ষুর্মানুষং বিত্তং চক্ষুষা হি তদ্বিন্দতে শ্রোত্রং দেবং শ্রোত্রেণ হি তচ্ছৃণোত্যাত্মৈবাস্য কর্ম্মাত্মনা হি কর্ম্ম করোতি স এষ পাঙক্তো যজ্ঞঃ পাঙক্তঃ পশুঃ পাঙক্তঃ পুরুষঃ পাঙক্তমিদং সর্ব্বং যদিদং কিংচ তদিদং সর্ব্বমাপ্নোতি য এবং বেদ।

তেষাম্ লোকঃ। যথা হ বৈ স্বায় লোকায (স্বীয় লোকের প্রতি) অরিষ্টিম্ (২।১, কল্যাণ ; রিষ্টি = অনিষ্ট) ইচ্ছেৎ (ইচ্ছা করে), এবম্ হ (এই প্রকার) এবম্+বিদে (এবংবিৎ, ৪।১ ; এই প্রকার জ্ঞানীর প্রতি) সর্ব্বাণি ভূতানি (সমুদায় ভূত) অরিষ্টিম্ ইচ্ছন্তি (ইচ্ছা করে), তৎ বৈ এতৎ (ইহা) বিদিতম্ (জানা গিয়াছে), মীমাংসিতম্ (মীমাংসিত হইয়াছে)।

১৭। আত্মা এব ইদম্ (এই জগৎ) অগ্রে আসীত (ছিল) এক এব

গণের উদ্দেশে তর্পণ করে এবং রক্ষা করে তাহাদ্বারা পিতৃগণের ; সে যে মনুষ্যগণকে বাসস্থান এবং অন্নদান করে, তাহাদ্বারা মনুষ্যগণের ; আর সে যে পশুগণের জন্য তৃণ ও উদক্ সংগ্রহ করে, তাহাদ্বারা পশুগণের লোক হয়। আর ইহার গৃহে যে পশুপক্ষী এবং পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমুদায় প্রাণী অন্ন লাভ করিয়া জীবিত থাকে, তাহাদ্বারা সে তাহাদিগের লোক হয়। যেমন কেহ স্বীয় লোকের বিনাশ কামনা করে না, তেমনি এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিও কেহ অনিষ্ট কামনা করে না। এই বিষয় (শাস্ত্রে) জানা গিয়াছে এবং মীমাংসা করা হইয়াছে।

১৭। অগ্রে এই জগৎ এক আত্মারূপেই বর্ত্তমান ছিল। তিনি

অদ্বিতীয়ঃ (অদ্বিতীয়রূপে)। সঃ অকাময়ত (কামনা করিয়াছিল)—'জায়া মে (আমার) স্যাৎ (হউক); অথ প্রজায়েয় (সন্তান উৎপন্ন করি; প্র+জন, বিধি, পাঃ ৭।৩।৭৯), অথ বিত্তম্ মে স্যাৎ, অথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয় (কর্ম্ম করি, কৃ, বিধি, ১।১), ইতি। এতাবান্ (এই পরিমাণ, এই পর্য্যন্ত; এতৎ+বৎ, পাঃ ৫।২।৩৯)। ন (+বিন্দেৎ) ইচ্ছন্+চন (ইচ্ছা করিলেও; কশ্চন অর্থাৎ কঃ+চন স্থলেও 'চন' হইতে পারে) অতঃ (ইহা অপেক্ষা) ভূয়ঃ (অধিক; 'ভূ' হইতে মৌলিক অর্থ অধিকতর ভেদ) বিন্দেৎ (প্রাপ্ত হইবে, বিদ্ ধাতু) তস্মাৎ অপি এতর্হি (ইদানীম্; ইদম্+র্হিল্, পাঃ ৫।৩।১৬,৪) একাকী (যে ব্যক্তি একাকী সে) কাময়তে (কামনা করে)—'জায়া মে স্যাৎ অথ প্রজায়েয়। অথ বিত্তম্ মে স্যাৎ, অথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়'। ইতি সঃ যাবৎ অপি এতেষাম্ (এই সমুদায়ের) এক+একম্ (একটীও) ন প্র+আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়, আপ), অকৃৎস্নঃ (অসম্পূর্ণ) এব তাবৎ মন্যতে (মনে করে, মন্)। তস্য উ (তাহার) কৃৎস্নতা (পূর্ণতা) মনঃ এব অস্য আত্মা। বাক্ জায়া। প্রাণঃ প্রজাঃ। চক্ষুঃ মানুষম্ বিত্তম্ (মানুষসম্বন্ধীয় বিত্ত),—চক্ষুষা হি (চক্ষুদ্বারাই) তৎ (বিত্তকে) বিন্দতে (লাভ করে)। শ্রোত্রম্ দৈবম বিত্তম্—শ্রোত্রেণ হি (শ্রোত্র দ্বারাই) তৎ শৃণোতি (শ্রবণ করে)। আত্মা (শরীর এব অস্য কর্ম্ম, আত্মনা হি (দেহ দ্বারাই) কর্ম্ম করোতি (করে)। সঃ এষঃ (সেই এই) পাঙ্‌ক্তঃ (পাঁচ প্রকার; পঙ্‌ক্তি+অণ্) যজ্ঞঃ। পাঙ্‌ক্তঃ পশুঃ। পাঙ্‌ক্তঃ পুরুষঃ। পাঙ্‌ক্তম্ ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদায়) যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু)। তৎ ইদম্ সর্ব্বম আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) যঃ এবম্ বেদ।

কামনা করিলেন—'আমার জায়া হউক, তদনন্তর আমি সন্তান উৎপন্ন করি। আমার বিত্ত হউক তদনন্তর আমি (যজ্ঞাদি) কর্ম্ম সম্পন্ন করি।' এই পর্য্যন্ত সমুদায় কামনা। ইহা অপেক্ষা অধিক ইচ্ছা করিলেও কেহ তাহা প্রাপ্ত হয় না। এইজন্য এখনও যে ব্যক্তি একাকী থাকে সে কামনা করে—'আমার জায়া হউক (তদনন্তর) আমি সন্তান উৎপন্ন করি; (আর) আমার বিত্ত হউক (তদনন্তর) আমি (যজ্ঞাদি) কর্ম্ম করি।' যে পর্য্যন্ত মানুষ এই সমুদায়ের একটীও প্রাপ্ত না হয়

সে পর্য্যন্ত সে আপনাকে অপূর্ণই মনে করে। (এইরূপে) তাহার পূর্ণতা (হয়) :—'মনই ইহার আত্মা (অর্থাৎ পতি), বাক্ জায়া এবং প্রাণ সন্তান। চক্ষু মানবীয় সম্পৎ, (জীবন) চক্ষু দ্বারাই সেই (সম্পৎ) লাভ করে। শ্রোত্র দৈব সম্পৎ, (কারণ) শ্রোত্র দ্বারাই ইহার বিষয় শ্রবণ করে; এই শরীরই ইহার কর্ম্ম, (কারণ) এই শরীর দ্বারাই (মানুষ) কর্ম্ম করে।' ইহাই পঞ্চবিধ যজ্ঞ, পঞ্চবিধ পশু, পঞ্চবিধ পুরুষ—যাহা কিছু আছে, সে সমুদায়ই পঞ্চবিধ। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি এই সমুদায় লাভ করেন।

মন্তব্য

১। পূর্ব্বঃ, 'ঔষৎ, পুরুষঃ'—এস্থলে 'পূর্ব্ব' শব্দের 'পুর্' অংশ এবং ঔষৎ শব্দের 'উষ্' ধাতু—এই দুইটী লইয়া 'পুরুষ' শব্দকে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যঃ = যজ্ঞবল্কের পুত্র। শঙ্কর বলেন, যজ্ঞবল্কঃ অর্থ যজ্ঞের বক্তা, বল্ক = বক্তা।

২। 'তস্মাৎ ইদম্ অর্দ্ধ বিগলমিব স্বঃ'—(ক) মটরাদি শস্যে সমান সমান দুই অংশ আছে, এক এক অংশের নাম বৃগল। (খ) শঙ্কর বলেন স্বঃ (১মা) = আত্মনঃ (ষষ্ঠী), ষষ্ঠী স্থলে প্রথমা। তাহা হইলে এই অংশের অর্থ হইবে এই :—এই দেহ (ইদম্) আত্মার (স্বঃ) অর্দ্ধ বিদলের ন্যায়। কেহ কেহ বলেন "স্বঃ" ক্রিয়াপদ = অস্ লট ১।২ হই। 'ইদম্' শব্দ 'অর্দ্ধ বৃগলম্'এর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে।

১। যৎ শ্রেয়সঃ—মোক্ষমূলারের মতে এই অংশ—'সা এষা ব্রহ্মণঃ অতি সৃষ্টিঃ' অংশের সহিত যুক্ত। যৎ = যখন।

২। শ্রেয়সঃ দেবান্—এই স্থলে 'শ্রেয়সঃ' দ্বিতীয়ার বহুবচন হইতে পারে। শ্রেয়সঃ দেবান্ = শ্রেষ্ঠ দেবগণকে 'অসৌ নামা'—আনন্দগিরি বলেন, এস্থলে "অসৌ শব্দ শ্রৌত অব্যয়"। অব্যয়রূপে গ্রহণ না করিলে 'অদোনামা' হইবে। মোক্ষমুলার বলেন, 'অসৌ নামা' দুইটী শব্দ অসৌ = সে; নামা = এই নামধারী; this by name.

অনেন······এবম্ বেদ'

এস্থলে শঙ্কর এই ভাবে বাক্য বিভাগ করিয়াছেন :—

(১) অনেন হি সর্ব্বম্ বেদ। (২) যথা হ বৈ পদেন অনুবিন্দেৎ, এবম্। (৩) কীর্ত্তিম্......বেদ। 'যথা......এবম্' (২য় বাক্য) এই প্রকার প্রয়োগ বহু স্থলে আছে (১১শ, ১৪শ, ১৫শ মন্ত্র দ্রঃ) অন্য ভাবেও পদচ্ছেদ করা যাইতে পারে, যেমন (১) অনেন হি এতৎ সর্ব্বম বেদ, যথা হ বৈ পদেন অনুবিন্দেৎ, (২) এবম্ কীর্ত্তিম্......বেদ। এই দুইটী বাক্যের অর্থ এই :—(১) ইহা দ্বারাই এই সমুদায় জানা যায়, যেমন পদচিহ্ন দ্বারা (পলায়িত পশুকে) প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২) এইরূপে তিনি কীর্ত্তি ও যশ লাভ করেন—যিনি এই প্রকার জানেন। মোক্ষমুলার সমুদায় অংশকে একটী বাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ এই :—"And as one can find again by footsteps what was lost, thus he who knows this finds glory and praise" অর্থাৎ যেমন পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হারাণ বস্তু পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি যিনি ইহা জানেন তিনি গৌরব ও যশঃ লাভ করেন। আমরা শঙ্করের অনুসরণ করিলাম।

'ঈশ্বরঃ'—শঙ্কর বলেন, কাহারও কাহারও মতে ইহার অর্থ 'ক্ষিপ্র'।

১। শঙ্করের মতে যৎ+ব্রহ্মবিদ্যয়া একটী কথা; অর্থ 'যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা' (২) এখানে ঋষির প্রশ্ন এই—ব্রহ্মবিদ্যার ফলে মানুষ এই সমুদায় হইতে পারে; ব্রহ্ম যে এই সমুদায় হইয়াছিল, তাহা কোন্ বিদ্যার ফলে? (৩) মোক্ষমুলারের ব্যাখ্যা—যস্মাৎ তৎ সর্ব্বম্ অভবৎ—যাঁহা হইতে (যস্মাৎ) সেই সমুদায় (তৎ সর্ব্বম) উৎপন্ন হইয়াছে (অভবৎ)।

১। অহম্ মনুঃ অভবম্ সূর্য্যশ্চ :—এই অংশ ঋগ্বেদ ৪।২৬।১ হইতে গৃহীত। এইস্থলে ইহা ইন্দ্রের উক্তি এবং এই মন্ত্রের ঋষি বামদেব। ঐ সূক্তের প্রথম তিনটী মন্ত্রের অনুবাদ এই—'আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম, আমিই মেধাবী কক্ষীবান্ ঋষি, আমি আর্জ্জনেয় কুৎসকে বশীভূত করিয়াছি, আমিই কবি উষণা। আমাকে দর্শন কর। ৪।২৬।১। 'আমি আর্য্যজাতিকে ভূমিপ্রদান করিয়াছি, যজ্ঞশীল মানবকে বৃষ্টি প্রদান করিয়াছি শব্দায়মান জলকে আমি সর্ব্বত্র প্রেরণ করি; দেবগণ আমারই সঙ্কল্পের অনুগমন করে। (৪।২৬।২)। 'আমি সোমপানের মত্ততায় একবারে সম্বরের নবনবতি সংখ্যক পুরী ধ্বংস করিয়াছি ইত্যাদি' (৪।২৬।৩)। এই অংশ ইন্দ্রের উক্তি। সুতরাং উপনিষদের ঋষি ঋগ্বেদের পূর্ব্বোক্ত অংশকে পৃথক্ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

২। (ক) বৈদিক সাহিত্যে 'ইদম্' শব্দ অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার অর্থ—এই, এইস্থলে, এই সময়ে ইত্যাদি। 'ইদম্ অপি এতর্হি'=এমন কি বর্ত্তমান সময়েও'। 'এতর্হি' শব্দের অর্থ দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য 'ইদম্' ব্যবহৃত হইয়াছে, এ প্রকারও বলা যাইতে পারে। (খ) শঙ্কর বলেন—'তৎ ইদম্ প্রকৃতম্ ব্রহ্ম, ইত্যাদি='সেই যে প্রকৃত ব্রহ্ম, যিনি' ইত্যাদি। (গ) ইহার অন্য অর্থও হইতে পারে—তৎ ইদম্= সেইজন্য এই প্রকার (হয় যে) অর্থাৎ 'ইদম্' শব্দ 'অপি এতর্হি······সর্ব্বম্ ভবতি' এই অংশের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গণশ—এমন অনেক দেবতা আছেন যাঁহাদের পৃথক্ পৃথক নাম নাই। ইহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হয়—এক শ্রেণীর দেবতার নাম বসু, এক শ্রেণীর নাম রুদ্র ইত্যাদি। 'বিশ্বে দেবাঃ'ও এই শ্রেণীর দেবতা। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে কোন কোন স্থলে সমুদায় দেবতাকে সম্মিলিত ভাবে বিশ্বদেবা বলা হইয়াছে। 'বিশ্বে= বিশ্ব, ১মা বহুবচন=সমুদায়; দেবাঃ=দেবগণ।

ধর্ম্মঃ=নিয়ম, বিধি ব্যবস্থাদি। বর্ত্তমান সময়ে যাহাকে 'আইন' বলা হয়। প্রাচীনকালে তাহাকেই ধর্ম্ম বলা হইত।

১। ব্রাহ্মণ······ক্ষত্রিয়েণ······বৈশ্যেন······শূদ্রেণ ইত্যাদি। বলিবার উদ্দেশ্য এই, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মের অবিকৃত রূপ, কিন্তু ক্ষত্রিয়াদিরূপ ব্রহ্মের বিকার প্রাপ্ত রূপ। ২। অগ্নৌ এব দেবেষু ইত্যাদি। অগ্নৌ এব দেবেষু=দেবগণের মধ্যে অগ্নিতেই। শঙ্কর বলেন, 'এস্থলে 'অগ্নৌ' অর্থ 'অগ্নিসম্বন্ধীয় কর্ম্ম করিয়া'—অগ্নিসম্বন্ধম্ কর্ম্মকৃত্বা। ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষু—মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণে। শঙ্কর বলেন—'ব্রাহ্মণে' অর্থ 'ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া'। কেহ কেহ বলেন, 'অগ্নৌ' অর্থ 'অগ্নিদ্বারা' এবং 'ব্রাহ্মণে' অর্থ 'ব্রাহ্মণদ্বারা'।

'তৎ বৈ······মীমাংসিতম্'—কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন, 'মীমাংসিত হইলেই অর্থাৎ বিচার করিলেই ইহা বিদিত হয়'।

প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ

সপ্তবিধ অন্নের সৃষ্টি—মন, বাক্ ও প্রাণের সৃষ্টি—ইহাদের সর্ব্বরূপিত্ব—লোকত্রয় ও তৎপ্রাপ্তির উপায়—ইন্দ্রিয় ও দেবগণের প্রাণরূপিত্ব।

১। যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎপিতা। একমস্য সাধারণং দ্বে দেবানভাজয়ৎ। ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুত পশুভ্য একং প্রায়চ্ছৎ। তস্মিনসর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন। কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্বদা। যো বৈতামক্ষিতিং বেদ সোঽন্নমত্তি প্রতীকেন। স দেবানপি গচ্ছতি স ঊর্জ্জমুপজীবতীতি শ্লোকাঃ।

১। যৎ (যখন) সপ্ত+অন্নানি (সাত প্রকার অন্ন) মেধয়া (মেধাদ্বারা), তপসা (তপস্যাদ্বারা) অজনয়ৎ (উৎপন্ন করিয়াছিলেন, জন্ নিচ্, লঙ্) পিতা, একম্ (একটীকে) অস্য (ইহার) সাধারণম (সর্ব্ব সাধারণের ভোগ্য), দ্বে (দুইটী অন্নকে) দেবান (দেবগণকে) অভাজয়ৎ (দিয়াছিলেন, ভজ্, নিচ, লঙ্); ত্রীণি (তিনটীকে) আত্মনে (নিজের জন্য) অকুরুত (করিয়াছিলেন), পশুভ্যঃ (পশুদিগকে) একম্ (একটী অন্নকে) প্র+অবচ্ছৎ (দিয়াছিলেন, দা, লঙ্ পাঃ ৭।৩।৭৮)। তস্মিন্ (তাহাতে) সর্ব্বম্ (সমুদায়) প্রতিষ্ঠিতম (প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে), চ (যাহা) প্রাণিতি (নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করে; প্র+অণ+লট্+তি, পাঃ ৭।২।৭৬) যৎ চ ন (না)। কস্মাৎ (কেন) তানি (সেই অন্নসমূহ) ন ক্ষীয়ন্তে (ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) অদ্য মানানি (+তানি সে সমুদায় ভুক্ত হইলেও) সর্ব্বদা? যঃ (যে)

১। যখন পিতা (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা) মেধা ও তপস্যা দ্বারা সপ্তবিধ অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, (তখন) তাঁহার একটী অন্ন সর্ব্বসাধারণকে (এবং) দুইটী দেবতাদিগকে দিয়াছিলেন; তিনটী নিজের জন্য সৃষ্টি

১। যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎপিতেতি মেধয়া হি তপসাঽজনয়ৎ পিতৈকমস্য সাধারণমিতীদমেবাস্য তৎ সাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মনো ব্যাবর্ত্ততে মিশ্রং হ্যেতৎ দ্বে দেবানভাজয়দিতি হুতং চ প্রহুতং চ তস্মাদ্দেবেভ্যো জুহ্বতি চ প্রচ জুহ্বত্যথো আহুর্দ্দর্শপূর্ণমাসাবিতি। তস্মান্নেষ্টিযাজুকঃ স্যাৎ। পশুভ্য একং প্রাযচ্ছদিতি তৎপয়ঃ পয়ো হ্যেবাগ্রে মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চোপজীবন্তি তস্মাৎ কুমারং জাতং ঘৃতং বৈবাগ্রে প্রতিলেহয়ন্তি স্তনং বানুধাপয়ন্ত্যথ বৎসং জাতমাহুবতৃণাদ ইতি। তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং

এতাম্ অ+ক্ষিতিম্ (ক্ষয় রহিত এই সমুদায়কে, ২।১) বেদ (জানে) সঃ অন্নম্ অত্তি (ভোজন করে; অদ্) প্রতীকেন (মুখদ্বারা)। সঃ দেবান্ (দেবগণের নিকটে) অপি গচ্ছতি (গমন করে)। স- উর্জ্জম্ (বল, ২।১) উপজীবতি (ভোগ করে)—ইতি। শ্লোকাঃ (এই সমুদায় শ্লোক)।

২। 'যৎ সপ্ত+অন্নানি মেধয়া তপসা অজনযৎ পিতা' ইতি (ইহার অর্থ এই)—'মেধযা হি তপসা অজনযৎ পিতা'। 'একম্ অস্য সাধারণম্'

করিয়াছিলেন এবং একটী পশুদিগকে দিয়াছিলেন। যাহারা প্রাণ ধারণ করে এবং যাহারা প্রাণ ধারণ করে না—তাহারা সকলেই (অর্থাৎ চেতন, অচেতন সকলেই) সেই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যদিও সকলে সর্ব্বদা অন্ন ভোজন করিতেছে, তথাপি অন্ন কেন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না?—যিনি অন্নের এই অক্ষযত্বের বিষয় জানেন, তিনি প্রতীকদ্বারা (অর্থাৎ মুখদ্বারা অন্নভোজন করেন, তিনি দেবগণের নিকটে গমন করেন এবং বল লাভ করেন। (পূর্ব্বোক্ত এই) কয়েকটী শ্লোক (ইহাই বলিতেছে)।

২। 'যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসা জনয়ৎ'—(এই অংশের অর্থ) 'পিতা যখন মেধা ও তপস্যার দ্বারা সপ্ত অন্ন উৎপন্ন করিয়াছিলেন।'

যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ নেতি পয়সি হীদং সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন। তস্মাদিদমাহুঃ সংবৎসরং পয়সা জুহ্বদপপুনর্মৃত্যুং জয়তীতি ন তথা বিদ্যাদ্যদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনর্মৃত্যুমপজয়ত্যেবং বিদ্বান্সর্বং হি দেবেভ্যোঽন্নাদ্যং প্রযচ্ছতি। কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্বদেতি পুরুষো বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং পুনঃ পুনর্জনয়তে যো বৈ তামক্ষিতিং বেদেতি পুরুষো বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং ধিয়াধিয়া জনয়তে। কর্মভির্যদ্ধৈতন্ন কুর্যাৎ ক্ষীয়েত হ সোঽন্নমত্তি প্রতীকেনেতি মুখং প্রতীকং মুখেনেত্যেতৎ স দেবানপি গচ্ছতি স ঊর্জমুপজীবতীতি প্রশংসা।

ইতি (ইহার অর্থ)—ইদম্ (ইহা) এব অস্য (ইহার) তৎ সাধারণম্ অন্নম্, যৎ (এই যাহা; ১।১) অদ্যতে (ভুক্ত হয়)। সঃ যঃ (যে ব্যক্তি) এতৎ (ইহাকে) উপাস্তে (উপাসনা করে, ভোজন করে) ন সঃ পাপ্মনঃ (পাপ হইতে) বি+আবর্ত্ততে (মুক্ত হয়; আ+বৃৎ), মিশ্রম্ (মিশ্র সম্পত্তি, সাধারণের সম্পত্তি) হি এতৎ (ইহা)। 'দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ' ইতি (ইহার অর্থ)—'হুতম্ চ (অগ্নিতে যাহা আহুতি দেওয়া হয়), প্রহুতম্ চ (আহুতির পরে যে বলি অর্পণ করা হয়): তস্মাৎ (সেইজন্য) দেবেভ্যঃ (দেবতাদিগকে) জুহ্বতি চ (আহুতি দেওয়া হয়), প্রচ জুহ্বতি (=প্রজুহ্বতিচ=বলি অর্পণ করা হয়) অথ আহুঃ (কেহ কেহ বলিয়া থাকে) দর্শ পূর্ণমাসৌ (দর্শ ও পূর্ণ মাসনামক দুইটী যাগ; দর্শ=অমাবস্যার যাগ; পূর্ণমাস=পূর্ণিমার যাগ) ইতি। তস্মাৎ ন ইষ্টি যাজুকঃ (কাম্য যাগের অনুষ্ঠানকারী,

'একম্ অস্য সাধারণম্'—(এই অংশের অর্থ)—'(লোকে) এই যে, (অন্ন) ভোজন করে, তাঁহার (অর্থাৎ পিতার) সেই অন্ন সর্ব্ব সাধারণের অন্ন।' যে ব্যক্তি ইহাকে উপাসনা করে (অর্থাৎ এই অন্ন ভোজন করে) সে পাপ হইতে মুক্ত হয় না (কারণ) এই অন্ন মিশ্রসম্পত্তি (অর্থাৎ

ইষ্টি = কাম্যযাগ ; যাজুক = যজ্ + উকঞ্, অচ্ছিন্ন্য অর্থে) স্যাৎ হইবে। 'পশুভ্যঃ একম্ প্রাযচ্ছৎ' ইতি (এই অংশের অর্থ এই)—'তৎ (তাহা). পয়ঃ (দুগ্ধ)। পয়ঃ (২।১) হি এব অগ্রে মনুষ্যাঃ চ পশবঃ চ (পশু-সমূহ) উপজীবন্তি (ভোগ করিয়া থাকে)। তস্মাৎ কুমারম্ জাতম্ (নবজাত কুমারকে). ঘৃতম্ (২।১) বৈ বা অগ্রে প্রতি+লেহয়ন্তি (লেহণ করায় ; লিহ্, ণিচ্), স্তনম্ বা অনু+ধাপয়ন্তি (পান করায় ; ধে নিচ্)। অথ বৎসম্ জাতম্ (নবজাত বৎসকে) আহুঃ (বলিয়া থাকে অ তৃণাদঃ (অ-তৃণভোজী) ইতি। 'তস্মিন্ সর্ব্বম্ প্রতিষ্ঠিতম্—যৎ চ প্রাণিতি, যৎ চ ন' ইতি (এই অংশের অর্থ এই) :—পয়সি (দুগ্ধে) হি ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদায়) প্রতিষ্ঠিতম্, যৎ চ প্রাণিতি, যৎ চ ন। তৎ যৎ ইদম্ (২।১) আহুঃ (বলে)—'সংবৎসরম্ (একবৎসর পর্য্যন্ত) পয়সা (দুগ্ধদ্বারা) জুহ্বৎ (হু, শতৃ ; ক্লীং , হোম করিয়া) অপ (+জয়তি) পুনঃ+মৃত্যুম্ (পুনর্মৃত্যুকে , ১।২।৭ দ্রঃ) জয়তি (জয় করে) ইতি। ন তথা বিদ্যাৎ (এপ্রকার বুঝিবেন না)। যৎ অহঃ (২।১, যেই দিনে) এব জুহোতি (আহুতি দেয) তৎ অহঃ ২।১, সেই দিনে) পুনঃ+মৃত্যুম্ অপ জয়তি। এবম্ বিদ্বান্ এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ; কিংবা

সর্ব্ব সাধারণের সম্পত্তি)। 'দ্বেদেবান্ অভাজয়ৎ'—(এই অংশে 'হুত' এবং 'প্রহুত' (এই দুইটীর কথা অর্থাৎ আহুতি দেওয়ার বলি দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে)। এইজন্য দেবগণের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয় এবং বলি দেওয়া হয়। (কিন্তু কেহ কেহ) বলেন (এস্থলে) দর্শ ও পূর্ণমাস যাগের কথা (বলা হইয়াছে)। এইজন্য ইষ্টি যাজুক হইবে না (অর্থাৎ কাম্যবস্তু লাভের জন্য যাগ করিবে না)। 'পশুভ্যঃ একম্ প্রাযচ্ছৎ' (এই অংশে বলা হইল) 'ইহা দুগ্ধই'। সর্ব্বাগ্রে মনুষ্য ও পশু দুগ্ধপান করিয়াই জীবন ধারণ করে। এই জন্য নবজাত কুমারকে প্রথমেই ঘৃত লেহণ করিতে কিংবা স্তন্যপান করিতে দেওয়া হয়। এবং নবজাত বৎসকে 'অতৃণাদি' (অর্থাৎ অতৃণভোজী) বলা হয়। "তস্মিন্ সর্ব্বম্ প্রতিষ্ঠিতম্" যৎ চ প্রাণিতি, যৎ চন'—(এই অংশের অর্থ এই) :—

এইপ্রকার জানিয়া) সর্ব্বম্ (+ অন্নাদ্যম্) হি দেবেভ্যঃ (দেবগণকে) অন্নাদ্যম্ (সর্ব্বং + ; অন্নাদি দুগ্ধ, ২।১ প্রযচ্ছতি (আহুতিরূপে অর্পণ করে)। 'কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তে অদ্যমানানি সর্ব্বদা' ইতি (এই অংশেব অর্থ এই) :—পরুষঃ বৈ (অ + ক্ষিতিঃ) (ক্ষয় রহিত) ; সঃ হি ইদম্ অন্নম্ (এই অন্নকে) পুনঃ পুনঃ জনয়তে (উৎপন্ন করে)। 'যঃ বা এতাম্ অক্ষিতিম্ বেদ' ইতি (এই অংশের অর্থ এই) :—পুরুষ বৈ অক্ষিতিঃ ; সঃ হি ইদম্ অন্নম্ ধিয়া ধিয়া ; (ধী, ৩।১ = ধীদ্বারা, জ্ঞান দ্বাবা ; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া) জনয়তে। কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মদ্বারা) যৎ এতৎ (ইহাকে) ন কুর্য্যাৎ (করে) ক্ষীয়েত হ (ক্ষয় হয়)। 'সঃ অন্নম্ অত্তি প্রতীকেন' ইতি (এই অংশের অর্থ এই) :—মুখম্ (মুখ) প্রতীকম্ ; মুখেন (মুখদ্বারা) ইতি এতৎ (এই অন্নকে) ; 'সঃ দেবান্ অপিগচ্ছতি' ইতি (এই অংশ) প্রশংসা (প্রশংসা সূচক)।

যাহারা নিশ্বাস প্রশ্বাসেব কার্য্য করে এবং যাহারা করে না—সে সমুদায়ই দুগ্ধে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ যে বলা হয় যে 'সংবৎসর দুগ্ধদ্বারা হোম করিলে পুনর্মৃত্যু অতিক্রম করা যায়'। কিন্তু এপ্রকার বুঝিবে না। যে দিন (মানুষ) আহুতি দেয়, সেই দিনই সে পুনর্মৃত্যু অতিক্রম করে (এইরূপ বুঝিবে) ; যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি (দুগ্ধরূপ) সমুদায় অন্নই দেবগণকে (আহুতিরূপে) অর্পণ করেন। 'কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তে অদ্যমানানি সর্ব্বদা'—(এই অংশের অর্থ) :—পুরুষই অক্ষিতি (অর্থাৎ ক্ষয় রহিত) ; সেই পুরুষই এই অন্নকে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন করেন। 'য বা এতাম্ অক্ষিতিম্ বেদ' (এই অংশের অর্থ এই) :—পুরুষই অক্ষিতি ; সেই পুরুষ পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা এই অন্ন সৃষ্টি করেন। তিনি যদি (চিন্তাদি) কর্ম্মসমূহদ্বারা এই সমুদায় সৃষ্টি না করিতেন, এ সমুদায় বিনাশ প্রাপ্ত হইত। 'সঃ অন্নম্ অত্তি প্রতীকেন'—(এই অংশের অর্থ এই) :—মুখই প্রতীক ; তিনি মুখই প্রতীক ; তিনি মুখদ্বারাই এই (অন্ন ভোজন করেন)। সঃ দেবান্ অপিগচ্ছতি, সঃ উর্জ্জম্ উপজীবতি' (এই অংশ) প্রশংসাসূচক।

৩। ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুতান্যত্রমনা অভূবন্নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি। কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎসর্বং মন এব তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা বিজানাতি যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব সৈষা হ্যন্তমায়ত্তৈষা হি ন প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানোঽন ইত্যেতৎসর্বং প্রাণ এবৈতন্ময়ো বা অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ।

৩। 'ত্রীণি আত্মনে অকুরুত' ইতি (ইহার অর্থ এই) :—মনঃ বাচম্, প্রাণম্—তানি (এই সমুদায়কে) অকুরুত।

অন্যত্রমনাঃ (অন্য বিষয়ে যাহার মন গিয়াছে) অভূবম্ (হইয়াছিলাম) ন অদর্শম্ (দৃশ্ লুঙ্ ; দেখিয়াছি); অন্যত্রমনাঃ অভূবম্, ন অশ্রৌষম্ (শুনিয়াছি, শ্রু, লুঙ্) ইতি। মনসা (মনদ্বারা) হি এব পশ্যতি (দর্শন করে), মনসা শৃণোতি (শ্রবণ করে)। কামঃ, সঙ্কল্পঃ, বিচিকিৎসা (সংশয়, বি+কিৎ, মন, আ, স্ত্রীং পাঃ ৩।১।৫) শ্রদ্ধা, (শ্রৎ+ধা+অঙ পাঃ ৩।৩।১০৬ বার্ত্তিক) অশ্রদ্ধা, ধৃতিঃ (ধৈর্য্য), অ—ধৃতিঃ, হ্রীঃ (লজ্জা) ধীঃ (প্রজ্ঞা), ভীঃ (ভয়) ইতি—এতৎ সর্ব্বম্ মনঃ এব। তস্মাৎ অপি পৃষ্ঠতঃ (পৃষ্ঠভাগে) উপস্পৃষ্টঃ (স্পৃষ্ট হইলেও) মনসা বিজানাতি (জানে)। যঃ কঃ চ শব্দঃ (যে কোনও প্রকার শব্দ), বাক্ এব সা। এষা (এই বাক্) হি অন্তম্ আয়ত্তা (বক্তব্যবিষয়-প্রকাশক ; অন্তম্ = লক্ষ্যবিষয় ; আয়ত্তা = অনুগত) ; এষা হি ন। প্রাণঃ, অপানঃ ব্যানঃ উদানঃ সমানঃ—অনঃ ইতি এতৎ ; সর্ব্বম্ প্রাণঃ এব। এতৎ+ময়ঃ (এই প্রকার) বৈ অয়ম্ আত্মা—বাঙ্ময়ঃ, মনোময়ঃ, প্রাণময়ঃ।

৩। 'ত্রীণি আত্মনে অকুরুত' (এই অংশের অর্থ)—"তিনি (নিজের জন্য) মন, বাক্ ও প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। লোকে বলে, 'আমি 'অন্যত্রমনা' হইয়াছিলাম (এই জন্য) দেখি নাই', 'আমি অন্যত্রমনা হইয়াছিলাম (এই জন্য) শুনি নাই'। (সুতরাং) মনদ্বারাই লোকে

৪। ত্রয়ো লোকা এত এব বাগেবায়ং লোকো মনো-ঽন্তরিক্ষলোকঃ প্রাণোঽসৌ লোকঃ।

৫। ত্রয়ো বেদা এত এব বাগেবর্গ্বেদো মনো যজুর্বেদঃ প্রাণঃ সামবেদঃ।

৬। দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা এত এব বাগেব দেবা মনঃ পিতরঃ প্রাণো মনুষ্যাঃ।

৪। ত্রয়ঃ লোকাঃ এতে (এই সমুদায়) এব,—বাক্ এব অয়ম লোকঃ (পৃথিবী লোক), মনঃ অন্তরিক্ষ লোকঃ, প্রাণঃ অসৌ লোকঃ (ঐ লোক, স্বর্গলোক)।

৫। ত্রয়ঃ বেদাঃ এতে এব—বাক্ এব ঋগ্বেদঃ, মনঃ যজুর্বেদঃ, প্রাণঃ সামবেদঃ।

৬। দেবাঃ পিতরঃ (পিতৃপুরুষগণ) মনুষ্যাঃ এতে এব—বাক্ এব দেবাঃ; মনঃ পিতরঃ, প্রাণঃ মনুষ্যাঃ।

দর্শন করে, মনদ্বারাই লোকে শ্রবণ করে। কামনা, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী, ভয়,—এই সমুদায় মনই। এই জন্য কেহ পৃষ্ঠভাগে স্পর্শ করিলেও তাহা মনদ্বারা জানা যায়। যে কোন প্রকার শব্দ (হউক না কেন) তাহাই বাক্। ইহা অর্থপ্রকাশিকা (এবং) ইহা (অর্থপ্রকাশিকা) নহেও। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, এবং সমান—এ সমুদায়ই 'অন'; এ সমুদায়ই প্রাণ। এই আত্মা এতন্ময়ই —ইহা বাঙ্ময়, মনোময় এবং প্রাণময়।

৪। (বাক্, মন এবং প্রাণ) এই সমুদায়ই তিন লোক—বাক্ এই এই (পৃথিবী) লোক, মন অন্তরিক্ষ লোক এবং প্রাণ ঐ (স্বর্গলোক)।

৫। ইহারাই তিন বেদ—বাকই ঋগ্বেদ, মন যজুর্বেদ, প্রাণ সামবেদ।

৬। ইহারাই দেবপিতৃমনুষ্যগণ—বাকই দেবতাগণ, মন পিতৃগণ, প্রাণ মনুষ্যগণ।

৭। পিতা মাতা প্রজৈত এব মনো এব পিতা বাঙ্মাতা প্রাণঃ প্রজা।

৮। বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যমবিজ্ঞাতমেত এব যৎ কিংচ বিজ্ঞাতং বাচস্তদ্রূপং বাগ্ধি বিজ্ঞাতা বাগেনং তদ্ভূত্বাবতি।

৯। যৎ কিংচ বিজিজ্ঞাস্যং মনসস্তদ্রূপং মনো হি বিজিজ্ঞাস্যং মন এনং তদ্ভূত্বাহবতি।

৭। পিতা, মাতা, প্রজা (পুত্রাদি) এতে এব —মনঃ এব পিতা, বাক্ মাতা, প্রাণঃ প্রজা।

৮। বিজ্ঞাতম্, বিজিজ্ঞাস্যম্ (জিজ্ঞাস্য বিষয়), অবিজ্ঞাতম্—এতে এব। যৎ কিম্+চ বিজ্ঞাতম্—বাচঃ (বাক্যের) তৎ (তাহা) রূপম্। বাক্ হি বিজ্ঞাতা (বিজ্ঞাত, জ্ঞাত, বিজ্ঞাত বিষয়), বাক্ এনম্ (মানুষকে) তৎ (বিজ্ঞাত বিষয়) ভূত্বা (হইয়া) অবতি (পালন করে, অব্ ধাতু, পালনে)

৯। যৎ কিম্+চ বিজিজ্ঞাস্যম্ (জিজ্ঞাস্য বিষয়), মনসঃ (৬।১ মনের) তৎ তাহা রূপম্। মনঃ হি বিজিজ্ঞাস্যম্ মনঃ এনম্ তৎ (জিজ্ঞাস্য বিষয়) ভূত্বা অবতি (১।৫।৮ দ্রঃ)।

৭। ইহারাই পিতা, মাতা ও প্রজা (অর্থাৎ পুত্রাদি)। মনই পিতা, বাক্ মাতা, প্রাণ প্রজা।

৮। বিজ্ঞাত বিজিজ্ঞাস্য এবং অবিজ্ঞাত বিষয়—সমুদায়ই বাক্, মন ও প্রাণ। যাহা কিছু বিজ্ঞাত, তাহা বাকের রূপ, (কারণ) বাকই বিজ্ঞাত বিষয়। বাক্ সেই (বিজ্ঞাত বিষয়) হইয়া (মানুষকে) পালন করে।

৯। যাহা কিছু বিজিজ্ঞাস্য, তাহাই মনের রূপ, (কারণ) মনই জিজ্ঞাস্য বিষয়। মন সেই (জিজ্ঞাস্য বিষয়) হইয়া এই (মানুষকে) পালন করে।

১০। যৎ কিংচাবিজ্ঞাতং প্রাণস্য তদ্রূপং প্রাণো হি অবিজ্ঞাতঃ প্রাণ এনং তদ্ভূত্বাঽবতি।

১১। তস্যৈব বাচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতিরূপময়মগ্নিস্তদ্যাবত্যেব বাক্তাবতী পৃথিবী তাবানয়মগ্নিঃ।

১২। অথৈতস্য মনসো দ্যৌঃ শরীরং জ্যোতিরূপমসাবাদিত্যস্তদ্যাবদেব মনস্তাবতী দ্যৌস্তাবানসাবাদিত্যস্তৌ মিথুনং সমৈতাং ততঃ প্রাণোঽজায়ত স ইন্দ্রঃ স এষোঽসপত্নো দ্বিতীয়ো বৈ সপত্নো ভবতি য এবং বেদ।

১০। যৎ কিম্+চ অবিজ্ঞাতম্, প্রাণস্য তৎ (তাহা) রূপম্। প্রাণঃ হি অবিজ্ঞাতঃ, প্রাণঃ এনম্ (অবিজ্ঞাত বিষয়) ভূত্বা অবতি (১।৫।৮ দ্রঃ)।

১১। তস্যৈ (৬ষ্ঠী অর্থে ৪র্থী.—তস্যাঃ; বাচঃ=সেই বাক্যের) বাচঃ (বাক্যের) পৃথিবী শরীরম্; জ্যোতিঃ রূপম্ অয়ম্ (এই) অগ্নিঃ। তৎ (সেই জন্য) যাবতী (যৎ+বৎ, স্ত্রীং পাঃ ৫।২।৩৯, ৬।৩।৯১; যে পরিমাণ) এব বাক্, তাবতী (সেই পরিমাণ; তৎ+বৎ স্ত্রীং—যাবতী দ্রঃ) পৃথিবী তাবান্ (তৎ+বৎ পুং; সেই পরিমাণ) অয়ম্ অগ্নিঃ।

১২। অথ এতস্য মনসঃ (এই মনের) দ্যোঃ শরীরম্; জ্যোতিঃ+রূপম্ অসৌ আদিত্যঃ। তৎ যাবৎ এব মনঃ, তাবতী দ্যোঃ (এস্থলে

১০। যাহা কিছু অবিজ্ঞাত বিষয়, তাহাই প্রাণের রূপ; (কারণ) প্রাণই অবিজ্ঞাত বিষয়। প্রাণ সেই (অবিজ্ঞাত বিষয়) হইয়া এই (মানুষকে) পালন করে।

১১। পৃথিবী সেই বাকের শরীর ও অগ্নি জ্যোতিঃ রূপ। (সুতরাং) বাক্ যে পরিমাণ, পৃথিবীও সেই পরিমাণ এবং অগ্নিও সেই পরিমাণ।

১২। আর দ্যৌ এই মনের শরীর এবং ঐ আদিত্য (ইহার)

১৩। অথৈতস্য প্রাণস্যাপঃ শরীরং জ্যোতিরূপমসৌ চন্দ্রস্তদ্যাবানেব প্রাণস্তাবত্য আপস্তাবানসৌ চন্দ্রস্ত এতে সর্ব এব সমাঃ সর্বেঽনন্তাঃ স যো হৈতানন্তবত উপাস্তেঽন্তবন্তং স লোকং জয়ত্যথ যো হৈতাননন্তানুপাস্তেঽনন্তং স লোকং জয়তি।

স্নীং), তাবান্ অসৌ আদিত্যঃ। তৌ (অগ্নি ও আদিত্য) মিথুনম্ (২।১ ; মিথুনভাব) সম্+ঐতাম্ (প্রাপ্ত হইয়াছিল ; ই, লঙ্)। ততঃ (তাহা হইতে) প্রাণঃ অজায়ত (উৎপন্ন হইয়াছিল)। সঃ ইন্দ্রঃ, সঃ এষঃ অসপত্নঃ (প্রতিপক্ষ রহিত)। দ্বিতীয় বৈ সপত্নঃ (প্রতিপক্ষ, শত্রু)। ন অস্য সপত্নঃ ভবতি, যঃ এবম্ বেদ।

১৩। অথ এতস্য প্রাণস্য আপঃ শরীরম্, জ্যোতিঃ+রূপম্ অসৌ চন্দ্রঃ। তৎ যাবান্ এব প্রাণঃ, তাবত্যঃ (তাবতী ১।৩ ; সেই পরিমাণ) আপঃ, তাবান্ অসৌ চন্দ্রঃ। (১।৫।১১ দ্রঃ)। তে এতে (সেই এই সমুদায় ; বাগাদি) সর্ব্বে এব সমাঃ (সমান), সর্ব্বে অনন্তাঃ। সঃ যঃ হ এতান্ (এই সমুদায়কে) অন্তবতঃ (২।৩ ; অন্তবান বলিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করে), অন্তবন্তম্ (+লোকম্ = অন্তবান্ লোক, ২।১) সঃ লোকম্ (লোক = ভোগের স্থান) জয়তি (জয় করে)। অথ যঃ হ এতান্ অনন্তান্ (অনন্তরূপে ; ২।৩) উপাস্তে, অনন্তম্ সঃ লোকম্ জয়তি।

জ্যোতির্ম্ময় রূপ। সুতরাং মন যে পরিমাণ, দ্যৌ সেই পরিমাণ এবং আদিত্যও সেই পরিমাণ। সেই দুই জন (মন ও বাক্ কিংবা আদিত্য ও অগ্নি) মিথুনভাবে সঙ্গত হইয়াছিল। তাহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ইনিই ইন্দ্র এবং ইনি প্রতিদ্বন্দী-রহিত। দ্বিতীয় বস্তুই প্রতিদ্বন্দী (হইতে পারে ; কিন্তু এস্থলে প্রতিপক্ষরূপী কোন দ্বিতীয় বস্তু নাই)। যিনি এই প্রকার জানেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দী থাকে না।

১৩। আর অপই প্রাণের শরীর (এবং) ঐ চন্দ্র ইহার জ্যোতির্ম্ময়

১৪।' স এষ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলস্তস্য রাত্রয় এব পঞ্চদশকলা ধ্রুবৈবাস্য ষোড়শী কলা স রাত্রিভিরেবা চ পূর্য্যতেঽপ চ ক্ষীয়তে সোঽমাবাস্যাং রাত্রিমেতয়া ষোড়শয়া কলয়া সর্ব্বমিদং প্রাণভৃদনুপ্রবিশ্য ততঃ প্রাতর্জায়তে তস্মাদেতাং রাত্রিং প্রাণভৃতঃ প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাদপি কৃকলাসস্যৈতস্যা এব দেবতায়া অপচিত্যৈ।

১৪। সঃ এষঃ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ, ষোড়শকলঃ (ষোড়শ কলা বিশিষ্ট)। তস্য রাত্রয় (রাত্রিসমূহ অর্থাৎ পঞ্চদশতিথি) এব পঞ্চদশ-কলাঃ, ধ্রুবা (ধ্রুব রূপে স্থিতা) এব অস্য ষোড়শী কলা। সঃ (চন্দ্র-রূপী প্রজাপতি) রাত্রিভিঃ (রাত্রিসমূহদ্বারা) এব আ চ পূর্য্যতে (= আপূর্য্যতে চ = পরিপূর্ণ হয়, পূর্ কর্ম্মবাচ্যে), অপ চ ক্ষীয়তে (= অপক্ষীয়তে চ = ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ক্ষি ধাতু, কর্ম্মবাচ্যে)। সঃ অমাবস্যাম্ রাত্রিম্ (অমাবস্যা রজনীতে) এতয়া ষোডশ্যা কলয়া (৩।১, এই ষোড়শ কলার সহিত) সর্ব্বম্ ইদম্ প্রাণভৃৎ (ক্লী° ২।১, প্রাণীকে) অনুপ্রবিশ্য (অনুপ্রবেশ করিয়া) ততঃ (তাহা হইতে, কিংবা তদনন্তর) প্রাতঃ (প্রাতঃকালে; প্রতিপৎ তিথিতে) জায়তে (উৎপন্ন হয়)। তস্মাৎ এতাম্ রাত্রিম্ (এই অমাবস্যা রাত্রিতে) প্রাণভৃতঃ (৬।১; প্রাণীর) প্রাণম্ ন বিচ্ছিন্দ্যাৎ (বিনাশ করিবে না; বি+ছিদ্ বিধি), অপি কৃকলাসস্য (এমন কি কৃকলাসেরও) এতস্যাঃ (৬।১) এব দেবতায়াঃ (দেবতার) অপচিত্যৈ (পূজার জন্য, অপচিতি ৪।১)।

রূপ। (সুতরাং) প্রাণের পরিমাণ যত, অপের পরিমাণ তত (এবং) চন্দ্রের পরিমাণও তত। এই (বাগাদি) সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত। যে ব্যক্তি ইহাদিগকে অন্তবান্ বলিয়া উপাসনা করে সে অন্তবান্ লোক লাভ করে, আর যে ইহাদিগকে অনন্ত বলিয়া উপাসনা করে সে অনন্ত লোক প্রাপ্ত হয়।

১৪। এই সংবৎসর ষোড়শকলাযুক্ত প্রজাপতি। রাত্রিই (অর্থাৎ

১৫। যো বৈ স সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলো-ঽয়মেব স যোঽয়মেবংবিৎপুরুষস্তস্য বিত্তমেব পঞ্চদশকলা আত্মৈবাস্য ষোড়শী কলা স বিত্তেনৈবা চ পূর্য্যতেঽপ চ ক্ষীয়তে তদেতন্নভ্যং যদয়মাত্মা প্রধির্বিত্তং তস্মাদ্যদ্যপি সর্ব-জ্যানিং জীয়ত আত্মনা চেজ্জীবতি প্রধিনাগাদিত্যেবাহুঃ।

১৫। যঃ বৈ সঃ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলঃ, অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ এবম্+বিৎ (এই পুরুষজ্ঞানসম্পন্ন) পুরুষঃ। তস্য বিত্তম্ এব পঞ্চদশকলা। আত্মা এব অস্য ষোডশীকলা। সঃ বিত্তেন (বিত্ত-দ্বারা) এব আ চ পূর্য্যতে, অপ চ ক্ষীয়তে (১।৫।১৪ দ্রঃ)। তৎ এতৎ নভ্যম্ (নাভি+ড্যৎ; নাভীস্থানীয়) যৎ (বৈদিক, =যঃ—যে) অয়ম্ আত্মা (দেহপিণ্ড), প্রধিঃ (নেমি প্র+ধা+কি, পাঃ ৩।১।৯২; ১।১।২০) বিত্তম্। তস্মাৎ যদি অপি সর্ব্বজ্যানিম্ (সর্ব্বস্বহানি; জ্যানি—জ্যা+নি পাঃ ৩।৩।৯৪ বার্ত্তিক) জীয়তে (হানি প্রাপ্ত হয়, জ্যা, লট্ দিবাদি, বৈদিক) আত্মনা নাভীস্থানীয় আত্মাদ্বারা; নিজে, আত্মা=দেহপিণ্ড) চেৎ জীবতি (জীবিত থাকে), প্রধিনা অগাৎ (প্রধি চলিয়া গিয়াছে; প্রধিনা, উণার্থে ৩য়া) ইতি এব আহুঃ।

পঞ্চদশতিথি) পঞ্চদশ কলা, ধ্রুবরূপে যে কলা বিদ্যমান, তাহাই ষোডশ কলা। এই (চন্দ্ররূপী প্রজাপতি শুক্লপক্ষে) রাত্রিসমূহদ্বারা পূর্ণ হন (আবার কৃষ্ণপক্ষে) ক্ষয় প্রাপ্ত হন। তিনি অমাবস্যা রজনীতে ষোড়শ কলার সহিত সমুদায় প্রাণীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে (প্রতিপদ তিথিতে) পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। এই দেবতার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য (বিধি এই)—অমাবস্যা রজনীতে কোন প্রাণীর প্রাণ বিনাশ করিবে না, এমন কি কৃকলাসেরও (প্রাণ বিনাশ করিবে না)।

১৫। যিনি এই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি ষোড়শ

১৬। অথ ত্রয়ো বাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্ম্মণা কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকো দেবলোকো বৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তি।

১৬। অথ ত্রয়ঃ বাব লোকাঃ—'মনুষ্যলোকঃ, পিতৃলোকঃ দেবলোকঃ' ইতি। সঃ অয়ম্ মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণ (পুত্রদ্বারা) এব জয্যঃ জেতব্য; জি+যৎ) ন অন্যেন কর্ম্মণা (অন্যকর্ম্মদ্বারা)। কর্ম্মণা (কর্ম্মদ্বারা) পিতৃলোকঃ, বিদ্যয়া (বিদ্যাদ্বারা) দেবলোকঃ। দেবলোকঃ বৈ লোকানাম্ (লোকসমূহের) শ্রেষ্ঠঃ; তস্মাৎ বিদ্যাম্ (বিদ্যাকে) প্রশংসন্তি (প্রশংসা করে)।

কলাসংযুক্ত সংবৎসররূপী প্রজাপতিই। ১৫টী কলাই ইহার সম্পত্তি এবং ষোড়শকলাই ইহার আত্মা। এই বিত্তদ্বারাই প্রজাপতি পূর্ণ হন এবং এই বিত্তের অপচয় বশতঃই আবার ক্ষয়প্রাপ্ত হন। এই যে আত্মা (=দেহ) ইহাই নাভি; বিত্তই নেমি। সেই জন্য যখন ইহার সমুদায় বিত্তের হানি হয়, ইনি কেবল নিজে জীবিত থাকেন, লোকে বলে 'ইনি নেমিহীন হইয়াছেন (অর্থাৎ ইনি জীবিত আছেন, ইহার কেবল বিত্ত নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সময়ে আবার ইনি বিত্ত লাভ করিতে পারিবেন')।

১৬। অতঃপর (বলা হইতেছে) লোক তিন প্রকার—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। পুত্রদ্বারাই এই মনুষ্যলোক জয় করা যায়; অন্য কর্ম্মদ্বারা (জয় করা যায়) না। কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক এবং বিদ্যাদ্বারা দেবলোক জয় করা যায়। লোকসমূহের মধ্যে দেবলোকই শ্রেষ্ঠ; এই জন্য সকলে বিদ্যারই প্রশংসা করিয়া থাকে।

১৭। অথাতঃ সংপ্রত্তির্যদা প্রৈষ্যন্মন্যতেঽথ পুত্রমাহ ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞস্ত্বং লোক ইতি স পুত্রঃ প্রত্যাহাঽহং ব্রহ্মাঽহং যজ্ঞোঽহং লোক ইতি যদ্বৈ কিংচানূক্তং তস্য সর্বস্য ব্রহ্মেত্যেকতা। যে বৈ কে চ যজ্ঞাস্তেষাং সর্বেষাং যজ্ঞ ইত্যেকতা যে বৈ কে লোকাস্তেষাং সর্ব্বেষাং লোক ইত্যেকতৈতাবদ্বা ইদং সর্বমেতন্মা সর্বং সন্নয়মিতোঽভুনজদিতি তস্মাৎ পুত্রমনুশিষ্টং লোক্যমাহুস্তস্মাদেনমনুশাসতি স যদেবংবিদস্মাল্লোকাৎপ্রৈত্যথৈভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি স যদ্যনেন কিংচিদক্ষ্ণয়া কৃতং ভবতি তস্মাদেনং সর্বস্মাৎপুত্রো মুঞ্চতি তস্মাৎপুত্রো নাম স পুত্রেণৈবাস্মিঁল্লোকে প্রতিতিষ্ঠত্যথৈনমেতে দৈবাঃ প্রাণা অমৃতা আবিশন্তি।

১৭। অথ অতঃ সম্প্রত্তি (সম্+প্র+দা+ক্তি পাঃ ৭।৪।৪৭; সম্প্রদান; পিতা নিজে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন, মৃত্যুর সময়ে পুত্রকে সেই কর্ম্মের ভাব অর্পণ করিতেছেন, ইহারই নাম সম্প্রত্তি):— যদা (যে সময়ে) প্রৈষন্ (প্র+আ+ই স্যতৃ=মরিতেছে এমন) মন্যতে (মনে করে)—অথ পুত্রম্ আহ (বলে)—'ত্বম্ ব্রহ্ম, ত্বম্ যজ্ঞঃ, ত্বম্ লোকঃ' ইতি। সঃ পুত্রঃ প্রতি+আহ (প্রত্যুত্তরে বলে)—'অহম ব্রহ্ম, অহম্ যজ্ঞঃ, অহম্ লোকঃ' ইতি। 'যৎ বৈ কিম্ চ অনু+উক্তম্ (যাহা কিছু পিতৃকর্তৃক পঠিত হইয়াছে) তস্য সর্ব্বস্য (সেই সমুদায় অনূক্ত বিষয়ের) ব্রহ্ম' ইতি একতা (ক) 'যে বৈ কে চ যজ্ঞাঃ, তেষাম্ সর্ব্বেষাম্ (সেই সমুদায়ের) যজ্ঞ' ইতি একতা (খ) 'যে বৈ কে চ লোকাঃ তেষাম্ সর্ব্বেষাম্ লোকঃ' ইতি একতা (গ) এতাবৎ (এই পর্য্যন্ত বৈ ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদায়) এতৎ মা (আমাকে) সর্ব্বম্ সন্ (অস্, শতৃ, হইয়া)

১৭। অতঃপর (পিতা জীবিতাবস্থায় যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন, মৃত্যুর সময়ে সন্তানকে সেই কর্ম্মের ভার) সমর্পণ (করিতেছেন)—যখন কেহ মনে করে, 'আমি মুমূর্ষু' তখন পুত্রকে এইরূপ বলে—'তুমি ব্রহ্ম (অর্থাৎ বেদমন্ত্র), তুমি যজ্ঞ, তুমি লোক'। প্রত্যু-

অয়ম্ (এই পুত্র) ইতঃ (এই পৃথিবী হইতে) অভুনজৎ = রক্ষা করিবে, স্বর্গলোকে লইয়া যাইবে, ভুজ্ পালনার্থক, লঙ্ ভবিষ্যৎ অর্থে, বৈদিক) ইতি। তস্মাৎ পুত্রম্ অনুশিষ্টম্ (উপদেশ প্রাপ্ত পুত্রকে) লোক্যম্ লোক প্রাপ্তির উপায় ; লোক+য) ; তস্মাৎ এনম্ (ইহাকে) অনুশাসতি (উপদেশ দেয় ; শাস্ লট, অন্তি)। সঃ যদা এবম্+বিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন), অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে) প্র+এতি (পরলোকে গমন করে ; ই) অথ এভিঃ এব প্রাণৈঃ সহ পুত্রম আবিশতি (প্রবেশ করে)। সঃ যদি অনেন (পিতা কর্ত্তৃক) কিম্+চিৎ (কিছু) অক্ষ্ণয়া (অব্যয় : প্রমাদবশতঃ) অকৃতম্ ভবতি (কর্ম্ম না করা হয়), তস্মাৎ (+সর্ব্বস্মাৎ=সেই সমুদায় হইতে) এনম্ (ইহাকে পিতাকে) সর্ব্বস্মাৎ (সমুদায় হইতে) পুত্র, মুঞ্চতি (মুক্ত করে)। তস্মাৎ (সেই জন্য) পুত্রঃ নাম সঃ, পুত্রেণ (পুত্রদ্বারা) এব অস্মিন লোকে (এই লোকে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকে, প্রতিষ্ঠা লাভ করে)। অথ এনম্ এতে দৈবাঃ প্রাণাঃ অমৃতাঃ আবিশন্তি (প্রবেশ করে)।

তবে পুত্র বলে—'আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ, আমি লোক'। (পিতা) যে সমুদায় মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, (পুত্র) সে সমুদায়েরই ব্রহ্ম ; সুতরাং (এস্থলে মন্ত্র) একত্ব (লাভ করিল, অর্থাৎ পুত্র পিতার মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মন্ত্রের একত্ব রক্ষা করে)। (পিতা) যে সমুদায় যজ্ঞ (সম্পন্ন করিয়াছেন) (পুত্র) সে সমুদায়েরই যজ্ঞ, সুতরাং (এস্থলে যজ্ঞ) একত্ব (লাভ করিল ; অর্থাৎ পুত্র পিতার যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া যজ্ঞের একত্ব রক্ষা করে)। (পিতা) যে সমুদায় লোক (লাভ করিয়াছেন পুত্র) সেই সমুদায়েরই লোক, সুতরাং (এস্থলে লোক) একত্ব (লাভ করিল)। ইহার ব্যাখ্যা এই পর্য্যন্ত। 'এই পুত্র এই সমুদায় হইয়া আমাকে পৃথিবী হইতে উদ্ধার করিবে' (পিতা এরূপ চিন্তা করেন)। 'এই জন্য সকলে উপদেশ প্রাপ্ত পুত্রকে লোক প্রাপ্তির হেতু বলিয়া মনে করে

১৮। পৃথিব্যৈ চৈনমগ্নেশ্চ দৈবী বাগাবিশতি সা বৈ দৈবী বাগ্যয়া যদ্যদেব বদতি তত্তদ্ভবতি।

১৯। দিবশ্চৈনমাদিত্যাচ্চ দৈবং মন আবিশতি তদ্বৈ দৈবং মনো যেনানন্দ্যেব ভবত্যথো ন শোচতি।

১৮। পৃথিব্যৈ (৫মী অর্থে ৪র্থী, পৃথিবী হইতে) চ এনম্ অগ্নেঃ চ (এবং অগ্নি হইতে) দৈবী বাক্ আবিশতি (প্রবেশ করে; ইহার কর্ম্ম 'এনম্')। সা বৈ দৈবী বাক্, যয়া (যাহা দ্বারা) যৎ যৎ এব বদতি (যাহা যাহা বলে) তৎ তৎ ভবতি।

১৯। দিবঃ (দ্যুলোক হইতে) এনম্ আদিত্যাৎ চ (আদিত্য হইতে) দৈবম্ মনঃ আবিশতি (১।৫।১৮ দ্রঃ)। তৎ বৈ দৈবম্ মনঃ, যেন আনন্দী (আনন্দবান্) এব ভবতি, অথ ন শোচতি (শোক করে)।

এবং তাহাকে উপদেশ দিয়া থাকে। এই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া (পিতা) যখন ইহলোক পরিত্যাগ করেন তখন তিনি এই প্রাণসমূহের সহিত পুত্রেই প্রবেশ করেন। তিনি যদি প্রমাদবশতঃ কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন না করিয়া থাকেন, পুত্র তাঁহাকে এই সমুদায় হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে; এই জন্য ইহার নাম পুত্র। পুত্রদ্বারাই পিতা ইহলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহার পরে দৈব অমর প্রাণসমূহ তাঁহাতে প্রবেশ করে।

১৮। পৃথিবী ও অগ্নি হইতে দৈবী বাক্ ইহাতে প্রবেশ করে। তাহাই দৈবী বাক্—যাহাদ্বারা (মানব) যাহা যাহা বলে, তাহাই সম্পন্ন হয়।

১৯। দ্যুলোক এবং আদিত্য হইতে দৈব মন ইহাতে প্রবেশ করে। তাহাই দৈব মন, যাহাদ্বারা (মানব) আনন্দ লাভ করে, আর শোক করিতে হয় না।

২০। অদ্ভ্যশ্চৈনং চন্দ্রমসশ্চ দৈবঃ প্রাণ আবিশতি স বৈ দৈবঃ প্রাণো যঃ সংচরংশ্চাসংচরংশ্চ ন ব্যথতেঽথো ন রিষ্যতি স এবংবিৎসর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি যথৈষা দেবতৈবং স যথৈতাং দেবতাং সর্বাণি ভূতান্যবন্ত্যেবং হৈবংবিদং সর্বাণি ভূতান্যবন্তি যদু কিংচেমাঃ প্রজাঃ শোচন্ত্যমৈবাসাং তদ্ভবতি পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি।

২০। অদ্ভ্যঃ চ (জলসমূহ হইতে) এনম্ চন্দ্রমসঃ চ (এবং চন্দ্রমা হইতে) দৈবঃ প্রাণঃ আবিশতি (১।৫।১৮দ্রঃ)। সঃ বৈ দৈবঃ প্রাণঃ, যঃ সঞ্চরন্ (সঞ্চরিত হইয়া, সম্+চর্ শতৃ) অসম্+চরণ্ চ (সঞ্চরিত না হইয়াও) ন ব্যথতে (ব্যথিত হয়), অথ ন রিষ্যতি (বিনষ্ট হয়)। সঃ এবম্+বিৎ (এই প্রকার জ্ঞান সম্পন্ন) সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম (সমুদায় ভূতের) আত্মা ভবতি। যথা (যেমন) এষা (এই) দেবতা, এবম্ (এইপ্রকার) সঃ। যথা এতাম দেবতাম্ (এই দেবতাকে) সর্ব্বানি ভূতানি (সমুদায ভূত) অবন্তি (পালন করে, পূজা করে), এবম্ হি এবম্+বিদম্ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে) সর্ব্বানি ভূতানি অবন্তি। যৎ উ কিম্ চ (২।১, যাহা কিছু) ইমাঃ প্রজাঃ (এই সমুদায় জীব) শোচন্তি (শোক করে), অমা (সহিত, তাহাদিগের সহিত) এব আসাম্ (সেই প্রজাগণের) তৎ (তাহা) ভবতি (থাকে): পুণ্যম্ এব অমুম্ (২।১; ইহার নিকট) গচ্ছতি (যায়); ন হ বৈ দেবান্ (দেবগণের নিকট) পাপম্ গচ্ছতি।

২০। জল ও চন্দ্রমা হইতে দৈব প্রাণ ইঁহাতে প্রবেশ করে। তাহাই দৈব প্রাণ, যাহা সঞ্চারিত হউক্ বা না হউক, (কোন অবস্থাতেই) ব্যথিত হয় না এবং বিনাশ প্রাপ্তও হয় না। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্বভূতের আত্মা হন। এই দেবতা (অর্থাৎ প্রজাপতি) যে প্রকার, ইনিও সেই প্রকার হন। সমুদায় ভূত যেমন এই দেবতার পূজা করে, সেইরূপ এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেও সর্ব্বভূত পূজা করিয়া থাকে। এই সমুদায় প্রজা যে শোক করিয়া থাকে,

২১। অথাতো ব্রতমীমাংসা প্রজাপতির্হ কর্ম্মাণি সসৃজে তানি সৃষ্টান্যন্যোন্যেনাস্পর্ধন্ত বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগ্দধ্রে দ্রক্ষ্যাম্যহমিতি চক্ষুঃ শ্রোষ্যাম্যহমিতি শ্রোত্রমেবমন্যানি কর্ম্মাণি যথা কর্ম তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযেমে তান্যাপ্নো-ত্তান্যাপ্ত্বা মৃত্যুরবারুন্ধ তস্মাচ্ছ্রাম্যত্যেব বাক্ শ্রাম্যতি চক্ষুঃ শ্রাম্যতি শ্রোত্রমথেমমেব নাপ্নোদ্যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তানি জ্ঞাতুং দধ্রিরে অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো যঃ সংচরংশ্চাসংচরংশ্চ ন ব্যথতেঽথো ন রিষ্যতি হন্তাস্যৈব সর্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্বে রূপমভবংস্তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা ইতি তেন হ বাব তৎকুলমাচক্ষতে যস্মিন্ কুলে ভবতি য এবং বেদ য উ হৈবংবিদা স্পর্ধতেঽনুশুষ্যতি হৈবান্ততো ম্রিয়ত ইত্যধ্যাত্মম্।

২১। অথ (এখন) অতঃ (অনন্তর) ব্রতমীমাংসা (ব্রত বিষয়ক আলোচনা) :—

প্রজাপতিঃ হ কর্ম্মাণি (ইন্দ্রিয় সমূহকে) সসৃজে (সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃজ্ আত্মনে, লিট্)। তানি সৃষ্টানি (সৃষ্ট ইন্দ্রিয় সমূহকে) অন্যো-ন্যেন (অন্যঃ + অন্যেন ; পরস্পরের সহিত) অস্পর্দ্ধন্ত (স্পর্দ্ধা করিয়াছিল ; স্পর্দ্ধ লঙ্)—'বদিষ্যামি (বলিব) এব অহম্' ইতি বাক্ দধ্রে (মনে স্থির করিল , ধৃ, লিট্,)। দ্রক্ষ্যামি (দর্শন করিব, দৃশ্) অহম্' ইতি চক্ষুঃ। শ্রোষ্যামি (শ্রবণ করিব, শ্রু) অহম্' ইতি শ্রোত্রম্। এবম্ (এই প্রকারে) অন্যানি কর্ম্মানি (অপরাপর ইন্দ্রিয় সমূহ) যথা

সেই শোক ইহাদিগের সহিতই সংযুক্ত থাকে। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানীর নিকট পুণ্যই যায় ; দেবগণের নিকট পাপ যাইতে পারে না।

২১। অনন্তর ব্রতবিষয়ক মীমাংসা এই :—

প্রজাপতি ইন্দ্রিয়সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সৃষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহ পরস্পরের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। বাগিন্দ্রিয় এই ব্রত ধারণ

কর্ম্ম (নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে)। তানি (২।৩, তাহাদিগকে) মৃত্যুঃ শ্রমঃ (ক্লান্তি) ভূত্বা (হইয়া) উপযেমে (নিকটে উপস্থিত হইল আক্রমণ করিল ; উপ+যম্ লিট্, 'উপ' যোগে আত্মনে, পাঃ ১।৩।৫৬) তানি আপ্নোৎ (প্রাপ্ত হইল) তানি (তাহাদিগকে) আপ্ত্বা (প্রাপ্ত হইয়া ; আপ্) মৃত্যুঃ অব+অরুন্ধ (অবরোধ করিল , রুধ্ লঙ্ ত)। তস্মাৎ শ্রাম্যতি (পরিশ্রান্ত হয় , শ্রম্, পাঃ ৭।৩।৭৪) এব বাক্, শ্রাম্যতি চক্ষুঃ, শ্রাম্যতি শ্রোত্রম্। অথ (অনন্তর , কিন্তু) ইমম্ (ইহাকে) এব ন আপ্নোৎ (প্রাপ্ত হয নাই) যঃ অয়ম্ মধ্যমঃ (মুখ্য, মধ্যম) প্রাণঃ। তানি (ইন্দ্রিয় সমূহ) জ্ঞাতুম্ (জানিতে অর্থাৎ 'মধ্যম প্রাণ'কে জানিতে) দধ্রিরে (মনে স্থির করিল, ধৃ লিট্ ৩।৩)—'অয়ম্ বৈ নঃ (আমাদিগের মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ, যঃ সঞ্চরন্ চ, অসঞ্চরন্ চ ন ব্যথতে, অথো=অথ) ন রিষ্যতি (১৫।২০ দ্র০)। হন্ত। (নিশ্চযার্থক অব্যয়) অস্য (এই প্রাণের) এব সর্ব্বে (= সর্ব্বে বযম্ = আমরা সকলে) রূপম্ অসাম (হই ; অস্ লোট্ ১।৩)' ইতি। তে এতস্য (ইহার) এব সর্ব্বে (সকলে) রূপম্ অভবন্ (হইয়াছিল) তস্মাৎ (সেই জন্য) এতে (ইহারা) এতেন (এই নামে) আখ্যায়ন্তে (পরিচিত হয়)—'প্রাণাঃ' ইতি ('প্রাণ' এই নাম)। তেন (তাহাদ্বারা, তাহার নামে) হ বাব তৎ+কুলম্ (সেই কুলকে) আচক্ষতে (বলা হয় , আ+চক্ষ্ লট্ অন্তে) যস্মিন্ কুলে (যে কুলে) ভবতি, যঃ এবম্ বেদ। যঃ উ হ এবম্+বিদা (এবং বিদ্, ৩য়া, এই প্রকার জ্ঞানীর সহিত) স্পর্দ্ধতে (স্পর্দ্ধা করে), অনুশুষ্যতি (শুষ্ক হইয়া যায়), অনুশুষ্য (শুষ্ক হইয়া) হ এব অন্ততঃ (শেষে) ম্রিয়তে (মরিয়া যায ; মৃ, পাঃ ১।৩।৬১)—ইতি অধ্যাত্মম্ (দেহ সংক্রান্ত)।

করিল যে—'আমি বাক্য বলিব'। চক্ষু এই ব্রত ধারণ করিল যে, 'আমি দর্শন করিব।' শ্রোত্র এই ব্রত ধারণ করিল যে, 'আমি শ্রবণ করিব।' অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী—এরূপ এক একটী ব্রত ধারণ করিল। মৃত্যু শ্রমরূপ ধারণপূর্ব্বক ইহাদিগের নিকট সমাগত হইয়া ইহাদিগকে অধীন করিল। তাহাদিগকে অধীন করিয়া মৃত্যু তাহা-

২২। অথাধিদৈবতং জ্বলিষ্যাম্যেবাহমিত্যগ্নির্দধ্রে তপ্স্যা-ম্যহমিত্যাদিত্যো ভাস্যাম্যহমিতি চন্দ্রমা এবমন্যা দেবতা যথাদৈবতং স যথৈষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণ এবমেতাসাং দেবতানাং বায়ুর্নিম্লোচন্তি হ্যন্যা দেবতা ন বায়ুঃ সৈষানস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ ॥

২২। অথ অধিদৈবতম্ (দেবতা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা):—'জ্বলিষ্যামি (জ্বলিব) এব অহম' ইতি অগ্নিঃ দধ্রে (মনে স্থির করিল, ধৃ, লিট্)। তপ্স্যামি (তাপ দিব) অহম্' ইতি আদিত্যঃ। 'ভাস্যামি (প্রভাযুক্ত হইব) অহম্' ইতি চন্দ্রমাঃ ; এবম্ অন্যাঃ দেবতাঃ যথা দৈবতম্ (যেমন ইহাদিগের দেবপ্রকৃতি)। সঃ যথা (যেমন, ১।৩।৭ মন্তব্য দ্রষ্টব্য) এষাম্ প্রাণানাম্ (এই ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে) মধ্যমঃ, প্রাণঃ, এবম্ (এই প্রকার) এতাসাম দেবতানাম্ (এই দেবতাদিগের মধ্যে) বায়ুঃ।

দিগকে কার্য্য সম্পাদনে বাধা দিল। এই জন্য বাক্ পরিশ্রান্ত হয়, চক্ষু পরিশ্রান্ত হয়, এবং শ্রোত্রও পরিশ্রান্ত হয়। কিন্তু যিনি মধ্যম প্রাণ, মৃত্যু তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এই জন্য ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকেই জানিবার জন্য সঙ্কল্প করিল। তাহারা বলিলেন—'ইনিই আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যিনি কর্ম্ম করুন বা না করুন, কিছুতেই শ্রান্ত হন না। আমরা সকলে ইঁহারই রূপ ধারণ করি'। অনন্তর ইহারা প্রাণের রূপই ধারণ করিয়াছিল। এই জন্য ইহারা 'প্রাণ' এই নামেই পরিচিত। যিনি এই তত্ত্ব জানেন তিনি যে কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই কুল তাঁহার নামেই পরিচিত হয়। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত যে ব্যক্তি স্পর্দ্ধা করে, সে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় এবং পরিশুষ্ক হইয়াই অবশেষে মরিয়া যায়। ইহাই অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা।

২২। অনন্তর দেবতা-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা :—অগ্নি এই ব্রত ধারণ করিল যে 'আমি প্রজ্জ্বলিত হইব'। আদিত্য এই ব্রত ধারণ করিল

২৩। অথৈষ শ্লোকো ভবতি যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতীতি প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্ম্মং স এবাদ্য স উ শ্ব ইতি যদ্বা এতেঽমুর্হ্যধ্রিয়ন্ত তদেবাপ্যদ্য কুর্বন্তি। তস্মাদেকমেব ব্রতং চরেৎপ্রাণ্যাচ্চৈবাপান্যাচ্চ নেন্মা পাপ্মা মৃত্যুরাপ্নুবদিতি যদ্যুচরেৎসমাপিপয়িষেত্তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি।

ম্লোচন্তি (অস্তমিত হয়, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; ম্লুচ্) হি অন্যাঃ দেবতাঃ (অন্য সমুদায় দেবতা); ন বায়ুঃ। সা এষা অনস্তমিতা (অন্+অস্তমিতা, অস্তবিহীনা), যৎ (ক্লীং বৈদিক = যঃ, যে) বায়ুঃ।

২৩। অথ এষঃ শ্লোকঃ ভবতিঃ—'যতঃ (যাহা হইতে) চ উদেতি (উদিত হয়; উৎ+ই), সূর্য্যঃ, অস্তম্ যত্র (যাহাতে) চ গচ্ছতি (গমন করে)' ইতি। প্রাণাৎ (প্রাণ হইতে) বৈ এষঃ (এই সূর্য্য) উদেতি প্রাণে অস্তম্ এতি (গমন করে; ই)। 'তম্ (তাহাকে) দেবাঃ চক্রিরে (করিয়াছিল; কৃ, লিট ৩।৩) ধর্ম্মম্ (ধর্ম্মরূপে)। সঃ এব অদ্য, সঃ উ শ্বঃ (কল্য)' ইতি। যৎ (যাহা) বৈ এতে (এই দেবগণ) অমুর্হি (প্রাচীনকালে, অদস্+র্হিল, পাঃ ৫।৩।২১) অধ্রিয়ন্ত (ব্রতধারণ করিয়াছিল; ধৃ, লঙ্) তৎ (তাহা, ২।১) এব অপি অদ্য কুর্ব্বন্তি। তস্মাৎ (সেইজন্য) একম্ এব ব্রতম্ (একটী ব্রতকেই) চরেৎ (আচরণ

যে, 'আমি উত্তাপ দিব'। চন্দ্র এই ব্রত ধারণ করিলে যে, 'আমি প্রভাযুক্ত হইব'। এরূপ অন্যান্য দেবতাও তাহাদিগের প্রবৃত্তি অনুসারে (এক এক ব্রত ধারণ করিল)। এই ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে যেমন মধ্যম প্রাণ, তেমনি দেবগণের মধ্যে বায়ু। অন্যান্য দেবগণ মলিন হয়, কিন্তু বায়ু কখনও ম্লান হন না। যিনি বায়ু তিনি অস্তবিহীন দেবতা।

২৩। এবিষয়ে এই শ্লোক আছে:—যাঁহা হইতে সূর্য্য উদিত হয় এবং যাঁহাতে সূর্য্য অস্তমিত হয়, (তিনি কে)? প্রাণ হইতেই সূর্য্য উদিত

করিবে)—প্রাণ্যাৎ (প্রাণন কার্য্য করিবে; প্র+অন্‌+যাৎ, অন্‌ বিধি) চ এব, অপান্যাৎ (অপানন কার্য্য করিবে, অপ+অন্‌, যাৎ); নেৎ নে+ইৎ, যেন না) মা (আমাকে) পাপ্মা মৃত্যুঃ (পাপরূপ মৃত্যু) আপ্নুবৎ (বৈদিক প্রয়োগ=আপ্নুয়াৎ=প্রাপ্ত হয়) ইতি। যদি উ চরেৎ (ব্রত আচরণ করে),—সম্‌+আপিপয়িষেৎ (সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করিবে; আপ্‌, নিচ্‌, সন্‌, বিধি)। তেন (সেই ব্রতপালন দ্বারা) উ এতস্যৈ দেবতায়ৈ (ষষ্ঠীস্থলে চতুর্থী বৈদিক=এতস্যাঃ দেবতায়াঃ=এই দেবতার) সাযুজ্যম্‌ (একত্ব) সলোকতাম্‌ (একলোকে বাস) জয়তি (জয়করে)।

হয় এবং প্রাণেই সূর্য্য অস্ত গমন করে। দেবগণ তাঁহাকেই ধর্ম্মরূপে ধারণ করিয়াছে। অদ্যও তিনি, কল্যও তিনি। প্রাচীন কালে দেবগণ যে ব্রত ধারণ করিয়াছিল অদ্যও সেই (ব্রত) অনুসারে কর্ম্ম করিতেছে। সুতরাং এই ব্রত আচরণ করিবে :—'আমি যেন পাপরূপ মৃত্যু দ্বারা অভিভূত না হই' এই ভাবিয়া প্রাণন কার্য্য করিবে এবং অপানন কার্য্য করিবে। সে যদি কোন ব্রত ধারণ করে, তাহাহইলে সে যেন ইহা সমাপ্ত করে। এই ব্রত পালন করিলে এই দেবতার সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ হইবে।

মন্তব্য

১। মিশ্রম্‌—মিশ্র সম্পত্তি। সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। একজন তাহা ভোগ করিলে, অপরে তাহাতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং এইরূপ ভোগ পরপীড়া কর। এই জন্য ইহা পাপ জনক (শঙ্কর)।

২। 'দ্বে' ইত্যাদি—দুই প্রকার অন্ন কি ?—ঋষি বলিতেছেন, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন হুত এবং 'প্রহুত' এই দুইটী; কেহ বলেন—দর্শ যাগ ও পূর্ণমাস যাগ।

৩। 'ন ইষ্টি যাজুকঃ'—দুইটী অন্ন দেবতাদিগের জন্য; মানুষ ইহা কামনা করিবে না। এইজন্যই বলা হইয়াছে, 'ইষ্টি যাজুক' হইবে না।

'পয়সি' হি ইদম্ সর্ব্বম্ প্রতিষ্ঠিতম্—দুগ্ধদ্বারা যজ্ঞ করা হয় এবং এই জগৎ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং জগৎ দুগ্ধেই প্রতিষ্ঠিত (শঙ্কর)।

(১) ধৃতি = memory, স্মৃতি, (মোক্ষমূলার); Steadiness (Roer); শঙ্কর বলেন,—'শরীর অবসন্ন হইলেও কার্য্য করিবার জন্য মনের যে বল থাকে, তাহাই ধৃতি বা ধারণা। অধৃতির অর্থ ইহার বিপরীত। (২) 'এষা হি ন'—ইহার অর্থ বিষয়ে মতভেদ আছে। শঙ্করের অর্থঃ—এই বাক্ (অন্যদ্বারা প্রকাশিত) হয় না। মোক্ষমূলার বলেন—'স্বতন্ত্রভাবে ইহা কিছু নয়'—It is nothing by itself. এ সমুদায় অর্থ স্পষ্টকল্পিত। আমরা সহজ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

ঋষি প্রথমে বলিলেন, 'সর্ব্বপ্রকার শব্দই বাক'। ইহা হইতে সিদ্ধ হ করিতে হয়। যে 'যেশব্দ অর্থ প্রকাশ করে, তাহাও বাক্; আর যাহা অর্থ প্রকাশ করে না, তাহাও বাক্'। প্রকৃত পক্ষে ঋষি ইহা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন।—'সর্ব্বপ্রকার শব্দই বাক্', ইহা বলিয়াই ঋষি বলিলেন, ইহা অর্থ প্রকাশিকা, ইহার পরই বলিলেন, 'ইহা নহেও (এষা হি না)। সুতরাং 'ইহা নহেও' অর্থ—'ইহা অর্থপ্রকাশিকা নহেও'।

৩। প্রাণ = মুখ ও নাসিকাস্থ বায়ু। অপান = অধোগামী বায়ু, ব্যান = প্রাণ ও অপানের সন্ধি; বীর্য্যসাধ্য কর্ম্ম করিবার সময় নিশ্বাস প্রশ্বাসাদির যে অবস্থা হয়, তাহাই ব্যান। উদান = উর্দ্ধগামী বায়ু; পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থানে ইহার অবস্থিতি। সমান = যে বায়ু ভুক্ত ও পানীয় বস্তুর সমীকরণ করে (শঙ্কর)। এই পাঁচটীই 'অন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; সুতরাং এ সমুদায়ের মধ্যে একটী সাধারণ ভাব রহিয়াছে। এইজন্য ঋষি বলিয়াছেন,—'এ সমুদায়ই অন'।

১। 'তৌ মিথুনম্'—তৌ = দুই জন। ইহাদিগের মধ্যে একজন পিতা, অপর জন মাতা। শঙ্করের মতে মনোরূপী আদিত্যই পিতা এবং বাগ্‌রূপী অগ্নিই মাতা। ১১শ মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'বাক্, পৃথিবী ও অগ্নি একই বস্তু এবং এই মন্ত্রে মন, দ্যৌ ও আদিত্য এই তিনের একত্ব স্বীকার করা হইল।

২। সপত্নঃ—যে সমানভাবে পতিত্ব অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে চাহে, সেই "সপত্ন"। শুক্লযজুর্ব্বেদের ভাষ্যে (১৫।১) উবট 'সপত্নান্' শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "সমান পতিত্বাৎ সমান পতিত্বদর্শিনঃ শত্রূন্" Monier Williams-এর অভিধানের মতে এই শব্দ 'সপত্নী' হইতে উৎপন্ন।

মোক্ষমুলার (ক), খ, ও গ অংশের এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন—Whatever has been learnt (by the father) that, taken as one, is Brahman. অর্থাৎ যাহা কিছু পিতৃ-কর্তৃক অধীত হইয়াছে তাহাই সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিলে ব্রহ্ম হয়। (খ) Whatever sacrifices there are, they, taken as one, are the sacrifice অর্থাৎ যত কিছু যজ্ঞ আছে সে সমুদায়কে সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিলে যজ্ঞ হয়। (গ) Whatever worlds there are, they takan as one, are the world,—যত লোক আছে, সে সমুদায়কে সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিলে লোক হয় (আমাদের অনুবাদ শঙ্করের আনুযায়ী)।

শঙ্কর বলেন,—'সন্তান পিতার ছিদ্র পূর্ণ করিয়া (পূরয়িত্বা, পৃবধাতু) তাহাকে ত্রাণ করে (ত্রায়তে, ত্রৈ ধাতু), এইজন্য সন্তানের নাম পুত্র। এস্থলে 'পূর' এবং 'ত্রৈ' ধাতু হইতে 'পুত্র' শব্দকে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। মনু বলেন 'পুং' নামক নরক হইতে ত্রাণ করে (ত্রৈ ধাতু) বলিয়া সুতের নাম পুত্র (৯।১৩৮)।

প্রথম অধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

নাম, রূপ ও কর্ম্ম—ইহাদের কারণ ও আত্মরূপিত্ব

১। অয়ং বা ইদম্ নামরূপং কর্ম্ম তেষাং নাম্নাং বাগিত্যে-তদেষামুক্থমতো হি সর্বাণি নামান্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাং সামৈ-তদ্ধি সর্বৈর্নামভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি নামানি বিভর্ত্তি।

১। ত্রয়ম্ বৈ ইদম্ (ইহা) নাম, রূপম, কর্ম্ম। তেষাম্ নাম্নাম্ সেই নামসমূহের) 'বাক্' ইতি এতৎ (যাহার নাম বাক্ তাহা) এষাম্ (এই সমুদায়ের; তেষাম্ এষাম্ নাম্নাম্—সেই এই নামসমূহের) উকৃথম্

১।• ইহা ত্রিবিধই—নাম, রূপ ও কর্ম্ম। এই যে বাক্, ইহা সেই নামসমূহের উক্থ, (কারণ) ইহা হইতেই নামসমূহ উত্থিত হয়। এই

২। অথ রূপাণাং চক্ষুরিত্যেতদেষামুক্‌থমতো হি সর্বাণি রূপাণ্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্বৈং রূপৈঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি রূপাণি বিভর্তি।

(দুই অর্থ—(১) উক্‌থ নামক মন্ত্র; (২) উৎপত্তি স্থল)। অথ হি সর্ব্বাণি নামানি (সমুদায় নাম) উৎ+তিষ্ঠন্তি (উত্থিত হয়)। এতৎ (এই বাক্; শব্দ) এষাম্ (নামসমূহের) সাম (দুই অর্থ—(১) সাম মন্ত্র (২) সমান, অভিন্ন) এতৎ (এই শব্দ) হি সর্ব্বৈঃ নামভিঃ (সমুদায় নামের সহিত) সমম্ (একই)। এতৎ (এই শব্দ) এষাম্ (নামসমূহের ব্রহ্ম (দুই অর্থ—(১) মন্ত্র; (২) ধারক)। এতৎ (ইহা) হি সর্ব্বাণি নামানি (সমুদায় নামকে) বিভর্ত্তি (ধারণ করে; ভৃ ধাতু)।

২। অথ রূপাণাম্ (রূপসমূহের) :—'চক্ষুঃ' ইতি এতৎ (যাহার নাম চক্ষু, তাহা) এষাম্ (রূপসমূহের উক্‌থম; অতঃ (এই চক্ষু হইতে) হি সর্ব্বাণি রূপাণি সমুদায় রূপ) উত্তিষ্ঠন্তি। এতৎ (ইহা; চক্ষু) এষাম্ (রূপসমূহের) সাম। এতৎ (এই চক্ষু) হি সর্ব্বৈঃ রূপৈঃ (সমুদায় রূপের সহিত) সমম্ (সমান)। এতৎ (এই চক্ষু) এষাম্ (রূপসমূহের) ব্রহ্ম চ। এতৎ (এই চক্ষু) হি সর্ব্বাণি রূপাণি (সমুদায় রূপকে) বিভর্ত্তি (১।৬।১ টীকা, ও মন্তব্য দ্রঃ)।

(বাক্) নাম সমূহের সাম, (কারণ) ইহাই নামসমূহের সহিত সমভাব প্রাপ্ত। ইহা নামসমূহের ব্রহ্ম (অর্থাৎ মন্ত্র ও ধারক); (কারণ) ইহাই নাম সমূহকে ধারণ করে।

২। অনন্তর রূপসমূহের (বিষয়)—এই যে চক্ষু, ইহা রূপসমূহের উক্‌থ; (কারণ) ইহা হইতেই রূপসমূহ উত্থিত হয়। এই (চক্ষু) রূপসমূহের সাম, (কারণ) ইহাই রূপসমূহের সহিত সমভাব প্রাপ্ত। ইহা সমুদায় রূপের ব্রহ্ম (অর্থাৎ মন্ত্র ও ধারক); (কারণ) ইহাই সমুদায় রূপকে ধারণ করিয়া থাকে।

৩। অথ কর্ম্মণামাত্মেত্যেতদেষামুক্‌থমতো হি সর্বাণি কর্ম্মাণ্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্বৈঃ কর্ম্মভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি কর্ম্মাণি বিভর্তি তদেতত্ত্রয়ং সদেকময়মাত্মাত্মো একঃ সন্নেতত্ত্রয়ং তদেতদমৃতং সত্যেন চ্ছন্নং প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ।

৩। অথ কর্ম্মাণাম্ (কর্ম্মসমূহের) :—'আত্মা' ইতি এতৎ (যাহার নাম আত্মা, তাহা আত্মা = দেহ) এষাম্ (এই কর্ম্মসমূহের) উক্‌থম্ ; অতঃ হি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (সমুদায় কর্ম্ম) উত্তিষ্ঠন্তি। এতৎ (এই দেহ) এষাম্ সাম। এতৎ হি সর্ব্বৈঃকর্ম্মভি সমুদায় কর্ম্মের সহিত) সমম্। এতৎ এষাম্ ব্রহ্ম। এতৎ হি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিভর্ত্তি (১।৬।১ টীকা ও মন্তব্য দ্রঃ)। তৎ এতৎ (সেই এই, নাম, রূপ ও কর্ম্ম) ত্রয়ম্ (তিন) সৎ (হইযা) একম্ অয়ম্ আত্মা (এই এক আত্মাই ; আত্মা = দেহ—শঙ্কর)। আত্মা উ একঃ সন্ এতৎ ত্রয়ম্। তৎ এতৎ অমৃতম্ সত্যেন (= সত্যদ্বারা ছন্নম্ (আচ্ছাদিত : ছদ্ + ক্ত)। প্রাণঃ বৈ অমৃতম্। নামরূপে (১।২) সত্যম্। তাভ্যাম্ (নাম ও রূপদ্বারা) অয়ম্ প্রাণঃ ছন্নঃ।

৩। অনন্তর কর্ম্মসমূহের (বিষয়)—এই যে শরীর, ইহা কর্ম্মসমূহের উক্‌থ : (কারণ) এই শরীর হইতেই কর্ম্মসমূহ উত্থিত হয়। এই (শরীর) কর্ম্মসমূহের সাম ; (কারণ) ইহা কর্ম্মসমূহের সহিত সমভাবপ্রাপ্ত। ইহা কর্ম্মসমূহের ব্রহ্ম (মন্ত্র ও ধারক) ; কারণ ইহাই কর্ম্মসমূহকে ধারণ করিয়া থাকে। ইহা তিন হইয়াও এক—(অর্থাৎ) এক আত্মা (রূপে বর্ত্তমান) ; আত্মা এক হইয়াও তিন। ইহাই অমৃত ; এবং সত্যদ্বারা আচ্ছাদিত। প্রাণই অমৃত ; নামরূপই সত্য ; এই নামরূপদ্বারা প্রাণ আচ্ছাদিত।

মন্তব্য

১। 'উক্‌থ' এবং উত্তিষ্ঠন্তি—'উত্তিষ্ঠন্তি' শব্দ উৎ + স্থা হইতে উৎপন্ন। উচ্চারণে সাদৃশ্য দেখিয়া উক্‌থ ও উত্তিষ্ঠন্তি এই দুইটীর সংযোগ করা হইয়াছে। ২। 'সাম' ও 'সমম্'—এতদুভয়েরও উচ্চারণ সাদৃশ্য আছে। ৩। 'ব্রহ্ম' এবং বিভর্ত্তি—এতদুভয়েরও আংশিক সাদৃশ্য আছে।

'সত্যেন' = সত্যেন, সত্যদ্বারা। আনন্দগিরি বলেন, এই শব্দ 'সৎ' এবং 'তৎ' হইতে উৎপন্ন ; ইহার অর্থ পঞ্চভূত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণ

বালাকি-অজাতশত্রু-সংবাদ—আংশিক ও সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞান

১। দৃপ্তবালাকির্হানূচানো গার্গ্য আস স হোবাচাজাতশত্রুং কাশ্যং ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি স হোবাচাজাতশত্রুঃ সহস্রমেতস্যাং বাচি দদ্মো জনকো জনক ইতি বৈ জনা ধাবন্তীতি।

১। দৃপ্ত বালাকিঃ (গর্ব্বিত বালাকি ; বালাকি = বলাকা নাম্নী নারীর পুত্র হ অনূচান্ (অনু + বচ্ + শানচ্, ৩।২।১০৯ ; বিদ্বান্, বাগ্মী) গার্গ্যঃ (গর্গবংশীয়) আস (অস্, লিট, প্রাচীন প্রয়োগ = ছিল)। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুম্ কাশ্যম্ (কাশীরাজ অজাতশত্রুকে) 'ব্রহ্ম তে (৪।১ ; তোমাকে) ব্রবাণি' (লোট ১।১ ; বলিব ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ "সহস্রম্ (২।১; সহস্র গাভীকে) এতস্যাম্ বাচি (এই বাক্যে) দদ্মঃ (দান করিতেছি)। 'জনকঃ' ইতি বৈ জনাঃ (লোকসমূহ ধাবন্তি (ধাবিত হয়)" ইতি।

১। গার্গ্য বালাকি নামক এক জন গর্ব্বিত স্বভাব বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রুকে বলিলেন—"আমি আপনাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব।" অজাতশত্রু বলিলেন—"তুমি যে এই কথা বলিলে, ইহার জন্যই তোমাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি।

কৌষীতকি উপনিষৎ—৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২। স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসাবাদিত্যে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা অতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্ধা রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তেঽতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্ধা রাজা ভবতি।

২। সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—"যঃ এব অসৌ (ঐ) আদিত্যে পুরুষঃ, এতম্ এব (ইহাকেই) অহম্ (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপে) উপাসে (উপাসনা করি, উপ+আস্, লট্ ১।১)" ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রু, "মা মা (না, না, কিংবা একটি 'মা'= আমাকে; অপর 'মা'=না) এতস্মিন্ (এই আদিত্য বিষয়ে) সংবদিষ্ঠাঃ (উপদেশ দিও, সম্+বদ্, আত্ম, লুঙ্, ২।১)। 'অতিষ্ঠাঃ (অতি+স্থা+ক্বিপ্ পাঃ ৩।২।৭৬, ৭৭, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ (সমুদায় ভূতের) মূর্দ্ধা (শির) রাজা (দীপ্তিমান্ বা রাজা; রঞ্জ+কণ্) ইতি বৈ অহম্ এতম্ (ইহাকে) উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ (এই প্রকারে) উপাস্তে (উপ+আস্, লট ৩।১, উপাসনা করে), অতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মূর্দ্ধা রাজা ভবতি।"

লোকে কেবল 'জনক' 'জনক' বলিয়াই (তাঁহার সভার দিকে) ধাবিত হয়"।

২। গার্গ্য বলিলেন—'আদিত্যে ঐ যে পুরুষ ইঁহাকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এই (পুরুষ) বিষয়ে উপদেশ দিও না। 'ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বভূতের মূর্দ্ধা, এবং দীপ্তিমান্ (বা রাজা)' এইরূপে আমি ইহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এই প্রকারে উপাসনা করেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বভূতের মূর্দ্ধা ও দীপ্তিমান (বা রাজা)।

৩। স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ চন্দ্রে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা বৃহন্পাণ্ডরবাসাঃ সোমো রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তেঽহরহর্হ সুতঃ প্রসুতো ভবতি নাস্যান্নং ক্ষীয়তে।

৪। স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ বিদ্যুতি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্সংবদিষ্ঠাস্তেজস্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে তেজস্বীহ ভবতি তেজস্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি।

৩। সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ 'যঃ এব অসৌ চন্দ্রে পুরুষঃ, এতম্ এব ব্রহ্ম উপাসে' ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—"মা মা এতস্মিন সংবদিষ্ঠাঃ। 'বৃহন্ (বৃহ্+শতৃ, বৃহৎ, ১।১; মহান্) পাণ্ডববাসাঃ (যাহার পরিধানে পাণ্ডরবাস; পাণ্ডর=শুভ্র, বাস=বস্ত্র) সোম-রাজা' ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, অহঃ+অহঃ (প্রতিদিন) হ সুতঃ প্রসুতঃ ভবতি (হয়), ন অস্য (ইহার) অন্নম্ ক্ষীয়তে (ক্ষয় প্রাপ্ত হয়)।" (২।১।২ দ্রষ্টব্য)।

৪। সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—'যঃ এব অসৌ বিদ্যুতি (৭।১, বিদ্যুতে) পুরুষঃ, এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে' ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—"মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। তেজস্বী ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, তেজস্বী হ ভবতি, তেজস্বিনী হ অস্য প্রজা ভবতি। (২।২।২ দ্রষ্টব্য)।

৩। গার্গ্য বলিলেন—'চন্দ্রে ঐ যে পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এই (পুরুষ) বিষয়ে উপদেশ দিও না। 'ইনি মহান্, শ্বেতবাস, সোমরাজা' এই ভাবেই আমি ইহার উপাসনা করি। যিনি ইহাকে এই ভাবে উপাসনা করেন তাঁহার গৃহে অহরহ সুত, ও প্রসুত সম্পন্ন হয় এবং তাঁহার কখন অন্নের ক্ষয় হয় না।"

৪। গার্গ্য বলিলেন—'বিদ্যুতে ঐ যে পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম

৫। স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাকাশে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশক্রর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ পূর্ণমপ্রবর্ত্তীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে পূর্য্যতে প্রজয়া পশুভির্নাস্যাস্মাল্লোকাৎপ্রজোদ্বর্ততে।

৬। স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং বায়ৌ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশক্রর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে জিষ্ণুর্হাপরাজিষ্ণুর্ভবত্যন্যতস্ত্যজায়ী।

৫। সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—'যঃ এব অয়ম্ আকাশে পুরুষঃ, এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে' ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—"মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। পূর্ণম্ অপ্রবর্ত্তি (অ+প্র+বৃৎ, ণিন্=অপ্রবর্ত্তক, নিষ্ক্রিয়, অচঞ্চল) ইতি অহম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, পূর্য্যতে (পৃ কিংবা পূর্ ধাতু ; পূর্ণ হয়) প্রজয়া (সন্তান দ্বারা) পশুভিঃ (পশুসমূহ দ্বারা)। ন অস্য (ইহার) অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে) প্রজা উদ্+বর্ত্ততে (উৎ+বৃৎ ; বিচ্ছিন্ন হয়)। (২।২।২ দ্রষ্টব্য)।

৬। সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—'যঃ এব অয়ম্ (এই) বায়ৌ (বায়ুতে)

বলিয়া উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এই (পুরুষ) বিষয়ে উপদেশ দিও না। 'ইনি তেজস্বী'—এই ভাবেই আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এই ভাবে উপাসনা করেন তিনি তেজস্বী হন এবং তাঁহার সন্ততিও তেজস্বী হয়।

৫। গার্গ্য বলিলেন 'আকাশে ঐ যে পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন, "না, এই (পুরুষ) বিষয়ে উপদেশ দিও না। 'ইনি পূর্ণ ও অচঞ্চল'—এই ভাবে আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এই ভাবে উপাসনা করেন, তিনি সন্ততি ও পশু সমূহে পূর্ণ হন এবং এ জগতে তাঁহার সন্ততির কখন উচ্ছেদ হয় না।

৬। গার্গ্য বলিলেন—'বায়ুতে এই যে পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্মরূপে

৭। স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মগ্নৌ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মো-পাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্‌সংবদিষ্ঠা বিষাসহি-রিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে বিষাসহির্হ ভবতি বিষাসহির্হাস্য প্রজা ভবতি।

পুরুষঃ, এতম এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে' ইতি। সঃ হ উবাচ অজাত-শত্রুঃ—"মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। ইন্দ্রঃ বৈকুণ্ঠঃ (অপ্রতিহত প্রভাব ; বি+কুণ্ঠ+অণঃ ; কুণ্ঠ=প্রতিবন্ধক) অপরাজিত সেনা ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, জিষ্ণু (জয়শীল) হ অপরাজিষ্ণুঃ (অজেয়) ভবতি (হয়) অন্যতস্ত্য জায়ী। (অন্যতস্ত্য+জায়িন্, ১।১=শত্রুজয়ী ; অন্য+তস্=অন্যতঃ ; অন্যতস্+ত্য=অন্যতস্ত্য=দ্বিতীয় ব্যক্তি, শত্রু ; জায়ী=জি+ণিন্, ১।১=যে জয় করে)। (২।১।২ দ্রঃ)

৭। সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ 'যঃ এব অয়ম্ অগ্নৌ (অগ্নিতে) পুরুষঃ, এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে' ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—"মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। বিষা সহিঃ (বি+সাসহিঃ, বি+সহ্ যঙ, লুক্, ই ; সহনশীল বিজয়ী বা বিক্রমশীল) ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে বিষা সহিঃ হ ভবতি, বিষাসহিঃ হ অস্য প্রজা ভবতি"।

উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এই (পুরুষ) বিষয়ে উপদেশ দিও না। 'ইনি ইন্দ্র, বৈকুণ্ঠ, অপরাজিত সেনা' এই ভাবেই আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি জয়শীল অজেয় এবং শত্রুঞ্জয় হন।"

৭। গার্গ্য বলিলেন, 'অগ্নিতে এই যে পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি'। অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এই (পুরুষ) বিষয়ে উপদেশ দিও না।" ইনি 'বিষাসহি' (অর্থাৎ সহনশীল বিজয়ী বা পরাক্রান্ত) এই ভাবেই আমি ইঁহাকে উপাসনা করি। যিনি এই ভাবে ইহার উপাসনা করেন, তিনি বিষাসহি হন এবং তাঁহার সন্তানও বিষাসহি হয়।

৮। স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মপস্মু পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্‌সংবদিষ্ঠাঃ প্রতিরূপ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে প্রতিরূপং হৈবৈনমুপগচ্ছতি নাপ্রতিরূপমথো প্রতিরূপোঽস্মাজ্জায়তে।

৯। স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাদর্শে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্‌সংবদিষ্ঠা রোচিষ্ণুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে রোচিষ্ণুর্হ ভবতি রোচিষ্ণুর্হাস্য প্রজা ভবত্যথো যৈঃ সন্নিগচ্ছতি সর্ব্বাংস্তানতিরোচতে।

৮। সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—'যঃ এব অয়ম্ অপ্‌সু (জল সমূহে) পুরুষঃ, এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে' ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—"মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। 'প্রতিরূপঃ' (সদৃশ, অনুরূপ) ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এনম্ উপাস্তে, প্রতিরূপম্ হ এব এনম্ (ইহাকে) উপগচ্ছিত (গমন করে, প্রাপ্ত হয়), ন অপ্রতিরূপম্ (অসদৃশ); অথো (আর) প্রতিরূপঃ (আত্ম-সদৃশ সন্তান) অস্মাৎ (ইহা হইতে জায়তে (উৎপন্ন হয়)।

৯। সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—'যঃ এব অয়ম্ আদর্শে (দর্পণে) পুরুষঃ এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে' ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—"মা

৮। গার্গ্য বলিলেন—'জলে এই যে পুরুষ, আমি ইঁহাকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এই (পুরুষ) বিষয়ে উপদেশ দিও না। 'ইনি প্রতিরূপ' এই ভাবেই আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এই ভাবে উপাসনা করেন, তাঁহার নিকট অনুকূল বিষয়ই গমন করে, প্রতিকূল বিষয় গমন করে না। আর ইহা হইতে প্রতিরূপ সন্তান উৎপন্ন হয়।

৯। গার্গ্য বলিলেন—'দর্পণে এই যে পুরুষ, আমি ইঁহাকেই ব্রহ্ম

১০। স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং যন্তং পশ্চাচ্ছব্দো-ঽনূদেত্যেতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্‌সংবদিষ্ঠা অসুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে সর্ব্বং হৈবাস্মিঁল্লোক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালাৎ প্রাণো জহাতি।

মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। 'রোচিষ্ণুঃ' (রুচ্ + ষ্ণু = দীপ্তি স্বভাব) ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, রোচিষ্ণুঃ হ ভবতি, রোচিষ্ণুঃ হ অস্য প্রজা ভবতি, অথো যৈঃ (যাহাদিগের সহিত) সম্ + নি + গচ্ছতি (সম্মিলিত হয়), সর্ব্বান্ তান্ (সে সকলকেই) অতিরোচতে (দীপ্তিতে অতিক্রম করে)।

১০। সঃ হ উবাচ—'যঃ এব অয়ম্ যন্তম্ (গমনশীল ব্যক্তিকে, ই্ শতৃ, ২।১) পশ্চাৎ (পশ্চাৎভাগে) শব্দঃ অনু (যন্তম্ + , গমনশীল ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া) উদেতি (উত্থিত হয, উৎ + ই), এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে' ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রু :—"মা মা এতস্মিন সংবদিষ্ঠাঃ"। 'অসুঃ' (প্রাণ) ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, সর্ব্বম্ (+ আয়ুঃ = পূর্ণায়ু, ২।১) হ এব অস্মিন লোকে (এই লোকে) আয়ুঃ (২।১) এতি (প্রাপ্ত হয়)। ন এনম (ইহাকে) পুরা কালাৎ (কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে) প্রাণঃ জহাতি (ত্যাগ করে)।

বলিয়া উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এই (পুরুষ) বিষয়ে উপদেশ দিও না। 'ইনি রোচিষ্ণু' (অর্থাৎ দীপ্তিশীল) এই ভাবেই আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এই ভাবে উপাসনা করেন, তিনি রোচিষ্ণু হন, তাঁহার সন্তানও রোচিষ্ণু হয় এবং তিনি যাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হন, তিনি তাঁহাদিগের সকলের অপেক্ষাই অধিকতর দীপ্তিশালী হন।"

১০। গার্গ্য বলিলেন, 'গমনশীল ব্যক্তির পশ্চাতে এই যে শব্দ হয়, আমি ইহাকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন, "না,

১১। স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং দিক্ষু পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্সংবদিষ্ঠা দ্বিতীয়োঽনপগ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে দ্বিতীয়বান্ হ ভবতি নাস্মাদ্গণশ্ছিদ্যতে।

১২। স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্সংবদিষ্ঠা মৃত্যুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে সর্ব্বং হৈবাস্মিঁল্লোক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালান্মৃত্যুরাগচ্ছতি।

১১। সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—'যঃ এব অয়ম্ দিক্ষু (দিক্ সমূহে) পুরুষঃ, এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে' ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ —"মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। 'দ্বিতীয়ঃ অনপগঃ' (ন, অপ+গম+ড, যে দূরে চলিয়া যায় না, নিত্য সঙ্গী) ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, দ্বিতীয়বান্ হ ভবতি ন অস্মাৎ (ইহা হইতে) গণঃ (স্ব-জন) ছিদ্যতে (ছিন্ন হয়)।

১২। সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ—'যঃ এব অয়ম্ ছায়াময়ঃ পুরুষঃ, এতম্

এই (পুরুষ) বিষয়ে উপদেশ দিও না। 'ইনি অসু' (অর্থাৎ প্রাণ) এই ভাবেই আমি ইহার উপাসনা করি। যিনি ইহাকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন এবং কালপূর্ণ হইবার পূর্ব্ব প্রাণ তাঁহাকে ত্যাগ করে না।

১১। গার্গ্য বলিলেন, 'দিক্ সমূহে এই যে পুরুষ আমি ইহাকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন—"না, এই পুরুষ বিষয়ে উপদেশ দিও না। ইনি 'অনপগ' (অর্থাৎ নিত্য সহচর) এই ভাবেই আমি ইহাকে উপাসনা করি। যিনি এই ভাবে ইহার উপাসনা করেন, তিনি দ্বিতীয়রূপ অর্থাৎ সহায়যুক্ত হন এবং তাঁহা হইতে স্বজন ছিন্ন হয় না।"

১২। গার্গ্য বলিলেন—'এই যে ছায়াময় পুরুষ, ইহাকেই আমি

১৩।'স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাত্মনি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্‌সংবদিষ্ঠা আত্মন্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্ত আত্ম-ন্বী হ ভবত্যাত্মন্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি স হ তূষ্ণীমাস গার্গ্যঃ।

এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে' ইতি। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—'মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। 'মৃত্যু' ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, সর্বম্ হ এব অস্মিন্ লোকে আয়ুঃ এতি, ন এনম্ পুরা কালাৎ মৃত্যুঃ আগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়)। (২।১।২, ১০ দ্রঃ)

১৩। সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ 'যঃ এব অয়ম্ আত্মনি (দেহে) পুরুষঃ এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে' ইতি। সঃ হ অজাতশত্রুঃ উবাচ—"মা মা এতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ। 'আত্মন্বী' (আত্মন্+বিন্=আত্মন্বিন্=আত্মবান্, দেহবান্) ইতি বৈ অহম্ এতম্ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম এবম্ উপাস্তে, আত্মন্বী হ ভবতি, আত্মন্বিনী (আত্মন্বিন্ স্ত্রীং হ অস্য প্রজা ভবতি। সঃ হ তূষ্ণীম্ (নীরব) আস (অস্, লিট, প্রাচীন প্রয়োগ ;=হইল)।

ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বলিলেন, "না, এই (পুরুষ) এই বিষয়ে উপদেশ দিও না। 'ইনি মৃত্যু' এই ভাবেই আমি ইহাকে উপাসনা করি। যিনি ইঁহাকে এই ভাবে উপাসনা করেন, তিনি ইহকালে পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন ; কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে মৃত্যু ইহার নিকটে আগমন করে না।"

১৩। গার্গ্য বলিল—'আত্মাতে (অর্থাৎ দেহে) এই যে পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "না, এই পুরুষ বিষয়ে উপদেশ দিও না। 'ইনি আত্মবান্'—এই ভাবে আমি ইঁহার উপাসনা করি। যিনি এই ভাবে ইঁহার উপাসনা করেন, তিনি আত্মবান্ হন এবং তাঁহার সন্তানও আত্মবান্ হয়।" (ইহার পর) গার্গ্য তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

১৪। স হোবাচাজাতশত্রুরেতাবন্নূ ইত্যেতাবদ্ধীতি নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি স হোবাচ গার্গ্য উপত্বায়ানীতি।

১৫। স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং চৈতদ্যদ্ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি তং পাণাবাদায়োত্তস্থৌ তৌ হ পুরুষং সুপ্তমাজগ্মতুস্তমেতৈর্নামভিরামন্ত্রয়াংচক্রে বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোমরাজন্নিতি স নোত্তস্থৌ তং পাণিনা পেষং বোধয়াংচকার স হোত্তস্থৌ।

১৪। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ 'এতাবৎ নু (এই পর্য্যন্ত কি)?' 'এতাবৎ হি' ইতি। 'ন এতাবতা (এই পরিমাণ জ্ঞান দ্বারা) বিদিতম (জ্ঞাত) ভবতি (হয়) ইতি। সঃ হ উবাচ গার্গ্যঃ 'উপ ত্বা য়ানি। = ত্বা উপায়ানি = আপনার নিকট শিষ্যরূপে উপস্থিত হইতেছি; ত্বা = তোমাকে, তোমার নিকট, উপযানি = উপ + যা, লোট ১।১, উপনীত হই)।

১৫। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রু—'প্রতিলোমম্ (বিপরীত রীতি) চ এতৎ (ইহা)—যৎ (যে) ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিযম্ (ক্ষত্রিয়ের নিকট) উপ+ইয়াৎ (উপ+ই বিধি, ৩।১ = উপনীত হইবে)—'ব্রহ্ম (২।১, ব্রহ্মকে) মে (আমাকে) বক্ষ্যতি (বলিবে) ইতি (এই মনে করিয়া)। বি এব ত্বা (তোমাকে) জ্ঞপয়িষ্যামি (বি+, জানাইব, উপদেশ দিব) ইতি। তম্ (তাহাকে) পাণৌ (২।২, হস্তদ্বয়কে) আদায (গ্রহণ করিয়া) উৎ + তস্থৌ (উৎ+স্থা, লিট, উত্থিত হইলেন)। তৌ

১৪। অজাতশত্রু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পর্য্যন্তই কি?" গার্গ্য বলিলেন, 'হাঁ এই পর্য্যন্ত'। অজাতশত্রু বলিলেন—"এই মাত্র জ্ঞানে (ব্রহ্মকে) জানা যায় না।" তখন গার্গ্য বলিলেন, "আমি শিষ্যভাবে আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি।"

১৫। অজাতশত্রু বলিলেন—" 'ইনি আমাকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবেন' এই মনে করিয়া এক জন ব্রাহ্মণ যে এক জন ক্ষত্রিয়ের নিকট উপনীত হইবে—ইহা প্রতিলোম অর্থাৎ বিপরীত রীতি। (যাহ

১৬। স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎস্বুপ্তোঽভূদ্য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষ কৈষ তদাভূৎকুত এতদাগাদিতি তদু হ ন মেনে গার্গ্যঃ।

(তাহারা দুইজন) পুরুষম্ সুপ্তম্ (একজন সুপ্ত পুরুষকে) আজগ্মতুঃ (গমন করিয়াছিল)। তম্ (তাহাকে) এতৈঃ নামভিঃ (এই সমুদায় নামদ্বারা) আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে (আহ্বান করিল)—"বৃহন্ (বৃহৎ, সম্বো হে মহান্) পাণ্ডরবাসঃ (হে শ্বেতবাস, ২।১।৩ দ্রঃ) সোম! রাজন্!" ইতি। সঃ ন তস্থৌ। তম্ পাণিনা (হস্তদ্বারা) আপেষম্ (আ+পিষ্, ণমুল্ = পেষণ করিয়া, ধাক্কা দিয়া) বোধযাঞ্চকার (জাগাইল)। সঃ হ উত্তস্থৌ।

১৬। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—"যত্র (যেখানে, যখন) এষঃ (এই) এতৎ (এই প্রকারে) সুপ্তঃ অভূৎ (ছিল), যঃ এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক (কোথায়) এষঃ তদা (তখন) অভূৎ? কুতঃ (কোথা হইতে) এতৎ এই পুরুষ; কিংবা এই সময়ে বা এইরূপে (আগাৎ আ+অগাৎ, ই ধাতু লুঙ্; আসিয়াছে)?" ইতি। তৎ উ হ ন মেনে (মন্, আত্মনে, লিট; জানিত) গার্গ্যঃ।

হউক) আমি ব্রহ্মোপদেশ দিব।" অনন্তর তিনি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন। তাঁহারা দুই জন কোন এক নিদ্রিত পুরুষের নিকট আগমন করিলেন এবং অজাতশত্রু তাহাকে এই নাম ধরিয়া আহ্বান করিলেন—"হে বৃহন্, পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্"। কিন্তু সে (জাগ্রত হইয়া) উঠিল না। তদনন্তর তিনি হস্তদ্বারা তাহাকে সঞ্চালিত করিয়া জাগরিত করিলেন, তখন সে উত্থিত হইল।

১৬। অজাতশত্রু জিজ্ঞাসা করিলেন—"যখন এই ব্যক্তি নিদ্রিত ছিল, তখন এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ, এই (পুরুষ) কোথায় ছিল?" কোথা হইতে এই পুরুষ (কিংবা এই সময়ে বা এইরূপে) আগমন করিল, গার্গ্য ইহা জানিতেন না।

১৭। স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎসুপ্তোঽভূদ্য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায় য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে তানি যদা গৃহ্ণাত্যথ হৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম তদ্‌গৃহীত এব প্রাণো ভবতি গৃহীতা বাগ্ গৃহীতং চক্ষুর্গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ।

১৮। স যত্রৈতৎস্বপ্নয়া চরতি তে হাস্য লোকাস্তদুতেব মহারাজো ভবত্যুতেব মহাব্রাহ্মণ উতেবোচ্চাবচং নিগচ্ছতি স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্তেতৈবমেবৈষ এতৎপ্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে।

১৭। সঃ হ উবাচ অজাতশত্রুঃ—'যত্র এষঃ এতৎ (এইরূপে) সুপ্তঃ অভূৎ, যঃ এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ, তৎ (তখন, কিংবা = সঃ, বৈদিকপ্রয়োগ এষাম্ প্রাণানাম্ (এই প্রাণসমূহের) বিজ্ঞানেন (বিজ্ঞানদ্বারা) বিজ্ঞানম্ (২।১) আদায় (গ্রহণ করিয়া) যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ, তস্মিন্ (তাহাতে) শেতে (শয়ন করে)। তানি (২।৩, সেই বিজ্ঞান সমুদায়কে) যদা (যখন) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে, সংযত করে), অথ হ এতৎ (বৈদিক প্রয়োগ, = এষঃ = এইপুরুষ, কিংবা এইরূপে বা এই সময়ে) স্বপিতি (নিদ্রিত হয়) নাম (বাক্যালঙ্কারে ব্যবহৃত)। তৎ (তখন) গৃহীত ; (উপসংহৃত) এব প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) ভবতি, গৃহীতা (স্থীং) বাক্, গৃহীতম্ চক্ষুঃ গৃহীতম্ শ্রোত্রম্, গৃহীতম্ মনঃ।

১৮। সঃ যত্র (যে সময়ে) এতৎ (বৈদিক প্রয়োগ = এষঃ ; এই ;

১৭। অজাতশত্রু বলিলেন, 'যখন এই ব্যক্তি এইরূপে নিদ্রিত ছিল, তখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ নিজের বিজ্ঞানদ্বারা প্রাণসমূহের বিজ্ঞানকে (অর্থাৎ সামর্থ্যকে) গ্রহণ করিয়া, হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ, সেই আকাশে শয়ন করে। যখন এই পুরুষ এই সমুদায় বিজ্ঞান গ্রহণ করে, তখন সে নিদ্রিত হয়। তখন (এই পুরুষকর্তৃক) ঘ্রাণেন্দ্রিয় গৃহীত হয়, বাক্ গৃহীত হয়, চক্ষু গৃহীত হয়, শ্রোত্র গৃহীত হয় এবং মন গৃহীত হয়।

১৮। যখন এই পুরুষ স্বপ্নে বিচরণ করে, (তখন) এই সমুদায়

১৯। অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ হিতানাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বাতিঘ্নীমানন্দস্য গত্বা শয়ীতৈবমেবৈষ এতচ্ছেতে।

কিংবা এইরূপে) স্বপ্ন্যয়া (অব্যয়, স্বপ্নাবস্থায়; 'স্বপ্নেন' বা 'স্বপ্ন্যা' স্থলে বৈদিক প্রয়োগ) চরতি (বিচরণ করে), তে (সেই সমুদায়, এই সমুদায় অর্থাৎ নিম্নে বর্ণিত অবস্থা) অস্য (ইহার) লোকাঃ (লোকসমূহ, ভোগ্যস্থান)। তৎ (তখন) উত ইব (যেন) মহারাজঃ ভবতি, উত ইব মহাব্রাহ্মণঃ, উত ইব উচ্চ+অবচম্ (উচ্চে ও নিম্নে) নিগচ্ছতি (গমন করে)। সঃ যথা (যেমন, =) মহারাজঃ জানপদান (জনপদবাসীদিগকে) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া, আয়ত্ত করিয়া) স্বে জনপদে (স্বীয় রাজ্যে) যথা কামম্ (নিজের ইচ্ছানুসারে) পরিবর্ত্তেত (বিচরণ করেন, পরি+বৃৎ, বিধি, ৩।১), এবম্ এব (এই প্রকারেই) এষঃ (এই স্বপ্নদ্রষ্টা) এতৎ প্রাণান্ (এই প্রাণ সমূহকে) গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথা কামম্ পরিবর্ত্ততে (বিচরণ করে, পরি+বৃৎ, লট ৩।১):

১৯। অথ যদা সুষুপ্তঃ ভবতি, যদা ন কস্যচন (কাহারও 'বিষয়ে') বেদ (জানে), হিতা নাম নাড্যঃ (নাড়ীসমূহ) দ্বাসপ্ততি সহস্রাণি (৭২০০০) হৃদয়াৎ (হৃৎপিণ্ড হইতে) পুরীততম্ (পুরি+তন্, ক্বি, পাণিনি ৬।৩।১১৬; ২।১, হৃদয়ের বেষ্টন, শঙ্করের মতে সমস্ত দেহ)

তাহার পরম লোক :—তখন সে, যেন মহারাজা হয়, যেন মহাব্রাহ্মণ হয়, যেন ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে গমন করে। যেমন মহারাজা জনপদবাসিগণকে নিজের আয়ত্ত করিয়া স্বীয় জনপদে যথেচ্ছ বিচরণ করেন, তেমনি এই (স্বপ্ন দ্রষ্টা = পুরুষ) ইন্দ্রিয়গণকে নিজের আয়ত্ত করিয়া স্বীয় শরীরে যথেচ্ছ বিচরণ করে।

১৯। যখন পুরুষ সুষুপ্ত হয় এবং কোন বিষয়েই জানিতে পারে না, তখন হিতানামক যে ৭২০০০ নাড়ী হৃৎপিণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া

২০। স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি তস্যোপনিষৎসত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্।

অভি+প্র+তিষ্ঠন্তে (অভিমুখে গমন করে), তাভিঃ (সেই নাড়ীসমূহ দ্বারা) প্রতি+অবসৃপ্য (বিস্তৃত হইয়া) পুরীততি (পুরীতৎ ৭।১; হৃদয়ের বেষ্টনে) শেতে (শয়ন করে)। সঃ+যথা (যেমন ১।৩।৭ এর ১ম মন্তব্য দ্রঃ) কুমারঃ বা, মহারাজঃ বা, মহাব্রাহ্মণঃ বা, অতিঘ্নীম্ (অতি+হন্+টক্, স্ত্রীং ২।১, শ্রেষ্ঠাবস্থা; এই অবস্থায় সমুদায় দুঃখের বিনাশ হয়, এইজন্য ইহার নাম অতিঘ্নী) গত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) শয়ীত (শী, বিধি, ৩।১; শয়ন করে), এবম্ এব এষঃ এতৎ (=এতৎ শয়নম্—শঙ্কর; এই প্রকার নিদ্রিতাবস্থায়) শেতে।

২০। সঃ যথা (যেমন ১।৩।৭ মন্ত্রের মন্তব্য দ্রঃ) উর্ণনাভিঃ (মাকড়শা; নাভিতে উর্ণা থাকে সেইজন্য এই নাম) তন্তুনা (সূত্র দ্বারা) উৎ+চরেৎ (ঊর্দ্ধে গমন করে), যথা অগ্নেঃ (অগ্নির) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (অগ্নিকণা) বি+উৎ+চরন্তি (নানা দিকে নির্গত হয়) এবম এব অস্মাৎ আত্মনঃ (এই আত্মা হইতে) সর্ব্বে প্রাণাঃ (প্রাণ সমূহ, ইন্দ্রিয় সমূহ) সর্ব্বে লোকাঃ (স্বর্গাদি লোক, ১।৩) সর্ব্বেদেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি বি+উৎ+চরন্তি। তস্য (তাহার; সেই আত্মার) উপনিষৎ (গুহ্য নাম বা তত্ত্ব)—'সত্যস্য সত্যম্' (সত্যের সত্য) ইতি। প্রাণাঃ বৈ সত্যম্, তেষাম্ (সেই প্রাণ সমূহের) এষঃ (এই আত্মা) সত্যম্।

হৃদয় বেষ্টনে শয়ন করিয়া থাকে। যেমন কোন কুমার বা মহারাজ বা মহাব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠাবস্থা লাভ করিয়া অবস্থান করে, তেমনি এই পুরুষ (পরমাবস্থা লাভ করিয়া) শয়ন করিয়া থাকে।

২০। যেমন উর্ণনাভি নিজ শরীরস্থ সূত্র দ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করে, যেমন অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ সমূহ চতুর্দ্দিকে নির্গত হয়, এই প্রকার এই আত্মা হইতে

সমুদায় প্রাণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ) সমুদায় লোক, সমুদায় দেবতা, সমুদায় ভূত নির্গত হয়। 'সত্যস্য সত্যম্' অর্থাৎ 'সত্যের সত্য' ইহাই এই আত্মার উপনিষৎ (অর্থাৎ গুহ্য নাম বা তত্ত্ব)। প্রাণ সমূহই সত্য এবং এই আত্মা তাহাদিগের (অর্থাৎ সেই প্রাণ সমূহের) সত্য।

মন্তব্য

১। গৌতম বুদ্ধের সময়ে অজাতশত্রু নামক একজন রাজা ছিলেন। তিনি এ অজাতশত্রু নহেন।

২। জনক রাজা অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, এই জন্য বিদ্বান্‌গণ তাঁহার সভায় গমন করিতেন। এস্থলে অজাতশত্রু বলিতেছেন—"সকলেই 'জনক' 'জনক' বলিয়া তাঁহার সভার দিকে ধাবিত হয়, আর তুমি এখানে আসিয়া বলিতেছ, "আপনাকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিব', । তুমি যে এই কথা বলিলে এই কথার জন্যই তোমাকে সহস্র গাভী অর্পণ করিব।" শেষ অংশের এই প্রকার অর্থও হইতে পারে :—'(রাজা) জনক (আমাদিগের) জনক (অর্থাৎ পিতৃতুল্য)' এই বলিয়া সকলে তাঁহার সভার দিকে ধাবিত হয়।

১। 'সুতঃ প্রসুতঃ' ইত্যাদি—বিভিন্ন যজ্ঞে সোমলতা হইতে রস নির্গত করা হয়। একাহ' যজ্ঞে এই সোমাভিষবের নাম 'সুত' এবং 'অহীন' যজ্ঞে ইহার নাম 'প্রসুত' (ছাঃ উঃ ৫।১১।১ মন্ত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি)।

২। 'সোম' শব্দের অর্থ 'চন্দ্র' এবং 'সোমলতা' উভয়ই। এই মন্ত্রে উভয় ভাবেরই সন্নিবেশ আছে।

৩। 'সোমঃ রাজা'—ইহার অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে—(ক) সোম-রাজা ; (খ) সোম এবং রাজা।

বিষাসহিঃ—শঙ্করের অর্থ মর্ষয়িতা অর্থাৎ সহনশীল। আনন্দগিরি বলেন—যে হবি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয় (বিষ্যতে, ক্ষিপ্যতে) অগ্নি সেই সমুদায়কে ভস্মীভূত করিয়া সহ্য করেন (সহতে), এইজন্য অগ্নির নাম 'বিষাসহি'। সুতরাং ইহার মতে 'বিষ্' ধাতু ও 'সহ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন দুইটা শব্দের যোগে 'বিষাসহি' হইয়াছে। রঙ্গরামানুজ বলেন শত্রুগণ ইহাকে সহ্য করিতে পারে না এইজন্য ইঁহার নাম বিষাসহি। নিত্যানন্দ মুনি মিতাক্ষরাতে লিখিয়াছেন যে 'বি' ও সাসহি হইতে এই শব্দ উৎপন্ন। অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত সমুদায় বস্তুকে

বিশেষ ভাবে ভস্মীভূত করিয়া সহ্য করেন এইজন্য ইহার নাম বিষাসহি। বৈদিক সাহিত্যে বহুস্থলে 'পরাভব করা' অর্থে সহ্ ধাতু ব্যবহৃত হইয়াছে (ঋগ্বেদ—৫।২।৯, ৬।৪৭।১ ইত্যাদি)। ঋগ্বেদে অগ্নিকে সহস্রজিৎ এহা প্রভৃতি বলা হইয়াছে (১।১০৮।১, ৫।২৬।৬, ১।৫৯.৬, ১।৭৪।৩ ইত্যাদি)। সুতরাং 'বিষাসহি' অর্থ বিজয়ী কিংবা ক্ষমতাশালীও হইতে পারে।

১। জলে যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা মূল বস্তরই অনুরূপ। এইজন্যই এখানে বলা হইয়াছে জলে অবস্থিত পুরুষকে আমি প্রতিরূপ মনে করিয়া উপাসনা করি। শঙ্কর বলেন, 'অপ, রেতঃ এবং হৃদয়— এই তিনে একই দেবতা। তাঁহার মতে 'প্রতিরূপ' অর্থ "অনুরূপ অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের অপ্রতিকূল"।

এই ব্রাহ্মণে বালাকি ১২জন পুরুষকে যথাক্রমে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে চন্দ্র দ্বিতীয় পুরুষ। অজাতশত্রু এই দ্বিতীয় পুরুষকে 'বৃহন্ পাণ্ডরবাসাঃ সোমঃ রাজা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ১৫শ মন্ত্রে সুপ্ত পুরুষকে এই সমুদায় নামে আহ্বান করা হইয়াছে। সুপ্ত পুরুষে কেন প্রথম বর্ণিত পুরুষের গুণ আরোপ করা হয় নাই, তাহা বলা সুকঠিন।

'এতৎ আগাৎ'—'বৈদিক সাহিত্যে 'এতৎ' সর্ব্বলিঙ্গে ও সর্ব্ব বিভক্তিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার অর্থ 'এষঃ' হইতে পারে। অর্থাৎ এতৎ = এষঃ পুরুষঃ = এই পুরুষ।

'প্রাণানাম্ বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায়'—এই অংশের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—(১) প্রাণসমূহের বিজ্ঞানদ্বারা (তাহাদিগের) বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া। (২) (নিজের) বিজ্ঞানদ্বারা প্রাণসমূহের বিজ্ঞানকে (প্রাণানাম্ বিজ্ঞানম্) গ্রহণ করিয়া।

১। "সঃ যথাঃ—১।৩।৭ মন্ত্রের প্রথম মন্তব্য দ্রষ্টব্য। (২) 'এতৎ প্রাণান্' ইত্যাদি—বৈদিক সাহিত্যে এতৎ সর্ব্বলিঙ্গে ও সর্ব্ব বিভক্তিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলে ইহা 'প্রাণান্' শব্দের বিশেষণ।

১। "সঃ যথা"—১।৩।৭ মন্ত্রের প্রথম মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

২। 'এতৎ প্রাণান্' ইত্যাদি—বৈদিক সাহিত্যে এতৎ সর্ব্ব লিঙ্গে ও সর্ব্ব বিভক্তিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলে ইহা 'প্রাণান্' শব্দের বিশেষণ।

'সত্যস্য সত্যম্'—এখানে প্রাণমূলক জগৎকে সত্য বলা হইল। জগৎ সত্য এবং আত্মা সত্যের সত্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

ইন্দ্রিয়, দেবতা ও ঋষির একত্ব কল্পনা

১। যো হ বৈ শিশুং সাধানং সপ্রত্যাধানং সস্থূণং সদামং বেদ সপ্ত হ দ্বিষতো ভ্রাতৃব্যানবরুণদ্ধ্যয়ং বাব শিশুর্যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তস্যেদমেবাধানমিদং প্রত্যাধানং প্রাণঃ স্থূণান্নং দাম।

২। তমেতাঃ সপ্তাক্ষিতয় উপতিষ্ঠন্তে তদ্যা ইমা অক্ষন্ লোহিন্যো রাজয়স্তাভিরেনং রুদ্রোঽন্বায়ত্তোঽথ যা অক্ষন্নাপস্তাভিঃ পর্জন্যো যা কনীনকা তয়াদিত্যো যৎ কৃষ্ণং তেনাগ্নির্যচ্ছুক্লং তেনেন্দ্রোঽধরয়ৈনং বর্তন্যা পৃথিব্যন্বায়ত্তা দ্যৌরুত্তরয়া নাস্যান্নং ক্ষীয়তে য এবং বেদ।

১। যঃ (যে ব্যক্তি) হ বৈ শিশুম্ (২।১) স+আধানম্ (আধানের সহিত, আধান=আশ্রয়) স+প্রতি+আধানম্ (প্রত্যাধানের সহিত, প্রত্যাধান=যে স্থলে কিছু রাখা যায়), সস্থূণম্ (স্থূণার সহিত, স্থূণা=খুঁটি) স-দামম্ (দামের সহিত, দাম=রজ্জু) বেদ (জানেন), সপ্ত হ দ্বিষতঃ (দ্বেষকারী ২।৩) ভ্রাতৃব্যান্ (শত্রুসমূহকে) অবরুণদ্ধি (অব+রুধ্, লট্ তি, পরাভব করেন)। অয়ম (এই) বাব শিশুঃ যঃ মধ্যমঃ প্রাণঃ (শরীর মধ্যস্থ প্রাণ), তস্য (তাহার) ইদম্ এব (ইহাই, এই দেহই) আধানম্, ইদম্ (এই, এই মস্তক) প্রত্যাধানম্; প্রাণঃ স্থূণা, অন্নম্ দাম।

২। তম্ (সেই প্রাণকে) এতাঃ সপ্ত+অক্ষিতয়ঃ (ক্ষয় রহিত

১। যিনি এই শিশুকে (তাহার) আধান, প্রত্যাধান, স্থূণা ও দামের সহিত জানেন, তিনি দ্বেষকারী সপ্ত শত্রুকে বিনাশ করেন। (শরীরস্থ) এই যে মধ্যম প্রাণ, ইহাই শিশু, এই (দেহই) তাহার আধান, এই (মস্তকই) প্রত্যাধান, প্রাণই স্থূণা এবং অন্নই দাম।

২। ক্ষয়রহিত সপ্তজন এই প্রাণের সেবা করেন। চক্ষুতে যে এই সমুদায় লোহিত রেখা, সেই সমুদায় দ্বারা রুদ্র ইঁহার অনুগত। আর এই

৩। তদেষ শ্লোকো ভবতি অর্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্ধ্ববুধ্নস্ত-স্মিন্যশো নিহিতং বিশ্বরূপং তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ততীরে বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানেত্যর্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্ধ্ববুধ্ন ইতীদং তচ্ছির এষ হ্যর্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্ধ্ববুধ্নস্তস্মিন্যশো নিহিতং বিশ্বরূপমিতি প্রাণা বৈ যশো বিশ্বরূপং প্রাণানেতদাহ তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ততীর ইতি। প্রাণা বা ঋষয়ঃ প্রাণানেতদাহ বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবি-দানেতি বাগ্ঘ্যষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিত্তে।

সপ্তজন, অক্ষিতি = ক্ষয়রহিত) উপ তিষ্ঠন্তে (উপ + স্থা, আত্মনে পাঃ ১।৩।২৫ সেবা করে)। তৎ যাঃ (সেই যে, 'তাঃ' স্থলে 'তৎ' বৈদিক; কিংবা তৎ - সেই স্থলে) ইমাঃ (এই সমুদায়) অক্ষন্ (বৈদিক প্রয়োগ = অক্ষণি বা আক্ষ্ণ = চক্ষুতে) লোহিন্যঃ (লোহিনী ১।৩, পাঃ ৪।১।৩৯ = লোহিত বর্ণ) রাজয়ঃ (রাজি, ১।৩ = রেখাসমূহ) তাভিঃ (সেই সমুদায় দ্বারা) এনম্ (+ অন্বায়ত্তঃ = ইহার অনুগত) রুদ্রঃ অন্বায়ত্তঃ (অনু + আয়ত্তঃ; আয়ত্তঃ = অনুগত)। অথ যাঃ অক্ষণ্ আপঃ (জলসমূহ) তাভিঃ পর্জ্জন্যঃ; যা কনীনকা (চক্ষুর তারকা), তয়া (তাহাদ্বারা) আদিত্যঃ; যৎ কৃষ্ণম্ (কৃষ্ণ অংশ), তেন অগ্নিঃ, যৎ শুক্লম্ (শুক্ল অংশ), তেন ইন্দ্রঃ; অধরয়া (+ বর্ত্তন্যা = চক্ষুর নিম্ন পক্ষ্মদ্বারা, অধরা = অধর, স্ত্রী = নিম্ন, ৩।১) এনম্ বর্ত্তন্যা (বর্ত্তনি, ৩।১, পক্ষ্মদ্বারা) পৃথিবী, অন্বায়ত্তাঃ; দ্যৌঃ উত্তরয়া (উত্তরা, ৩।১, ঊর্দ্ধ পক্ষ্মদ্বারা)। ন অস্য অন্নম্ ক্ষীয়তে (ক্ষীণ হয়) যঃ এবম্ বেদ।

৩। তৎ (সে বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ ভবতি (হয়):— অর্ব্বাক + বিলঃ (নিম্নদিকে যাহার বিল; বিল = গর্ত্ত, মুখ) চমসঃ

চক্ষুর যে জল, তাহার দ্বারা পর্জ্জন্য (অনুগত); ইহার যে তারকা, তাহা দ্বারা আদিত্য (অনুগত); ইহার মধ্যে যে কৃষ্ণ (বস্তু), তাহা দ্বারা অগ্নি অনুগত; ইহার মধ্যে যে শুক্ল (বস্তু), তাহা দ্বারা ইন্দ্র (অনুগত); ইহার নিম্ন পক্ষ্মদ্বারা পৃথিবী (অনুগত); এবং ঊর্দ্ধ পক্ষ দ্বারা দ্যৌ (ইহার অনুগত)। যিনি এই প্রকার জানেন, তাঁহার অক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

৩। সে বিষয়ে এই শ্লোক আছে:—একটী চমস, ইহার মুখ নিম্নে,

(চমস নামক পাত্র) উর্দ্ধবুধ্নঃ (উর্দ্ধদিকে যাহার তলা ; বুধ্ন = নিম্নতম ভাগ, তলা), তস্মিন্ (তাহাকে) যশঃ নিহিতম্ বিশ্বরূপম্ (+ যশঃ = বিশ্বরূপ যশ ; বিশ্বরূপ = সর্ব্ব প্রকার), তস্য (+ তীরে) আসতে (আস্, লট্, তে = আছেন) ঋষয়ঃ (ঋষিসমূহ) সপ্ত (৭জন) তীরে (সমীপে) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) অষ্টমী (অষ্টম স্থানীয়) ব্রহ্মণা (মন্ত্র দ্বারা, ব্রহ্ম = মন্ত্র, মৌলিক অর্থ) সংবিদানা (সম্ + বিদ্, শাণচ্ কর্ত্তা পাণিনি ১।২।১৩, বার্ত্তিক) আলোচনা করেন এমন) ইতি। (ক) 'অর্ব্বাক + বিলঃ চমসঃ উর্দ্ধবুধ্নঃ' ইতি (ইহার অর্থ এই) : -ইদম্ (ইহা, তৎ (সেই) শিরঃ—এষঃ হি অর্ব্বাক্ বিলঃ চমসঃ উর্দ্ধবুধ্নঃ। 'তস্মিন্ যশ নিহিতম্ (নি + ধা + ক্ত, পাঃ ৭।৩।৪২) বিশ্বরূপম্ ইতি (ইহার অর্থ এই)—প্রাণঃ বৈ যশঃ বিশ্বরূপম্—প্রাণান্ (প্রাণসমূহকে লক্ষ্য করিয়া) এতৎ (এই মন্ত্রকে) আহ (বলিয়াছে)। 'তস্য আসতে ঋষয়ঃ সপ্ততীরে' ইতি (ইহার অর্থ এই)—প্রাণা বৈ ঋষয়ঃ প্রাণাণ্ এতৎ আহ 'বাক্ অষ্টমী, ব্রহ্মণা সম্বিদানা ইতি (ইহার অর্থ এই) বাক্ হি অষ্টমী, (মন্ত্রদ্বারা, মন্ত্র বিষয়ে) সংবিত্তে (সম্ + বিদ্ + তে, আত্মনে, পাঃ ১।২।১৩ বার্ত্তিক . - বিচার করে।

এবং তলা উপরিভাগে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার যশ নিহিত আছে। ইহার তীরে সপ্ত ঋষি রহিয়াছেন। অষ্টমস্থানীয় বাগিন্দ্রিয় ব্রহ্ম (অর্থাৎ মন্ত্র) লইয়া আলোচনা করেন। 'অর্ব্বাগ্ বিলঃ চমসঃ উর্দ্ধ বুধ্নঃ' (এই অংশের অর্থ এই)—ইহাই সেই শির ; এই (শিরই) 'অর্ব্বাক্ বিল উর্দ্ধবুধ্ন চমস' 'তস্মিন্ যশঃ নিহিতম্ বিশ্বরূপম্'—(এই অংশের অর্থ এই)—"প্রাণই বিশ্বরূপ যশ ; প্রাণসমূহকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা বলা হইয়াছে।" 'তস্য আসতে ঋষয়ঃ সপ্ত' (এই অংশের অর্থ এই)—'প্রাণসমূহই ঋষি ; প্রাণসমূহকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে।' 'বাক্ অষ্টমী ব্রহ্মণা সম্বিদানা' (এই অংশের অর্থ এই)—অষ্টম স্থানীয় বাগিন্দ্রিয় ব্রহ্ম (অর্থাৎ মন্ত্র) লইয়া বিচার করে'।

৪। ইমাবেব গোতম ভরদ্বাজাবয়মেব গোতমোঽয়ং ভরদ্বাজ ইমাবেব বিশ্বামিত্রজমদগ্নী অয়মেব বিশ্বামিত্রোঽয়ং জমদগ্নিরিমাবেব বসিষ্ঠকশ্যপাবয়মেব বসিষ্ঠোঽয়ং কশ্যপো বাগেবাত্রির্বাচা হ্যন্নমদ্যতেঽত্তির্হ বৈ নামৈতদ্যদত্রিরিতি সর্বস্যাত্তা ভবতি সর্বমস্যান্নং ভবতি য এবং বেদ।

৪। ইমৌ (এই দুইটী ; এই কর্ণদ্বয়) এব গোতম-ভরদ্বাজৌ ; অয়ম্ এব (এই, দক্ষিণ কর্ণ) গোতমঃ, অয়ম্ (এই, বামকর্ণ) ভরদ্বাজঃ। ইমৌ (এই দুইটী ; এই চক্ষুদ্বয়) বিশ্বামিত্র-জমদগ্নী ; অয়ম্ এব (এই, দক্ষিণ চক্ষু) বিশ্বামিত্রঃ ; অয়ম্ (এই, বাম চক্ষু) জমদগ্নিঃ। ইমৌ এব (এই দুই ; এই নাসিকাদ্বয়) বসিষ্ঠ-কশ্যপৌ , অয়ম্ এব (এই ; দক্ষিণ নাসিকা) বসিষ্ঠঃ ; অয়ম্ (এই, বাম নাসিকা) কশ্যপঃ। বাক্ এব অত্রিঃ ; বাচা বাগিন্দ্রিয় দ্বারা, জিহ্বাদ্বারা) হি অন্নম্ অদ্যতে (ভুক্ত হয়)। অত্তিঃ ('অত্তি' এই নাম) হ বৈ নাম এতৎ, যৎ অত্রিঃ ইতি। সর্ব্বস্য (সমুদায় বস্তুর) অত্তা (ভোক্তা) ভবতি, সর্ব্বম্ অস্য অন্নম্ ভবতি, যঃ এবম্ বেদ।

৪। এই দুইটী (কর্ণই) গোতম ও ভরদ্বাজ ; এই (দক্ষিণ কর্ণ) গোতম এবং এই (বাম কর্ণ) ভরদ্বাজ। এই দুইটী (চক্ষু) বিশ্বামিত্র (পাঃ ৬।৩।১৩০)১ ও জমদগ্নি ; এই (দক্ষিণ চক্ষু) বিশ্বামিত্র এবং এই (বাম চক্ষু) জমদগ্নি। এই দুইটী (নাসিকা) বসিষ্ঠ ও কশ্যপ। এই (দক্ষিণ) নাসিকা বসিষ্ঠ এবং এই (বাম নাসিকা) কশ্যপ। বাক্ই অত্রি, কারণ বাগিন্দ্রিয় (অর্থাৎ জিহ্বা) দ্বারা অন্ন ভোজন করা হয় (অদ্যতে) যাহাকে অত্রি বলা হয়, তাহারই নাম 'অত্তি (অর্থাৎ ভোজন)। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সমুদায় বস্তুর ভোক্তা হন এবং সমুদায়ই তাঁহার অন্ন হয়।

মন্তব্য

১। 'ভ্রাতৃব্যান্'—১।৩।৭ মন্ত্রের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।
২। 'ইদম্'—এস্থলে হস্তদ্বারা দেখাইয়া বলা হইতেছে 'ইদম্' (এই)।

সপ্তাক্ষিতয়ঃ—ক্ষয়রহিত সপ্তজন—এই—১। রুদ্র, ২। পর্জ্জন্য, ৩। আদিত্য, ৪। অগ্নি, ৫। ইন্দ্র, ৬। পৃথিবী, ৭। দ্যৌ। (ক) অথর্ব্ববেদে (১০।৮।৯) অনুরূপ একটী মন্ত্র আছে।

কেবল উচ্চারণ সাদৃশ্যেই যে 'অত্রি' এবং 'অত্তি' এই দুইটীর একত্ব দেখান হইয়াছে তাহা নহে, ঋগ্বেদে (২।৮।৫) 'ভক্ষক' অর্থে 'অত্রি' শব্দের প্রয়োগ আছে। অনেকে মনে করেন 'অদ্' ধাতু হইতে 'অত্রি' শব্দেরও উৎপত্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণ

ব্রহ্মের দুই রূপ

১। দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ মর্ত্ত্যং চামৃতং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ।

২। তদেতন্মূর্ত্তং যদন্যদ্বায়োশ্চান্তরিক্ষাচ্চৈতন্মর্ত্ত্যমেতৎ-স্থিতমেতৎসত্তস্যৈতস্য মূর্ত্তস্যৈতস্য মর্ত্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো য এষ তপতি সতো হ্যেষ রসঃ।

১। দ্বে (দুই) বাব ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) রূপে (রূপ, ১।২)—মূর্ত্তম্ চ (মূর্ত্তিমান্) এব, অমূর্ত্তম্ চ (অমূর্ত্তিমান্), মর্ত্ত্যম্ চ (মরণশীল) অমৃতম্ চ (অমর), স্থিতম্ চ (স্থিতিশীল), যৎ চ (ই, সৃ, গমনশীল) সৎ চ (সত্তাশীল, ব্যক্ত) ত্যৎ চ (ঐ; অব্যক্ত)।

২। তৎ এতৎ (সেই ইহা) মূর্ত্তম্, যৎ (যাহা) অন্যৎ (অন্য) বায়োঃ চ (বায়ু অপেক্ষা) অন্তরিক্ষাৎ চ (অন্তরিক্ষ অপেক্ষা); এতৎ মর্ত্ত্যম্, এতৎ স্থিতম্, এতৎ সৎ। তস্য এতস্য (সেই ইহার) মূর্ত্তস্য (মূর্ত্তবস্তুর) এতস্য মর্ত্তস্য (মর্ত্ত্য বস্তুর) এতস্য স্থিতস্য (স্থিতিশীল বস্তুর) এতস্য সতঃ (সত্তাশীল বস্তুর) এষঃ (এই) রস, যঃ এষঃ তপতি (উত্তাপ দেয়); সতঃ হি এষঃ রসঃ।

১। ব্রহ্মের দুইরূপই, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত; মর্ত্ত্য ও অমৃত; স্থিতিশীল ও গতিশীল, সৎ (সত্তাশীল) ও ত্যৎ (অব্যক্ত)।

২। বায়ু ও অন্তরিক্ষ হইতে যাহা ভিন্ন, ইহাই মূর্ত্ত, ইহাই মর্ত্ত্য,

৩। অথামূর্ত্তং বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতমেতদ্যদেতত্ত্যস্তস্যৈতস্যামূর্ত্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষস্ত্যস্য হ্যেষ রস ইত্যধিদৈবতম্।

৪। অথাধ্যাত্মমিদমেব মূর্ত্তং যদন্যৎপ্রাণাচ্চ যশ্চায়মন্তর্বাত্মন্নাকাশ এতন্মর্ত্ত্যমেতৎস্থিতমেতৎসত্তস্যৈতস্য মূর্ত্তস্যৈতস্য মর্ত্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো যচ্চক্ষুঃ সতো হ্যেষ রসঃ।

৩। অথ অমূর্ত্তম্—বায়ুঃ চ অন্তরিক্ষম্ চ, এতৎ অমৃতম্, এতৎ যৎ, এতৎ ত্যৎ (২।৩।১ দ্রঃ)। তস্য এতস্য অমূর্ত্তস্য, এতস্য অমৃতস্য, এতস্য যতঃ (যৎ, ৬।১, গতিশীলের) এতস্য তস্য (ত্যৎ, ৬।১ ; এই অব্যক্ত সত্তার)—এষঃ রসঃ যঃ এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ—ত্যস্য হি এষঃ রসঃ—ইতি অধিদৈবতম্ (দেবতা বিষয়ক)।

৪। অথ অধ্যাত্মম্ (দেহবিষয়ক):—ইদম্ এব (ইহাই) মূর্ত্তম্—যৎ অন্যৎ (অন্য) প্রাণাৎ চ (প্রাণ হইতে), যৎ চ অয়ম্ অন্তঃ আত্মন্ (বৈদিক প্রয়োগ = আত্মনি = দেহে) আকাশঃ [ইহার পরে উহ্য 'এতস্মাৎ' = ইহা হইতে]—এতৎ মর্ত্ত্যম্, এতৎ স্থিতম্ এতৎ সৎ। তস্য এতস্য মূর্ত্তস্য, এতস্য মর্ত্তস্য, এতস্য স্থিতস্য, এতস্য সতঃ—এষঃ রসঃ যৎ চক্ষুঃ—সতঃ হি এষঃ রসঃ।

ইহাই স্থিত, ইহাই সৎ। যিনি উত্তাপ প্রদান করেন, তিনিই এই মূর্ত্তের, এই মর্ত্ত্যের, এই স্থিতিশীলের এবং সত্তাশীলের রস—ইনিই সত্তাশীলের রস।

৩। বায়ু ও অন্তরীক্ষই অমূর্ত্তরূপ—ইহাই অমৃত, ইহাই গমনশীল, ইহাই ত্যৎ (অর্থাৎ অব্যক্ত সত্তা)। এই সূর্য্যমণ্ডলে যে পুরুষ, ইনিই এই অমূর্ত্তের, এই অমৃতের এই গমনশীলের, এই 'ত্যৎ' সত্তার রস,—ইনিই 'ত্যৎ' সত্তার রস।

৪। অনন্তর দেহবিষয়ক (ব্যাখ্যা):—প্রাণ ও দেহের অন্তরাকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণ

মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ—মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ

আত্মতত্ত্ব ও অমৃতত্ত্বের উপদেশ *

১। মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্যাস্যন্বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যাঽন্তং করবাণীতি।

২। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি।

১। 'মৈত্রেয়ি' (হে মৈত্রেয়ি) ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ 'উদ যাস্যন্ (উৎ+যা+সতৃ=উচ্চতর আশ্রমে যাইবার জন্য—শঙ্কর) বৈ অরে! অহম্ (আমি) অস্মাৎ স্থানাৎ (এই স্থান বা আশ্রম হইতে) অস্মি (হই)। হন্ত! তে (তোমার) অনয়া কাত্যায়ন্যা (এই কাত্যায়নীর সহিত) অন্তম্ (ভাগ, ব্যবস্থা) করবাণি (করি)' ইতি।

২। সা হ উবাচ মৈত্রেয়ী—'যৎ (যদি) নু মে (আমার) ইয়ম্ (+সর্বা=এই সমুদায়) ভগো (ভগবৎ, সম্বো, পাণিনি ৮।৩।১, দ্বিতীয়

১। যাজ্ঞবল্ক্য (গার্হস্থ ছাড়িয়া অন্য আশ্রমে) যাইবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া (মৈত্রেয়ীকে) বলিলেন—'অয়ি মৈত্রেয়ি! আমি এই স্থান (বা আশ্রম) হইতে চলিয়া যাইতেছি। এই কাত্যায়নীর সহিত তোমার বিভাগ করিয়া দিতেছি।'

২। মৈত্রেয়ী বলিলেন—"হে ভগবন্! এই সমুদায় পৃথিবী যদি

---

* চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য।

৩। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।

৪। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষস এহ্যাস্ব ব্যাখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি।

বার্ত্তিক, হে ভগবন্) সর্ব্বা (সমুদায়) পৃথিবী বিত্তেন (বিত্তদ্বারা) পূর্ণা (পূর্ণ, স্ত্রীং) স্যাৎ (হয়), কথম্ (কি) তেন (তাহাদ্বারা) অমৃতা (অমৃত, স্ত্রীং) স্যাম্ (হইব)? ইতি। 'ন' ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ 'যথা (যেমন) ইব উপকরণবতাম্ (ধনাদি উপকরণযুক্ত ব্যক্তিদিগের) জীবিতম্ (জীবন), তথা (সেই প্রকার) এব তে (তোমার) জীবিতম্ স্যাৎ (হইবে)। অমৃতত্বস্য (অমৃতত্বের) তু ন আশা অস্তি বিত্তেন (বিত্তদ্বারা)' ইতি।

৩। সা হ উবাচ মৈত্রেয়ী "যেন (যাহা দ্বারা) অহম্ ন অমৃতা স্যাম্ (হইতে পারি), কিম্ অহম্ তেন কুর্য্যাম্? যৎ (যাহা অমৃতত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে যাহা) এব ভগবান্ (১।১) বেদ (জানেন), তৎ এব (তাহাই) মে (আমাকে) ব্রূহি (বলুন) ইতি।

৪। সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্য :—"প্রিয়া বত (প্রীতি বা অনুকম্পা-সূচক অব্যয়) অরে নঃ (আমাদিগের, এস্থলে আমার) সতী (সৎ, স্ত্রীং ১।১ অস্+শতৃ, হইয়া) প্রিয়ম্ (প্রিয় বাক্যকে) ভাষসে (বলিতেছ)। এহি (আ+ইহি, ই লোট ২।১=আইস), আস্ স্ব

বিত্তদ্বারা পূর্ণ হয়, আমি কি তদ্দ্বারা অমর হইতে পারিব? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'না, উপকরণবান্ ব্যক্তিদিগের যেমন জীবন, তোমার জীবনও সেই প্রকার হইবে। বিত্তদ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই।

৩। মৈত্রেয়ী বলিলেন—'যাহাদ্বারা আমি অমৃত হইতে না পারিব, তাহাদ্বারা কি করিব? ভগবান্ এ বিষয়ে যাহা জানেন, তাহা আমাকে বলুন।'

৪। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'তুমি আমার প্রিয়াই ছিলে, (এখনও) প্রিয়-

৫। স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু

(আস্স্ব, লোট ২।১, উপবেশন কর), ব্যাখ্যাস্যামি (ব্যাখ্যা করিব) তে (৪।১, তোমাকে) বাচক্ষাণস্য (বি+আ+চক্ষ্, শানচ্. ৬ ১, ব্যাখ্যা-কারীর) তু মে (আমার) নিদিধ্যাসস্ব (নি+ধ্যৈ, সন্ লোট, ২।১, আত্মনেপদ বৈদিক = মনোযোগ কর) ইতি।

৫। সঃ হ উবাচ—'ন বৈ অরে পত্যুঃ (পতির) কামায় (কামনার জন্য) পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি। আত্মনঃ (আপনার, আত্মার) তু কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি। 'ন বৈ অরে জায়ায়ৈ (বৈদিক, ৬ষ্ঠী স্থলে চতুর্থী, জায়ার) কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বৈ অরে পুত্রাণাম্ কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। ন বৈ অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তম্ প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় বিত্তম্ প্রিয়ম্ ভবতি। 'ন বৈ অরে ব্রহ্মণঃ (ব্রাহ্মণের) কামায় ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) প্রিয়ম্ ভবতি,

বাক্যই বলিতেছে। এসো, বো'সো। (এ তত্ত্ব) তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিতেছি। আমি বলিতেছি, আমার বাক্যে মনোযোগ কর।'

৫। তিনি বলিলেন—'অয়ি! পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। 'অয়ি! জায়ার প্রতি প্রীতিবশতঃ জায়া প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই জায়া প্রিয়া হয়। 'অয়ি! পুত্রগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ পুত্রগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির

কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।

আত্মনঃ তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ম্ ভবতি। 'ন বৈ অরে ক্ষত্রস্য (ক্ষত্রিয়ের) কামায় ক্ষত্রম্ প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় ক্ষত্রম্ প্রিয়ম্ ভবতি। "ন বৈ অরে লোকানাম্ (স্বর্গাদি লোকসমূহের) কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। 'ন বৈ অরে দেবানাম্ কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। 'ন বৈ অরে ভূতানাম্ (ভূতসমূহের) কামায় ভূতানি (ভূতসমূহ) প্রিয়াণি ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। 'ন বৈ অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় সর্ব্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি। 'আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ। মৈত্রেয়ি! আত্মনঃ বৈ অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা (মননদ্বারা) বিজ্ঞানেন (বিজ্ঞানদ্বারা) ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদায়) বিদিতম্'।

জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়। অয়ি, বিত্তের প্রতি প্রীতিবশতঃ বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই বিত্ত প্রিয় হয়। অয়ি! ব্রাহ্মণের প্রতি প্রীতিবশতঃ ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়। অয়ি! ক্ষত্রিয়ের প্রতি প্রীতিবশতঃ ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়। অয়ি! (স্বর্গাদি) লোকসমূহের প্রতি প্রীতি-

৬। ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্বেদ দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্বেদ ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদেদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।

৬। ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ জাতি) তম্ (তাহাকে) পরাদাৎ (পরা+দা, লুঙ্, দ অতীতকাল ; এস্থলে ভবিষ্যৎ অর্থ, পরিত্যাগ করিবে), যঃ (যে) অন্যত্র আত্মনঃ (আত্মা হইতে) ব্রহ্ম (২।১) বেদ ক্ষত্রম্ (ক্ষত্রিয় জাতি) তম্ পরাদাৎ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ ক্ষত্রম্ বেদ। লোকাঃ (স্বর্গাদি লোকসমূহ) তম্ পরাদুঃ (পর+দা লুঙ অন্ পাঃ ৩।৪।১১০ ; পরিত্যাগ করে), যঃ অন্যত্র আত্মনঃ লোকান্ (লোক সমূহকে) বেদ। দেবাঃ তম্ পরাদুঃ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ দেবান্ বেদ। ভূতানি তম্ পরাদুঃ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ

বশতঃ (এই) লোক সমূহ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই লোক সমূহ প্রিয় হয়। অয়ি! দেবগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ দেবগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই দেবগণ প্রিয় হয়। অয়ি! ভূতসমূহের প্রতি প্রীতিবশতঃ ভূতগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই ভূতগণ প্রিয় হয়। অয়ি! সর্ব্ববস্তুর প্রতি প্রীতিবশতঃ সর্ব্ববস্তু প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই সর্ব্ববস্তু প্রিয় হয়। অয়ি মৈত্রেয়ি! (সুতরাং এই) আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, নিদিধ্যাসন (অর্থাৎ নিশ্চিতরূপ ধ্যান) করিতে হইবে। অয়ি মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান দ্বারা এই সমুদায় অবগত হওয়া যায়।'

৬। 'যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়-

৭। স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাংশব্দাংশক্নুয়াদ্‌গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীত।

৮। স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাংশব্দাংশক্নুয়াদ্‌গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।

ভূতানি বেদ। সর্ব্বম্ তম্ পরাদাৎ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্ব্বম্ বেদ। ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ ক্ষত্রম্, ইমে (এই সমুদায়) লোকাঃ ইমে দেবাঃ ইমানি ভূতানি, ইদম্ সর্ব্বম্—যৎ (বৈদিক,=যঃ=যাহা) অয়ম আত্মা।

৭। সঃ+যথা (যেমন ১।৩।৭ মন্তব্য দ্রষ্টব্য) দুন্দুভেঃ হন্যমানস্য (তাড্যমান দুন্দুভির; হন্যমান=হন্, কর্ম্মণি শানচ্) ন বাহ্যান্ শব্দান্ (বহির্গত শব্দসমূহকে) শক্নুয়াৎ (সমর্থ হয়) গ্রহণায় (গ্রহণ করিবার জন্য), দুন্দুভেঃ (দুন্দুভির) তু গ্রহণেন (গ্রহণ দ্বারা) দুন্দুভ্যাঘাতস্য (দুন্দুভি বাদকের) বা শব্দঃ গৃহীতঃ।

৮। সঃ যথা (১।৩।৭) শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য (বাদ্যমান শঙ্খের;

জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, ক্ষত্রিয় জাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি (স্বর্গাদি) লোকসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, (স্বর্গাদি) লোকসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, দেবগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ভূতসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, ভূতসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি সমুদায় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, সমুদায় বস্তু তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এই ব্রাহ্মণ-জাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই লোকসমূহ, এই ভূতসমূহ, এই সমুদায় বস্তু—(এই সমস্তই তাহা) যাহা এই আত্মা।

৭। 'যেমন তাড্যমান দুন্দুভি হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি গ্রহণ করিলে কিংবা দুন্দুভিবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়—

৮। 'যেমন বাদ্যমান শঙ্খ হইতে বিনির্গত শব্দ সমূহকে গ্রহণ করা

৯। স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাংশব্দাংশক্নুয়াদ্গ্-
হণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।

১০। স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎপৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বসিতানি।

ধ্মায়মান = ধ্মা, শানচ্, কর্ম্মণি) ন বাহ্যন্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায়, শঙ্খস্য তু গ্রহণেন, শঙ্খধ্মস্য (শঙ্খ + ধ্মা + ড = শঙ্খধ্ম, ৬।১; শঙ্খবাদকের) বা শব্দঃ গৃহীতঃ।

৯। সঃ যথা (যেমন, ১।৩।৭ দ্রঃ) বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ (৬।১ স্থলে ৪।১, বৈদিক; বাদ্যমান বীণার) ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায়, বীণায়ৈ (৬।১ স্থলে ৪র্থী, বৈদিক; বীণার) তু গ্রহণেন বীণা-বাদস্য (বীণ-বাদকের) বা শব্দঃ গৃহীতঃ।

১০। সঃ যথা (১।৩।৭ দ্রঃ) আর্দ্র + এধ + অগ্নেঃ (আর্দ্র ইন্ধন যুক্ত অগ্নি হইতে, এধ = ইন্ধন) অভি + আহিতাৎ (অভি + আ + ধা, ক্ত ৫।১, ইন্ধন দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে; অভ্যাহিত = যাহাতে

যায় না, কিন্তু শঙ্খ গ্রহণ করিলে কিংবা শঙ্খবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়—

৯। 'যেমন বাদ্যমান বীণা হইতে বিনির্গত শব্দ সমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা গ্রহণ করিলে কিংবা বীণাবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐশব্দ গৃহীত হয় (তেমনি আত্মা হইতে বিনির্গত এই সমুদায় বস্তুকে স্বতন্ত্র ভাবে অবগত হওয়া যায় না। এক আত্মাকে জানিলেই এই জগৎ জানা যায়)।

১০। 'যেমন আর্দ্র কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্জলিত অগ্নি হইতে পৃথক্

১১। স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্ব্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং সংকল্পানাং মন একায়নমেবং সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্ব্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্।

ইন্ধন দেওয়া হইয়াছে) পৃথক্ ধূমাঃ (পৃথক্ পৃথক ধূম সমূহ) বি+নিঃ+চরন্তি (বিনির্গত হয়), এবম্ বৈ (এই প্রকারই) অরে! অস্য মহতঃ ভূতস্য (এই মহৎ ভূতের) নিশ্বসিতম্ (নিশ্বাসের ন্যায় বিনির্গত) যৎ (যাহা) ঋগ্বেদঃ, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ, বিদ্যা, উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি, অনুব্যাখ্যানানি (ব্রাহ্মণের অংশ বিশেষ, ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন অংশের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়), ব্যাখ্যানানি (কোন বিশেষ বিষয়ের বর্ণনা)—অস্য এব এতানি (এই সমুদায়) নিশ্বসিতানি (নিশ্বাসের ন্যায় নির্গত)।

১১। সঃ যথা (১।৩।৭ মন্তব্য দ্রঃ) সর্ব্বাসাম্ অপাম্ (সমুদায় জলের) সমুদ্রম্ একায়নম্, এবম্ (এই প্রকার) সর্ব্বেষাম্ স্পর্শানাম্ ত্বক

পৃথক্ ধূম নির্গত হয়, তেমনি, অয়ি মৈত্রেয়ি! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদসমূহ, শ্লোকসমূহ, সূত্রসমূহ, অনুব্যাখ্যান সমূহ, ব্যাখ্যান সমূহ—এ সমুদায়ই সেই মহাভূত হইতে নির্গত হইয়াছে—এ সমুদায়ই তাঁহা হইতে নিশ্বসিত হইয়াছে।

১১। যেমন সমুদ্র সমুদায় জলের একায়ন, যেমন ত্বক্ সমুদায় স্পর্শের একায়ন, যেমন নাসিকাদ্বয় সমুদায় গন্ধের একায়ন, যেমন

১২। স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানু-
বিলীয়েত ন হাস্যোদগ্রহণায়েব স্যাৎ। যতো যতস্ত্বাদদীত
লবণমেবৈবং বা অর ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব।
এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্য
সংজ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমিতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাম্ গন্ধানাম্ নাসিকে (নাসিকাদ্বয়) একায়নম্
এবম্ সর্ব্বেষাম্ রসানাম্ জিহ্বা একায়নম্, এবম্ সর্ব্বেষাম্ রূপাণাম
চক্ষু একায়নম্, এবম্ সর্ব্বেষাম্ শব্দানাম্ শ্রোত্রম্ একায়নম্, এবম্ সর্ব্বেষাম্
সঙ্কল্পানাম্ মনঃ একায়নম্, এবম্ সর্ব্বাসাম্ বিদ্যানাম্ হৃদয়ম্ একায়নম্,
এবম সর্ব্বেষাম কর্ম্মণাম্ হস্তৌ একায়নম্, এবম্ সর্ব্বেষাম আনন্দানাম
উপস্থঃ একায়নম্, এবম্ সর্ব্বেষাম্ বিসর্গানাম্ (মলত্যাগের) পায়ুঃ
(মলদ্বার) একায়নম্, এবম্ সর্ব্বেষাম্ অধ্বনাম (পথের বা গতির) পাদৌ
(পদদ্বয়) একায়নম্, এবম্ সর্ব্বেষাম্ বেদানাম্ বাক্ একায়নম্—"

১২। 'সঃ যথা (১।৩।৭ দ্রঃ) সৈন্ধবখিল্য (সৈন্ধব = সিন্ধুর বিকার
= লবণ, খিল্য = খণ্ড) উদকে (জলে) প্রাস্তঃ (প্র + অস্, ক্ত = নিক্ষিপ্ত)
উদকম (২।১, অনুযোগে, জলে) বিলীয়েত (বিলীন হয়), ন হ অস্য
(ইহার) উৎ গ্রহণায় (উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্ববৎ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত)

জিহ্বা সমুদায় রসের একায়ন, যেমন চক্ষু সমুদায় রূপের একায়ন,
যেমন শ্রোত্র সমুদায় শব্দের একায়ন, যেমন মন সমুদায় সঙ্কল্পের
একায়ন, যেমন হৃদয় সমুদায় বিদ্যার একায়ন, যেমন হস্তদ্বয় সমুদায়
কর্ম্মের একায়ন, যেমন উপস্থ সমুদায় আনন্দের একায়ন, যেমন পায়ু
সমুদায় মলত্যাগের একায়ন, যেমন পদদ্বয় সমুদায় গতির (বা পথের)
একায়ন, যেমন বাক্ সমুদায় বেদের একায়ন, (তেমনি সেই আত্মা
সমুদায়েরই একায়ন)।

১২। যেমন সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলেই বিলীন
হয়, তাহাকে আর পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না, (কিন্তু) যে কোন স্থল

১৩। সা হোবাচ মৈত্রেয়্যত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যলং বা অর ইদং বিজ্ঞানায়।

ইব স্যাৎ,—যতঃ যতঃ (যে কোন স্থল হইতে) তু আদদীত (আ+দা বিধি, ৩।১, আত্মনে, পাঃ ১।৩।২০ , গ্রহণ করে) লবণম্ এব—এবম্ (এই প্রকার) বৈ অরে! ইদম্ (এই) মহৎভূতম্ অনন্তম্ অপারম্ বিজ্ঞানঘনঃ এব , এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ (এই সমুদায় ভূত হইতে) সমুত্থায় (সম্যক্ উত্থিত হইয়া) তানি (২।৩, অনুযোগে, তাহাতেই) অনু বিনশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হয়)। ন প্র+ইত্য (বিনষ্ট হইয়া) সংজ্ঞা (জ্ঞান্, নাম) অস্তি' ইতি। 'অরে! ব্রবীমি' (বলিতেছি) ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(১৩) সা হ উবাচ মৈত্রেয়ী—'অত্র (এ বিষয়ে) এব মা (আমাকে) ভগবান্ অমূমুহৎ (মুহ্, ণিচ্ লুঙ্ ৩।১—মোহ প্রাপ্ত করাইলেন)। 'ন প্রেত্য (মরিলে) সংজ্ঞা অস্তি' ইতি (এই বলিয়া) সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ন বৈ অরে! অহম্ মোহম্ ব্রবীমি। অলম্ (পর্য্যাপ্ত) বৈ অরে! ইদম্ (ইহা) বিজ্ঞানায় (বিজ্ঞানের জন্য)।

হইতে জল গ্রহণ করা যায় (তাহা) লবণময়ই, তেমনি অয়ি! এই মহাভূত অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানঘন। (এই মহান্ আত্মা) এই সমুদায় ভূত হইতে (জীবাত্মা রূপে) উত্থিত হইয়া ইহাতেই আবার বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর (আর তাহার) সংজ্ঞা থাকে না। অয়ি! আমি (ইহাই) বলিতেছি।—যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকার বলিলেন।

১৩। মৈত্রেয়ী বলিলেন—"মৃত্যুর পর সংজ্ঞা থাকিবে না' ইহা বলিয়া ভগবান আমাকে এ বিষয়ে মোহগ্রস্ত করিলেন।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"আমি মোহজনক কোন কথা বলিতেছি না। বিজ্ঞান লাভের জন্য ইহাই পর্য্যাপ্ত"।

১৪। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎকেন কং জিঘ্রেত্তৎকেন কং পশ্যেত্তৎকেন কং শৃণুয়াত্তৎকেন কমভিবদেত্তৎকেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি।

১৪। যত্র (যে স্থলে) হি দ্বৈতম্ ইব (যেন দ্বৈত) ভবতি (হয়) তৎ (সে স্থলে) ইতর: (এক জন) ইতরম ২।১, বৈদিক প্রয়োগ, ইতরৎ স্থলে, পা: ৭।১।২৫, ২৬; অন্যকে) জিঘ্রতি (ঘ্রা, লট্, ঘ্রান করে, পাঃ ৭।৩। ৭৮), তৎ ইতরঃ ইতরম্ পশ্যতি (দৃশ, লট, পা: ৭।৩।৭৮ দর্শন করে), তৎ ইতরঃ ইতরম্ শৃণোতি (শ্রবণ করে) তৎ ইতরঃ ইতরম্ অভিবদতি (অভিবাদন করে কিংবা বলে) তৎ ইতরঃ ইতরম্ বিজানাতি (জানে)। যত্র হি অস্য (ব্রহ্মবিদের) সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ (হয়, বর্ত্তমানে লুঙ), তৎ কেন কম্ জিঘ্রেৎ (ঘ্রাণ করিতে পারিবে), তৎ কেন কম্ পশ্যেৎ (দর্শন করিতে পারিবে), তৎ কেন কম্ শৃণুয়াৎ (শ্রবণ করিতে পারিবে), তৎ কেন কম্ অভিবদেৎ (অভিবাদন করিতে বা বলিতে পারিবে) তৎ কেন কম্ মন্বীত (মনন করিতে পারিবে), তৎ কেন কম্ বিজানীয়াৎ (জানিতে পারিবে), যেন (যাহা দ্বারা) ইদম্ সর্ব্বম (এই সমুদায়) বিজানাতি (জানিতে পারে), তম্ কেন বিজানীযাৎ? বিজ্ঞাতারম্ (বিজ্ঞাতাকে) অরে! কেন বিজানীয়াৎ?" ইতি

১৪। যে স্থলে (মনে হয়) যেন দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে, সেই স্থলে এক জন অপরজনকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে দর্শন করে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে জানে। (কিন্তু) যখন ইহার (ব্রহ্মবিদের) নিকট সমুদায় আত্মা হইয়া যায়—তখন সে কিরূপে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবে, কিরূপে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কিরূপে কাহাকে

অভিবাদন করিবে, কিরূপে কাহাকে মনন করিবে, (এবং) কিরূপে কাহাকে জানিবে? যাহাদ্বারা এই সমুদায়কে জানা যায়, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে? অয়ি! বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে?

মন্তব্য

১। 'পবাদাৎ'—এস্থলে লুঙ প্রয়োগ। শঙ্কর বিধিলিঙ অর্থে এবং মোক্ষমুলার অতীত অর্থে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। বৈদিক ভাষায় লুঙ্ সর্ব্বকালেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। ৭ম, ৮ম, ৯ম, মন্ত্রে দুন্দুভিঘাতস্য, শঙ্খধ্মস্য ও বীণাবাদস্য—এই তিনটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমটীর দুইটী অর্থ হইতে পারে (১) দুন্দুভিবাদকের (২) দুন্দুভিধ্বনির। তৃতীয়টীরও দুইটী অর্থ হওয়া সম্ভব—(১) বীণাবাদকের ও (২) বীণাধ্বনির। কিন্তু দ্বিতীয়টীর কেবল একটী অর্থ—'শঙ্খবাদকের'। এই তিনটী স্থল তুলনা করিয়া দেখিলে এই তিনটী শব্দকে 'বাদক' অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। বৈদিক গ্রন্থে এই অর্থেই এই তিনটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।৪।১৩ এবং বাজসনেয় সংহিতা ৩০।১৯ দ্রষ্টব্য। উভয়স্থলেই এ সমুদায় শব্দের অর্থ বাদক। আমরাও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। শঙ্কর 'ধ্বনি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

একায়ন শব্দের দুই অর্থ হইতে পারে—(১) একত্র হইবার স্থল, মিলনের স্থল। (২) লীন হইবার স্থল (শঙ্কর)।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ

মধুবিদ্যা—জগৎ, জীব ও ব্রহ্মের মৌলিক একত্ব

১। ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো-ঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

২। ইমা আপঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাং সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্বপ্সু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং রৈতসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

১। ইয়ম্ (এই) পৃথিবী সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ (সমুদায় ভূতের) মধু; অস্যৈ পৃথিব্যৈ (৬।১ স্থলে ৪।১, বৈদিক = অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ = এই পৃথিবীর) সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ (এই যে) অস্যাম্ পৃথিব্যাম্ (এই পৃথিবীতে) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ (অব্যয় , দেহ সম্বন্ধী) শারীরঃ (শরীরে অবস্থিত) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্ব্বম্।

২। ইমাঃ আপঃ (এই জলসমূহ) সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, আসাম্ অপাম্ (এই জলসমূহের) সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ আসু (৭।৩) অপ্সু (এই জলসমূহে) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ,—যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ রৈতসঃ (রেতসম্বন্ধী) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্ব্বম্।

১। এই পৃথিবী সমুদায় ভূতের মধু (এবং) সর্ব্বভূত (ও) এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে যে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে তেজোময় অমৃতময় শারীর পুরুষ—এই (উভয় পুরুষ)ই তাহা, এই আত্মা যাহা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম (এবং) ইহাই সমুদায় বস্তু।

২। এই জলসমূহ সর্ব্বভূতের মধু (এবং) ভূতসমুদায়ও জল-

৩। অয়মগ্নিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাগ্নেঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নগ্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং বাঙ্ময়স্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

৪। অয়ং বায়ুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য বায়োঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্বায়ৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং প্রাণস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

৩। অয়ম্ অগ্নিঃ সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, অস্য অগ্নেঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ অগ্নৌ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ বাঙ্ময়ঃ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্ব্বম্।

৪। অয়ম্ বায়ুঃ সর্ব্বেষাম ভূতানাম্ মধু, অস্য বায়োঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ বায়ৌ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ প্রাণঃ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্ব্বম।

সমূহের মধু। এই জলে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে রৈতস তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই (উভয় পুরুষ)ই তাহা, এই আত্মা যাহা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম এবং ইহাই সমুদায় বস্তু।

৩। এই অগ্নি সর্ব্বভূতের মধু এবং সর্ব্বভূতও এই অগ্নির মধু। এই অগ্নিতে যে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে বাঙ্ময়, তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই (উভয় পুরুষ)ই তাহা, এই আত্মা যাহা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম এবং ইহাই সমুদায় বস্তু।

৪। এই বায়ু সর্ব্বভূতের মধু এবং সর্ব্বভূতও এই বায়ুর মধু। এই বায়ুতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে প্রাণরূপী

৫। অয়মাদিত্যঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাদিত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাদিত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং চাক্ষুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

৬। ইমা দিশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসাং দিশাং সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাসু দিক্ষু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শ্রোত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকস্তেজোময়ঽমৃতময় পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

৫। অয়ম্ আদিত্যঃ সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম মধু, অস্য আদিত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ আদিত্যে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ চাক্ষুষঃ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অযম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম ব্রহ্ম, ইদম্ সর্ব্বম।

৬। ইমাঃ দিশঃ (এই সমুদায় দিক্) সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, আসাম দিশাম্ (এই সমুদায় দিকের) সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ আসু দিক্ষু (এই দিকসমূহে) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ শ্রৌত্রঃ (শ্রোত্রসম্বন্ধী) প্রাতিশ্রুৎকঃ (প্রতিধ্বনিতে অবস্থিত) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্ ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্ব্বম্।

তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই (উভয় পুরুষ) ই তাহা, এই আত্মা যাহা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই সমুদায় বস্তু।

৫। এই আদিত্য সর্ব্বভূতের মধু এবং সর্ব্বভূতও এই আদিত্যের মধু। এই আদিত্যে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে চক্ষুস্থিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই (উভয় পুরুষ) ই তাহা, এই আত্মা যাহা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম (এবং) ইহাই সমুদায় বস্তু।

৬। এই দিক্‌সমূহ সর্ব্বভূতের মধু (এবং) এই সমুদায় ভূতও

৭। অয়ং চন্দ্রঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য চন্দ্রস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিংশ্চন্দ্রে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

৮। ইয়ং বিদ্যুৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ বিদ্যুতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং বিদ্যুতি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং তৈজসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

৭। অয়ম্ চন্দ্রঃ সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, অস্য চন্দ্রস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম অস্মিন্ চন্দ্রে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ মানসঃ (মনঃসম্বন্ধী) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্ব্বম্।

৮। ইয়ম্ বিদ্যুৎ সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্, মধু, অস্যৈ (৬।১ স্থলে ৪।১ বৈদিক, = অস্যাঃ) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুতের) সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্যাম্ বিদ্যুতি (এই বিদ্যুতে) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ তৈজসঃ (তেজে অবস্থিত) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্ব্বম্।

দিক্ সমূহের মধু। এই দিক্ সমূহে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে শ্রোত্রসম্বন্ধী ও প্রতিধ্বনি-সম্বন্ধী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই (উভয় পুরুষ) ই তাহা, এই আত্মা যাহা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম এবং ইহাই সমুদায় বস্তু।

৭। এই চন্দ্র সর্ব্বভূতের মধু (এবং) এই সমুদায় ভূতও এই চন্দ্রের মধু। এই চন্দ্রে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে মানস তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই (উভয় পুরুষ)ই তাহা এই আত্মা যাহা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম (এবং) ইহাই সমুদায় বস্তু।

৮। এই বিদ্যুৎ সর্ব্বভূতের মধু (এবং) সর্ব্বভূতও এই বিদ্যুতের মধু।

৯। অয়ংস্তনয়িৎনুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য স্তনয়িত্নোঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্‌স্তনয়িত্নৌ তেজোময়োঽমৃত-ময়ঃ পুরুষোয়শ্চায়মধ্যাত্মং শাব্দঃ সৌবরস্তেজোময়োঽমৃতময়ং পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্‌।

১০। অয়মাকাশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাকাশস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং হৃদ্যাকাশস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্‌।

৯। অয়ম্‌ স্তনয়িত্নুঃ (মেঘগর্জ্জন) সর্ব্বেষাম্‌ ভূতানাম্‌ মধু, অস্য স্তনয়িত্নোঃ (মেঘগর্জ্জনের) সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্‌ অস্মিন স্তনয়িত্নৌ (মেঘগর্জ্জনে) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম অধ্যাত্মম্‌ শাব্দঃ (শব্দসম্বন্ধী) সৌবরঃ (স্বর+অণ্‌, পাঃ ৭।৩।৩,৪, স্বরে অধিষ্ঠিত) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্‌ এব সঃ, যঃ অয়ম্‌ আত্মা ইদম্‌ অমৃতম্‌, ইদম্‌ ব্রহ্ম, ইদম্‌ সর্ব্বম্‌।

১০। অয়ম্‌ আকাশঃ সর্ব্বেষাম্‌ ভূতানাম্‌ মধু, অস্য আকাশস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্‌ অস্মিন্‌ আকাশে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্‌ অধ্যাত্মম্‌ হৃদি (হৃদয়ে) আকাশঃ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্‌ এব সঃ, যঃ অয়ম্‌ আত্মা। ইদম্‌ অমৃতম্‌, ইদম্‌ ব্রহ্ম, ইদম্‌ সর্ব্বম্‌।

এই বিদ্যুতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে তৈজস তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই (উভয় পুরুষ) ই তাহা, এই আত্মা যাহা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম (এবং) ইহাই সমুদায় বস্তু।

৯। এই মেঘগর্জ্জন সর্ব্বভূতের মধু। এবং সর্ব্বভূতও এই মেঘগর্জ্জনের মধু। এই মেঘগর্জ্জনে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে শব্দ-সম্বন্ধী ও স্বরসম্বন্ধী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই (উভয় পুরুষ)ই তাহা, এই আত্মা যাহা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম, এবং ইহাই সমুদায় বস্তু।

১০। এই আকাশ সর্ব্বভূতের মধু এবং এই সমুদায় ভূতও এই

১১। অয়ং ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য ধর্ম্মস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ধর্ম্মে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং ধার্ম্মস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

১২। ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চাঽয়মধ্যাত্মং সাত্যস্তেজোয়োময়ঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স-যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

১১। অয়ম্ ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, অস্য ধর্ম্মস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ ধর্ম্মে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ ধার্ম্মঃ (ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্ব্বম্।

১২। ইদম্ সত্যম্ সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু, অস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ সত্যে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ সাত্যঃ (সত্য+অণ্—সত্যে প্রতিষ্ঠিত) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্ব্বম্।

আকাশের মধু। এই আকাশে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই (উভয় পুরুষ)ই তাহা, এই আত্মা যাহা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম, এবং ইহাই সর্ব্ব বস্তু।

১১। এই ধর্ম্ম সর্ব্বভূতের মধু (এবং) সমুদায় ভূতও এই ধর্ম্মের মধু। এই ধর্ম্মে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে ধর্ম্মসম্বন্ধী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই (উভয় পুরুষ)ই তাহা, এই আত্মা যাহা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম এবং ইহাই সর্ব্বভূত।

১২। এই সত্য সর্ব্বভূতের মধু এবং সমুদায় ভূতও এই সত্যের

১৩। ইদং মানুষং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য মানুষস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চাঽয়মস্মিন্মানুষে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

১৪। অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময় পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

১৩। ইদম্ মানুষম্ (মানবজাতি) সর্ব্বেষাম ভূতানাম্ মধু, অস্য মানুষস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ মানুষে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ মানুষঃ (মানুষ সম্বন্ধী) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষ—অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্, ব্রহ্ম, ইদম্ সর্ব্বম্।

১৪। অয়ম্ আত্মা (মনুষ্যগণের দেহ) সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম মধু, অস্য আত্মনঃ (এই দেহের) সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ আত্মান (দেহে) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ আত্মা (জীবাত্মরূপী) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ—অয়ম্ এব সঃ যঃ অয়ম্ আত্মা। ইদম্ অমৃতম্, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ সর্ব্বম্।

মধু। এই সত্যে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই (উভয় পুরুষ)ই তাহা, এই আত্মা যাহা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম এবং ইহাই সমুদায় বস্তু।

১৩। এই মানব জাতি সর্ব্বভূতের মধু এবং সর্ব্বভূতও এই মানব জাতির মধু। এই মানব জাতিতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে মানবসম্বন্ধী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই (উভয় পুরুষ)ই তাহা, এই আত্মা যাহা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম এবং ইহাই এই সমুদায় বস্তু।

১৪। এই আত্মা (অর্থাৎ দেহ) সর্ব্বভূতের মধু এবং সর্ব্বভূতও এই

১৫। স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ।

১৬। ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ। তদ্বাং নরা সনয়ে দংস উগ্রমাবিষ্কৃণোমি তন্যতুর্ন বৃষ্টিং দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্রয়দীমুবাচেতি।

১৫। সঃ বৈ অয়ম্ আত্মা সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ অধিপতিঃ, সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ রাজা। তৎ+যথা (যেমন, ১।৩।৭ মন্তব্য দ্রঃ) রথনাভৌচ (রথনাভিতে) রথনেমৌ চ (রথনেমিতে অর্থাৎ পরিধিতে) অরাঃ (অরসমূহ, যে সমুদায় কাষ্ঠশলাকাদ্বারা রথনাভি ও রথনেমিকে সংযুক্ত করা হয়—তাহাদিগের নাম 'অর') সর্ব্বে সমর্পিতাঃ (নিহিত),—এবম্ এব অস্মিন্ আত্মনি (এই আত্মাতে) সর্ব্বাণি ভূতানি, সর্ব্বেদেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ (স্বর্গাদিলোক সমূহ), সর্ব্বে প্রাণাঃ, সর্ব্বে এতে আত্মানঃ (পৃথিবী, জল প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আত্মাসমূহ) সমর্পিতাঃ (প্রতিষ্ঠিত)।

১৬। ইদম্ বৈ তৎ মধু দধ্যঙ্ আথর্ব্বণঃ ('অথর্ব্বা'র পুত্র ; 'অথর্ব্বন্'

আত্মার (অর্থাৎ দেহের) মধু। এই আত্মায় (অর্থাৎ দেহে) যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই যে জীবাত্মরূপী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই (উভয় পুরুষ)ই তাহা, আত্মা যাহা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম, এবং ইহাই সমুদায় বস্তু।

১৫। এই আত্মা সমুদায় ভূতের অধিপতি এবং সমুদায় ভূতের রাজা। যেমন রথনাভিতে এবং রথনেমিতে 'অর' সমূহ নিহিত থাকে তেমনি এই আত্মাতে সমুদায় ভূত, সমুদায় লোক, এবং (পৃথিবী জল প্রভৃতিতে অধিষ্ঠিত) আত্মাসমূহ নিহিত হইয়া রহিয়াছে।

১৬। অথর্ব্বার পুত্র দধ্যঙ্ অশ্বিদ্বয়কে এই মধুবিদ্যা শিক্ষা

১৭। ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচদাথর্বণায়াশ্বিনাদধীচেশ্ব্যং শিরঃ প্রত্যৈরয়তং স বাং মধু প্রবোচদৃতায়ন্ত্বাষ্ট্রং যদ্দস্রাবপি কক্ষ্যং বামিতি।

শব্দ হইতে) অশ্বিভ্যাম্ (অশ্বিদ্বয়কে) উবাচ। তৎ এতৎ (সেই এই বিষয়, ২।১) ঋষিঃ (কক্ষীবান্ নামক ঋষি) পশ্যন্ (দর্শন করিয়া) অবোচৎ (বচ, লুঙ্ বলিয়াছিলেন)—'তৎ (সেই, ২।১, 'দংসঃ' এর বিশেষণ) বাম্ (তোমাদিগের দুই জনের) নরা (বৈদিক প্রয়োগ= নরৌ—নেতৃদ্বয়) সনয়ে (সনি, ৪।১ ধনলাভের জন্য) দংসঃ (দংসন ২।১; কর্ম্ম নিঘণ্ট্ ২।১) উগ্রম্ (শ্রেষ্ঠ কিংবা ক্রূর, ২।১) আবিঃ+ কৃণোমি (বৈদিক প্রয়োগ=আবিঃ করোমি=প্রকাশ করিব), তন্যতুঃ (মেঘগর্জ্জন; স্তন্=তন্ ধাতু হইতে,=গর্জ্জন করা; বৈদিক ধাতু ন (যেমন, বৈদিক শব্দ), বৃষ্টিম্ (২।১),—দধ্যঙ্ (+ আথর্ব্বণ=দধ্যঙ আথর্ব্বণ নামক ঋষি) হ যৎ (যে অব্যয়) মধু (মধুবিদ্যা ২।১) আথর্বণঃ বাম্ (তোমাদিগের দুইজনকে) অশ্বস্য (অশ্বের) শীর্ষ্ণা (শীর্ষন্, ৩।১, মস্তকদ্বারা) প্র যৎ ঈম্ উবাচ (প্র+ ,=বলিয়াছিলেন) (ঋগ্বেদ ১।১১৬।১২)।

১৭। ইদম্ বৈ তৎ মধু দধ্যঙ আথর্বণঃ অশ্বিভ্যাম্ উবাচ। তৎ এতৎ ঋষিঃ পশ্যন্ (দেখিয়া) অবোচৎ (২।৫।১৬ দ্রঃ):—আথর্বণায় (+দধীচে=দধ্যঙ্ আথর্বণকে) অশ্বিনা (বৈদিক,=অশ্বিনৌ=হে

দিয়াছিলেন। (কক্ষীবান্) ঋষি ইহা অবগত হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেনঃ—হে নেতৃদ্বয়! দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ অশ্বশির দ্বারা তোমাদিগকে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। মেঘগর্জ্জন যেমন বৃষ্টিকে প্রকাশিত করে তেমনি আমি ধনলাভের জন্য তোমাদিগের এই শ্রেষ্ঠকর্ম্ম প্রকাশিত করিব।

১৭। দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ অশ্বিদ্বয়কে এই মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। (কক্ষীবান্) ঋষি ইহা অবগত হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেনঃ— হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ ঋষিতে অশ্বশির সংযোজন

১৮। ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ। পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ পুরঃ স পক্ষীভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিংচনাসংবৃতম্।

অশ্বিদ্বয়) দধীচে (দধ্যচ্, ৪।১ দধ্যঙ্কে) অশ্ব্যম (অশ্বসম্বন্ধীয়, ২।১) শিরঃ (শিরকে) প্রতি+ঐরতিম্ (প্রতি+ঈর্, লঙ্ ২।২ প্রেরণ করিয়াছিলে, যোজনা করিয়াছিলে) সঃ (দধ্যঙ্ আর্থবণ ঋষি) বাম্ (তোমাদিগের দুইজনকে, ৪।২) মধু (২।১) প্রবোচৎ (বৈদিক, = প্রাবোচৎ = প্র+অবোচৎ = প্র+বচ্ লুঙ্, বলিয়াছিলেন) ঋতায়ন্ পদপাঠ ঋত+যন্, ঋত = সত্য; ঋত হইতে নামধাতু 'ঋতয়' শতৃ, ঋতয়ৎ, ১।১, সত্য পালনেচ্ছু হইয়া)' ত্বাষ্ট্রম্ (ত্বষ্টার নিকট হইতে লব্ধ, ২।১) যৎ (যাহা) দস্রৌ (অদ্ভুতকর্ম্মা, সম্বোধন, দ্বিবচন) অপি বক্ষ্যম্ (গুহ্য, ২।১) বাম্ ইতি (ঋগ্বেদ ১।১১৭।২২)।

১৮। ইদম্ বৈ তৎ মধু দধ্যঙ্ আথর্ব্বণঃ অশ্বিভ্যাম্ উবাচ। তৎ এতৎ ঋষিঃ পশ্যন্ অবোচৎ (২।৫।১৬ দ্রঃ):—"পুরঃ (দেহসমূহকে) চক্রে (করিয়াছিলেন) দ্বিপদঃ (দুইপদযুক্ত ২।৩); পুরঃ চক্রে চতুষ্পদঃ (চারিপদ যুক্ত ২।৩)। পুবঃ (প্রথমে) সঃ পক্ষী ভূত্বা (হইয়া) পুবঃ (দেহসমূহকে) পুরুষঃ (পুরুষরূপে; কিংবা সঃ পুরুষঃ = সেই পুরুষ) আবিশৎ (প্রবেশ করিয়াছিলেন) ইতি। সঃ বৈ অয়ম্ পুরুষঃ (সেই এই পুরুষ) সর্ব্বাসু পূর্ষু (দেহসমূহে) পুরীশয়ঃ (দেহবাসী; পুরি+শী+অ, পাঃ ৬।৩।৯; পুর্ শব্দ ৭।১, পুরি, দেহে;) ন অনেন (ইহা দ্বারা) কিম্+চন অনাবৃতম্ ন অনেন কিম্+চন অসংবৃতম্ (অনুপ্রবিষ্ট নয় এমন)।

করিয়াছিলে। হে দস্রদ্বয়! আথর্ব্বণ ত্বষ্টার নিকট হইতে যে মধুবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতি গুহ্য হইলেও, তিনি সত্য পালন করিবার জন্য তোমাদিগকে সে বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন।

১৮। দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ অশ্বিদ্বয়কে এই মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঋষি ইহা অবগত হইয়া এই প্রকার বলিয়াছিলেন:—তিনি দ্বিপদ শরীর

১৯। ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচদ্রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায় ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেত্যয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিত্যনুশাসনম।

১৯। ইদম বৈ তৎ মধু দধ্যঙ্ আথর্ব্বণঃ অশ্বিভ্যাম্ উবাচ। তৎ এতৎ ঋষিঃ পশ্যন্ অবোচৎ (২।৫।১৬ মন্ত্র দ্রঃ)। "রূপম্ রূপম্ (রূপের প্রতি রূপের প্রতি, অর্থাৎ প্রত্যেক রূপের প্রতি) প্রতিরূপং (অনুরূপ) বভূব (হইয়াছেন)। তৎ (তাহা, সেই রূপ প্রাপ্তি) অস্য (ইহার) রূপম (রূপকে) প্রতিচক্ষণায় (প্রতি, চক্ষ অনট, ৪।১, প্রকাশ করিবার জন্য)। ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ (শক্তি দ্বারা) পুরু রূপং (বহুরূপ) ঈয়তে (গমন করেন, প্রকাশিত হয়েন, 'ঈ'ধাতু বা 'ই' বহু বচ, পাঃ ৭।৪।২৫)। যুক্তা (সংযুক্ত) হি যস্য হরয় (হরি, ১।৩, অশ্বসমূহ উপনিষদের অর্থ ইন্দ্রিয় সমূহ) শতা (বৈদিক = শতানি = শত) দশ ইতি (ঋগ্বেদ ৬ ৪৭।১৮)। অয়ম (এই আত্মা) বৈ হরয় (অশ্ব, ১।৩) অয়ম বৈ দশ, চ সহস্রাণি, বহূনি চ অনন্তানি চ। তৎ এতৎ (সেই

সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি চতুষ্পদ শরীরসমূহ নির্ম্মা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে পক্ষী হইয়া পুরুষরূপে নানাদেহ প্রবেশ করিয়াছেন। এই পুরুষ সর্ব্বদেহে পুরিশয় (অর্থাৎ দেহপুরে শয়ান)। এমন কিছুই নাই, যাহা ইহ দ্বারা আচ্ছাদিত নহে, এমন কিছুই নাই যাহা ইহা কর্ত্তৃক অনুপ্রবিষ্ট নহে।

১৯। দধ্যঙ আথর্ব্বণ অশ্বিদ্বয়কে এই মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহা অবগত হইয়া (ভরদ্বাজের পুত্র গর্গ) ঋষি বলিয়াছিলেন :— "তিনি প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছেন। ইহা (অর্থাৎ এইরূপ প্রাপ্তি) ইহার রূপ প্রকাশ করিবার জন্য। ইন্দ্র মায়াদ্বারা বহুরূপে প্রকাশিত হন। শত ও দশ অশ্ব (ইন্দ্রিয়) ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাই

এই) ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ (যাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কিছু নাই, কারণবিহীন) অনপরম্ (অন্, অ, পরম্ ; যাহার পরবর্ত্তী কিছু নাই, কার্য্যবিহীন), অনন্তরম (যাহার অন্তর নাই ; যাহার অভ্যন্তরে কিছু নাই) অবাহ্যম (যাহার বাহ্য নাই)। অযম্ আত্মা ব্রহ্ম, সর্ব্বানুভূঃ (যিনি সমুদায় বস্তুকে অনুভব করিয়াছেন ; সর্ব্ব + অনু + ভূ, ক্বিপ) ইতি অনুশাসনম্।

(অর্থাৎ এই আত্মাই) অশ্ব (ইন্দ্রিয়) ; ইহাই দশ এবং সহস্র (অথবা দশ সহস্র, বহু এবং অনন্ত। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই কারণরহিত, কার্য্য-রহিত, অন্তররহিত, বাহ্যরহিত, এই আত্মাই ব্রহ্ম, ও সর্ব্বানুভূ। ইহাই অনুশাসন।

মন্তব্য

১। 'প্রতিশ্রুৎক'—প্রতি + শ্রু + ক্বিপ্ = প্রতিশ্রুৎ, প্রতিশ্রুৎ + ক = প্রতিশ্রুৎক ; প্রাতিশ্রুৎক + অণ = প্রতিশ্রুৎক = প্রতিধ্বনি সম্বন্ধী।

১। এস্থলে 'আত্মা' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। এই দুইটী অর্থ হইতে পারে। (১) মনুষ্যাদির ভিন্ন ভিন্ন দেহ (২) প্রত্যেকের আত্মা (প্রচলিত অর্থে) ইত্যাদি। ২। পাঠান্তর— 'আত্মা' স্থলে 'অধ্যাত্মম্ আত্মা'।

২। 'দধ্যঙ্'—'দধ্যচ্ শব্দ। মহাভারতাদি গ্রন্থে ইহার নাম দধীচি। ২। যজুর্ব্বেদের শাট্যায়ন শাখায় এই আখ্যায়িকাটী আছে। ইন্দ্র দধীচি ঋষিকে মধুবিদ্যা ও প্রবর্গবিদ্যা শিক্ষা দিয়া বলিয়াছিলেন— "তুমি যদি কাহাকেও এই বিদ্যা প্রদান কর, আমি তোমার শিরচ্ছেদন করিব'। অশ্বিদ্বয় এই মধুবিদ্যালাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহারা দধীচির সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করিলেন। সেই পরামর্শ অনুসারে তাঁহারা দধীচির মস্তক ছেদন করিয়া এক স্থলে রাখিয়া দিলেন এবং দধীচিকে তৎপরিবর্ত্তে অশ্বশির প্রদান করিলেন। তিনি এই অশ্বমুখ দ্বারা অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। মধুবিদ্যা প্রদান করা হইল বলিয়া ইন্দ্র পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুযায়ী দধীচির মস্তক ছেদন করিলেন। ইহাতে দধীচির অশ্বশিরই কর্ত্তিত হইল।

তখন অশ্বিদ্বয় দধীচির পূর্ব্বমস্তক যথাস্থানে সংযোগ করিয়া দিলেন। দধীচি এইরূপে পুনরায় স্বমস্তক লাভ করিল। ২। শঙ্কর এই মন্ত্রের এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন "হে নেতৃদ্বয়! দধ্যঙ্ আথর্বণ অশ্বশির দ্বারা তোমাদিগকে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তোমরা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই ক্রূর কর্ম্ম করিয়াছে। পর্জ্জন্য যেমন মেঘ গর্জ্জনাদি দ্বারা বৃষ্টিকে প্রকাশিত করে, আমিও তেমনি তোমাদিগের এই ক্রূর কর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি।"

৩। 'অপি কক্ষ্যম্'—ঋগ্বেদের পদপাঠে 'অপি কক্ষ্যম্' শব্দটী একটি পদরূপে গৃহীত হইয়াছে। সায়ণও ইহার অনুসরণ করিয়াছেন। ইহার অর্থ "কক্ষ প্রদেশ সম্বন্ধী"। উইলসন্ সাহেবের মতে ইহার অর্থ 'Ligature of the waist'; গ্রিফিথ্স্ (Griffiths) সাহেবের মতে 'girdles'। শঙ্করের মতে ইহা দুইটী শব্দ—'অপি' ও 'কক্ষ্যম্'; কক্ষ্যম্ = গুহ্য।

৪। 'পুর্' শব্দের মৌলিক অর্থ, 'দুর্গ' বা নগর। তাহার পরে অর্থ হইয়াছে "বাস করিবার স্থল।" আত্মা দেহে বাস করেন—এই জন্য 'দেহ'কে 'পুর্' বা পুর বলা হয়। 'পুরীশয়' শব্দের অর্থ—"যিনি দেহ-পুরে শয়ন করেন।"

৫। "মায়াভিঃ"—ঋগ্বেদের এ স্থলে 'মায়া' অর্থ শক্তি; নব্য বৈদান্তিকদিগের মায়া নহে। ঋগ্বেদে, বিশেষতঃ এই স্থলে (৬।৪৭।১৮), মায়াবাদের কোন চিহ্ন নাই।

৬। "ঈয়তে"—শঙ্কর এস্থলে এই ক্রিয়াকে কর্ম্মবাচ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার অর্থ "গম্যতে"। ঋগ্বেদে সায়ণের অর্থ "চেষ্টতে" (কর্ত্তৃবাচ্যে)। ঋগ্বেদের অন্য এক স্থলেও (১।৩০।১৮) 'ঈয়তে' শব্দ কর্ত্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। "রথ……সমুদ্রে……ঈয়তে"—অর্থ "রথ সমুদ্রে পুনঃ পুনঃ গমন করে।" এস্থলে সায়ণের মতে 'ঈয়তে' অর্থ 'গচ্ছতি' এবং সকলেই এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ঈয়তে = 'ই' ধাতু কিংবা 'ঈ' ধাতু, পৌনঃপুণ্য কিংবা অতিশয় অর্থে 'যঙ' লট্, আত্মনেপদী তে, (পাঃ ৭।৪।২৫)। বৃহঃ ৪।৩।১২ মন্ত্রে 'ঈয়তে' ব্যবহৃত হইয়াছে। এ স্থলে শঙ্কর ইহার অর্থ 'গচ্ছতি' (কর্ত্তৃবাচ্যে) করিয়াছেন।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ· ব্রাহ্মণ

আচার্য্য ও শিষ্যপরম্পরা

১। অথ বংশঃ পৌতিমাষ্যো . গৌপবনাদ্গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎপৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্গৌপবনঃ কৌশিকাৎ-কৌষিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎকৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমঃ।

২। আগ্নিবেশ্যাদাগ্নিবেশ্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্চানভিম্লাতাচ্চানভি-ম্লাত আমভিম্লাতাদানভিম্লাতো গৌতমাদ্গৌতমঃ সৈতবপ্রা-চীনযোগ্যাভ্যাং সৈতবপ্রাচীনযোগ্যৌ পারাশর্যাৎপরাশর্যো ভাবদ্বাজাদ্ভাবদ্বাজো ভারদ্বাজাচ্চ গৌতামাচ্চ গৌতমো ভার-দ্বাজাদ্ভারদ্বাজঃ পাবাশর্যাৎ পারাশর্যো বৈজবাপায়নাদ্বৈজবাপা-যনঃ কৌশিকায়নেঃ কৌশিকায়নিঃ।

১। অথ বংশঃ (বংশ; আচার্য্য ও শিষ্যপবম্পরা):—(১) প্রৌতিমাষ্যঃ গোপবনাৎ (গোপবন হইতে); (২) গোপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ (প্রৌতিমাষ্য হইতে); (৩) পৌতিমাষ্যঃ গোপবনাৎ; (৪) গোপিবনঃ কৌশিকাৎ (কৌশিক হইতে), (৫) কেশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎ (কৌণ্ডিন্য হইতে); (৬) কৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাৎ (শাণ্ডিল্য হইতে) (৭) শাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাৎ চ গৌতমা' চ, (৮) গৌতমঃ।

২। আগ্নিবেশ্যাৎ— (আগ্নিবেশ্য হইতে), (৯) আগ্নিবেশ্যঃ

১। অনন্তর বংশ (অর্থাৎ আচার্য্য ও শিষ্যপরম্পরা বর্ণিত হইতেছে) :—(১) পৌতিমাষ্য গোপবন হইতে (দিক্ষাপ্রাপ্ত); (২) গোপবন প্রৌতিমাষ্য হইতে; (৩) প্রৌতিমাষ্য গোপবন হইতে; (৪) গোপবন কৌশিক হইতে; (৫) কৌষিক কৌণ্ডিন্য হইতে; (৬) কৌণ্ডিন্য শাণ্ডিল্য হইতে; (৭) শাণ্ডিল্য কৌশিক ও গৌতম হইতে; (৮) গৌতম—

২।—অগ্নিবেশ্য হইতে; (৯) অগ্নিবেশ্য শাণ্ডিল্য ও আনভিম্লাত

৩। ঘৃতকৌশিকাদ্ঘৃতকৌষিকঃ পারাশর্যায়ণাৎ পারাশর্যায়ণ পারাশর্যাৎ পাবাশর্যো জাতূকর্ণ্যাজ্জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণাচ্চ যাস্কাচ্চাসুরায়ণস্ত্রৈবর্ণে স্ত্রৈবণিরৌপজন্ধনেরৌপজন্ধনিরাসুরে-রাসুরির্ভাবদ্বাজাদ্ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাণ্টের্মাণ্টির্গৌতমা-দ্গৌতমো গৌতমাদ্গৌতমো বাৎস্যাদ্বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্য

শাণ্ডিল্যাৎ চ, আনভি ম্লানাৎ চ, (১০) আনভিম্লাতঃ আনভিম্লাতাৎ (১১) আনভিম্লাতঃ আনভিম্লাৎ (১২) আনভিম্লাতঃ গৌতমাৎ (১৩) গৌতমঃ সৈতব প্রাচীনযোগাভ্যাম্ (সৈতব ও প্রাচীনযোগ হইতে); (১৪) সৈতব প্রাচীনযোগ্যৌ (সৈতব ও প্রাচীনযোগ) পারাশার্য্যাৎ, (১৫) পাবাশর্য্যঃ ভারদ্বাজাৎ, (১৬) ভারদ্বাজঃ ভাবদ্বাজাৎ চ গৌতমাৎ চ; (১৭) গৌতমঃ ভারদ্বাজাৎ; (১৮) ভারদ্বাজঃ পারাশর্য্যাৎ, (১৯) পারাশর্য্যঃ বৈজবাপায়নাৎ; (২০) বৈজবাপায়নঃ কৌশিকায়নেঃ, (২১) কৌশিকায়নিঃ।

৩। ঘৃতকৌশিকাৎ; (২২) ঘৃতকৌশিকঃ পারাশর্য্যায়ণাৎ, (২৩) পারাশর্য্যায়ণঃ পারাশর্য্যাৎ; (২৪) পাবাশর্য্যঃ জাতূকর্ণ্যাৎ, (২৫) জাতুকর্ণঃ আসুবায়ণাৎচ যাস্কাৎ চ; (২৬) আসুরায়ণঃ ত্রৈবণেঃ, (২৭) ত্রৈবর্ণিঃ ঔপজন্ধনেঃ; (২৮) ঔপজন্ধনিঃ আসুরেঃ; (২৯) আসুরে.

হইতে (১০) আনভিম্লাত হইতে; (১১) আনভিম্লাত আনভিম্লাত হইতে; (১২) আনভিম্লাত গৌতম হইতে. (১৩) গৌতম—সৈতব এবং প্রাচীনযোগ্য হইতে; (১৪) সৈতব ও প্রাচীনযোগ্য পাবাশর্য্য হইতে; (১৫) পাবাশর্য্য ভারদ্বাজ হইতে; (১৬) ভারদ্বাজ ভাবদ্বাজ ও গৌতম হইতে; (১৭) গৌতম ভারদ্বাজ হইতে; (১৮) ভারদ্বাজ পারাশর্য্য হইতে; (১৯) পারাশর্য্য বৈজবাপায়ণ হইতে; (২০) বৈজ-বাপায়ন কৌশিকায়নি হইতে, (২১) কৌশিকায়নি।

৩।—ঘৃতকৌশিক হইতে, (২২) ঘৃতকৌশিক পারাশর্য্যায়ণ হইতে, (২৩) পারাশর্য্যায়ণ পারাশর্য্য হইতে; (২৪) পারাশর্য্য জাতুকর্ণ হইতে;

কৈশোর্য্যাৎকাপ্যাৎকৈশোর্য্যঃ কাপ্যঃ কুমারহারিতাৎকুমারহারিতো গালবাদ্গালবো বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যাদ্বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যো বৎসনপাতো বাভ্রবাদ্বৎসনপাদ্ বাভ্রবঃ পথঃ সৌভরাৎপন্থাঃ সৌভরোঽয়াস্যাদাঙ্গিরসাদযাস্য আঙ্গিরস আভূতেস্ত্বাষ্ট্রাদাভূতিস্ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাত্ত্বাষ্ট্রাদ্বিশ্বরূপস্ত্বাষ্ট্রোঽশ্বিভ্যামশ্বিনৌ দধীচ আথর্ব্বণাদ্দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽথর্ব্বণো দৈবাদথর্ব্বাদৈবো মৃত্যোঃ প্রাধ্বংসনান্মৃত্যুঃ প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংসনাৎপ্রধ্বংসন একর্ষেরেকর্ষির্বিপ্রচিত্তের্ব্যষ্টের্ব্যষ্টিঃ সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎসনাতনঃ সনগাৎসনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ংভূ ব্রহ্মণে নমঃ।

ভারদ্বাজাৎ; (৩০) ভারদ্বাজঃ আত্রেয়াৎ; (৩১) আত্রেয়ঃ মাণ্টেঃ, (৩২) মাণ্টিঃ গৌতমাৎ; (৩৩) গৌতমঃ গৌতমাৎ; (৩৪) গৌতমঃ বাৎস্যাৎ (৩৫) বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাৎ; (৩৬) শাণ্ডিল্যঃ কৈশোর্য্যাৎ কাপ্যাৎ (কৈশোর্য্য কাপ্য হইতে), (৩৭) কৈশোর্য্যঃ কাপ্যঃ কুমার হারিতাৎ; (৩৮) কুমার হারিতঃ গালবাৎ; (৩৯) গালবঃ বিদর্ভী-কৌণ্ডিন্যাৎ; (৪০) বিদর্ভী-কৌণ্ডিন্য বৎসনপাতঃ বাভ্রবাৎ (বৎসনপাৎ বাভ্রব হইতে); (৪১) বৎসনপাৎ বাভ্রবঃ পথঃ সৌভরাৎ (পন্থা সৌভর হইতে); (৪২) পন্থাঃ সৌভরঃ অয়াস্যাৎ আঙ্গিরসাৎ (অযাস্য আঙ্গিরস হইতে); (৪৩) অযাস্য; আঙ্গিরসঃ আভূতেঃ ত্বাষ্ট্রাৎ (আভূতি ত্বাষ্ট্র হইতে); (৪৪) আভূতিঃ ত্বাষ্ট্রঃ; বিশ্বরূপাৎ ত্বাষ্ট্রাৎ

(২৫) জাতুকর্ণ আসুরায়ণ ও যাস্ক হইতে; (২৬) আসুরায়ণ ত্রৈবণি হইতে; (২৭) ত্রৈবণি ঔপজন্ধনি হইতে; (২৮) ঔপজন্ধনি আসুরি হইতে; (২৯) আসুরি ভারদ্বাজ হইতে; (৩০) ভারদ্বাজ আত্রেয় হইতে, (৩১) আত্রেয় মাণ্টি হইতে, (৩২) মাণ্টি গৌতম হইতে; (৩৩) গৌতম গৌতম হইতে; (৩৪) গৌতম বাৎস্য হইতে; (৩৫) বাৎস্য শাণ্ডিল্য হইতে; (৩৬) শাণ্ডিল্য কৈশোর্য্য কাপ্য হইতে; (৩৭)

(বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র হইতে ; (৪৫) বিশ্বরূপঃ ত্বাষ্ট্রঃ অশ্বিভ্যাম্ (অশ্বিদ্বয় হইতে) ; (৪৬) অশ্বিনৌ দধীচঃ আথর্বণাৎ (দধ্যঙ্ আথর্বণ হইতে) ; (৪৭) দধ্যঙ্ আথর্বণঃ অথর্বণঃ দৈবাৎ (অথর্বা দৈব হইতে) ; (৪৮) অথর্ব্বা দৈবঃ মৃত্যোঃ প্রাধ্বংসনাৎ (মৃত্যু প্রাধ্বংসন হইতে) ; (৪৯) মৃত্যুঃ প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংসনাৎ ; (৫০) প্রধ্বংসনঃ একর্ষেঃ (একর্ষি হইতে) ; (৫১) একর্ষিঃ বিপ্রচিত্তেঃ (বিপ্রচিত্তি হইতে ; (৫২) বিপ্রচিত্তিঃ ব্যষ্টেঃ (ব্যষ্টি হইতে) , (৫৩) ব্যষ্টিঃ সনারোঃ (সনারু হইতে) , (৫৪) সনারুঃ সনাতনাৎ ; (৫৫) সনাতনঃ সনগাৎ ; (৫৬) সনগঃ পরমেষ্টিনঃ (পরমেষ্টী হইতে) ; (৫৭) পরমেষ্টী ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্ম হইতে) , (৫৮) ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ; ব্রহ্মণে (৪।১ ব্রহ্মকে) নমঃ ।

(৩৭) কৈশোর্য্যকাপ্য কুমার হারিত হইতে ; (৩৮) কুমার হারিত গালব হইতে ; (৩৯) গালব বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য হইতে ; (৪০) বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য বৎস নপাৎ হইতে, (৪১) বৎস নপাৎ—বাভ্রব পন্থা-সৌভর হইতে ; (৪২) পন্থা সৌভর অয়াস্য আঙ্গিরস হইতে ; (৪৩) অয়াস্য আঙ্গিরস আভূতি ত্বাষ্ট্র হইতে ; (৪৪) আভূতি ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র হইতে (৪৫) বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র অশ্বিদ্বয় হইতে ; (৪৬) অশ্বিদ্বয় দধ্যঙ্ আথর্বণ হইতে ; (৪৭) দধ্যঙ আথর্বণ অথর্বা দৈব হইতে ; (৪৮) অথর্বা দৈব মৃত্যু-প্রাধ্বংসন হইতে ; (৪৯) মৃত্যু-প্রাধ্বংসন প্রধ্বসন হইতে ; (৫০) প্রধ্বংসন একর্ষি হইতে ; (৫১) একর্ষি বিপ্রচিত্তি হইতে ; (৫২) বিপ্রচিত্তি ব্যষ্টি হইতে ; (৫৩) ব্যষ্টি সনারু হইতে ; (৫৪) সনারু সনাতন হইতে ; (৫৫) সনাতন সনগ হইতে ; (৫৬) সনগ পরমেষ্টী হইতে ; (৫৭) পরমেষ্টী ব্রহ্ম হইতে ; (৫৮) ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু। ব্রহ্মকে নমস্কার।

তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ

জনকযজ্ঞ—অশ্বল-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ

১। জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে তত্র হ কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুস্তস্য হ জনকস্য বৈদেহস্য বিজিজ্ঞাসা বভূব কঃ স্বিদেষাং ব্রাহ্মণানামনূচানতম ইতি স হ গবাং সহস্রমবরুরোধ দশ দশ পাদা একৈকস্যাঃ শৃঙ্গয়োরাবদ্ধা বভূবুঃ।

১। জনকঃ হ বৈদেহঃ বহুদক্ষিণেন (বহুদক্ষিণ, ৩।১ ; বহুদক্ষিণাযুক্ত) যজ্ঞেন (যজ্ঞদ্বারা) ইজে (যজ্, লিট্ আত্মনে, যজ্ঞ করিয়াছিলেন)। তত্র (সেই যজ্ঞে) কুরু পঞ্চালানাম্ (কুরুপঞ্চালদিগের জনপদের , পাঃ ৪।২।৮১) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) অভিসমেতাঃ (সম্মিলিত, ১।৩) বভূবুঃ (হইযাছিলেন)। তস্য হ জনকস্য বৈদেহস্য (সেই বৈদেহ জনকের বিদেহ + অঞ্ = বৈদেহ, = বিদেহরাজ, পাঃ ৪।১।১৬৮ বার্ত্তিক) বিজিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা) বভূব হইয়াছিল)। 'কঃ (কে ?) স্বিৎ (প্রশ্নসূচক অব্যয়) এষাম্ ব্রাহ্মাণানাম্ (এই সকল ব্রাহ্মণের) অনূচান্ তমঃ (অনু, বচ, কানচ্, তম, পাঃ ৩।২।১০৯ : সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্)' ইতি। সঃ হ গবাম্ (গো-সমূহেব) সহস্রম্ অবরুরোধ (অব, রুধ্, লিট্ = অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন)। দশ দশ পাদাঃ (দশ দশ পাদ ; এক পলের চতুর্থাংশের নাম পাদ) একৈকস্যা (একৈকা, ৬।১ , এক একটীর) শৃঙ্গয়োঃ (শৃঙ্গদ্বয়ে) আবদ্ধা বভূবুঃ।

১। বিদেহরাজ জনক বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে কুরু ও পঞ্চাল জনপদের অনেক ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছিলেন। এই সমুদায় ব্রাহ্মণের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ ইহা জানিবার জন্য সেই বৈদেহ জনকের ইচ্ছা হইয়াছিল। এই জন্য তিনি (কোন একস্থানে)

২। তান্ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতামিতি তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুরথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমেব ব্রহ্মচারিণমুবাচৈতাঃ সোম্যোদজ সামশ্রবা ৩ ইতি তা হোদাচকার তে হ ব্রাহ্মণাশ্চুক্রুধুঃ কথং নো ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রুবীতে-ত্যথ হ জনকস্য বৈদেহস্য হোতাশ্বলো বভূব সহৈনং পপ্রচ্ছ ত্বং নু খলু নো যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠোঽসী ৩ ইতি স হোবাচ নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্মো গোকামা এব বয়ং স্ম ইতি তং হ তত এব প্রষ্টুং দধ্রে হোতাশ্বলঃ।

২। তান্ (তাহাদিগকে) হ উবাচ 'ব্রাহ্মণাঃ! ভগবন্তঃ! যঃ ব্রাহ্মণ বঃ (আপনাদিগের মধ্যে) ব্রহ্মিষ্ঠঃ (ব্রহ্মন্+ইষ্ঠ; পাঃ ৬।৪।১৫৫, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ বা বেদজ্ঞ) সঃ এতাঃ গাঃ (এই সমুদায় গাভীকে) উদজতাম (উৎ, অজ, লোট, আত্মনে, বৈদিক, প্রচলিত প্রযোগ পরস্মৈ, লইয়া যাউন)' ইতি। তে হ ব্রাহ্মণাঃ ন দধৃষুঃ (ধৃষ লিট, সাহস করিলেন)। অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বম্ এব ব্রহ্মচারিণম্ (নিজ ব্রহ্মচারীকে অর্থাৎ শিষ্যকে) উবাচঃ:—'এতাঃ (এই সমুদায়কে) সোম্য! উদজ (উৎ, অজ লোট পরস্মৈ; লইয়া যাও) সামশ্রবঃ! (যিনি সামবেদ শ্রবণ করেন অর্থাৎ অধ্যয়ন করেন, তাঁহার নাম সামশ্রব)' ইতি। তাঃ (সেই সমুদায়কে) হ উদাচকার (উৎ, আ, কৃ, লিট—বাহির করিয়া লইয়া গেল)। তে হ ব্রাহ্মণাঃ (সেই ব্রাহ্মণগণ) চুক্রুধুঃ (ক্রুধ্ লিট ৩।৩, ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন)—'কথম্ (কিরূপে) নঃ (আমাদিগের মধ্যে) ব্রহ্মিষ্ঠঃ

এক সহস্র গো বাঁধিয়া রাখিলেন; এবং এক একটির শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ পাদ স্বর্ণ মুদ্রা বাঁধা হইল।

২। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন 'ভগবান ব্রাহ্মণগণ! আপনাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ (বা বেদজ্ঞ), তিনি এই সমুদায় গাভী লইয়া যাউন।" ব্রাহ্মণগণ (কেহ গাভী লইয়া যাইতে) সাহস করিলেন না। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য নিজ শিষ্যকে বলিলেন:—হে সৌম্য সামশ্রব! এই গাভী

৩। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদংসর্ব্বং মৃত্যুনাপ্তং সর্ব্বং মৃত্যুনাভিপন্নং কেন যজমানো মৃত্যোরাপ্তিমতিমুচ্যত ইতি হোত্রর্ত্বিজাগ্নিনা বাচা বাগ্বৈ যজ্ঞস্য হোতা তদ্যেয়ং বাক্ সো-ঽয়মগ্নিঃ স হোতা স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ।

প্রবীত (বলিতে পারেন) ইতি। অথ হ জনকস্য বৈদেহস্য হোতা অশ্বলঃ বভূব। সঃ হ এনম্ (ইহাকে) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) —ত্বম্ (তুমি) নু খলু নঃ যাজ্ঞবল্ক্য! ব্রহ্মিষ্ঠঃ অসি (হও; প্লুত বলিযা 'অসি' স্থলে 'অসী')' ৩ ইতি। সঃ হ উবাচ—'নমঃ (অব্যয়; 'কুর্ম্মঃ' ক্রিয়ার কর্ম্ম) বযম্ (আমরা) ব্রহ্মিষ্ঠায় (ব্রহ্মিষ্ঠকে) কুর্ম্মঃ (করি)। গোকামাঃ (গো অভিলাষী) এব বয়ম্ স্মঃ (হই)' ইতি। তম্ হ ততঃ (তদনন্তর) এব প্রষ্টুম্ (প্রশ্ন করিতে) দধ্রে (ধৃ, লিট; মনে ধারণা করিলেন) হোতা অশ্বলঃ।

৩। 'যাজ্ঞবল্ক্য!' ইতি হ উবাচ—"যৎ (যেহেতু) ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদায়) মৃত্যুনা (মৃত্যুদ্বারা) আপ্তম্ (প্রাপ্ত, ব্যাপ্ত (সর্ব্বম মৃত্যুনা অভিপন্নম্ (বশীকৃত), কেন (কোন্ উপাযদ্বারা) যজমানঃ মৃত্যোঃ (মৃত্যুর; কর্ত্তরি ৬ষ্ঠী, পাঃ ২।৩।৬৫) আপ্তিম্ (প্রাপ্তিকে) অতিমুচ্যতে? (অতিক্রম করে) ইতি। 'হোত্রা ঋত্বিজা (হোতা নামক ঋত্বিকদ্বারা), অগ্নিনা (অগ্নিদ্বারা), বাচা (বাক্যদ্বারা) বাক্ বৈ যজ্ঞস্য হোতা। তৎ

সমূহ লইযা যাও।' শিষ্য গাভীসমূহ বাহির করিযা লইয়া গেল। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'ইনি আমাদিগের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ ইহা ইনি কি প্রকারে বলিতে পারেন? বৈদেহ জনকের অশ্বল নামক একজন হোতা ছিলেন। তিনি ইহাকে বলিলেন—'যাজ্ঞবল্ক্য! তুমিই কি আমাদিগের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"ব্রহ্মিষ্ঠকে আমরা নমস্কার করিতেছি। (কিন্তু) আমরা গো-লাভ করিতেই ইচ্ছা করি।" অনন্তর হোতা অশ্বল তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

৩। তিনি বলিলেন—'হে যাজ্ঞবল্ক্য! যখন এই সমুদায়ই মৃত্যু-

৪। যাজ্ঞবল্ক্যেতি'হোবাচ যদিদং সর্ব্বমহোরাত্রাভ্যামাপ্তং সর্ব্বমহোরাত্রাভ্যামভিপন্নং কেন যজমানোঽহোরাত্রয়োরাপ্তি-মতিমুচ্যত ইত্যধ্বর্যুণর্ত্বিজা চক্ষুষাঽদিত্যেন চক্ষুর্বৈ যজ্ঞস্যা-ঽধ্বর্যুস্তদ্যদিদং চক্ষুঃ সোঽসাবাদিত্যঃ সোঽধ্বর্যুঃ স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ।

যা (সেই যাহা ; তৎ, বৈদিক, = সা) ইয়ম্ (এই) বাক্, সঃ অয়ম অগ্নিঃ, সঃ হোতা, সঃ (= সা) মুক্তিঃ, সা অতিমুক্তিঃ (সম্পূর্ণ মুক্তি)।

৪। যাজ্ঞবল্ক্য।'—ইতি হ উবাচ—'যৎ ইদম্ সর্ব্বম্ অহোরাত্রা-ভ্যাম্ (অহরাত্রদ্বারা পাঃ ৫।৪।৮৭) আপ্তম্, সর্ব্বম্ অহোরাত্র্যাভ্যাম অভিপন্নম্, কেন যজমানঃ অহোরাত্রয়োঃ (৬।২) আপ্তিম্ অতিমুচ্যতে ?' ইতি। অধ্বর্য্যুণা ঋত্বিজা, (অধ্বর্য্যু ঋত্বিক্ দ্বারা) চক্ষুষা (চক্ষুর দ্বারা) আদিত্যেন (আদিত্যদ্বারা)। চক্ষুঃ বৈ যজ্ঞস্য অধ্বর্য্যুঃ, তৎ যৎ ইদম চক্ষুঃ, সঃ অসৌ আদিত্যঃ, সঃ অধ্বর্য্যুঃ, সঃ (= সা) মুক্তিঃ, সা অতি-মুক্তিঃ। (৩।১।৩ দ্রঃ)।

দ্বারা ব্যাপ্ত এবং সমুদায়ই মৃত্যুদ্বারা বশীকৃত, (তখন) কি উপায়ে যজমান মৃত্যুর হস্ত হইতে আত্যন্তিক মুক্তি লাভ করিবে ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'হোতা নামক ঋত্বিকদ্বারা, অগ্নিদ্বারা, বাক্যদ্বারা। বাক্যই যজ্ঞের হোতা ; এই বাক্য যাহা, ইহাই অগ্নি ; তাহাই মুক্তি, তাহাই অতিমুক্তি।

৪। অশ্বল বলিলেন—'হে যাজ্ঞবল্ক্য ! যখন এই সমুদায়ই অহোরাত্র-দ্বারা ব্যাপ্ত, সমুদায়ই অহোরাত্র কর্ত্তৃক বশীকৃত, (তখন) যজমান কি উপায়ে অহোরাত্রির হস্ত হইতে আতমুক্তি লাভ করিতে পারে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিকদ্বারা, চক্ষুদ্বারা, আদিত্যদ্বারা। চক্ষুই যজ্ঞের অধ্বর্য্যু। এই যে সেই চক্ষু, তাহাই আদিত্য। তাহাই অধ্বর্য্যু, তাহাই মুক্তি এবং তাহাই অতিমুক্তি।'

৫। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্ব্বং পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যামাপ্তং সর্ব্বং পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যামভিপন্নং কেন যজমানঃ পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষয়োরাপ্তিমতিমুচ্যত ইত্যুদ্গাত্রর্ত্বিজা বায়ুনা প্রাণেন প্রাণো বৈ যজ্ঞস্যোদ্গাতা তদ্যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ স উদ্গাতা স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ।

৬। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদমন্তরিক্ষমনারম্বণমিব কেনাক্রমেণ যজমানঃ স্বর্গং লোকমাক্রমত ইতি ব্রহ্মণর্ত্বিজা মনসা চন্দ্রেণ মনো বৈ যজ্ঞস্য ব্রহ্মা তদ্যদিদং মনঃ সোঽসৌ চন্দ্রঃ স ব্রহ্মা স মুক্তিঃ সাঽতিমুক্তিরিত্যতিমোক্ষা অথ সংপদঃ।

৫। 'যাজ্ঞবল্ক্য!' ইতি হ উবাচ,—'যৎ ইদম্ সর্ব্বম্ পূর্ব্বপক্ষ+অপর পক্ষাভ্যাম্ (পূর্ব্বপক্ষ ও অপর পক্ষদ্বারা; পূর্ব্বপক্ষ=শুক্লপক্ষ, অপরপক্ষ=কৃষ্ণপক্ষ) আপ্তম্, সর্ব্বম্ পূর্ব্বপক্ষ+অপরপক্ষাভ্যাম্ অভিপন্নম্, কেন যজমানঃ পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষয়োঃ (৬।২) আপ্তিম অতিমুচ্যতে'? ইতি। 'উদ্গাত্রা ঋত্বিজা (উদ্গাতা নামক ঋত্বিকদ্বারা), বায়ুনা, প্রাণেন। প্রাণঃ বৈ যজ্ঞস্য উদ্গাতা; তৎ যঃ অয়ম্ প্রাণঃ, স বায়ুঃ, স উদ্গাতা, সঃ (সা) মুক্তিঃ সা অতিমুক্তিঃ।

৬। 'যাজ্ঞবল্ক্য!' ইতি হ উবাচ—'যৎ ইদম্ অন্তরিক্ষম্ অনারম্বণম্ ইব (যেন অবলম্বনবিহীন, আরম্বণ আলম্বন), কেন আক্রমেণ (কোন

৫। অশ্বল বলিলেন—'হে যাজ্ঞবল্ক্য! যখন এই সমুদায়ই শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ (এই উভয় পক্ষ) দ্বারা ব্যাপ্ত, সমুদায়ই শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ (এই উভয় পক্ষ) দ্বারা বশীকৃত, (তখন) যজমান কি উপায়ে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণ পক্ষের হস্ত হইতে অতিমুক্তি লাভ করিতে পারে?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'উদ্গাতা নামক ঋত্বিকদ্বারা, বায়ুদ্বারা, প্রাণদ্বারা। এই যে সেই প্রাণ, তাহাই বায়ু, তাহাই উদ্গাতা, তাহাই মুক্তি এবং তাহাই অতিমুক্তি।

৬। অশ্বল বলিলেন—'যাজ্ঞবল্ক্য! যখন এই অন্তরিক্ষ যেন অবলম্বন-

৭। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মদ্যর্গিভর্হোতাস্মিন্যজ্ঞে করিষ্যতীতি তিসৃভিরিতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি পুরোঽনুবাক্যা চ যাজ্যা চ শস্যৈব তৃতীয়া কিং তাভির্জয়তীতি যৎ কিংচেদং প্রাণভৃদিতি।

উপায়দ্বারা; আক্রমণ = স্তম্ভ, আরোহনী, সিঁড়ি) যজমানঃ স্বর্গম্ লোকম্ আক্রমতে (গমনকরে, আ+ক্রম্, আত্মনে, পাঃ ১।৩।৪০)? ইতি। ব্রহ্মণা ঋত্বিজা, মনসা, চন্দ্রেণ। মনঃ বৈ যজ্ঞস্য ব্রহ্মা। তৎ যৎ ইদম্ মনঃ, সঃ অসৌ চন্দ্রঃ, সঃ ব্রহ্মা, সঃ (সা) মুক্তিঃ সা অতিমুক্তি ইতি অতিমোক্ষাঃ। অথ সম্পদঃ (১।৩, ফলপ্রাপ্তি):—

৭। 'যাজ্ঞবল্ক্য!' ইতি হ উবাচ—'কতিভিঃ (+ঋগ্‌ভিঃ = কত গুলি ঋক্ দ্বারা) অয়ম্ (+হোতা = এই হোতা) অদ্য ঋগ্‌ভিঃ (ঋক্ দ্বারা) হোতা অস্মিন্ যজ্ঞে করিষ্যতি?' ইতি। 'তিসৃভিঃ (তিনটী দ্বারা)' ইতি। 'কতমাঃ তাঃ তিস্রঃ' ? ইতি। 'পুরঃ+অনুবাক্যা (যজ্ঞের সময়ে সর্ব্বপ্রথমে যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়) চ; যাজ্যা চ (যাগের সময়ে যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়), শস্যা চ (প্রশংসাসূচক ঋক্) এব তৃতীয়া। 'কিম্ তাভিঃ জয়তি?' ইতি। 'যৎ কিম্ চ ইদম্ প্রাণভৃৎ (প্রাণী)' ইতি।

বিহীন, কোন্ উপায়ে যজমান স্বর্গলোকে গমন করে?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'ব্রহ্মনামক ঋত্বিক্‌দ্বারা, মনদ্বারা, চন্দ্রদ্বারা। এই যে সেই মন তাহাই চন্দ্র, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই মুক্তি এবং তাহাই অতিমুক্তি' এই পর্য্যন্ত অতিমোক্ষ (বিষয়ক উপদেশ)। অনন্তর (ইহার) ফল-প্রাপ্তি (এই):—

৭। অশ্বল।—'হে যাজ্ঞবল্ক্য! কতগুলি ঋক্‌দ্বারা অদ্য হোতা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন? যা।—তিনটী ঋক্‌দ্বারা। অ। সেই তিনটী ঋক্ কি কি? যা।—পুরো, নুবাক্যা, যাজ্যা এবং তৃতীয় স্থানীয়া শস্যা। অ।—এই তিনটী দ্বারা কি জয় করা যায়? যা।—এই প্রাণী যত কিছু আছে।

৮। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কত্যয়মদ্যাধ্বর্যুরস্মিন্‌যজ্ঞ আহুতীর্হোষ্যতীতি তিস্র ইতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি যা হুতা উজ্জ্বলন্তি যা হুতা অতিনেদন্তে যা হুতা অধিশেরতে কিং তাভির্জয়তীতি যা হুতা উজ্জ্বলন্তি দেবলোকমেব তাভির্জয়তি দীপ্যত ইব হি দেবলোকো যা হুতা অতিনেদন্তে পিতৃলোকমেব তাভির্জয়ত্যতীব হি পিতৃলোকো যা হুতা অধিশেরতে মনুষ্যলোকমেব তাভির্জয়ত্যধ ইব হি মনুষ্যলোকঃ।

৮। 'যাজ্ঞবল্ক্য।' ইতি হ উবাচ—'কতি (+আহুতীঃ=কয়টী আহুতিকে) অয়ম্ (+অধ্বর্য্যুঃ=এই অধ্বর্য্যু) অদ্য অধ্বর্য্যুঃ অস্মিন্ যজ্ঞে আহুতীঃ (আহুতি, ২।৩, আহুতি সমূহকে) হোষ্যতি (হু ধাতু আহুতি প্রদান করিবে)?' ইতি। 'তিস্রঃ' ইতি। 'কতমাঃ তাঃ তিস্রঃ'? ইতি 'যাঃ হুতাঃ (আহুতি রূপে নিক্ষিপ্ত হইলে) উজ্জ্বলন্তি (প্রজ্জ্বলিত হয়), যাঃ হুতাঃ অতি নেদন্তে (অতিশয় শব্দ করে), যাঃ হুতাঃ অধিশেরতে (অধি, শী লট্ ৩।৩, পাঃ ৭।১।৮, নিম্নভাগে পড়িয়া থাকে)'। 'কিম্ তাভিঃ জয়তি?' ইতি। যা হুতাঃ উজ্জ্বলন্তি (প্রজ্জ্বলিত হয), দেবলোকম্ এব তাভিঃ জয়তি; দীপ্যতে (দীপ্ত হয) ইব (যেন, কিংবা নিশ্চয়ই) হি দেবলোকঃ। যাঃ হুতাঃ অতিনেদন্তে, পিতৃলোকম্ এব তাভিঃ জয়তি; অতি ইব পিতৃলোকঃ। যাঃ হুতাঃ অধিশেরতে মনুষ্যলোকম্ এব তাভিঃ জয়তি, অধঃ (নিম্নস্থ) ইব হি মনুষ্যলোকঃ।

৮। অশ্বল।—'হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই যজ্ঞে অদ্য এই (অধ্বর্য্যু) কয়টী আহুতি দ্বারা হোম করিবেন?' যা।—তিনটী। অ।—সেই তিনটী কি কি? যা।—(১) যে আহুতি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে প্রজ্জ্বলিত হয়। (২) যে আহুতি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অতিশয় শব্দ করে

৯। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মদ্য ব্রহ্মা যজ্ঞং দক্ষিণতো দেবতাভির্গোপায়তীত্যেকয়েতি কতমা সৈকেতি মন এবেত্যনন্তং বৈ মনোঽনন্তা বিশ্বে দেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি।

৯। 'যাজ্ঞবল্ক্য' ইতি হ উবাচ—'কতিভিঃ (দেবতাভিঃ—কয়জন দেবতাদ্বারা) অয়ম (+ব্রহ্মা—এই ব্রহ্মাঋত্বিক্) অদ্য ব্রহ্মা যজ্ঞম দক্ষিণতঃ (দক্ষিণদিকে) দেবতাভিঃ গোপায়তি (গুপ্, লট্ তি, পা. ৩।১।২৮, রক্ষা করে) ?' ইতি। 'একয়া' (একা, ৩।১, একজন দেবতা দ্বারা) ইতি। 'কতমা সা একা' ? ইতি 'মনঃ এব ইতি, অনন্তম বৈ মনঃ, অনন্তাঃ বিশ্বেদেবাঃ, অনন্তম্ এব সঃ তেন (সেই মন দ্বারা) লোকম্ জয়তি)।

এবং (৩) যে আহুতি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে নিম্নভাগে পড়িয়া থাকে। অ।—এই সমুদায় দ্বারা কি জয় করা যায়? যা।—যাহা আহুত হইলে প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহা দ্বারা দেবলোক জয় করা যায় (কারণ) দেবলোক যেন উজ্জ্বলই। যাহা আহুত হইলে অতিশয় শব্দ করে, তাহা দ্বারা পিতৃলোক জয় করা যায়, (কারণ) পিতৃলোক যেন অতিশয় (শব্দপূর্ণ)। যাহা আহুত হইলে নিম্নভাগে পড়িয়া থাকে, তাহা দ্বারা মনুষ্যলোক জয় করা যায়, (কারণ) মনুষ্যলোক যেন নিম্নেই।

৯। অশ্বল—হে যাজ্ঞবল্ক্য। কতজন দেবতাদ্বারা ব্রহ্মাঋত্বিক দক্ষিণদিকে (উপবেশন করিয়া) অদ্য এই যজ্ঞকে রক্ষা করিবেন? যাজ্ঞবল্ক্য।—একজন দেবতাদ্বারা। অশ্বল।—সেই একদেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য।—'মনই', (কারণ) মন অনন্তই; বিশ্বেদেব ও অনন্ত। তিনি মনদ্বারা অনন্ত লোকই জয় করেন।

১০। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কত্যয়মদ্যোদ্গাতাঽস্মিন্যজ্ঞে স্তোত্রিয়াঃ স্তোষ্যতীতি তিস্র ইতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি পুরো-ঽনুবাক্যা চ যাজ্যা চ শস্যৈব তৃতীয়া কতমাস্তা যা অধ্যাত্মমিতি প্রাণ এব পুরোঽনুবাক্যাঽপানো যাজ্যা ব্যানঃ শস্যা কিং তাভির্জয়তীতি পৃথিবীলোকমেব পুরোনুবাক্যয়া জয়ত্যন্ত-রিক্ষলোকং যাজ্যয়া দ্যুলোকং শস্যযা ততো হ হোতাশ্বল উপররাম।

১০। 'যাজ্ঞবল্ক্য!' 'ইতি হ উবাচ—'কতি (+স্তোত্রিয়াঃ' = কয়টী (স্তোত্রিয়া মন্ত্র ২।৩) অয়ম্ অদ্য উদগাতা অস্মিন যজ্ঞে স্তোত্রিয়াঃ (স্তোত্রিয়া, ২।৩, যে সমুদায় ঋক্ গান করা হয়, সে সমুদায়ের নাম স্তোত্রিয়া) স্তোষ্যতি (স্তু, স্তুতি করিবে)?' ইতি 'তিস্রঃ' ইতি কতমাঃ তা তিস্রঃ?' ইতি 'পুরঃ+অনুবাক্যা চ, যাজ্যা চ, শস্যা এব তৃতীয়া (৩।১।৭ দ্রঃ) 'কতমাঃ তাঃ যাঃ অধ্যাত্মম' দেহসম্বন্ধী) ইতি। 'প্রাণঃ এবঃ পুরঃ+অনুবাক্যা, অপানঃ যাজ্যা, ব্যানঃ শস্যা,' কিম তাভিঃ জয়তি?' ইতি। পৃথিবীলোকম্ এব পুরঃ+অনুবাক্যয়া জয়তি। অন্তরিক্ষলোকম্ যাজ্যয়া, দ্যুলোকম শস্যয়া। ততঃ হ হোতা অশ্বলঃ উপররাম (উপরম্, লিট্, বিরত হইল)।

১০। অশ্বল—হে যাজ্ঞবল্ক্য। অদ্য এই যজ্ঞে এই উদ্গাতা কত-গুলি স্তোত্রিয়া ঋক্ গান করিবেন? যাজ্ঞবল্ক্য।—তিনটী। অশ্বল।—সেই তিনটী কি কি? যাজ্ঞবল্ক্য।—পুরোঽনুবাক্যা, যাজ্যা ও তৃতীয়তঃ শস্যা। অশ্বল।—অধ্যাত্মবিষয়ে এ সমুদায় কি কি? যাজ্ঞবল্ক্য।—প্রাণই পুরোঽনুবাক্যা, অপানই যাজ্যা, এবং ব্যানই শস্যা। অশ্বল।— এ সমুদায় দ্বারা কি জয় করা যায়? যাজ্ঞবল্ক্য।—পুরোঽনুবাক্য দ্বারা পৃথিবীলোক, যাজ্যা দ্বারা অন্তরিক্ষলোক এবং শস্যা দ্বারা দ্যুলোক। অনন্তর অশ্বল বিরত হইলেন।

২। প্রাণো বৈ গ্রহঃ সোপানেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো-ঽপানেন হি গন্ধাঞ্জিঘ্রতি।

৩। বাগ্বৈ গ্রহঃ স নাম্নাতিগ্রাহেণ গৃহীতো বাচা হি নামান্যভিবদতি।

৪। জিহ্বা বৈ গ্রহঃ স রসেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো জিহ্বয়া হি রসান্বিজানাতি।

৫। চক্ষুর্বৈ গ্রহঃ স রূপেণাতিগ্রাহেণ গৃহীতশ্চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি।

২। প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) বৈ গ্রহঃ; সঃ অপানেন অতিগ্রাহেণ (অপানরূপ অতিগ্রাহদ্বারা) গৃহীতঃ; (আক্রান্ত, বশীভূত)। অপানেন হি গন্ধম্ জিঘ্রতি (ঘ্রাণ করে; ঘ্রা, পাঃ ৭।৩।৭৮)।

৩। বাক্ বৈ গ্রহঃ; সঃ নাম্না অতিগ্রাহেণ (নামরূপ অতিগ্রাহ দ্বারা) গৃহীতঃ; বাচা (বাগিন্দ্রিয়দ্বারা) হি নামানি (নামসমূহকে) অভিবদতি (বলে)।

৪। জিহ্বা বৈ গ্রহঃ; সঃ রসেন অতিগ্রাহেণ (রসরূপ অতিগ্রাহ দ্বারা) গৃহীতঃ; জিহ্বয়া (জিহ্বা দ্বারা) হি রসান্ বিজানাতি (জানে)।

৫। চক্ষুঃ বৈ গ্রহঃ; সঃ রূপেণ অতিগ্রাহেণ (রূপনামক অতি-গ্রাহ দ্বারা) গৃহীতঃ, চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা) রূপান্ পশ্যতি (দেখে)।

২। প্রাণই একটী গ্রহ; ইহা অপান নামক অতিগ্রাহ কর্ত্তৃক গৃহীত (অর্থাৎ বশীকৃত); (কারণ) অপান দ্বারাই (লোকে) আঘ্রাণ করে।

৩। বাগিন্দ্রিয়ই একটী গ্রহ, ইহা নামরূপ অতিগ্রাহ কর্ত্তৃক গৃহীত; (কারণ) বাগিন্দ্রিয় দ্বারাই (লোকে) নাম উচ্চারণ করে।

৪। জিহ্বাই একটী গ্রহ; ইহা রসরূপ অতিগ্রাহ কর্ত্তৃক গৃহীত; (কারণ) জিহ্বা দ্বারাই (লোকে) রস আস্বাদন করে।

৫। চক্ষুই একটী গ্রহ; ইহা রূপ নামক অতিগ্রাহ কর্ত্তৃক গৃহীত; (কারণ) চক্ষুদ্বারাই (লোকে) রূপ দর্শন করে।

৬। শ্রোত্রং বৈ গ্রহঃ স শব্দেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ শ্রোত্রেণ হি শব্দাঞ্ছৃণোতি।

৭। মনো বৈ গ্রহঃ স কামেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো মনসা হি কামান্ কাময়তে।

৮। হস্তৌ বৈ গ্রহঃ স কর্ম্মণাতিগ্রাহেণ গৃহীতো হস্তাভ্যাং হি কর্ম্ম করোতি।

৯। ত্বগ্বৈ গ্রহঃ স স্পর্শেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতস্ত্বচা হি স্পর্শান্বেদয়ত ইত্যেতেঽষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহাঃ।

৬। শ্রোত্রম বৈ গ্রহঃ ; স শব্দেন অতিগ্রাহেণ (শব্দরূপ অতিগ্রাহ দ্বারা) গৃহীতঃ ; শ্রোত্রেণ (শ্রোত্রদ্বারা) হি শৃণোতি (শ্রবণ করে)।

৭। মনঃ বৈ গ্রহঃ , সঃ কামেন অতিগ্রাহেণ (কামরূপ অতিগ্রাহ দ্বারা) গৃহীতঃ , মনসা হি কামান্ কাময়তে (কামনা করে)।

৮। হস্তৌ বৈ গ্রহঃ ; সঃ কর্ম্মণা অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ ; হস্ত্যাভ্যাম হি কর্ম্ম করোতি।

৯। ত্বক্ বৈ গ্রহঃ ; সঃ স্পর্শেণ অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ ; ত্বচা (ত্বক্ দ্বারা) হি স্পর্শান্ বেদয়তে (জানে। ইতি—অষ্টৌ গ্রহাঃ অষ্টৌ অতিগ্রহাঃ।

৬। শ্রোত্রই একটী গ্রহ ; ইহা শব্দনামক অতিগ্রাহ কর্ত্তৃক গৃহীত ; (কারণ) শ্রোত্রদ্বারাই (লোকে) শব্দ শ্রবণ করে।

৭। মনই একটী গ্রহ ; ইহা কামনা নামক অতিগ্রাহ কর্ত্তৃক গৃহীত ; (কারণ) মনদ্বারাই (লোকে) কাম্যবস্তু কামনা করে।

৮। হস্তদ্বয়ই একটী গ্রহ ; ইহা কর্ম্ম নামক অতিগ্রাহ কর্ত্তৃক গৃহীত ; (কারণ) হস্তদ্বারাই (লোকে) কর্ম্ম করে।

৯। ত্বক্ই একটী গ্রহ ; ইহা স্পর্শনামক অতিগ্রাহ কর্ত্তৃক গৃহীত ; (কারণ) ত্বক্ দ্বারাই (লোকে) স্পর্শ করে।

১০। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্ব্বং মৃত্যোরন্নং কা স্বিৎসা দেবতা যস্যা মৃত্যুরন্নমিত্যগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ সোঽপামন্নমপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি।

১১। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রাঽয়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎপ্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো ৩ নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো।-ঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে স উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃত শেতে।

১০। 'যাজ্ঞবল্ক্য!' ইতি হ উবাচ—"যৎ ইদম্ সর্ব্বম্ (এই যে সমুদায়, 'যৎ' অর্থ 'যেহেতু' ও হইতে পারে) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) অন্নম্ কা স্বিৎ (অব্যয়, প্রশ্নসূচক) সা দেবতা, যস্যাঃ মৃত্যুঃ অন্নম্'? ইতি। অগ্নিঃ বৈ মৃত্যু; স অপাম্ (জলের) অন্নম্; অপ (+জয়তি) পুনঃ মৃত্যুম্ জয়তি (অপ+;=জয় করে)।

১১। 'যাজ্ঞবল্ক্য!' ইতি হ উবাচ—'যত্র (যে সময়ে) অয়ম্ পুরুষঃ ম্রিয়তে (মৃ, লট্, আত্মনে, পাঃ ১।৩।৬১, ৭।৭।২৮ এবং ৬।৪।৭৭, মৃত হয়), উৎ (+ক্রামন্তি) অস্মাৎ (এই দেহ হইতে) প্রাণাঃ ক্রামন্তি (উৎ+; উৎক্রান্ত হয় ক্রম্, পাঃ ৭।৩।৭৬)? আহো (প্রশ্নবোধক অব্যয়) ন?" ইতি। 'ন' ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ:—'অত্র এব (এই দেহেই) সম্+অব+নীয়ন্তে (একত্র মিলিত হয়), সঃ উৎ+শ্বয়তি (শ্বি ধাতু, স্ফীত হয়), আধ্মায়তি (আ+ধ্মা; বৈদিক, প্রচলিত প্রয়োগ কর্তৃ-বাচ্যে আধমতি পাঃ ৭।৩।৭৮ কর্ম্মবাচ্যে আধ্মায়তে, বায়ুর দ্বারা পূর্ণ হয়), আধ্মাতঃ (বায়ু দ্বারা পূর্ণ হইয়া) মৃতঃ শেতে (শয়ন করিয়া থাকে)।

১০। আ।—"হে যাজ্ঞবল্ক্য! যখন এই সমুদায় মৃত্যুর অন্ন, (এখন তুমি বল) সেই দেবতা কে, মৃত্যু যাহার অন্ন। যা।—অগ্নিই মৃত্যু; ইহা জলের অন্ন। (যিনি ইহা জানেন) তিনি পুনর্মৃত্যুকে পরাজয় করেন।

১১। আ।—'হে যাজ্ঞবল্ক্য! যখন এই পুরুষ মৃত হয় তখন কি প্রাণসমূহ ঊর্দ্ধ দিকে উৎক্রমণ করে? কিংবা (উৎক্রমণ করে) না? যা।—'না, (তাহারা) এই দেহেই সম্মিলিত হয়; সে স্ফীত হয়,

১২। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে কিমেনং ন জহাতীতি নামেত্যনন্তং বৈ নামানন্তা বিশ্বে দেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি।

১৩। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমাকাশমাত্মৌষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতং চ রেতশ্চ নিধীয়তে ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতীত্যাহর সোম্য হস্তমার্তভাগাবামেবৈতস্য বেদিষ্যাবো ন নাবেতৎ স জন ইতি তৌ হোৎক্রম্য মন্ত্রয়াংচক্রাতে তৌ হ যদূচতুঃ কর্ম্ম হৈব তদূচতুরথ যৎপ্রশশংসতুঃ কর্ম্ম হৈব তৎপ্রশশংসতুঃ পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি ততো হ জারৎকারব আর্তভাগ উপররাম।

১২। 'যাজ্ঞবল্ক্য !' ইতি হ উবাচ—'যত্র অয়ম্ পুরুষঃ ম্রিয়তে, কিম্ এনম্ (ইহাকে) ন জহাতি (ত্যাগ করে) ? ইতি। 'নাম' ইতি; 'অনন্তম্ বৈ নাম; অনন্তাঃ বিশ্বেদেবাঃ; (৩।১।৯ মন্ত্র দ্রঃ) অনন্তম্ এব সঃ তেন (সেই নাম দ্বারা) লোকম্ জয়তি।

১৩। 'যাজ্ঞবল্ক্য !' ইতি হ উবাচ—'যত্র (যখন) অস্য পুরুষস্য মৃতস্য (এই মৃত পুরুষের) অগ্নিম্ বাক্ অপ্যেতি (অপি+ই; গমন

বায়ুদ্বারা পূর্ণ হয় এবং বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইয়া এই মৃত (দেহ) শয়ন করিয়া থাকে।

১২। আ।—"হে যাজ্ঞবল্ক্য ! যখন এই পুরুষ মৃত হয় তখন কি ইহাকে পরিত্যাগ করে না ? যা।—নাম। নামই অনন্ত; বিশ্বদেবও অনন্ত। সেই পুরুষ সেই নাম দ্বারা অনন্তলোক জয় করে।

১৩। আ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য ! যখন মৃত পুরুষের বাক্ অগ্নিতে

করে), বাতম্ প্রাণঃ; চক্ষু আদিত্যম্; মনঃ চন্দ্রম্; দিশঃ (দিক-সমূহকে) শ্রোত্রম্; পৃথিবীম্ (২।১) শরীরম্; আকাশম্ (২।১) আত্মা (শঙ্করের মতে হৃদয়াকাশ); ওষধীঃ (২।৩) লোমানি; বনস্পতীন্ কেশাঃ, অপ্সু লোহিতম্ (শোণিত) চ, রেতঃ চ, নিধীয়তে (স্থাপিত হয়), ক্ব (কোথায়) অয়ম্ পুরুষঃ ভবতি ? ইতি। 'আহর (আ+হৃ; প্রদান কর) সৌম্য! হস্তম্, আর্ত্তভাগ! আবাম্ (আমরা দুইজন) এব এতস্য (২।১ স্থলে ৬ষ্ঠী; ইহাকে; কিংবা ইহার পরে একটী দ্বিতীয়ান্ত বিশেষ্যপদ উহ্য যেমন 'তত্ত্বম্') বেদিষ্যাবঃ (জানিব), ন নৌ (আমাদিগের দুইজনের) এতৎ সজনে' ইতি। তৌ হ উৎক্রম্য (অন্যত্র গমন করিয়া) মন্ত্রয়াঞ্চক্রাতে (আলোচনা করিয়াছিল)। তৌ হ যৎ ঊচতুঃ কর্ম্ম হ এব তৎ ঊচতুঃ অথ যৎ প্রশশংসতুঃ (প্র, শংস্ লিট্ ১।২; প্রশংসা করিয়াছিল) কর্ম্ম হ এব প্রশশংসতুঃ। পুণ্যঃ (পুণ্যবান্) বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ (পাপী) পাপেন ইতি। ততঃ হ জারৎকারবঃ আর্ত্তভাগঃ উপররাম (বিরত হইল)।

গমন করে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু আদিত্যে, মন চন্দ্রমাতে, শ্রোত্র দিক্‌সমূহে, শরীর পৃথিবীতে, আত্মা আকাশে, লোমসমূহ ঔষধীতে, কেশসমূহ বনস্পতিতে (প্রবেশ করে), শোণিত ও রেতঃ জলে বিলীন হয়, তখন এই পুরুষ কোথায় থাকে ?' যাজ্ঞবল্ক্য :—"সৌম্য আর্ত্তভাগ! (তোমার) হস্ত প্রদান কর। আমরা দুই জনে এই বিষয় অবগত হইব। আমাদিগের এই (প্রশ্ন) সজনে (বিচার্য্য) নহে। তাঁহারা অন্যত্র গমন করিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কর্ম্ম (বিষয়ক)ই; আর তাঁহারা যাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা কর্ম্মেরই। (লোকে) পুণ্যকর্ম্মদ্বারা পুণ্যবান হয় এবং পাপ কর্ম্মদ্বারা পাপী হয়। অনন্তর জরৎকারব আর্ত্তভাগ বিরত হইলেন।

মন্তব্য

১। 'জারৎকারব: আর্ত্তভাগঃ" শাঙ্খায়ণ আরণ্যকেও (৭।২০) ইহার নাম ও উপদেশ পাওয়া যায়। ২। গ্রহাঃ' ও "অতিগ্রহাঃ"—মোক্ষমূলার বলেন—সম্ভবতঃ 'গ্রহ' শব্দের মৌলিক অর্থ একটী বিশেষ যজ্ঞীয় পাত্র; এস্থলে গ্রহ শব্দ গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গ্রহের সংখ্যা ৮টী—(১) ঘ্রাণেন্দ্রিয়, (২) বাগিন্দ্রিয়, (৩) জিহ্বা, (৪) চক্ষু, (৫) শ্রোত্র, (৬) মন, (৭) হস্তদ্বয় এবং (৮) ত্বক্।

গ্রহ সমুদায়ের যাহা বিষয়, তাহার নাম অতিগ্রহ বা অতিগ্রাহ। ইহাদিগের নাম গ্রহানুসারে যথাক্রমে দেওয়া হইল—(১) আঘ্রাণ, (২) নাম, (৩) রস, (৪) রূপ, (৫) শব্দ, (৬) কামনা, (৭) কর্ম্ম এবং (৮) স্পর্শ।

"অপঃ পুনঃ মৃত্যুম্ জয়তি"—পুনর্মৃত্যুকে পরাজয় করে।" এস্থলে ক্রিয়া 'অপ+জয়তি,' ইহার কর্ত্তা উহ্য।

বৈদিক সাহিত্যে বহুস্থলে নিম্নোদ্ধৃত বাক্য পাওয়া যায়:—

অপ পুনঃ মৃত্যুম্ জয়তি, যঃ এবম্ বেদ (বৃহঃ উঃ ৩।৩।২; শতপথ ব্রাহ্মণ ১২।২অঃ ৬ ব্রাঃ ১৯; ১১।৪।৩।২০; ১২।৩।৪।১১ ইত্যাদি) অর্থাৎ "যিনি এইপ্রকার জানেন তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন।" সুতরাং 'অপ পুনঃ মৃত্যুম্ জয়তি' অংশের পরে 'যঃ এবম্ বেদ' উহ্য করিয়া ঐ অংশ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মৃত্যুর পর পুরুষ কোথায় যায়?" যাজ্ঞবল্ক্য ইহার উত্তরে কর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এই—"পুণ্যকর্ম্মদ্বারা মানুষ পুণ্যবান্ হয় এবং পাপকর্ম্মদ্বারা মানুষ পাপী হয়।" ইহাই আর্ত্তভাগের প্রশ্নের উত্তর। যাজ্ঞবল্ক্য যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার অর্থ সম্ভবতঃ এই:—মৃত্যুর পর কর্ম্মই থাকে এবং পুণ্যকর্ম্ম পুণ্যবান্ ব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং পাপকর্ম্ম পাপীব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করে। যখন নির্জ্জনে এই মত আলোচিত হইয়াছিল, তখন বুঝিতে হইবে, এ মত জনসমাজে প্রচলিত ছিল না।

তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ

ভুজ্যু-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—ব্যষ্টি ও সমষ্টি বায়ু

১। অথ হৈনং ভুজ্যুর্লাহ্যায়নিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ মদ্রেষু চরকাঃ পর্যব্রজাম তে পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহান্‌ ঐম তস্যাসীদ্দুহিতা গন্ধর্বগৃহীতা তমপৃচ্ছাম কোঽসীতি সোঽব্রবীৎসুধন্বাঙ্গিরস ইতি তং যদা লোকানামন্তানপৃচ্ছামাথৈনমব্রূম ক্ব পারিক্ষিতা অভবন্নিতি ক্ব পারিক্ষিতা অভবন স ত্বা পৃচ্ছামি যাজ্ঞবল্ক্য ক্ব পারিক্ষিতা অভবন্নিতি।

১। অথ হ এনম্‌ (ইহাকে) ভুজ্যুঃ লাহ্যায়নিঃ (লাহ্যের পুত্র লাহ্য, লাহ্যের পুত্র লাহ্যায়নি) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) — 'যাজ্ঞবল্ক্য !' ইতি হ উবাচ—"মদ্রেষু (মদ্রদেশে) চরকাঃ (ভ্রমণশীল শিক্ষার্থীসমূহ) পরি+অব্রজামঃ (চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়াছিলাম) তে (=তাহারা ; এ স্থলে 'তে'+বয়ম্‌=এই প্রকার ভ্রমণশীল আমরা। পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য কপি+যঞ্‌, পাঃ ৪।১।১০৭ (কপিবংশোদ্ভব, ৬।১, পাঃ ৪।১।১০৭) গৃহান্‌ (গৃহে, ২।৩) ঐম (ই, লঙ্‌, ১।৩, গিয়াছিলাম)। তস্য আসীৎ (ছিল) দুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা (গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক আবিষ্টা)। তম্‌ (সেই গন্ধর্ব্বকে) অপৃচ্ছাম (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম)—"কঃ অসি ?" ইতি সঃ অব্রবীৎ 'সুধন্বা আঙ্গিরসঃ' (অঙ্গিরস গোত্রোৎপন্ন) ইতি। তম্‌ যদা লোকানাম্‌ (লোক সমূহের) অন্তান্‌ শেষ সীমা, ২।৩) অপৃচ্ছাম (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম) (১) অথ এনম্‌ (এই গন্ধর্ব্বকে) অব্রূম (বলিয়াছিলাম্‌) :—'ক্ব (কোথায়) পারিক্ষিতাঃ (পারিক্ষিতগণ) অভবন্‌ (ছিল, গিয়াছে) ? ইতি। 'ক্ব পারিক্ষিতাঃ অভবন্‌'—সঃ (সঃ অহম্‌, সেই আমি) ত্বা (তোমাকে) পৃচ্ছামি— 'যাজ্ঞবল্ক্য ! ক্ব পরিক্ষিতাঃ অভবন্‌ ?' ইতি।

১। অনন্তর ভুজ্যু লাহ্যায়নি প্রশ্ন করিলেন 'যাজ্ঞবল্ক্য। আমরা (এক সময়ে) মদ্রদেশে ব্রহ্মচারিরূপে পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। সেই

২। স হোবাচোবাচ বৈ সোঽগচ্ছন্বৈ তে তদ্যত্রাশ্বমেধ-যাজিনো গচ্ছন্তীতি ক্ব ন্বশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীতি দ্বাত্রিংশতং বৈ দেবরথাহ্ন্যান্যয়ং লোকস্তং সমন্তং পৃথিবী দ্বিস্তাবৎ পর্য্যেতি তাং সমন্তং পৃথিবীং দ্বিস্তাবৎসমুদ্রঃ পর্যেতি তদ্যাবতী ক্ষুরস্য ধারা যাবদ্বা মক্ষিকায়াঃ পত্রং তাবানন্তরেণাকাশস্তানিন্দ্রঃ সুপর্ণো ভূত্বা বায়বে প্রায়চ্ছত্তান্বায়ুরাত্মনি ধিত্বা তত্রাগময়দ্যত্রাশ্বমেধযাজিনোঽভবন্নিত্যেবমিব বৈ স বায়ুমেব প্রশশংস তস্মাদ্বায়ুরেব ব্যষ্টির্বায়ুঃ সমষ্টিরপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি য এবং বেদ ততো হ ভূজ্যুর্লাহ্যায়নিরূপররাম।

২। সঃ হ উবাচ—"উবাচ বৈ সঃ (গন্ধর্ব্ব) 'অগচ্ছন্ (গিয়াছে) বৈ তে তৎ (সেই স্থলে), যত্র (যে স্থলে) অশ্বমেধযাজিনঃ (অশ্বমেধ-যাজিগণ) গচ্ছন্তি'।" ইতি। "ক নু অশ্বমেধযাজিনঃ গচ্ছন্তি?" ইতি। 'দ্বাত্রিংশতম্ (৩২ গুণ) বৈ দেব রথ+অহ্ন্যানি (সূর্য্য রথের দৈনিক গতি) অয়ম্ লোকঃ (এই লোক)। তম্ সমন্তম্ (সম্+অন্তম, চতুর্দ্দিকে) পৃথিবী দ্বিস্তাবৎ (দ্বিস্+তাবৎ—দ্বিগুণ পরিমিত)

(প্রকার ভ্রমণ করিতে করিতে) আমরা (একবার) পতঞ্চল কপ্যের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাহার এক কন্যা গন্ধর্ব্ব গৃহীতা হইয়াছিল। সেই গন্ধর্ব্বকে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"তুমি কে?" সে বলিল—'(আমি) সুধন্বা আঙ্গিরস'। যখন তাহাকে লোকসমূহের শেষ সীমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তাহাকে বলিয়াছিলাম 'পারিক্ষিতগণ কোথায় গমন করিয়াছে?' আমি তোমাকেও প্রশ্ন করিতেছি—'পারিক্ষিতগণ কোথায় গিয়াছে—হে যাজ্ঞবল্ক্য! পারিক্ষিত-গণ কোথায় গিয়াছে?'

২অ যা।—গন্ধর্ব্ব (নিশ্চয়ই) বলিয়াছিল—"অশ্বমেধ যাজিগণ যে স্থলে গমন করে, পারিক্ষিতগণ সেই স্থলে(ই) গমন করিয়াছে'।

পরি+এতি (পরিবেষ্টন করে)। তাম্ (+পৃথিবীম্=সেই পৃথিবীকে) সমন্তম্ পৃথিবীম্ দ্বিস্তাবৎ সমুদ্রঃ পরি+এতি। তৎ যাবতী (যে পরিমাণ, তৎ=সেই, সর্ব্বলিঙ্গেই ব্যবহার, বৈদিক. কিংবা=সেই স্থলে যাবতী=যৎ+বৎ, স্ত্রীং পাঃ ৫।২।৩৯, ৬।৩।৯১ ক্ষুরস্য ধারা, যাবৎ (যে পরিমাণ) বা মক্ষিকায়াঃ (মক্ষিকার) পত্রম (পক্ষ) তাবান্ (তৎ+বৎ পা, ৫।২।৩৯, ৬।৩।৯১, সেই পরিমাণ) অন্তরেণ (মধ্য) আকাশঃ। তান (পরিক্ষিতগণকে) ইন্দ্রঃ সুপর্ণঃ (পক্ষী) ভূত্বা (হইয়া) বায়বে (বায়ুকে) প্র+অযচ্ছৎ (প্র+দা, লঙ্ পাঃ ৭।৩।৭৮, দিয়াছিল)। তান্ (তাহাদিগকে) বায়ুঃ আত্মনি (নিজের মধ্যে) ধিত্বা (ধা, ধারণে, স্থাপন করিয়া) তত্র (সেই স্থলে) অগময়ৎ (গম্, নিচ লঙ্ লইয়া গিয়াছিল), যত্র (যে স্থলে) অশ্বমেধযাজিনঃ (১।৩) অভবন (গিয়াছে) ইতি। এবম্ ইব (এই প্রকারে) সঃ (সেই গন্ধর্ব্ব) বায়ুম্ (২।১) এব প্রশশংস (প্র+শংস লিট্, প্রশংসা করিয়াছিল)। তস্মাৎ (সেই জন্য) বায়ুঃ এব ব্যষ্টিঃ (বি+অশ্ ধাতু, পৃথক্ পৃথক ভাবে গৃহীত বস্তু) বায়ুঃ সমষ্টিঃ (সম্+অশ্, সমুদায় বস্তুর সমষ্টি)। অপ (+জয়তি) পুনঃ মৃত্যুম্ জয়তি, যঃ এবম্ বেদ (৩।১।১০ মন্তব্য দ্রঃ)। ততঃ হ ভুজ্যুঃ লাহ্যায়নিঃ উপররাম (বিরত হইল)।

ভু।—অশ্বমেধযাজিগণ কোথায় গমন করে? যা।—সূর্য্যরথের দৈনিক গতি যতদূর, এই লোকের পরিমাণ তাহার ৩২ গুণহ। পৃথিবী ইহার চতুর্দ্দিকে দ্বিগুণ পরিমাণ স্থান পরিবেষ্টন করে (এবং) সমুদ্র (আবার) পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে (ইহার) দ্বিগুণ পরিমাণ স্থান পরিবেষ্টন করিয়াছে। ক্ষুরধারা বা মক্ষিকার পক্ষ যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ আকাশ ইহাদিগের মধ্যে (অর্থাৎ পৃথিবীও পূর্ব্বোক্ত লোক এই দুইএর মধ্যে) (বর্ত্তমান রহিয়াছে)। ইন্দ্র পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া (এই আকাশ খণ্ডের মধ্যে) পারিক্ষিতদিগকে বায়ুর নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন। বায়ু তাহাদিগকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন, অশ্বমেধযাজিগণ যে স্থলে গমন করে। এইরূপে সেই গন্ধর্ব্ব বায়ুর প্রশংসা

করিয়াছিলেন। সুতরাং বায়ুই ব্যষ্টি (এবং) বায়ুই সমষ্টি। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন।" অনন্তর ভুজ্যু লাহ্যায়নি বিরত হইলেন।

মন্তব্য

১। চরকাঃ—শঙ্কর ইহার দুইটী অর্থ দিয়াছেন—(ক) যাহারা অধ্যয়নের জন্য ব্রত আচরণ করে, (খ) অধ্বর্য্যু। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের এক শাখার নাম 'চরক'। যাহারা ইহা শিক্ষা করে তাহাদিগের নাম 'চরকাঃ' পাঃ ৪।৩।১০৭। উপনিষদের এই স্থলে সম্ভবতঃ 'ভ্রমণশীল' অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। 'পারিক্ষিতাঃ'—অথর্ব্ববেদে (২২।১২৭, ৭-১০) লিখিত আছে যে এক পরিক্ষিৎ নামক এক রাজা কুরুদেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারই বংশধরগণকে পারিক্ষিৎ বা পারিক্ষিত বলা হইত। পারিক্ষিত বলিলে সাধারণতঃ জনমেজয়কেই বুঝায়। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩।৫।৪।২) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮।২১) লিখিত আছে যে 'আসন্দীবান্' নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। উগ্রসেন, ভীমসেন এবং শ্রোতসেনকে 'পরিক্ষিতীয়াঃ' এবং 'পরিক্ষিতাঃ' উভয়ই বলা হইয়াছে (শতঃ ব্রাঃ ১৩।৫।৪।৩)। এই স্থলেই লিখিত আছে যে, 'ব্রহ্মহত্যা' এবং অন্যান্য পাপ দূর করিবার জন্য ইহারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর পর ইহাদিগের কি গতি হইয়াছিল—ভুজ্যু সেই বিষয়েই যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

ভুজ্যুর প্রশ্ন হইতে ইহাও অনুমিত হয় যে ঐ সময়ে পরিক্ষিতের বংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

প্রকাব হইল। •যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যাহা আত্মা ও সর্ব্বান্তব তাহাই আমাকে বল। যা।—তোমার এই আত্মাই সর্ব্বান্তর। উ।—'হে যাজ্ঞবল্ক্য! এ সমুদায়েব মধ্যে কোন্‌টী সর্ব্বান্তব? যা।—দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখিতে পারিবে না, শ্রুতিব শ্রোতাকে শ্রবণ করিতে পাবিবে না, মননেব মননকর্ত্তাকে মনন করিতে পাবিবে না, বিজ্ঞানেব বিজ্ঞাতাকে জানিতে পাবিবে না। তোমাব এই আত্মাই সর্ব্বান্তব। ইহা ভিন্ন অন্য সমুদাযই দুঃখজনক। অনন্তর উষস্ত চাক্রায়ণ বিবত হইলেন।

মন্তব্য।

১। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'উষস্তি চাক্রায়ণ' নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে (১।১০।১, ১১।১)। 'উষস্তি' এবং 'উষস্তঃ' সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি। ২। প্রাণ, অপানাদি—১।৫।৩ মন্তব্য (২), এবং ছাঃ ১।৩।৩ মন্তব্য দ্রষ্টব্য। ৩। প্রাণিতি, অপানিতি, ব্যানিতি। শঙ্করেব পাঠ অপানীতি এবং ব্যানীতি। 'নি'—স্থলে 'নী' বৈদিক। (ক) প্রাণিতি = প্র + অণিতি; অন্, লট্ ৩।১ (পাঃ ৮।৪।১৯, ৭।২।৭৬)। (খ) ব্যানিতি = বি + আ + অনিতি (গ) উদানিতি = উৎ + আ + অনিতি। ৪। 'এষঃ তে আত্মা সর্ব্বান্তবঃ—এই অংশেব বিভিন্ন অর্থ হইতে পাবে—(ক) ইনিই তোমাব আত্মা ও (ইনিই) সর্ব্বান্তব। (খ) তোমার আত্মাই এই সর্ব্বান্তব পুরুষ। (গ) সেই সর্ব্বান্তব পুরুষই তোমাব আত্মা।

তৃতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ

কহোল-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম

১। অথ হৈনং কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরো যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং

১। অথ হ এনম্ কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ (কুষীতকের বংশোৎভব) পপ্রচ্ছ—'যাজ্ঞবল্ক্য !' ইতি হ উবাচ 'যৎ এব সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম, যঃ আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, তম্ মে ব্যাচক্ষ্ব' ইতি (৩।৪।১দ্রঃ) 'এষঃ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' 'কতমঃ যাজ্ঞবল্ক্য ! সর্ব্বান্তরঃ ?' 'যঃ অশনায়া পিপাসে (২।২ ; ক্ষুধা ও পিপাসা , অশনায়া = অশন করিবার ইচ্ছা, ভোজনার্থক অশ্ ধাতু হইতে) শোকম্ মোহম্, জরাম্, মৃত্যুম্ অতি+এতি (অতিক্রম করে)। এতম্ বৈ তম্ আত্মানম্ বিদিত্বা (জানিয়া) ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াঃ (পুত্র+এষণায়াঃ = পুত্রকামনা হইতে ; এষণায়াঃ = এষণা, ৫।১ এষ্ ধাতু হইতে। আ+ইষ্ = এষ্, কামনা করা) চ, বিত্ত+এষণায়াঃ (বিত্ত কামনা হইতে) চ, লোক+এষণায়াঃ (স্বর্গাদি লোক কামনা হইতে) চ বুথায় (বি+উৎ+স্থা, ল্যপ্ = উত্থিত হইয়া) অথ ভিক্ষাচর্য্যম্ (ভিক্ষাবৃত্তিকে) চরন্তি (আচরণ করে)। যা হি

১। অনন্তর কহোল কৌষীতকেয় প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন —"যাজ্ঞবল্ক্য ! যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, তাঁহার বিষয়ই আমাকে বল।' যা—এই তোমার আত্মাই সর্ব্বান্তর। ক।—হে যাজ্ঞবল্ক্য ! এ সমুদায়ের মধ্যে কোন্‌টী সর্ব্বান্তর ? যা—যিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, (তিনিই)। ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে অবগত হইয়া পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা পরিত্যাগ

চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেদ্বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্যেন স্যাত্তেনেদৃশ এবাতোঽন্যদার্তং ততোহ কহোলঃ কৌষীতকেয় উপররাম।

এব পুত্রৈষণা, সা বিত্তৈষণা ; যা বিত্তৈষণা, সা লোকৈষণা। উভে (উভয) হি এতে এষণে (এষণা, ১।২, কামনা) ভবতঃ (১।২, হয়)। তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যম্ নির্বিদ্য (নিঃ+বিদ্ হইতে নিশ্চিৎরূপে ত্যাগ করিয়া) বাল্যেন (বাল্যভাবে) তিষ্ঠাসেৎ (স্থা, সন্, বিধি স্থিতি করিতে ইচ্ছা করিবে) ; বাল্যম্ (বাল্যভাবকে) চ পাণ্ডিত্যম চ নির্বিদ্য অথ মুনিঃ, অমৌনম্ চ মৌনম্ চ নির্বিদ্য অথ ব্রাহ্মণঃ। 'সঃ ব্রাহ্মণঃ কেন (কি প্রকারে) স্যাৎ? যেন স্যাৎ, তেন ঈদৃশ. (ই কিংবা ইৎ+দৃশ্ হইতে, এই প্রকার) এব। অতঃ (ইহা হইতে) অন্যৎ আর্ত্তম্ (=আর্ত্তম্, আ+ঋ হইতে, দুঃখজনক)। ততঃ হ কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ উপররাম (বিরত হইলেন)।

করিয়া অনন্তর ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করেন। যাহা পুত্রৈষণা, তাহাই বিত্তৈষণা, (এতদুভয়ই এষণা) (আবার) যাহা বিত্তৈষণা তাহাই লোকৈষণা, এতদুভয়ই এষণা। সেই জন্য ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য' পরিত্যাগ করিয়া বাল্যভাবে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিবেন, (ইহার পর) বাল্যভাব এবং পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করিয়া মুনি হইবেন। তৎপরে অমৌন এবং মৌনভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ হইবেন। ক।—'কি প্রকারে তিনি ব্রাহ্মণ হন?" যা।—যে প্রকারেই হউন্, তাহাতে তিনি ব্রাহ্মণই হন। ইহা ভিন্ন অন্য সমুদায়ই দুঃখজনক।' অনন্তর কহোল কৌষীতকেয় বিরত হইলেন।

মন্তব্য

১। "কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ"—শতপথ ব্রাহ্মণে (২।৪।৩।১) কহোল কৌষীতকি নামক এক ঋষির নাম ও উপদেশ পাওয়া যায়। শাঙ্খায়ণ আরণ্যকের বংশব্রাহ্মণেও (১৫) ইহার নাম আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'কহোল কৌষীতকেয়' উদ্দালক আরুণির সমসাময়িক, এবং শাঙ্খায়ন আরণ্যকে (১৫) কহোল কৌষীতকি ইহার শিষ্য। ইহাতেই মনে হয় এই উভয় নাম একই ব্যক্তির।

২। নির্বিদ্য—শঙ্করের অর্থ 'নিঃশেষরূপ অবগত হইয়া'। নিঃ+ বিদ্ ধাতুর অন্য একটা অর্থ—'পরিত্যাগ করা'। সঙ্গত বলিয়া আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ধাতুর অর্থ বিচার করিয়া শঙ্করের ব্যাখ্যাও সমর্থন করা যায়। ঋগ্বেদে (১০।১২৯।৪) 'লাভ বা প্রাপ্তি অর্থে 'নিঃ+অবিন্দন্' (বিদ্ ধাতু) ব্যবহৃত হইয়াছে। (৩) 'বাল্যেন—' শঙ্কর দুই স্থলে এই শব্দের দুইপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উপনিষদের ভাষ্যে বলিয়াছেন বাল্য=বলের ভাব; বল=আত্মজ্ঞান রূপ বল। বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যে (৩।৪।৫০) বলিয়াছেন—বাল্য=বালকের কর্ম্ম বা ভাব, এস্থলে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের অভাবকেই 'বাল্য' বলা হইয়াছে। ৩।৪।৫০ সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন যে বাল্যকালে ইন্দ্রিয়তা বিকশিত হয় না এইজন্য বালক অপরের নিকট আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে না। এই প্রকার মুমুক্ষ ব্যক্তি জ্ঞান অধ্যয়ন ধার্ম্মিকত্বাদি দেখাইয়া আপনাকে প্রখ্যাত করিবার চেষ্টা করিবেন না, তিনি দম্ভ ও দর্পাদি-রহিত হইয়া অবস্থিতি করিবেন। ঐ সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ, নিম্বার্ক শঙ্করানন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 'বাল্য' শব্দকে 'বালকের ধর্ম্ম বা ভাব' অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। ডয়সেন্ (Deussen) এবং গফ্ (Gough) ও এই মত পোষণ করেন।

কিন্তু মোক্ষমুলার শঙ্করের প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহার মতে বাল্যেন=by real strength. তিনি বলেন—"I doubt whether the 'knowledge of babes' is not a Christian rather than an Indian idea. তিনি মনে করেন 'বালকের ন্যায় হওয়া'—এ ভাব ভারতীয় ভাব নহে—বরং ইহা খৃষ্টানদিগের ভাব। 'সঃ ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ' শঙ্করের অর্থ এই :—"সেই ব্রাহ্মণ কি প্রকার আচরণ-বিশিষ্ট হন?" 'যেন স্যাৎ তেন ঈদৃশঃ এব'—তিনি এ

অংশের অর্থ করিয়াছেন—"তিনি যে প্রকার আচরণ-বিশিষ্টই হন, তিনি ঐ প্রকারই থাকেন"। কেহ কেহ এই দুই অংশ সম্মিলিত করিয়া এই প্রকার অর্থ করেন—'যিনি যে কোন প্রকারেই ব্রাহ্মণ হন, তিনি তাহাতে ব্রাহ্মণই হন।' তাঁহাদের মতে 'কেন স্যাৎ যেন স্যাৎ' অর্থ 'যে কোন প্রকারেই হউন্'।

তৃতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ (১)—কিসে সমুদায় ওতপ্রোত ?

১। অথ হৈনং গার্গী বাচক্নবী পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্ব্বমপ্স্বোতং চ প্রোতং চ কস্মিন্নু খল্বাপ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি বায়ৌ গার্গীতি কস্মিন্নু খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেত্যন্তরিক্ষলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বন্তরিক্ষলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি গন্ধর্ব্বলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু গন্ধর্ব্বলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেত্যাদিত্যলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বাদিত্যলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি চন্দ্রলোকেষু

১। অথ হ এনম্ (যাজ্ঞবল্ক্যকে) গার্গী বাচক্নবী (বচক্নুর কন্যা) পপ্রচ্ছ—"যাজ্ঞবল্ক্য' ইতি হ উবাচ—'যৎ ইদম্ সর্ব্বম্ (এই যে সমুদায়; 'যৎ' অর্থ 'যেহেতু' ও হইতে পারে) অপ্সু (জলসমূহে) ওতম্ (আ+উতম্, বে ধাতু হইতে; বে=বয়ন করা বস্ত্রের দীর্ঘদিকের সূত্রের ন্যায়, ওত='টানা') চ প্রোতম্ (প্র+উতম্, বে ধাতু বয়ন করা; প্রস্থের দিকের সুতার ন্যায়; 'প'ড়েন') চ কস্মিন্ (কোন্ বস্তুতে) উ খলু আপঃ

১। অনন্তর গার্গী বাচক্নবী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন—'হে যাজ্ঞবল্ক্য'! এই সমুদায়ই জলে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। (কিন্তু) এই জল কাহাতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান? যা। হে গার্গি! বায়ুতে। গা—এই বায়ু কাহাতে

গার্গীতি কস্মিন্নু খলু চন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু নক্ষত্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি দেবলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতীন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বিন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি প্রজাপতিলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু

ওতাঃ (১।৩) চ, প্রোতাঃ (১।৩) চ ? ইতি 'বায়ৌ (বায়ুতে) গার্গি!' ইতি 'কস্মিন্ নু খলু বায়ুঃ ওতঃ চ প্রোতঃ চ?' ইতি 'অন্তরিক্ষলোকেষু গার্গি'' ইতি। 'কস্মিন্ নু খলু অন্তরিক্ষলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ '' ইতি। 'গন্ধর্ব্বলোকেষু গার্গি'। ইতি 'কস্মিন্ নু খলু গন্ধর্ব্বলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ?' ইতি 'আদিত্যলোকেষু গার্গি' ইতি। কস্মিন্ নু খলু আদিত্যলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি। 'চন্দ্রলোকেষু' গার্গি'' ইতি কস্মিন্ নু খলু চন্দ্রলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি 'নক্ষত্রলোকেষু গার্গি' ইতি। কস্মিন্ নু খলু নক্ষত্র লোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি। 'দেবলোকেষু গার্গি'' ইতি। কস্মিন্ নু খলু দেবলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি। 'ইন্দ্রলোকেষু গার্গি' ! ইতি। কস্মিন্ নু খলু ইন্দ্রলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি। 'প্রজাপতিলোকেষু গার্গি' ! ইতি। কস্মিন্ নু প্রজাপতিলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি। 'ব্রহ্মলোকেষু গার্গি' ইতি। কস্মিন্ নু খলু ব্রহ্মলোকাঃ ওতাঃ

ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান ? যঃ।—হে গার্গি! অন্তরিক্ষলোক সমূহে। গা।—অন্তরিক্ষলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান ? যা।—হে গার্গি! গন্ধর্ব্বলোক সমূহে। গা।—গন্ধর্ব্বলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান ? যা।—হে গার্গি! আদিত্যলোক সমূহে। গা।—আদিত্যলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান ? যা—হে গার্গি! চন্দ্রলোক সমূহে। গা।—চন্দ্রলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান ? যা। হে গার্গি! নক্ষত্রলোক সমূহে। গা। নক্ষত্রলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে] বর্ত্তমান ? যা।—হে গার্গি! দেবলোকসমূহে। গা।—দেবলোক সমূহ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে

খলু প্রজাপতিলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি স হোবাচ গার্গি মাতি প্রাক্ষীর্মা তে মূর্ধা ব্যপপ্তদনতি-প্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি গার্গি মাতিপ্রাক্ষীবিতি ততো হ গার্গী বাচক্নব্যুপবরাম।

চ প্রোতাঃ চ ? ইতি। সঃ হ উবাচ—গার্গি! মা অতিপ্রাক্ষীঃ (প্রচ্ছ, লুঙ, ২।১ = অপ্রাক্ষীঃ, 'মা' যোগে 'অপ্রাক্ষীঃ' র 'অ' লোপ, মা অতিপ্রাক্ষীঃ = অতিরিক্ত প্রশ্ন করিওনা), মা (না) তে (তোমার) মূর্দ্ধা (মস্তক) ব্যপপ্তৎ (বি + অপপ্তৎ = বি + পৎ, লুঙ্ (৩।১ = পতিত হয়)। অনতিপ্রশ্ন্যাম (যাহার বিষয় অধিক প্রশ্ন করা উচিত নয়, ২।১) বৈ দেবতাম্ অতিপৃচ্ছসি (অধিক প্রশ্ন করিতেছ)। গার্গি! মা অতিপ্রাক্ষীঃ ইতি। ততঃ হ গার্গী বাচক্নবী উপররাম (বিরত হইলেন)।

বর্ত্তমান? যা—হে গার্গি! ইন্দ্রলোকসমূহে। গা।—ইন্দ্রলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান? যা।—হে গার্গি! প্রজাপতিলোক সমূহে। গা।—প্রজাপতিলোক সমূহ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান? যা।—হে গার্গি! ব্রহ্মলোকসমূহে। গা।—ব্রহ্মলোকসমূহ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে (বর্ত্তমান)? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি! 'অতিপ্রশ্ন' করিও না—তোমার মস্তক যেন নিপতিত না হয়। যে দেবতার বিষয়ে 'অতিপ্রশ্ন' করা উচিত নহে, তুমি তাঁহারই বিষয় অতিপ্রশ্ন করিতেছ। হে গার্গি! অতিপ্রশ্ন করিও না। অনন্তর গার্গী বাচক্নবী বিরত হইলেন।

মন্তব্য

প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসিতে পারে, কিন্তু প্রশ্নেরও সীমা আছে। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নোত্তরে 'ব্রহ্মলোক'ই শেষ সীমা; এই সীমাকে আর অতিক্রম করা যায় না। ইহা অতিক্রম করিবার জন্য যদি কোন প্রশ্ন করা হয় তাহা 'অতিপ্রশ্ন'। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"হে গার্গি! 'অতিপ্রশ্ন' করিও না" অর্থাৎ সীমা অতিক্রম করিয়া অধিক প্রশ্ন করিও না।

তৃতীয়াধ্যায়ে সপ্তমং ব্রাহ্মণং

উদ্দ'লক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ

১। অথ হৈনমুদ্দালক আরুণিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ মদ্রেষ্ববসাম পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহেষু যজ্ঞমধীয়ানাস্তস্যাসীদ্ভার্যা গন্ধর্ব্বগৃহীতা তমপৃচ্ছাম কোঽসীতি সোঽব্রবীৎ কবন্ধ আথর্বণ ইতি সোঽব্রবীৎপতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তৎসূত্রং যেনায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তীতি সোঽব্রবীৎপতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তদ্ভগবন্বেদেতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তমন্তর্যামিণং য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরো যময়তীতি সোঽব্রবীৎপতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তং ভগবন্বেদেতি

১। অথ হ এনম উদ্দালকঃ আরুণিঃ (অরুণের পুত্র) পপ্রচ্ছ—'যাজ্ঞবল্ক্য!' ইতি হ উবাচ,—মদ্রেষু (মদ্রদেশে, মদ্রবাসীদিগের মধ্যে) অবসাম (বস্, লঙ্; বাস করিয়াছিলাম) পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য (পতঞ্চল কাপ্যের; কাপ্য=কপি গোত্রের) গৃহেষু যজ্ঞম্ অধীয়ানাঃ (অধি, ই, শানচ; শিক্ষার্থী হইয়া)। তস্য আসীৎ (ছিল) ভার্য্যা গন্ধর্ব্ব-গৃহীতা (গন্ধর্ব্বাবিষ্টা)। তম্ (সেই গন্ধর্ব্বকে) অপৃচ্ছাম (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম)—"কঃ অসি?' ইতি। সঃ অব্রবীৎ—'কবন্ধঃ আথর্ব্বণঃ' ইতি। সঃ অব্রবীৎ পতঞ্চলম্ কাপ্যম্ যাজ্ঞিকান্ চ (এবং যাজ্ঞিক

১। অনন্তর উদ্দালক আরুণি ইহাকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন—"হে যাজ্ঞবল্ক্য! যজ্ঞ অধ্যয়ন করিবার জন্য আমরা মদ্রদেশে পতঞ্চল কাপ্যের গৃহে বাস করিয়াছিলাম। তাহার ভার্য্যা গন্ধর্ব্বাবিষ্টা হইয়াছিল। সেই গন্ধর্ব্বকে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'তুমি কে?' সে বলিয়াছিল 'আমি কবন্ধ আথর্ব্বণ'। সে কাপ্যকে এবং

সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ যো বৈ তৎ কাপ্য সূত্রং বিদ্যাত্তং চান্তর্যামিণমিতি স ব্রহ্মবিৎ স লোকবিৎ স বেদবিৎ স ভূতবিৎ স আত্মবিৎ স সর্ব্ববিদিতি তেভ্যোঽব্রবীত্তদহং বেদ তচ্চেত্ত্বং যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রমবিদ্বাংস্তং চান্তর্যামিণং ব্রহ্মগবীরুদজসে মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি বেদ বা অহং গৌতম তৎসূত্রং তং চান্তর্যামিণমিতি যো বা ইদং কশ্চিৎব্রূয়াদ্বেদবেদেতি যথা বেত্থ তথা ব্রূহীতি।

দিগকেও, শিষ্যদিগকেও)—"বেত্থ (বিদ্, লট ২।১; পাঃ ৩।৪।৮৩, জান?) নু ত্বম্ কাপ্য! তৎসূত্রম্ (সেই সূত্রকে) যেন (যাহা দ্বারা) অযম চ লোকঃ (এই লোক), পরঃ চ লোকঃ (পরলোক), সর্ব্বাণি চ ভূতানি (সর্ব্বভূত) সম্+দৃব্ধানি (দৃভ্ ধাতু; গ্রথিত) ভবন্তি?' ইতি স অব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যঃ 'ন অহম তৎ ভগবন্! বেদ (জানি)' ইতি সঃ অব্রবীৎ পতঞ্চলম্ কাপ্যম্ যাজ্ঞিকান্ চ 'বেত্থ নু ত্বম্ কাপ্য! তম্ অন্তর্যামিণম্ (সেই অন্তর্যামীকে) যঃ ইমম্ চ লোকম্ (এই লোককে), পরম্ চ লোকম্ (পরলোককে), সর্ব্বাণি চ ভূতানি (সমুদায় ভূতকে) যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরে থাকিয়া) যময়তি (নিয়মিত করেন)?' ইতি। সঃ অব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যঃ—ন অহম ভগবন্! বেদ' ইতি। সঃ অব্রবীৎ পতঞ্চলম কাপ্যম্ যাজ্ঞিকান চ 'যঃ বৈ তৎ কাপ্য! সূত্রম বিদ্যাৎ (জানে), তম চ অন্তর্যামিণম্ ইতি সঃ ব্রহ্মবিৎ, সঃ লোকবিৎ, স দেববিৎ, সঃ বেদবিৎ, সঃ ভূতবিৎ, সঃ আত্মবিৎ, সঃ

যাজ্ঞিকগণকেও বলিল—'কাপ্য! তুমি কি সেই সূত্রের বিষয় জান যাহা দ্বারা ইহলোক, পরলোক এবং সর্ব্বভূত গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে'? সেই পতঞ্চল কাপ্য বলিল—'ভগবন্, আমি তাহা জানি না'। সে পতঞ্চল কাপ্যকে এবং যাজ্ঞিকদিগকেও বলিল—'হে কাপ্য! তুমি কি সেই অন্তর্যামীকে জান, যিনি অন্তরস্থ থাকিয়া ইহলোক, পরলোক, ও সর্ব্বভূতকে নিয়মিত করিতেছেন'? সেই পতঞ্চল কাপ্য বলিল—

২। স হোবাচ বায়ুর্বৈ গৌতম তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি তস্মাদ্বৈ গৌতম পুরুষং প্রেতমাহুর্ব্য-স্রংসিষতাস্যাঙ্গানীতি বায়ুনা হি গৌতম সূত্রেণ সংদৃব্ধানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্যান্তর্যামিণং ব্রূহীতি।

সর্ব্ববিৎ' ইতি—তেভ্যঃ (তাহাদিগকে) অব্রবীৎ (সেই গন্ধর্ব্ব বলিয়াছিল)। তৎ (এই তত্ত্বকে) অহম্ বেদ (জানি)। তৎ চেৎ (যদি) ত্বম্ যাজ্ঞবল্ক্য! সূত্রম্ অবিদ্বান্ তম্ চ অন্তর্যামিণম্ ব্রহ্মগবীঃ (ব্রহ্মজ্ঞের প্রাপ্য গো, ২।৩; ব্রহ্মন্ + গো + টচ্, স্ত্রীং পাঃ ৫।৪।৯২) উৎ + অজসে (উৎ + অজ্, লইয়া যাও) মূর্দ্ধা তে (তোমার) বিপতিষ্যতি (নিপতিত হইবে)' ইতি। 'বেদ বৈ অহম্, গৌতম! তৎসূত্রম্, তম্ চ অন্তর্যামিণম্' ইতি। "যঃ বৈ ইদম্ কঃ + চিৎ ব্রূয়াৎ (বলিতে পারে) 'বেদ', 'বেদ' ইতি। যথা (যে প্রকার) বেত্থ (জান) তথা ব্রূহি (বল) ইতি।
২। সঃ হ উবাচ—'বায়ু বৈ গৌতম! তৎসূত্রম্; বায়ুনা

'আমি তাঁহাকে জানি না'। সেই গন্ধর্ব্ব পতঞ্চল কাপ্যকে এবং যাজ্ঞিকদিগকেও বলিল—'হে কাপ্য! যে (সেই) সূত্রকে ও সেই অন্তর্যামীকে জানে, সে ব্রহ্মবিৎ, সে লোকবিৎ, সে দেববিৎ, সে বেদবিৎ, সে ভূতবিৎ, সে আত্মবিৎ এবং সে সর্ব্ববিৎ হয়—(সেই গন্ধর্ব্ব) তাহাদিগকে (এই প্রকার বলিয়াছিল। (এই সমুদায় কথা শুনিয়া উদ্দালক বলিলেন) 'আমি তাহা জানি। তুমি যদি (সেই) সূত্র ও সেই অন্তর্যামীকে না জানিয়া ব্রহ্মগবী সমূহ লইয়া যাও, তোমার মূর্দ্ধা নিপতিত হইবে।' যা।—হে গৌতম! আমি সেই সূত্র ও সেই অন্তর্যামীকে জানি। উ।—যে কেহ ইহা বলিতে পারে 'আমি জানি' 'আমি জানি'। যাহা জান, বল।

২। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'গৌতম, বায়ুই সেই সূত্র; বায়ুরূপী সূত্র

৩। যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

(+সূত্রেণ=বায়ুরূপ সূত্র দ্বারা) বৈ গৌতম! সূত্রেণ (সূত্রদ্বারা) অয়ম চ লোকঃ পরঃ চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সম্+দৃব্ধানি ভবন্তি (।৭।১ টীকা দ্রঃ)। তস্মাৎ বৈ গৌতম! পুরুষম্ প্র+ইতম (মৃত মনুষ্যকে ; ই ধাতু গমন করা) আহুঃ (বলে) বি+অস্র‍ংসিষত (বি+স্রংস্, লুঙ ৩।৩ আত্মনে ; বিস্রস্ত অর্থাৎ শিথিল হইয়া যায়) অস্য অঙ্গানি' ইতি। 'বায়ুনা হি গৌতম। সূত্রেণ সম্+দৃব্ধানি ভবন্তি' ইতি। 'এবম্ এব (এই প্রকারই) এতৎ (ইহা) যাজ্ঞবল্ক্য। অন্তর্যামিণম্ ব্রূহি' ইতি।

৩। যঃ পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে) তিষ্ঠন্ (থাকিয়া) পৃথিব্যাঃ (৫।১ পৃথিবী হইতে) অন্তরঃ (পৃথক্) যম্ (যাহাকে) পৃথিবী ন বেদ (জানে), যস্য পৃথিবী শরীরম্ যঃ পৃথিবীম্ অন্তরঃ (অভ্যন্তরে থাকিয়া) যময়তি (নিয়মিত করেন), এষঃ (ইনি) তে (তোমার) আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

দ্বারাই, হে গৌতম! ইহলোক, পরলোক, ও সর্ব্বভূত গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্য পুরুষ মৃত হইলে (লোকে) বলে 'তাহার অঙ্গ সমূহ বিস্রস্ত (অর্থাৎ শিথিল) হইয়া গিয়াছে। (কারণ) বায়ুরূপ সূত্র দ্বারাই (সমুদায়) গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে'। উ—ইহা এই প্রকারই বটে। (এখন) অন্তর্যামীর কথা বল।

৩। যা।—'যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, (অথচ) পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাহাকে জানে না, কিন্তু পৃথিবী যাঁহার শরীর এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন ইনি তোমার আত্মা, (ইনিই) অন্তর্যামী ও অমৃত।

৪। যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

৫। যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

৬। যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

৪। যঃ অপ্সু (জলে) তিষ্ঠন্, অদ্ভ্যঃ (জল হইতে) অন্তরঃ, যম্ আপঃ (জল সমূহ) ন বিদুঃ (১।৩, জানে), যস্য আপঃ শরীরম্, যঃ অপঃ (জল সমূহকে) যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

৫। যঃ অগ্নৌ (অগ্নিতে) তিষ্ঠন্, অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) অন্তরঃ, যম্ অগ্নিঃ ন বেদ, যস্য অগ্নিঃ শরীরম, যঃ অগ্নিম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা, অন্তযামী অমৃতঃ।

৬। যঃ অন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্, অন্তরিক্ষাৎ অন্তরঃ, যম্ অন্তরিক্ষম্ ন বেদ, যস্য অন্তরিক্ষম্ শরীরম, যঃ অন্তরিক্ষম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তযামী, অমৃতঃ।

৪। যিনি জলে অবস্থিত অথচ জল হইতে পৃথক্, জল যাঁহাকে জানে না, কিন্তু জল যাহার শরীর এবং যিনি জলের অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, (ইনিই) অন্তর্যামী ও অমৃত।

৫। যিনি অগ্নিতে অবস্থিত অথচ অগ্নি হইতে পৃথক্, অগ্নি যাঁহাকে জানে না, কিন্তু অগ্নি যাঁহার শরীর এবং যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া অগ্নিকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, (ইনিই) অন্তর্যামী ও অমৃত।

৬। যিনি অন্তরিক্ষে অবস্থিত, অথচ অন্তরিক্ষ হইতে পৃথক্, অন্তরিক্ষ

৭। যো বায়ৌ তিষ্ঠন্বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

৮। যো দিবি তিষ্ঠন্দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

৯। য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

৭। যঃ বায়ৌ (বায়ুতে) তিষ্ঠন্, বায়োঃ (বায়ু হইতে) অন্তর, যম্ বায়ুঃ ন বেদ, যস্য বায়ুঃ শরীরম্ যঃ বায়ুম্ অন্তরঃ যময়তি—এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী অমৃতঃ।

৮। যঃ দিবি (দ্যুলোকে) তিষ্ঠন্, দিবঃ (দ্যুলোক হইতে অন্তরঃ, যম্ দ্যৌঃ ন বেদ, যস্য দ্যৌঃ শরীরম্, যঃ দিবম অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী অমৃতঃ।

৯। যঃ আদিত্যে তিষ্ঠন্, আদিত্যাৎ অন্তরঃ, যম্ আদিত্য ন

যাঁহাকে জানে না, কিন্তু অন্তরিক্ষ যাঁহার শরীর এবং যিনি অন্তরিক্ষের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তরিক্ষকে নিয়মিত করিতেছেন তিনি তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

৭। যিনি বায়ুতে অবস্থিত, অথচ বায়ু হইতে পৃথক্, বায়ু যাঁহাকে জানে না, কিন্তু বায়ু যাঁহার শরীর এবং যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে থাকিয়া বায়ুকে নিয়মিত করিতেছেন। ইনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

৮। যিনি দ্যুলোকে অবস্থিত, অথচ দ্যুলোক হইতে পৃথক্, দ্যুলোক যাঁহাকে জানে না, কিন্তু দ্যুলোক যাঁহার শরীর এবং যিনি দ্যুলোকের অভ্যন্তরে থাকিয়া দ্যুলোককে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

৯। যিনি আদিত্যে অবস্থিত অথচ আদিত্য হইতে পৃথক্,

১০। যো দিক্ষু তিষ্ঠন্দিগ্‌ভ্যোঽন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা-ন্তর্যাম্যমৃতঃ।

১১। যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্র-তারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

বেদ, যস্য আদিত্যঃ শরীরম্, যঃ আদিত্যম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

১০। যঃ দিক্ষু (দিক্ সমূহে) তিষ্ঠন্ দিগ্‌ভ্যঃ (দিক্ সমূহ হইতে) অন্তরঃ, যম্ দিশঃ (দিক্‌সমূহ) ন বিদুঃ (জানে) যস্য দিশঃ শরীরম্, যঃ দিশঃ (দিক্ সমূহকে) অন্তরঃ যময়তি—এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী অমৃতঃ।

১১। যঃ চন্দ্রতারকে (৭।১) তিষ্ঠন্, চন্দ্রতারকাৎ (চন্দ্রতারকা হইতে) অন্তরঃ, যম্ চন্দ্রতারকম্ (১।১) ন বেদ, যস্য চন্দ্রতারকম্ শরীরম্, যঃ চন্দ্রতারকম্ (২।১) অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

আদিত্য যাহাকে জানে না, কিন্তু আদিত্য যাহার শরীর, এবং যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

১০। যিনি দিক্ সমূহে অবস্থিত অথচ দিক্‌সমূহ হইতে পৃথক, দিক্ সমূহ যাঁহাকে জানে না, কিন্তু দিক্ সমূহ যাহার শরীর, এবং যিনি দিক্ সমূহের অভ্যন্তরে থাকিয়া দিক্ সমূহকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী, ও অমৃত।

১১। যিনি চন্দ্রতারকে অবস্থিত অথচ চন্দ্রতারকা হইতে পৃথক্, চন্দ্রতারকা যাঁহাকে জানে না, কিন্তু চন্দ্রতারকা যাহার শরীর এবং যিনি চন্দ্র তারকার অভ্যন্তরে থাকিয়া চন্দ্রতারকাকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

১২। য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

১৩। যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা-ন্তর্যাম্যমৃতঃ।

১৪। যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যা-ম্যমৃত ইত্যধিদৈবতমথাধিভূতম্।

১২। যঃ আকাশে তিষ্ঠন্, আকাশাৎ (আকাশ হইতে) অন্তরঃ, যম্ আকাশঃ ন বেদ, যস্য আকাশঃ শরীরম্, যঃ আকাশম্ অন্তরঃ যময়তি,—এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।

১৩। যঃ তমসি (অন্ধকারে) তিষ্ঠন্, তমসঃ (অন্ধকার হইতে) অন্তরঃ, যম্ তমঃ (১।১) ন বেদ, যস্য তমঃ শরীরম্, যঃ তমঃ (২।১) অন্তরঃ যময়তি,—এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী অমৃতঃ।

১৪। যঃ তেজসি (তেজে) তিষ্ঠন্, তেজসঃ (তেজ হইতে)

১২। যিনি আকাশে অবস্থিত অথচ আকাশ হইতে পৃথক্, আকাশ যাঁহাকে জানেনা কিন্তু আকাশ যাঁহার শরীর এবং আকাশের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি আকাশকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

১৩। যিনি অন্ধকারে অবস্থিত, অথচ অন্ধকার হইতে পৃথক্, অন্ধকার যাঁহাকে জানেনা কিন্তু অন্ধকার যাঁহার শরীর এবং অন্ধকারের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি অন্ধকারকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

১৪। যিনি তেজে অবস্থিত অথচ তেজ হইতে পৃথক্, তেজ

১৫। যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতমথাধ্যাত্মম্।

১৬। যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

অন্তরঃ, যম্ তেজঃ ন বেদ, যস্য তেজঃ শরীরম্, যঃ তেজঃ (২।১) অন্তরঃ যময়তি,—এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ। ইতি অধিদৈবতম্।

১৫। অথ অধিভূতম্ (ভূত সংক্রান্ত) ঃ—

যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) তিষ্ঠন্, সর্ব্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ (সমুদায় ভূত হইতে) অন্তরঃ, যম্ সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ (জানে), যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরম্, যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি (২।৩) অন্তরঃ যময়তি—এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

১৬। অতঃ অধ্যাত্মম্ (দেহ সংক্রান্ত) ঃ—যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্, প্রাণাৎ (প্রাণ হইতে) অন্তরঃ, যম্ প্রাণঃ ন বেদ, যস্য প্রাণঃ শরীরম্, যঃ প্রাণম্ অন্তরঃ যময়তি,—এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

যাঁহাকে জানে না কিন্তু তেজ যাঁহার শরীর এবং তেজের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি তেজকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। এই পর্য্যন্ত দেবতাবিষয়ক।

১৫। অনন্তর অধিভূত বিষয়ে—যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত অথচ সর্ব্বভূত হইতে পৃথক্, সর্ব্বভূত যাঁহাকে জানে না, কিন্তু সর্ব্বভূত যাঁহার শরীর এবং সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি সর্ব্বভূতকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

১৬। অনন্তর অধ্যাত্মবিষয়ে—যিনি প্রাণে অবস্থিত, অথচ প্রাণ হইতে পৃথক্, প্রাণে যাঁহাকে জানে না কিন্তু প্রাণ যাঁহার শরীর

১৭। যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোঽন্তরো যং বাঙ্ ন বেদ যস্য বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

১৮। যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোঽন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মন্তর্যাম্যমৃতঃ।

১৯। যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠঞ্ছ্রোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

১৭। যঃ বাচি (বাগিন্দ্রিয়ে) তিষ্ঠন্, বাচঃ (বাক্ হইতে) অন্তরঃ, যম্ বাক্ ন বেদ, যস্য বাক্ শরীরম্, যঃ বাচম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

১৮। যঃ চক্ষুষি (চক্ষুতে) তিষ্ঠন্, চক্ষুষঃ (চক্ষু হইতে) অন্তরঃ, যম্ চক্ষুঃ ন বেদ, যস্য চক্ষুঃ শরীরম্, যঃ চক্ষুঃ (২।১) অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

১৯। যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ শ্রোত্রাৎ (শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে) অন্তরঃ, যম্ শ্রোত্রম্ ন বেদ, যস্য শ্রোত্রম্ শরীরম্, যঃ শ্রোত্রম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্য্যামী, অমৃতঃ।

এবং প্রাণের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি প্রাণকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

১৭। যিনি বাকে অবস্থিত, অথচ বাক্ হইতে পৃথক, বাক যাঁহাকে জানে না, কিন্তু বাক্ যাঁহার শরীর এবং বাগিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া বাগিন্দ্রিয়কে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

১৮। যিনি চক্ষুতে অবস্থিত অথচ চক্ষু হইতে পৃথক্, কিন্তু চক্ষু যাঁহার শরীর এবং যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে থাকিয়া চক্ষুকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

১৯। যিনি শ্রোত্রে অবস্থিত অথচ শ্রোত্র হইতে পৃথক্, শ্রোত্র

২০। যো মনসি তিষ্ঠন্মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

২১। যস্ত্বচি তিষ্ঠংস্ত্বচোঽন্তরো যং ত্বঙ্ ন বেদ যস্য ত্বক্ শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

২২। যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

২০। যঃ মনসি (মনে) তিষ্ঠন্, মনসঃ (মন হইতে) অন্তরঃ, যম্ মনঃ ন বেদ, যস্য মনঃ শরীরম্, যঃ মনঃ (২।১) অন্তরঃ যময়তি,— এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

২১। যঃ ত্বচি (ত্বকে) তিষ্ঠন্, ত্বচঃ (ত্বক্ হইতে) অন্তরঃ, যম্ ত্বক্ ন বেদ, যস্য ত্বক্ শরীরম্, যঃ ত্বচম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

২২। যঃ বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্, বিজ্ঞানাৎ (বিজ্ঞান হইতে) অন্তরঃ,

যাঁহাকে জানে না, কিন্তু শ্রোত্র যাঁহার শরীর এবং যিনি শ্রোত্রের অভ্যন্তরে থাকিয়া শ্রোত্রকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

২০। যিনি মনে অবস্থিত অথচ মন হইতে পৃথক্, যাঁহাকে জানে না, কিন্তু মন যাঁহার শরীর এবং যিনি মনের অভ্যন্তরে থাকিয়া মনকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনি অন্তর্যামী ও অমৃত।

২১। যিনি ত্বকে অবস্থিত অথচ ত্বক্ হইতে পৃথক্, ত্বক্ যাঁহাকে জানে না, কিন্তু ত্বক্ যাঁহার শরীর এবং ত্বকের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি ত্বক্‌কে নিয়মিত করিতেছেন ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

২২। যিনি বিজ্ঞানে অবস্থিত অথচ বিজ্ঞান হইতে পৃথক্, বিজ্ঞান

২৩। যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোঽন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তং ততো হোদ্দালক আরুণিরুপররাম।

যং বিজ্ঞানম্ ন বেদ, যস্য বিজ্ঞানম্ শরীরম্, যঃ বিজ্ঞানম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃতঃ।

২৩। যঃ রেতসি (জীববীজে) তিষ্ঠন্, রেতসঃ (৫।১) অন্তরঃ, যম্ রেতঃ ন বেদ, যস্য রেতঃ শরীরম্, যঃ রেতঃ (২।১) অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী, অমৃতঃ। অদৃষ্টঃ দ্রষ্টা; অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতঃ (যাহাকে মনন করা হয় নাই) মন্তা; অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞাতা। ন অন্যঃ অতঃ (ইহা হইতে) অস্তি দ্রষ্টা; ন অন্যঃ অতঃ অস্তি শ্রোতা, ন অন্যঃ অতঃ অস্তি মন্তা, ন অন্যঃ অতঃ অস্তি বিজ্ঞাতা। এষঃ তে আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃতঃ; অতঃ অন্যৎ আর্ত্তম্ (দুঃখজনক, বিনাশী)। ততঃ (তদনন্তর) হ উদ্দালকঃ আরুণিঃ উপররাম (বিরত হইলেন)।

যাঁহাকে জানে না কিন্তু বিজ্ঞান যাঁহার শরীর এবং বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি বিজ্ঞানকে নিয়মিত করিতেছেন—ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।

২৩। যিনি জীববীজে অবস্থিত অথচ জীববীজ হইতে পৃথক্, জীববীজ যাঁহাকে জানেনা কিন্তু জীববীজ যাঁহার শরীর এবং জীব বীজের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি জীববীজকে নিয়মিত করিতেছেন—ইনিই তোমার আত্মা, (ইনিই) অন্তর্যামী ও অমৃত। (তিনি) অদৃষ্ট (কিন্তু সকলের) দ্রষ্টা, অশ্রুত (কিন্তু সকলের) শ্রোতা; তাঁহাকে

মনন করা যায় না কিন্তু (তিনি সকলের) মননকর্ত্তা; তিনি অবিজ্ঞাত কিন্তু বিজ্ঞাতা। ইহা ভিন্ন কেহ দ্রষ্টা নাই, ইনি ভিন্ন কেহ শ্রোতা নাই, ইনি ভিন্ন কেহ মননকর্ত্তা নাই, ইনি ভিন্ন কেহ বিজ্ঞাতা নাই। ইনিই তোমার আত্মা, (ইনিই) অন্তর্যামী ও অমৃত, ইনি ভিন্ন আর সমুদায়ই আর্ত্ত। তদনন্তর উদ্দালক আরুণি বিরত হইলেন।

মন্তব্য

১। 'তম্ চ অন্তর্যামিনম্ ইতি'—এ স্থলে 'ইতি' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে। (১) ইতি=এই প্রকারে (শঙ্কর) (২) ইতি= এই নামে পরিচিত (৩) পূর্ব্বে যাহার বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার বিষয় পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতে গেলে—'ইতি' ব্যবহৃত হইতে পারে। ""উদ্দালকঃ আরুণিঃ"। ইনি গৌতম নামে পরিচিত। "প্রিয়ব্রত সৌমাপি" ইঁহার একজন গুরু (শাঙ্খায়ন আরণ্যক্, ১৫)। যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকের অন্যতম শিষ্য (বৃহঃ উঃ ৬।৩।৭; ৬।৫।৩)। ইহার আরও দুইজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়—কৌষীতকি (শাঙ্খায়ন আঃ ১৫) এবং প্রোতি কৌশাম্বেয় কৌসুরুবিন্দি (শতপথ ব্রাঃ ১২।২।২।১৩)। উদ্দালক "ব্রহ্মোদ্য" বিষয়ে প্রাচীনযোগ্য শৌচেয়কে পরাস্ত করিয়াছিলেন (শতপথ ব্রাঃ ১১।৫।৩)। শতপথ ব্রাহ্মণ (১।১।২।১১, ৩।৩।৪।১৯ ইত্যাদি), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৮।৭), কৌষীতকি ব্রাহ্মণ (২৬।৪), ষড্‌বিংশ ব্রাহ্মণ (১।৬), ছান্দোগ্য উপনিষৎ, প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে ইঁহার মতকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ইঁহার প্রধান উপদেশ জগদ্বিখ্যাত "তত্ত্বমসি" বাক্য (ছাঃ উঃ ৬ষ্ঠ প্রপাঠক)। অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে (বৃহঃ ৩।৭) যে ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও তিনি অবগত ছিলেন। উদ্দালক অতি উদারচেতা জ্ঞানপিপাসু ঋষি ছিলেন। তত্ত্ববিদ্যা লাভ করিবার জন্য তিনি রাজা অশ্বপতি কৈকেয় (ছাঃ উঃ ৫।১১) রাজা প্রবাহণ জৈবলি (ছাঃ ৫।৩; বৃহঃ উ ৬।২) এই দুইজন ক্ষত্রিয়েরও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১। 'পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ'—এই অংশের অর্থ 'পৃথিবী হইতে পৃথক্'। এ স্থলে 'পৃথিব্যাঃ' পঞ্চমীর একবচন। শঙ্কর ষষ্ঠী বিভক্তি

গ্রহণ করিয়া এই অংশের অর্থ করিয়াছেন—"পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া'। এ প্রকার করিলে 'পৃথিব্যাম তিষ্ঠন্' এবং 'পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ' এই উভয় অংশের অর্থ একই হইয়া যায়। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে এই ব্রাহ্মণে এই প্রকার ২১টী মন্ত্র আছে। ১১টী স্থলে ৫মী কি ৬ষ্ঠী বিভক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট ১০টী স্থলে পঞ্চমী বিভক্তিই ব্যবহৃত হইয়াছে যেমন—অদ্ভ্যঃ, অন্তরিক্ষাৎ, আদিত্যাৎ, দিগ্ভ্যঃ তারকাৎ, আকাশাৎ ইত্যাদি। এই ২১টী মন্ত্র একই প্রকার। সুতরাং সর্ব্বত্রই একই বিভক্তি। সুতবাং সর্ব্বত্রই ৫মী বিভক্তি গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

২। 'তে আত্মা'—এ স্থলে 'তে' অর্থ 'তোমা কর্তৃক পৃষ্ট'—এ প্রকার অর্থও কেহ কেহ করিয়াছেন।

তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণ

গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ (২)—

আকাশ ও আকাশের আধার অক্ষর

১। অথ হ বাচক্নব্যুবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো হন্তাহমিমং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি তৌ চেন্মে বক্ষ্যতি ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি পৃচ্ছ গার্গীতি।

১। অথ হ বাচক্নবী (বচক্নুর কন্যা) উবাচ :—ব্রাহ্মণাঃ! ভগবন্তঃ! (ভগবান্‌গণ) হন্ত! ইমম্ (ইঁহাকে) দ্বৌ প্রশ্নৌ (২।২) প্রক্ষ্যামি (প্রশ্ন করিব)। তৌ (সেই দুই প্রশ্নকে) চেৎ (যদি) মে (আমাকে) বক্ষ্যতি (বলিবেন), ন জাতু (কদাচিৎ) যুষ্মাকম্ (আপনাদিগের মধ্যে) ইমম্ (ইঁহাকে) কঃ চিৎ (কেহ) ব্রহ্মোদ্যম্ (ব্রহ্মণ্+বদ্+ক্যপ্, পাঃ ৩।১।১০৬; ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে; ২।১) জেতা ইতি। পৃচ্ছ (জিজ্ঞাসা কর) গার্গি! ইতি।

১। অনন্তর বাচক্নবী বলিলেন—"ভগবান্ ব্রাহ্মণগণ! আমি ইঁহাকে দুইটা প্রশ্ন করিব। ইনি যদি এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর দিতে

২। সা হোবাচাহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাশ্যো বা বৈদেহো বোগ্রপুত্র উজ্জ্যং ধনুরধিজ্যং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাতিব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বোপোত্তিষ্ঠেদেবমেবাহং ত্বা দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যামুপাদস্থাং তৌ মে ব্রূহীতি পৃচ্ছ গার্গীতি।

৩। সা হোবাচ যদূর্ধ্বং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্তদোতং চ প্রোতং চেতি।

২। সা হ উবাচ—'অহম্ বৈ ত্বাম্ (তোমাকে) যাজ্ঞবল্ক্য! যথা (যেমন) কাশ্যঃ (কাশীদেশের) বা বৈদেহঃ বা (বিদেহ দেশের) উগ্রপুত্রঃ (বীরপুত্র) উজ্জ্যম্ (উৎ+জ্যা হইতে; যে ধনুতে জ্যা নাই, ২।১) ধনুঃ (২।১) অধিজ্যম্ (জ্যাযুক্ত, ২।১) কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ (২।২) সপত্ন+অতিব্যাধিনৌ (শত্রু সন্তাপকারী ২।২; সপত্ন—শত্রু, অতিব্যাধিন্—যে বিদ্ধ করে, অতি+ব্যধ্ হইতে) হস্তে কৃত্বা উপতিষ্ঠেৎ (উপস্থিত হয়), এবম্ এব (এই প্রকার) অহম্ ত্বা দ্বাভ্যাম্ প্রশ্নাভ্যাম্ (দুইটী প্রশ্নের সহিত) উপ+উৎ+অস্থাম্ (উপস্থিত হইয়াছি, অস্থাম্—স্থা লুঙ্ ২।১)। তৌ (এই দুইটা প্রশ্ন ২।২) মে (আমাকে) ব্রূহি (বল) ইতি। 'পৃচ্ছ গার্গি!' ইতি।

৩। সা হ উবাচ—'যৎ (যাহা) ঊর্দ্ধম্, যাজ্ঞবল্ক্য! দিবঃ (দ্যৌ

পারেন, আপনারা কেহই ইহাকে ব্রহ্মবিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—'গার্গি! জিজ্ঞাসা কর'।

গার্গী বলিলেন—"যাজ্ঞবল্ক্য! যেমন কাশী কিংবা বিদেহ দেশের বীরপুত্র ধনুতে জ্যা রোপন করিয়া শত্রুবিদারী দুইটী শর হস্তে লইয়া উপস্থিত হয়, আমিও তেমনি দুইটী প্রশ্ন লইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমাকে এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দাও।" যা।—"গার্গি! জিজ্ঞাসা কর।"

৩। গার্গী বলিলেন—"যাহা দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে, যাহা পৃথিবীর

৪। স হোবাচ যদূর্ধ্বং গার্গি দিবো যদ্‌বাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশে তদোতং চ প্রোতং চেতি।

৫। সা হোবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য যো ম এতং ব্যবোচোঽপরস্মৈ ধারয়স্বেতি পৃচ্ছ গার্গীতি।

অপেক্ষা), যৎ অবাক্ (নিম্নে) পৃথিব্যাঃ (পৃথিবী হইতে, ৫।১), যৎ অন্তরা (মধ্যে, অব্যয) দ্যাবা পৃথিবী (বৈদিক, = দ্যাবাপৃথিব্যৌ. দিব্ + পৃথিবী, পাঃ ৬।৩।২৯ = দ্যৌ ও পৃথিবী, ২।২, অন্তরা যোগে দ্বিতীয়া পাঃ ২।৩।৪) ইমে (এই দুই), যৎ ভূতম (অতীত) চ, ভবৎ (বর্ত্তমান) চ, ভবিষ্যৎ চ, ইতি আচক্ষতে (আ+চক্ষ্ লট ৩।৩)—কস্মিন্ (কাহাতে) তৎ ওতম্ চ প্রোতম্ চ? ইতি (৩।৬।১দ্রঃ)।

৪। সঃ হ উবাচ—"যৎ ঊর্দ্ধম্ গার্গি! দিবঃ যৎ অবাক্ পৃথিব্যাঃ যৎ অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী, ইমে যৎ ভূতম চ, ভবৎ চ ভবিষ্যৎ চ' ইতি আচক্ষতে—আকাশে তৎ ওতম্ চ প্রোতম্ চ" ইতি।

৫। সা হ উবাচ—'নমঃ তে অস্তু যাজ্ঞবাল্ক্য! যঃ (যঃ = ত্বম্ = যে তুমি) মে (আমাকে) এবম্ (এই প্রশ্নকে) বি+অবোচঃ (বি+বচ লুঙ্, ২।১, পাঃ ৭।৪।২০, ৩।১।৫২ বলিয়াছে)। অপরস্মৈ (অপর প্রশ্নের জন্য) ধারয়স্ব (ধৃ; ধারণ কর, মনকে প্রস্তুত কর)। 'পৃচ্ছ গার্গি!' ইতি।

অধোতে এবং যাহা দ্যৌ ও পৃথিবীর অন্তরস্থ (অর্থাৎ যাহা দ্যৌ ও পৃথিবী এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে), যাহা অতীত ও বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এইরূপ লোকে যাহা বলে—তাহা কোন্ বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান?"

৪। যা।—"যাহা দ্যুঃলোকের উর্দ্ধে, যাহা পৃথিবীর অধোতে, যাহা এই দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরস্থ যাহা অতীত ও যাহা বর্ত্তমান এবং যাহা ভবিষ্যৎ—এইরূপ লোকে যাহা বলে—এসমুদায় আকাশে ওতপ্রোত-ভাবে রহিয়াছে।"

৫। গা।—"যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছ,

৬। সা হোবাচ যদূর্ধ্বং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্তদোতং চ প্রোতং চেতি।

৭। স হোবাচ যদূর্ধ্বং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যচক্ষত আকাশ এব তদোতং চ প্রোতং চেতি কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।

৬। সা হ উবাচ—'যৎ ঊর্দ্ধম্ যাজ্ঞবল্ক্য! দিবঃ, যৎ অবাক্ পৃথিব্যাঃ, যৎ অন্তরা—দ্যাবা পৃথিবী ইমে, যৎ ভূতম্ চ ভবৎ চ, ভবিষ্যৎ চ'—ইতি আচক্ষতে কস্মিন্ তৎ ওতম্ প্রোতম্ চ?' ইতি

৭। সঃ হ উবাচ—'যৎ উৰ্দ্ধম্ গার্গি! যৎ অবাক্ পৃথিব্যাঃ যৎ অন্তরা—দ্যাবাপৃথিবী ইমে, যৎ ভূতম্ চ, ভবৎ চ, ভবিষ্যৎ চ—ইতি আচক্ষতে—আকাশে এব তৎ ওতম্ চ প্রোতম্ চ' ইতি। কস্মিন্ (কোন বস্তুতে) নু খলু আকাশঃ ওতঃ চ, প্রোতঃ চ? ইতি।

তোমাকে নমস্কার। অপর প্রশ্নের জন্য মনকে প্রস্তুত কর।" যা।—"গার্গি! জিজ্ঞাসা কর।"

৬। গা—"যাহা দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে, যাহা পৃথিবীর অধোতে, যাহা এই দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরস্থ, যাহা অতীত ও যাহা বর্ত্তমান এবং যাহা ভবিষ্যৎ—এইরূপ লোকে যাহা বলে—ইহা কোন্ বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে?"

৭। যা।—"যাহা দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে, যাহা পৃথিবীর অধোতে, যাহা এই দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরস্থ এইরূপ লোকে যাহা বলে—এসমুদায় আকাশে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে।" গা।—"কোন্ বস্তুতে এই আকাশ ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে?"

৮। স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিংচন ন তদশ্নাতি কশ্চন।

৮। সঃ হ উবাচ—'এতৎ বৈ তৎ (২।১, এই সেই) অক্ষরম্ (ক্ষয়রহিত, ২।১,) গার্গি! ব্রাহ্মণাঃ (১।৩) অভিবদন্তি (বলেন)—অস্থূলম্, অনণু (২।১, যাহা অণু নহে), অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্, অলোহিতম্, অস্নেহম্ (যাহা তরল নহে, ২।১), অচ্ছায়ম্ (২।১, যাহা ছায়া নহে) অতমঃ (২।১, যাহা তমঃ নহে), অবায়ু (২।১) অনাকাশম্ (২।১, যাহা আকাশ নহে), অসঙ্গম্ (২।১, যাহা কোন বস্তুতে আসক্ত হয় না অর্থাৎ লাক্ষাদির ন্যায় লগ্ন হয় না।), অরসম্ (২।১), অগন্ধম্ (২।১) অচক্ষুষ্কম্ (২।১, চক্ষুবিহীন) অশ্রোত্রম্ (২।১, শ্রোত্রবিহীন), অবাক্ (২।১, বাগিন্দ্রিয়বিহীন) অমনঃ (মনোরহিত, ২।১), অতেজস্কম্ (তেজঃ শূন্য, ২।১) অপ্রাণম্ (প্রাণবিহীন, ২।১), অমুখম্ (মুখবিহীন, ২।১), অমাত্রম্ (২।১, মাত্রা অর্থাৎ পরিমাণবিহীন) অনন্তরম্ (অন্তররহিত, ২।১) অবাহ্যম্ (যাহার বাহ্য নাই, ২।১)। ন তৎ (১।১) অশ্নাতি (ভোজন করে) কিম্+চ, ন তৎ (তাহাকে) অশ্নাতি কঃ+চন (কেহ)।

৮। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"হে গার্গি! ব্রাহ্মণগণ বলেন ইনি সেই অক্ষর। তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন, তিনি লোহিত নহেন, তিনি স্নেহবস্তু নহেন, তিনি ছায়া নহেন, তিনি তমঃ নহেন, তিনি বায়ু নহেন, তিনি আকাশ নহেন, তিনি অসঙ্গ, অ-রস, অ-চক্ষু—অশ্রোত্র, বাগিন্দ্রিয়-বিহীন, মনোবিহীন, তেজোরহিত, প্রাণরহিত, মুখরহিত, তিনি অপরিমেয়, তিনি অন্তররহিত, তিনি বাহ্যরহিত। তিনি কিছুই ভোজন করেন না, এবং তাঁহাকে কেহ ভোজন করে না।

৯। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা-পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্য পর্ব্বতেভ্যং প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং চ দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ।

৯। এতস্য বৈ অক্ষরস্য (এই অক্ষরের) প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যা-চন্দ্রমসৌ (সূর্য্য + চন্দ্রমস্, পাঃ ৬।৩।১৬; সূর্য্য ও চন্দ্র) বিধৃতৌ বিধৃত অবস্থায় ১।২) তিষ্ঠতঃ (বর্ত্তমান রহিয়াছে)। এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে (১।২, বিধৃত অবস্থায়) তিষ্ঠতঃ। এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! নিমেষাঃ (নিমেষ-সমূহ) মুহূর্ত্তাঃ (মুহূর্ত্তসমূহ) অহোরাত্রাণি (অহোরাত্রসমূহ) অর্দ্ধ-মাসাঃ মাসাঃ ঋতবঃ (ঋতুসমূহ), সংবৎসরাঃ—ইতি বিধৃতাঃ (১।৩, বিধৃত অবস্থায়) তিষ্ঠন্তি (অবস্থান করে)। এতস্য বৈ প্রশাসনে গার্গি! প্রাচ্যাং (পূর্ব্বদেশস্থিতা, পূর্ব্ববাহিনী) অন্যাঃ (কোন কোন) নদ্যঃ (নদীসমূহ) স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হয়) শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ (শ্বেত পর্ব্বত সমূহ হইতে), প্রতীচ্যাঃ (পশ্চিমদেশস্থিতা, পশ্চিমবাহিনী) অন্যাঃ যাম্ যাম্ চ দিশম্ অনু (যে যে দিকের অভিমুখে)। এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দদতঃ (দা, শতৃ, ২।৩; দানশীল-দিগকে) মনুষ্যাঃ (১।৩) প্রশংসন্তি (প্রশংসা করে)। যজমানম্ (+ অন্বায়ত্তাঃ—যজমানের অনুগামী) দেবাঃ দর্ব্বীম্ (+ অন্বায়ত্তাঃ = দর্ব্বী হোমের অনুগতঃ); দর্ব্বী = কাষ্ঠনির্ম্মিত 'হাতা') পিতরঃ (পিতৃ-পুরুষগণ) অন্বায়ত্তাঃ (অনু + আয়ত্তাঃ = অনুগত)।

৯। "হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র ও সূর্য্য বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে দ্যাবা-

১০। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিঁল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা এতক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎপ্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎপ্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

১০। যঃ বৈ এতৎ অক্ষরম্ গার্গি! অবিদিত্বা (না জানিয়া) অস্মিন্ লোকে (এই পৃথিবীতে) জুহোতি (হোম করে), যজতে (যাগ করে) তপঃ (২।১) তপ্যতে (তপস্যা করে), বহূনি বর্ষ সহস্রাণি (বহু সহস্র বৎসর) অন্তবৎ (অন্তশীল) এব তস্য তৎ (তাহা) ভবতি। যঃ বৈ এতৎ অক্ষরম্ গার্গি! অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি (গমন করে; প্র+এতি, ই ধাতু) স কৃপণঃ (কৃপার পাত্র, পাঃ ৮।২।১৮, বার্ত্তিক)। অথ যঃ এতৎ অক্ষরম্ গার্গি! বিদিত্বা (অবগত হইয়া) অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি সঃ ব্রাহ্মণঃ।

পৃথিবী বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু ও সংবৎসর সমূহ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে শ্বেত-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রাচ্য নদীসমূহ এবং প্রতীচ্য নদীসমূহ যাহার যে দিকে গতি, সে সেই দিকে প্রবাহিত হইতেছে। হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে মনুষ্যগণ বদান্যগণকে প্রশংসা করে, দেবগণ যজমানের এবং পিতৃগণ দর্ব্বী হোমের অনুগত হন।

১০। "হে গার্গি! এই অক্ষরকে না জানিয়াই যে আহুতি প্রদান করে, এবং বহু সহস্রবৎসর তপস্যা করে, তাহার সেই কার্য্য ক্ষয়শীল হয়। হে গার্গি! এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়াই যে ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে কৃপাপাত্র। হে গার্গি! যে এই অক্ষরকে জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে সে ব্রাহ্মণ।

১১। তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোতমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।

১২। সা হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তদেব বহুমন্যেধ্বং যদস্মান্নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বং ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি ততো হ বাচক্লব্যুপররাম।

১১। তৎ বৈ এতৎ (সেই এই) অক্ষরম গার্গি! অদৃষ্টম্ দ্রষ্টৃ (দ্রষ্টা), অশ্রুতম্ শ্রোতৃ (শ্রোতা), অমতম্ (যাহাকে মন করা হয় না ই, মনের অতীত) মন্তৃ (মননকারী), অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতৃ (বিজ্ঞাতা), ন অন্যৎ অতঃ (ইহা হইতে) অস্তি দ্রষ্টৃ, ন অন্যৎ অতঃ অস্তি শ্রোতৃ, ন অন্যৎ অতঃ অস্তি মন্তৃ, ন অন্যৎ অতঃ অস্তি বিজ্ঞাতৃ। এতস্মিন্ নু খলু অক্ষরে গার্গি! আকাশঃ ওতঃ চ প্রোতঃ চ ইতি।

১২। সা হ উবাচ—"ব্রাহ্মণাঃ ভগবন্তঃ! তৎ (২।৩, তাহাকে, সেই ঘটনাকে) এব বহু মন্যেধ্বম্ (যথেষ্ট মনে করিবেন, মন্, বিধি, ২।৩), যৎ (যে) অস্মাৎ (ইঁহা হইতে) নমস্কারেণ (নমস্কার দ্বারা) মুচ্যেধ্বম (মুক্তিলাভ করিবেন, মুচ্)। ন বৈ জাতু (কখন) যুষ্মাকম্

১১। "হে গার্গি! এই অক্ষরকে দেখা যায় না, (কিন্তু) তিনি দর্শন করেন, তাঁহাকে শ্রবণ করা যায় না, (কিন্তু) তিনি শ্রবণ করেন, তাঁহাকে মনন করা যায় না (কিন্তু) তিনি মনন করেন, তাঁহাকে জানা যায় না (কিন্তু) তিনি জানেন। ইনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, ইনি ভিন্ন অন্য কেহ শ্রোতা নাই, ইনি ভিন্ন অন্য কেহ মন্তা নাই, ইনি ভিন্ন অন্য কেহ বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি! এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।"

১২। গার্গী বলিলেন—"হে ভগবান্ ব্রাহ্মণগণ! যদি (ইঁহাকে)

(আপনাদিগের মধ্যে) ইমম্ (ইঁহাকে) কঃ+চিৎ (কেহ) ব্রহ্মোত্মম্ জেতা ইতি (৩।৮।১ দ্রঃ)। ততঃ (তদনন্তর) হ বাচক্নবী উপবরাম (বিরত হইলেন)।

নমস্কার করিয়াই (ইঁহা হইতে) নিষ্কৃতি লাভ করেন, তাহাই যথেষ্ট মনে করিতে পারেন। ব্রহ্মবিচারে আপনারা কেহই ইঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না।" অনন্তর বাচক্নবী উপরত হইলেন।

মন্তব্য

১। 'ব্রহ্মোদ্যম্'—এ শব্দের দুই অর্থ হইতে পারে (১) ব্রহ্মবাদী, ২।১; (২) ব্রহ্মবিচার ২।১। ভারতীয় ব্যাখ্যাকর্তৃগণ অনেকেই 'ব্রহ্মবাদী' অর্থে 'ব্রহ্মোদ্য' শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু, শতপথ ব্রাহ্মণে বহুস্থলে ব্রহ্মবিচার অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৪।৬।৯।২০; ১১।৪।১।২; ১১।৫।৩।১, ১১।৬।২।৫; ১৩।২।৬।৯, ১৩।৫।২।১১)। 'বাক্যে বাক্যে ব্রহ্মোদ্যম্ বদন্তি: সদসি ব্রহ্মোদ্যম্ বদন্তি' ইত্যাদি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (৫।২৪।৬) দুবার 'ব্রহ্মোদ্য' শব্দের প্রয়োগ আছে। সায়ণের ভাষ্য এই :—"ব্রাহ্মাণানাম্ উদ্যম্ সংবাদঃ ব্রহ্মোদ্যম্'। বৃহঃ উপনিষদের এই অংশেও 'ব্রাহ্মণগণের সংবাদ বা বিচার' অর্থে এই শব্দকে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৩। 'পৃচ্ছ গার্গি!' ইতি—কেহ কেহ বলেন এই অংশ যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি।

১। 'যৎ অন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে'—মোক্ষমুলারের এই অংশের অর্থ—"embracing heaven and earth"—"দ্যৌ ও পৃথিবী সমম্বিত।"

'ইতি আচক্ষতে'—কেহ কেহ বলেন এই অংশ পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় অংশের সহিত অর্থাৎ 'যৎ ঊর্দ্ধম্......ভবিষ্যৎ' এই অংশের সহিত যুক্ত। কেহ বা বলেন ইহা 'যৎ ভূতম্......ভবিষ্যৎ চ' এই অংশের সহিত যুক্ত।

৮।০ এতৎ বৈ তৎ অক্ষরম্ অস্থূলম্ অনণু, অহ্রস্বম্ ইত্যাদি। কেহ কেহ এই সমুদায়কে ক্লীবলিঙ্গ, প্রথমার একবচন রূপে গ্রহণ

করেন। ইহাতে অর্থের কোন তারতম্য হয় না, কিন্তু "অক্ষরম্' শব্দের পরে 'ইতি' শব্দ উহ্য করিয়া লইতে হয়।

৯। বিধৃতৌ, বিধৃতে, বিধৃতাঃ—কেহ কেহ অর্থ করেন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধৃত বা স্থাপিত। আমাদিগের মনে হয় এই সমুদায়ের অর্থ—'বিশেষভাবে ধৃত"।

তৃতীয়াধ্যায়ে নবম ব্রাহ্মণ

শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—দেবতার সংখ্যা ও শ্রেণী

১। অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি স হৈতয়ৈব নিবিদা প্রতিপেদে যাবন্তো বৈশ্বদেবস্য নিবিদ্যুচ্যন্তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ষডিত্যোমিতি হোবাচ

১। অথ হ এনম্ বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ (শকলের পুত্র) পপ্রচ্ছ—'কতি (কিম্+ডতি, বহুব, কতজন) দেবাঃ (১।৩) যাজ্ঞবল্ক্য?' ইতি। সঃ হ এতয়া এব নিবিদা (এই নিবিৎ নামক মন্ত্রদ্বারা) প্রতিপেদে (উত্তর করিলেন; প্রতি, পদ লিট্)—"যাবন্তঃ (যত দেবতা, ১।৩) বৈশ্বদেবস্য (বিশ্বদেবগণের নিবিদি (নিবিৎ নামক মন্ত্রে) উচ্যন্তে (উক্ত হয়)—ত্রয়ঃ (তিন) চ ত্রী চ শতা চ (বৈদিক, =ত্রীণি চ শতানি (এবং ৩০০), ত্রয়ঃ (তিন) চ=ত্রী চ সহস্রা (এবং ৩০০) ইতি। 'ওম্' (হাঁ) ইতি হ উবাচ। 'কতি এব দেবাঃ যাজ্ঞবল্ক্য? ইতি

১। অনন্তর বিদগ্ধ শাকল্য ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে যাজ্ঞবল্ক্য! দেবতা কত জন?' তিনি এই নিবিৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উত্তর প্রদান করিলেন—বিশ্বদেব সম্বন্ধী নিবিদে যত দেবতার উল্লেখ

কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয় ইত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি দ্বাবিত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেত্যধ্যর্ধ ইত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেত্যেক ইত্যোমিতি হোবাচ কতমে তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি।

'ত্রয়ঃ ত্রিংশৎ' ইতি। 'ওম্' ইতি হ উবাচ—'কতি এব দেবাঃ যাজ্ঞবল্ক্য ?' ইতি। 'ষট্' ইতি। 'ওম্' ইতি হ উবাচ—'কতি এব দেবাঃ যাজ্ঞবল্ক্য ?' ইতি। 'ত্রয়ঃ' ইতি। 'ওম্ ইতি হ উবাচ— 'কতি এব দেবাঃ যাজ্ঞবল্ক্য ?' ইতি 'দ্বৌ' ইতি। 'ওম্' ইতি হ উবাচ,— 'কতি এব দেবাঃ যাজ্ঞবল্ক্য ?' ইতি। 'অধি+অর্দ্ধঃ (অর্দ্ধ অধিক অর্থাৎ এক অপেক্ষা অর্দ্ধ অধিক (১½) ইতি। 'ওম্' ইতি হ উবাচ, কতি এব দেবাঃ যাজ্ঞবল্ক্য ?' ইতি। 'একঃ' ইতি। 'ওম্' ইতি হ উবাচ—'কতমে (কে কে, বহুর মধ্যে কে) তে (সেই) ত্রয় চ ত্রী চ শতা, ত্রয়ঃ চ ত্রী চ সহস্রা ? ইতি।

আছে ; (দেবতার সংখ্যা তত অর্থাৎ) ৩০৩ এবং ৩০০৩। শাকল্য বলিলেন 'ওম্' (অর্থাৎ হাঁ)। শা।—'হে যাজ্ঞবল্ক্য! ঠিক কত জন দেবতা ?' যা।—তেত্রিশ জন। শাকল্য বলিলেন 'হাঁ; যাজ্ঞবল্ক্য! ঠিক্ কত জন দেবতা ?' যা।—ছয় জন। শাকল্য বলিলেন 'হাঁ; যাজ্ঞবল্ক্য! ঠিক্ কত জন দেবতা ?' যা—তিন জন। শাকল্য বলিলেন— 'হাঁ; যাজ্ঞবল্ক্য! ঠিক্ কত জন দেবতা ?' যা।—দুই জন। শাকল্য বলিলেন—'হাঁ; যাজ্ঞবল্ক্য! ঠিক্' কত জন দেবতা ? যা।—১½ জন। শাকল্য বলিলেন—হাঁ; যাজ্ঞবল্ক্য! ঠিক কত জন দেবতা ?' যা।— এক জন। শাকল্য বলিলেন—'হাঁ; যাজ্ঞবল্ক্য! সেই ৩০৩ এবং ৩০০৩ দেবতা কে কে ?'

২। স হোবাচ মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংসত্ত্বেব দেবা ইতি কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি।

৩। কতমে বসব ইত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসব এতেষু হীদং সর্ব্বং হিতমিতি তস্মাদ্বসব ইতি।

২। সঃ হ উবাচ—'মহিমানঃ (মহিমা, ১।৩) এব এষাম্ (ইহাদের; ঐ ৩৩ দেবতার) এতে (এই সমুদায়)। ত্রয়ঃ ত্রিংশৎ (৩৩) তু এব দেবাঃ' ইতি। 'কতমে (কে কে) তে (সেই সমুদায়) ত্রয়ঃ ত্রিংশৎ ?' ইতি। 'অষ্টৌ বসবঃ (বসু, ১।৩) একাদশ রুদ্রাঃ দ্বাদশ আদিত্যাঃ, তে (তাহারা অর্থাৎ বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণ) একত্রিংশৎ, ইন্দ্রঃ চ এব প্রজাপতিঃ চ—ত্রয়ঃ ত্রিংশৌ (৩৩ সংখ্যার পূরণ)' ইতি।

৩। 'কতমে (কাহারা) বসবঃ (বসু ১।৩) ?' ইতি। অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ, বায়ুঃ চ, অন্তরিক্ষং চ, আদিত্যঃ চ, দ্যৌঃ চ, চন্দ্রমাঃ চ, নক্ষত্রাণি চ,—এতে (এই সমুদায়) বসবঃ। এতেষু (এই সমুদায়ে) হি ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদায়) হিতম্ (ধা+ক্ত, ধৃত, নিহিত) ইতি। তস্মাৎ (সেই জন্য) বসবঃ ইতি।

২। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন ইহারা ৩৩ জন দেবতার মহিমাই দেবতার সংখ্যা ৩৩ই। শা।—এই ৩৩ দেবতা কে কে? যা।—অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এই ৩১ জন; (আর) ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই ৩৩ জন।

৩। শা।—বসুগণ কে কে? যা।—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যৌ, চন্দ্রমা এবং নক্ষত্রসমূহ—ইহারাই বসু। এই সমুদায়ে সমুদায় বস্তুই নিহিত রহিয়াছে এই জন্য (ইহাদিগের নাম) বসু।

৪। কতমে রুদ্রা ইতি দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশস্তে তদাস্মাচ্ছরীরান্মর্ত্যাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি তদ্যদ্রোদয়ন্তি তস্মাদ্রুদ্রা ইতি।

৫। কতম আদিত্যা ইতি দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরস্যৈত আদিত্যা এতে হীদং সর্ব্বমাদদানা যন্তি তে যদিদং সর্ব্বমাদদানা যন্তি তস্মাদাদিত্যা ইতি।

৪। 'কতমে রুদ্রাঃ' ইতি 'দশ ইমে পুরুষে (এই পুরুষে) প্রাণ (প্রাণ সমূহ—৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়), আত্মা (মন—শঙ্করের মতে), একাদশঃ (একাদশ-স্থানীয়) তে (তাহারা) যদা (যখন অস্মাৎ শরীরাৎ মর্ত্ত্যাৎ (এই মর্ত্ত্য শরীর হইতে) উৎক্রামন্তি (উৎ+ক্রম্, লট, পাঃ ৭।৩।৭৬, উৎক্রমণ করে), অথ (তখন) রোদয়ন্তি (রোদন করায়)—তৎ যৎ (যেহেতু) রোদয়ন্তি, তস্মাৎ রুদ্রাঃ ইতি।

৫। 'কতমে আদিত্যাঃ?' ইতি। 'দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সম্বৎসরস্য (সংবৎসরের) এতে (এই সমুদায়) আদিত্যাঃ। এতে হি ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদায়কে) আদদানাঃ (আ+দা, শানচ্ আত্মনে পাঃ ১।৩।২০, গ্রহণ করিয়া) যন্তি (গমন করে, ই ধাতু লট, ৩ পাঃ ৬।৪।৮১)। তে যৎ ইদম্ সর্ব্বম আদদানাঃ যন্তি, তস্মাৎ আদিত্যাঃ' ইতি।

৪। শা।—রুদ্র কে কে? যা।—পুরুষে (যে) এই দশটী ইন্দ্রিয় এবং একাদশ স্থানীয় আত্মা (অর্থাৎ মন)। তাহারা যখন এই মর্ত্ত্য শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখন সকলকে রোদন করায়। তাহারা রোদন করায় এই জন্য (ইহাদিগের নাম) রুদ্র।

৫। শা।—আদিত্যগণ কে কে? যা।—সংবৎসরের যে দ্বাদশ মাস, ইহারাই আদিত্য। ইহারা সকলকে লইয়া (আদদানাঃ) চলিয়া যায় (যন্তি) এই জন্য ইহাদিগের নাম আদিত্য।

৬। কতম ইন্দ্রঃ কতমঃ প্রজাপতিরিতি স্তনয়িত্নুরেবেন্দ্রো যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি কতমঃ স্তনয়িত্নুরিত্যশনিরিতি কতমো যজ্ঞ ইতি পশব ইতি।

৭। কতমে ষডিত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চাদিত্যশ্চ দ্যৌ শ্চৈতে ষডেতে হীদং সর্ব্বং ষডিতি।

৮। কতমে তে ত্রয়ো দেবা ইতীম এব ত্রয়ো লোকা এষু হীমে সর্ব্বে দেবা ইতি কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবাবিত্যন্নংচৈব কতমোঽধ্যর্দ্ধ ইতি যোঽয়ং পবত ইতি।

৬। 'কতমঃ ইন্দ্র ?' 'কতমঃ প্রজাপতিঃ' ইতি। স্তনয়িত্নুঃ (স্তন্ ধাতু হইতে অশনি) এব ইন্দ্রঃ, যজ্ঞঃ প্রজাপতিঃ ইতি। 'কতমঃ স্তনয়িত্নুঃ ?' ইতি। 'অশনিঃ' (বজ্র) ইতি 'কতমঃ যজ্ঞঃ ?' ইতি পশবঃ' (পশুসমূহ) ইতি।

৭। কতমে ষট্ ? ইতি অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ, বায়ুঃ চ অন্তরিক্ষম্ চ, আদিত্যঃ চ, দ্যৌঃ চ,—এতে ষট্, এতে (+ ষট্ = এই ছয়) হি ইদম্ সর্ব্বম্ ষট্ ইতি।

৮। 'কতমে তে ত্রয়ঃ দেবাঃ ?' ইতি—'ইমে এব ত্রয়ঃ লোকাঃ, এষু (এই সমুদায়ে) হি ইমে সর্ব্বে দেবাঃ' ইতি। 'কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবৌ ?' ইতি অন্নম্ চ এব, প্রাণঃ চ ইতি। 'কতমঃ অধ্যর্দ্ধঃ (অধ + অর্দ্ধঃ) ?' ইতি। 'যঃ অয়ম্ পবতে (প্রবাহিত হয়)।

৬। শা।—ইন্দ্র কে ? প্রজাপতি কে ? যা।—স্তনয়িত্নুই (অর্থাৎ অশনিই) ইন্দ্র এবং যজ্ঞই প্রজাপতি। শা।—স্তনয়িত্নু কে ? যা।—অশনি। শা।—যজ্ঞ কি ? যা।—পশুসমূহ।

৭। শা।—এই ছয় দেবতা কে কে ? যা।—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, ও দ্যৌ—এই ছয়। (জগতের) এই সমুদায়ই এই ছয় (অর্থাৎ এই ছয়ের অন্তর্ভূত)।

৮। শা।—এই তিন দেবতা কে কে ? যা।—এই তিন লোকই

৯। তদাহুর্যদয়মেক ইবৈব পবতেঽথ কথমধ্যর্দ্ধ ইতি যদস্মিন্নিদং সর্ব্বমধ্যার্দ্ধ্নোত্তেনাধ্যর্দ্ধ ইতি কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে।

১০। পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নির্লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং শারীরঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেত্যমৃতমিতি হোবাচ।

৯। তৎ (সে বিষয়ে) আহুঃ (লোকে বলে) 'যৎ অয়ম্ একঃ ইব এব এব পবতে, অথ কথম্ অধ্যর্দ্ধঃ?' ইতি—যৎ (যেহেতু) অস্মিন্ (ইহাতে) ইদম্ সর্ব্বম্ অধি+অর্দ্ধোৎ (অধি+ঋধ্, লঙ্; বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়), তেন (সেই জন্য) অধ্যর্দ্ধঃ।" ইতি। 'কতমঃ একঃ এব?' ইতি। 'প্রাণঃ' ইতি। সঃ ব্রহ্ম, ত্যৎ বৈদিক শব্দ, ত্যৎ = তৎ = তাহা) ইতি আচক্ষতে (আ+চক্ষ্, লট ১।৩, বলে)।

১০। পৃথিবী এব যস্য আয়তনম্ (আশ্রয়), অগ্নিঃ এব লোকঃ (বাসস্থান কিম্বা ভোগস্থান) মনঃ জ্যোতিঃ, যঃ বৈ তম্ পুরুষম্

(কারণ) এই সমুদায় লোকেই এই সমুদায় দেবতা (প্রতিষ্ঠিত)। শা।—সেই দুই দেবতা কে কে? যা। অন্ন এবং প্রাণই। শা।—অধ্যর্দ্ধ (অর্থাৎ ১½ জন) দেবতা কে? যা।—এই যাহা প্রবাহিত হয়।

৯। (কিন্তু) সে বিষয়ে লোকে বলে—"যখন এই বায়ু যেন এক হইয়াই প্রবাহিত হয়, তখন ১½ হইল কি প্রকারে?"—(ইহার উত্তর এই):—ইহাতে এই সমুদায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (অধ্যার্দ্ধোৎ), এই জন্য ইহার নাম অধ্যর্দ্ধ। শা।—(সেই) এক দেবতা কে? যা।—প্রাণ; তিনি ব্রহ্ম, (তিনি) ত্যৎ (অর্থাৎ তাহা)—এইরূপ (লোকে) বলে।

১০। শা।—হে যাজ্ঞবল্ক্য! পৃথিবী যাহার আয়তন, অগ্নি যাহার

১১। কাম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং কামময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি স্ত্রিয় ইতি হোবাচ।

বিদ্যাৎ (জানেন) সর্ব্বস্য আত্মনঃ সমুদায় আত্মার) পরায়ণম্ (পর+অয়ণম্ = শেষগতি, পরমাগতি, ২।১), সঃ বৈ বেদিতা (বিদ্, তৃচ ; পাঃ ৩।১।১৩৩ ; পণ্ডিত) স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ! বেদ (জানি) বৈ অহম্ তম্ পুরুষম্ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্, যম্ (যাহাকে) আত্থ (প্রাচীন 'অহ্' ধাতু, লট ২।১ ব্যাকরণে ব্রু ধাতু ; পাঃ ৮।২।৩৭ ; ৮।৪।৫৫, বলিতেছে) ; যঃ এব অয়ম্ শারীর পুরুষঃ ; সঃ এষঃ। 'বদ (বল) এব শাকল্য !' 'তস্য কা দেবতা' ইতি। 'অমৃতম্' ইতি হ উবাচ।

১১। কামঃ এব যস্য আয়তনম্, হৃদয়ম্ লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ, যঃ বৈ তম্ পুরুষম্ বিদ্যাৎ—সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্, সঃ বৈ বেদিতা স্যাৎ, যাজ্ঞবল্ক্য ! 'বেদ বৈ অহম্ তম্ পুরুষম্ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্ যম্ আত্থ। যঃ এব অয়ম্ কামময়ঃ পুরুষঃ, সঃ এষঃ। বদ এব শাকল্য ! 'তস্য কা দেবতা ?' ইতি। 'স্ত্রিয়ঃ' ইতি হ উবাচ।

লোক, মন যাহার জ্যোতিঃ—সমুদায় আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা। যা।—তুমি যাঁহার কথা বলিতেছ, সমুদায় আত্মার পরায়ণ সেই পুরুষকে আমি জানি। এই যে শারীর পুরুষ ইনিই তিনি। হে শাকল্য ! (তোমার আর যাহা বক্তব্য আছে তাহা) বল। শা।—তাহার দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'অমৃত'।

১১। শা—হে যাজ্ঞবল্ক্য ! কাম যাহার আয়তন, হৃদয় যাহার লোক, মন যাহার জ্যোতিঃ, সমুদায় আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা। যা।—তুমি যাহার কথা বলিতেছ, সমুদায় আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে আমি অবগত আছি। এই যে কামময়

১২। রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবাসাবাদিত্যে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি সত্যমিতি হোবাচ।

১৩। আকাশ এব যস্যায়তনং শ্রোত্রং লোকো মনো-জ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং শ্রোত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি দিশ ইতি হোবাচ।

১২। 'রূপাণি (রূপসমূহ) এব যস্য আয়তনম্, চক্ষুঃ লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ, যঃ বৈ তম্ পুরুষম্ বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্— স বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য!' 'বেদ বৈ অহম্ তম্ পুরুষম্ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্, যম্ আত্থ! যঃ এব অসৌ আদিত্যে পুরুষঃ, সঃ এষঃ। বদ এব শাকল্য! 'তস্য কা দেবতা?' ইতি 'সত্যম্' ইতি হ উবাচ।

১৩। 'আকাশঃ এব যস্য আয়তনম্, শ্রোত্রম্ লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ,

পুরুষ ইনিই তিনি। হে শাকল্য। (তোমার আর যাহা বক্তব্য আছে তাহা বল)। শা।—ইহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'স্ত্রীলোক'।

১১। শা।—হে যাজ্ঞবল্ক্য রূপসমূহ যাহার আয়তন, চক্ষু যাহার লোক, মনঃ যাহার জ্যোতিঃ, সমুদায় আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা। যা।—তুমি যাহার বিষয় বলিতেছ, সমুদায় আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে আমি অবগত আছি। এই যে আদিত্যস্থ পুরুষ, ইনিই তিনি। হে শাকল্য (তোমার আর যাহা বক্তব্য আছে তাহা) বল। শা।—ইহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'সত্য'।

১৩। শা।—আকাশ যাহার আয়তন, শ্রোত্র যাহার লোক, মন

১৪। তম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি মৃত্যুরিতি হোবাচ।

. বৈ তম্ পুরুষম্ বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্, সঃ বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য!' 'বেদ বৈ অহম্ তম্ পুরুষম্ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্ . ম্ আত্থ। যঃ এব অয়ম্ শ্রৌত্রঃ (শ্রোত্র সম্বন্ধী) প্রতি শ্রুৎকঃ (প্রতি শ্রবণ সম্বন্ধী) পুরুষঃ, সঃ এষঃ। বদ এব শাকল্য!' 'তস্য কা দেবতা?' ইতি দিশঃ (দিক্‌সমূহ) ইতি হ উবাচ।

১৪। 'তমঃ (অন্ধকার) এব যস্য আয়তনম, হৃদয়ম্ লোকঃ মনঃ জ্যোতিঃ, যঃ বৈ তম পুরুষম্ বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্, সঃ বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য'! 'বেদ বৈ অহম্ তম্ পুরুষম্ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্ যম্ আত্থ। যঃ এব অয়ম্ ছায়াময়ঃ পুরুষঃ সঃ এষঃ। বদ এব শাকল্য।' 'তস্য কা দেবতা?' ইতি। 'মৃত্যুঃ' ইতি হ উবাচ।

যাহার জ্যোতিঃ, সমুদায় আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা। যা।—তুমি যাহার বিষয় বলিতেছ, সমুদায় আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে আমি অবগত আছি। শ্রোত্র সম্বন্ধী এবং প্রতি শ্রবণ সম্বন্ধী এই যে পুরুষ ইনিই তিনি। হে শাকল্য! (আর তোমার বক্তব্য যাহা আছে তাহা) বল। শা।—ইহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'দিক্‌সমূহ'।

১৪। শা।—তমঃ যাহার আয়তন, হৃদয় যাহার লোক, মনঃ যাহার জ্যোতিঃ সমুদায় আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা। যা—তুমি যাহার বিষয়ে বলিতেছ সমুদায় আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে আমি অবগত আছি। এই যে ছায়াময়

১৫। রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়মাদর্শো পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেত্যসুরিতি হোবাচ।

১৬। আপ এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়মপ্সু পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি বরুণ ইতি হোবাচ।

১৫। 'রূপাণি (রূপসমূহ) এব যস্য আয়তনম্, চক্ষুঃ লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ, য বৈ তম্ পুরুষম্ বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্, সঃ বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য!' 'বেদ বৈ অহম্ তম্ পুরুষম্ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্—যম আত্থ। যঃ এব অয়ম্ আদর্শে (দর্পণে) পুরুষঃ—সঃ এষঃ। বদ এব শাকল্য।' 'তস্য কা দেবতা?, ইতি। 'অসুঃ' (প্রাণ) ইতি হ উবাচ।

১৬। 'আপঃ এব যস্য আয়তনম্, হৃদয়ম্ লোকঃ মনঃ জ্যোতিঃ,

পুরুষ, ইনিই তিনি। হে শাকল্য! (তোমার আর যাহা বক্তব্য আছে, তাহা) বল। শা।—ইহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'মৃত্যু'।

১৫। শা।—রূপসমূহ যাহার আয়তন, চক্ষু যাহার লোক, মন যাহার জ্যোতিঃ সমুদায় আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন তিনিই বেদিতা। যা।—তুমি যাহার বিষয় বলিতেছ, সমুদায় আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে আমি জানি। আদর্শে এই যে পুরুষ, ইনিই তিনি। হে শাকল্য! (তোমার আর যাহা বক্তব্য আছে তাহা) বল। শা।—ইহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'প্রাণ'।

১৬। শা।—জলসমূহ যাহার আয়তন, হৃদয় যাহার লোক, মন

১৭। রেত এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং পুত্রময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি প্রজাপতিরিতি হোবাচ।

যঃ বৈ তম্ পুরুষম্ বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্, সঃ বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য!' 'বেদ বৈ অহম্ তম্ পুরুষম্ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরাযণম্ যম আত্থ। যঃ এব অয়ম্ অপ্‌সু পুরুষঃ, সঃ এষঃ। বদ এব শাকল্য।' 'তস্য কা দেবতা?' ইতি 'বরুণঃ' ইতি হ উবাচ।

১৭। 'রেতঃ এব যস্য আয়তনম্, হৃদয়ম্, লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ যঃ বৈ তম্ পুরুষম্ বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য পবায়ণম্, সঃ বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য। 'বেদ বৈ অহম্ তম্ পুরুষম সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্ যম্ আত্থ। যঃ এব অয়ম্ পুত্রময়ঃ পুরুষঃ সঃ এষঃ। বদ এব শাকল্য'। 'তস্য কা দেবতা?' ইতি। 'প্রজাপতিঃ' ইতি হ উবাচ।

যাহার জ্যোতিঃ সমুদায় আত্মাব পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা। যা।—তুমি যাহার বিষয় বলিতেছ, সমুদায় আত্মাব পবমগতি সেই পুরুষকে আমি জানি। জলসমূহে এই যে পুরুষ, ইনিই তিনি। হে শাকল্য! (তোমার আর যাহা বক্তব্য আছে তাহা) বল। শা।—ইহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'বরুণ'।

১৭। শা।—জীববীজ যাহার আয়তন, হৃদয় যাহার লোক, মন যাহার জ্যোতিঃ—সমুদায় আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদিতা। যা।—তুমি যাহার কথা বলিতেছ—সমুদায় আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে আমি জানি। এই যে পুত্রময় পুরুষ ইনিই তিনি। হে শাকল্য! (তোমার আর যাহা বক্তব্য আছে, তাহা) বল। শা।—ইহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'প্রজাপতি'।

১৮। শাকল্যেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্ত্বাং স্বিদিমে ব্রাহ্মণা অঙ্গারাবক্ষয়ণমক্রতা ৩ ইতি।

১৯। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ শাকল্যো যদিদং কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণানত্যবাদীঃ কিং ব্রহ্ম বিদ্বানিতি দিশো বেদ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠা ইতি যদ্দিশো বেত্থ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ।

১৮। 'শাকল্য!' ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'ত্বাম্ (তোমাকে) স্বিৎ (কি) ইমে ব্রাহ্মণাঃ (এই ব্রাহ্মণগণ) অঙ্গার+অবক্ষয়ণম্ (অব +ক্ষি ধাতু; অঙ্গারদাহক) অক্রত (বৈদিক প্রযোগ, =অকৃষত= কৃ লুঙ্, ৩।৩, প্লুত বলিযা 'অক্রতা')।

১৯। 'যাজ্ঞবল্ক্য!' ইতি হ উবাচ শাকল্যঃ—'যৎ ইদম্ (এই প্রকারে যে) কুরুপঞ্চালানাম্ (কুরুপঞ্চালদিগের) ব্রাহ্মণান্ (ব্রাহ্মণদিগকে) অতি+অবাদীঃ, পাঃ ৭।২।৩; তুচ্ছজ্ঞান করিতেছ) কিম্ ব্রহ্ম (কি প্রকার ব্রহ্মকে) বিদ্বান্ (জানিয়া; বিদ্+শতৃ, পাঃ ৭।১।৩৬)। 'দিশঃ (দিক্ সমূহকে) বেদ (জানি) স দেবাঃ (ইহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সহ) স প্রতিষ্ঠাঃ (ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা সহ) ইতি। যৎ দিশঃ বেত্থ (জান) সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ—

১৮। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'এই ব্রাহ্মণগণ কি তোমাকে অঙ্গারদাহক করিয়াছেন? শাকল্য বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যে কুরুপঞ্চালদিগের এই সমুদায় ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিতেছ, (আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি) তুমি কি প্রকার ব্রহ্মকে জান?

১৯। যা।—আমি দিক্ সমূহ এবং তাহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং তাহাদিগের আশ্রয়—(ঐ সমুদায়ই) জানি। শাকল্য বলিলেন

২০। কিংদেবতোঽস্যাং প্রাচ্যাং দিশ্যসীত্যাদিত্যদেবত ইতি স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি চক্ষুষীতি কস্মিন্নু চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি রূপেষ্বিতি চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি কস্মিন্নু রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানীতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি রূপাণি জানাতি হৃদয়ে হ্যেব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য।

২০। কিম্+দেবতঃ (+'ত্বম্' উহ্য; কি প্রকার দেবতাবিশিষ্ট) অস্যাম্ প্রাচ্যাম্ দিশি (এই পূর্ব্বদিকে) অসি (হও)? ইতি। 'আদিত্য দেবতঃ' (আদিত্য যাহার দেবতা) ইতি 'সঃ আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ?' ইতি। 'চক্ষুষি' (চক্ষুতে) ইতি 'কস্মিন্ নু চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতম্?' ইতি। 'রূপেষু' ইতি। চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা) হি রূপাণি পশ্যতি। 'কস্মিন্ নু রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি?' ইতি 'হৃদয়ে' ইতি হ উবাচ—'হৃদয়েন হি রূপাণি জানাতি; হৃদয়ে হি এব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি' ইতি 'এবম্ (এই প্রকার) এব এতৎ (ইহা), যাজ্ঞবল্ক্য।'

তুমি যখন দিকসমূহ এবং তাহাদিগের দেবতা ও প্রতিষ্ঠা (এ সমুদায়ই) জান—

২০। (তখন বল) ইহার পূর্ব্বদিকে তোমার কোন্ দেবতা? যা। আদিত্য আমার দেবতা। শা।—সেই আদিত্য কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা।—চক্ষুতে। শা।—চক্ষু কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা। রূপসমূহে; (কারণ) চক্ষুদ্বারাই (লোকে) রূপসমূহ দেখে। শা।—রূপসমূহ কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'হৃদয়ে; (কারণ) হৃদয়দ্বারাই (লোকে) রূপসমূহ জানে। হৃদয়েই রূপসমূহ প্রতিষ্ঠিত। শা।—হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই প্রকারই।

২১। কিংদেবতোঽস্যাং দক্ষিণায়াং দিশ্যসীতি যমদেবত ইতি স যমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি যজ্ঞ ইতি কস্মিন্নু যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি দক্ষিণায়ামিতি কস্মিন্নু দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি শ্রদ্ধায়ামিতি যদা হ্যেব শ্রদ্ধত্তেঽথ দক্ষিণাং দদাতি শ্রদ্ধায়াং হ্যেব দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি কস্মিন্নু শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জানাতি হৃদয়ে হ্যেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য।

২১। 'কিম্+দেবতঃ অস্যাম্ দক্ষিণায়াম্ দিশি (এই দক্ষিণ দিকে, 'দক্ষিণায়াম্'—বৈদিক, = দক্ষিণস্যাম্) অসি?' ইতি। 'যম—দেবতঃ (যম যাহার দেবতা) ইতি। সঃ যমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ?' ইতি। 'যজ্ঞে' ইতি। কস্মিন্ নু যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিতঃ' ইতি। দক্ষিণায়াম্ (দক্ষিণাতে) ইতি। কস্মিন্ নু দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতা? 'শ্রদ্ধায়াম্ (শ্রদ্ধাতে; শ্রৎ+ধা+অঙ্ পা; ৩৩।১০৬ বার্ত্তিক) ইতি। যদাহি এব শ্রৎ+ধত্তে (শ্রদ্ধাবান্ হয়, 'শ্রৎ' = সত্য, নিঘণ্টু ৩।১৩।১০, ধত্তে = ধা, লট, ১।১) দক্ষিণাম্ দদাতি; শ্রদ্ধায়াম্ এব দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতা ইতি। কস্মিন নু শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা? ইতি। 'হৃদয়ে' ইতি হ উবাচ—হৃদয়েন (হৃদয়দ্বারা) হি শ্রদ্ধাম্ জানাতি (জানে), হৃদয়ে হি এব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি' ইতি। এবম্ এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য! (৩।৯।২০ দ্রঃ)।

২১। শা। এই দক্ষিণ দিকে তোমার কোন দেবতা? যা। যম আমার দেবতা। শা। সেই যম কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা। —যজ্ঞে। শা। যজ্ঞ কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা। দক্ষিণাতে। শা। দক্ষিণা কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা। শ্রদ্ধাতে; (কারণ) লোকে যখন শ্রদ্ধাবান হয় তখনই দক্ষিণা দেয়। দক্ষিণা শ্রদ্ধাতেই প্রতিষ্ঠিত। শা। শ্রদ্ধা কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "হৃদয়ে; (কারণ) হৃদয়দ্বারাই শ্রদ্ধা অবগত হওয়া যায়। হৃদয়েই শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত। শা। হে যাজ্ঞবল্ক্য! ইহা এই প্রকারই।

২২। কিংদেবতোঽস্যাং প্রতীচ্যাং দিশ্যসীতি বরুণদেবত ইতি স বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপ্স্বিতি কস্মিন্নবাপঃ প্রতিষ্ঠিতা ইতি রেতসীতি কস্মিন্নু রেতঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি হৃদয় ইতি তস্মাদপি প্রতিরূপং জাতমাহুর্হৃদয়াদিব সৃপ্তো হৃদয়াদিব নির্ম্মিত ইতি হৃদয়ে হ্যেব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য।

২২। কিম্+দেবতঃ অস্যাম্ প্রতীচ্যাম্ দিশি (পশ্চিমদিকে) অসি? ইতি। 'বরুণ—দেবতঃ' (বরুণ যাহার দেবতা) ইতি। 'সঃ বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? ইতি। 'অপ্সু (জল সমূহে)' ইতি। 'কস্মিন্ নু আপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ?' ইতি 'রেতসি' ইতি 'কস্মিন্ নু রেতঃ প্রতিষ্ঠিতম্'? ইতি। 'হৃদয়ে' ইতি। 'তস্মাৎ অপি প্রতিরূপম্ (অনুরূপ, পুত্র, ২।১) জাতম্ (উৎপন্ন, ২।১) আহুঃ, (বলিয়া থাকে)—'হৃদয়াৎ (হৃদয় হইতে) ইব (যেন) সৃপ্তঃ (বহির্গত), হৃদয়াৎ ইব নির্ম্মিতঃ' ইতি। 'হৃদয়ে হি এব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ভবতি' ইতি। এবম্ এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য! (৩।৯।২০ দ্রঃ)।

২২। শা। এই পশ্চিম দিকে তোমার কোন্ দেবতা? যা। বরুণ আমার দেবতা। শা। এই বরুণ কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা। জলসমূহে। শা। জলসমূহ কোন বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা। জীববীজে। শা। জীববীজ কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা। হৃদয়ে; সেই জন্য পিতার প্রতিরূপ সন্তান উৎপন্ন হইলে লোকে বলিয়া থাকে—'হৃদয় হইতে যেন বহির্গত হইয়াছে, হৃদয় হইতে যেন নির্ম্মিত হইয়াছে।' হৃদয়েই জীববীজ প্রতিষ্ঠিত। শা। হে যাজ্ঞবল্ক্য। ইহা এই রূপই।

২৩। কিংদেবতোঽস্যামুদীচ্যাং দিশ্যসীতি সোমদেবত ইতি স সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি দীক্ষায়ামিতি কস্মিন্নু দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি সত্য ইতি তস্মাদপি দীক্ষিতমাহুঃ সত্যং বদেতি সত্যে হ্যেব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি কস্মিন্নু সত্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য।

২৩। 'কিম্+দেবতঃ অস্যাম্ উদীচ্যাম্ দিশি (উত্তরদিকে) অসি?' ইতি। 'সোমদেবতঃ' (সোম যাহার দেবতা) ইতি। 'সঃ সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ?' ইতি। 'দীক্ষায়াম্' (দীক্ষাতে)। ইতি। 'কস্মিন্ নু দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা?' ইতি। 'সত্যে' ইতি। 'তস্মাৎ অপি দীক্ষিতম্ (দীক্ষিত ব্যক্তিকে) আহুঃ—'সত্যম্ বদ' (বল) ইতি। সত্যে হি এব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা' ইতি। 'কস্মিন্ নু সত্যম্ প্রতিষ্ঠিতম?' ইতি। 'হৃদয়ে' ইতি+হ উবাচ 'হৃদয়েন হি সত্যম্ জানাতি, হৃদয়ে হি সত্যম্ প্রতিষ্ঠিতম্' ভবতি।' ইতি। এবম এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য।

২৩। শা। এই উত্তর দিকে তোমার কোন্ দেবতা। যা। সোম আমার দেবতা। শা। এই সোম কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা। দীক্ষাতে। শা। দীক্ষা কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা। সত্যে, এই জন্য লোকে দীক্ষিত পুরুষকে বলিয়া থাকে 'সত্য বলিও'। সত্যেই দীক্ষা প্রতিষ্ঠিত। শা। সত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'হৃদয়ে; (কারণ) হৃদয়দ্বারাই লোকে সত্য জানে। হৃদয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত।' শা। হে যাজ্ঞবল্ক্য! ইহা এই প্রকারই।

২৪। কিংদেবতোঽস্যাং ধ্রুবায়াং দিশ্যসীত্যগ্নিদেবত ইতি সোঽগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি বাচীতি কস্মিন্নু বাক্ প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি কস্মিন্নু হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি।

২৫। অহল্লিকেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যত্রৈতদন্যত্রাস্মন্মন্যাসৈ যদ্ধ্যেতদন্যত্রাস্মৎস্যাচ্ছ্বানো বৈনদদ্যুর্ব্বয়াংসি বৈনদ্বিমথ্নীরন্নিতি।

২৪। কিম্+দেবতঃ অস্যাম্ ধ্রুবায়াম্ দিশ্যাম্ (ঊর্দ্ধ দিকে) অসি? ইতি। 'অগ্নি. দেবতঃ' (অগ্নি যাহার দেবতা) ইতি। 'সঃ অগ্নিঃ কস্মিন প্রতিষ্ঠিতঃ?' ইতি। 'বাচি' (বাক্যে) ইতি। 'কস্মিন নু বাক্ প্রতিষ্ঠিতা?' ইতি। 'হৃদয়ে' ইতি। 'কস্মিন্ নু হৃদয়ম্ প্রতিষ্ঠিতম?' ইতি।

২৫। 'অহল্লিক!' ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'যত্র (যখন) এতৎ (এই হৃদয়) অন্যত্র অস্মৎ (আমাদিগের দেহ হইতে অন্যত্র) মন্যাসৈ (বৈদিক,—মন্যসে মনে কর) যৎ (যদি) হি এতৎ অন্যত্র অস্মৎ স্যাৎ, শ্বানঃ (কুক্কুরসমূহ) বা এনৎ অদ্যুঃ (অদ বিধি, ৩৩, ভক্ষণ করিতে পারে) বয়াংসি (বয়স্ ১৷৩, পক্ষিগণ) বা এনৎ বিমথ্নীরন্ (বি+মন্থ, বিধি, ৩৷৩, ছিন্নভিন্ন করিতে পারে)' ইতি।

২৪। শা। ধ্রুব দিকে অর্থাৎ ঊর্দ্ধ দিকে তোমার কোন্ দেবতা? যা। অগ্নি আমার দেবতা। শা। সেই অগ্নি কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা। বাক্যে। শা। বাক্য কোন বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা। হৃদয়ে. শা। হৃদয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

২৫। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে অহল্লিক! তুমি যে মনে করিতেছ এই হৃদয় দেহ হইতে অন্যত্র থাকিতে পারে। যদি ইহা অন্যত্র থাকিত, কুক্কুরগণ ইহাকে ভক্ষণ করিত, পক্ষিগণ ইহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিত।

২৬। কস্মিন্নু ত্বং চাত্মা চ প্রতিষ্ঠিতৌ স্থ ইতি প্রাণ ইতি কস্মিন্নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি কস্মিন্নবপানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি ব্যান ইতি কস্মিন্নু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যুদান ইতি কস্মিন্নুদানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি সমান ইতি স এষ নেতি-নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেঽশীর্যো নহি শীর্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্জ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যেতান্যষ্টাবায়তনান্যষ্টৌ লোকা অষ্টৌ দেবা অষ্টৌ পুরুষাঃ স যস্তান্পুরুষান্নিরুহ্য প্রত্যুহ্যাত্যক্রামত্তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি তং চেন্মে ন বিবক্ষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি তং হ ন মেনে শাকল্যস্তস্য হ মূর্ধা বিপপাতাপি হাস্য পরিমোষিণোঽস্থীন্যপজহ্রুরন্য-ন্মন্যমানাঃ।

২৬। কস্মিন্ নু ত্বম্ চ (তোমার দেহ) আত্মা চ (হৃদয়—শঙ্করের মতে) প্রতিষ্ঠিতৌ (১।২) স্থঃ অস্, লট, ২।২ ; পাঃ ৬।৪।১১৪ ; হয়)?' ইতি। 'প্রাণে' ইতি। 'কস্মিন্ নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ?' ইতি 'ব্যানে' ইতি। কস্মিন্ নু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিতঃ? ইতি 'উদানে' ইতি। কস্মিন্ নু উদানঃ প্রতিষ্ঠিতঃ?' ইতি। 'সমানে' ইতি। সঃ এষঃ (+আত্মা= সেই এই আত্মা) 'নেতি' (ন+ইতি=ইহা নয়), নেতি আত্মা; অগৃহ্য; (যাহাকে গ্রহণ করা যায় না), ন হি গৃহ্যতে (গৃহীত হয়); অশীর্য্যঃ (যাহা শীর্ণ হয় না), ন হি শীর্য্যতে (শৃ ধাতু, শীর্ণ হয়), অসঙ্গঃ (যাহা কোন বস্তুতে আসক্ত হয় না), ন হি সজ্যতে (সঞ্জ ধাতু; আসক্ত হয়); অসিতঃ (অ+সি ধাতু, বন্ধনে; যাহা আবদ্ধ নহে), ন ব্যথতে (ব্যথা পায়), ন রিষ্যতি (হিংসিত হয়; রিষ্—হিংসা অর্থে)। এতানি অষ্টৌ আয়তনাদি

২৬। শা—তুমি ও তোমার আত্মা কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা।—প্রাণে। শা।—প্রাণ কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা।—অপানে। শা।—অপান কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা।—ব্যানে। শা।—ব্যান

(পৃথিব্যাদি অষ্ট আয়তন ; ৩৷৯৷১০ হইতে ৩৷১৯৷১৭ দ্রঃ), অষ্টৌ লোকাঃ (অগ্ন্যাদি অষ্টলোক), অষ্টৌ দেবাঃ (অমৃতাদি অষ্ট দেবতা), অষ্টৌ পুরুষাঃ (শারীর পুরুষাদি অষ্ট পুরুষ)।—সঃ যঃ তান্ পুরুষান্ (সেই অষ্ট পুরুষকে) নিরুহ্য (নিঃ+উহ্ ধাতু, পাঃ ৭৷৪৷২৩ ; কার্য্যে প্রেরণ করিয়া) প্রত্যুহ্য (প্র+উহ্ ; প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বা আপনাতে একীভূত করিয়া) অত্যাক্রামৎ (অতি+ক্রম্, পাঃ ৭৷৩৷৭৬, অতিক্রম করিয়াছেন) তম্ তু ঔপনিষদম্ পুরুষম্ (সেই ঔপনিষদ্ পুরুষকে.উপনিষদ্+অণ্ পাঃ ৪৷৩৷৭৩) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি), তম্ চেৎ মে (আমাকে) ন বিবক্ষ্যসি (বলিবে), মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি (নিপতিত হইবে) ইতি। তম্ হ ন মেনে (মন, ৩৷১ ; জানিত) শাকল্যঃ। তস্য হ মূর্দ্ধা বিপপাত (নিপতিত হইল)। অপি হ অস্য (শাকল্যের) পরিমোষিণঃ (তস্করগণ ; পরি মুষ, ণিনি) অস্থীণি (অস্থিসমূহকে) অপজহ্রুঃ (অপ, হৃ লিট্, অপহরণ করিয়াছিল) অন্যৎ (অন্যবস্তু, ২৷১) মন্যমানাঃ (মনে করিয়া)।

কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা।—উদানে। শা।—উদান কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত? যা।—সমানে। সেই এই আত্মা 'নেতি' 'নেতি' —ইহা নয়, ইহা নয় (এইরূপে বক্তব্য)। ইনি অগ্রাহ্য, ইহাকে গ্রহণ করা যায় না, ইনি অশীর্য্য, ইনি শীর্ণ হন না। ইনি অসঙ্গ, ইনি কোন বস্তুতে আসক্ত হন না। ইনি অ-বদ্ধ। ইনি ব্যথা প্রাপ্ত হন না, ইনি হিংসিত হন না। (পৃথিব্যাদি) এই অষ্ট আয়তন, (অগ্ন্যাদিঃ এই) অষ্ট লোক, (অমৃতাদি এই) অষ্ট দেবতা, (শারীর পুরুষাদি এই) অষ্ট পুরুষ।—যিনি এই সমুদায় পুরুষকে (আয়তন লোকাদি ভেদে পৃথক্ পৃথক্) বিভাগ করেন এবং (আপনাতে) একীভূত করেন এবং যিনি (এই সমুদায়কে) অতিক্রম করিয়াছেন— আমি সেই ঔপনিষদ্ ব্রহ্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি ; তুমি যদি তাঁহার বিষয়ে আমাকে বলিতে না পার তোমার মূর্দ্ধা বিপতিত হইবে।

২৭। অথ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বঃ কাময়তে স মা পৃচ্ছতু সর্ব্বে বা মা পৃচ্ছত যো বঃ কাময়তে তং বঃ পৃচ্ছামি সর্ব্বান্বা বঃ পৃচ্ছামীতি তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুঃ।

২৮। তান্ হৈতৈঃ শ্লোকৈঃ পপ্রচ্ছ। (১) যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব পুরুষোঽমৃষা। তস্য লোমানি পর্ণানি ত্বগস্যোৎপাটিকা বহিঃ। (২) ত্বচ এবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ।

২৭। অথ হ উবাচ—'ব্রাহ্মণাঃ। ভগবন্তঃ। যঃ বঃ (আপনাদের মধ্যে যিনি) কাময়তে (ইচ্ছা করেন), সঃ মা (আমাকে) পৃচ্ছতু (প্রশ্ন করুন), সর্ব্বে (=সর্ব্বে যূয়ম্=আপনারা সকলে) বা মা পৃচ্ছত (প্রচ্ছ লোট্ ২।৩, প্রশ্ন করুন)। যঃ বঃ কাময়তে, তম্ বঃ পৃচ্ছামি, সর্ব্বান্ বা বঃ পৃচ্ছামি। তে হ ব্রাহ্মণাঃ ন দধৃষুঃ (ধৃষ্ লিট ৩।৩ সাহস করিল)।

(২৮) তান্ হ এতৈঃ শ্লোকৈঃ (এই শ্লোক সমূহদ্বারা) পপ্রচ্ছ—(১) যথা বৃক্ষঃ বনস্পতিঃ, তথা এব পুরুষঃ অমৃষা (অব্যয়, সত্য)।

শাকল্য তাঁহার বিষয় জানিতেন না। (সুতরাং) তাঁহার মূর্দ্ধা বিপাতিত হইল। তস্করগণ তাঁহার অস্থিকে অন্য বস্তু মনে করিয়া অপহরণ করিল।

২৭। (তখন) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'ভগবান্ ব্রাহ্মণগণ! আপনাদিগের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি আমাকে প্রশ্ন করিতে পারেন, কিংবা আপনারা সকলেই আমাকে প্রশ্ন করুন, কিংবা আপনাদিগের যিনি ইচ্ছা করেন, আমি তাহাকে প্রশ্ন করিতে পারি; কিংবা আপনাদিগের সকলকেই প্রশ্ন করিতে পারি। (কিন্তু) ব্রাহ্মণগণ (কিছুই বলিতে) সাহসী হইলেন না।

২৮। (তখন) যাজ্ঞবল্ক্য এই শ্লোকসমূহদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন:—(১) যেমন বনস্পতি—বৃক্ষ (অর্থাৎ মহান্ বৃক্ষ), পুরুষ ও

তস্মাত্তদা তৃন্নাৎপ্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ। (৩) মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাটং স্নাব তৎস্থিরম্। অস্থীন্যন্তরতো দারুণি মজ্জা মজ্জোপমা কৃতা। (৪) যদ্‌বৃক্ষো বৃক্‌ণো রোহতি মূলান্নবতরঃ পুনঃ। মর্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্‌ণঃ কস্মান্মূলাৎপ্ররোহতি। (৫) রেতস ইতি মাবোচত জীবতস্তৎপ্রজায়তে। ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষোঽঞ্জসা প্রেত্যসংভবঃ। (৬) যৎসমূলমাবৃহেয়ুর্বৃক্ষং ন পুনরাভবেৎ। মর্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্‌ণঃ কস্মান্মূলাৎপ্ররোহতি। (৭) জাত এব ন জায়তে কোম্বেনং জনয়েৎপুনঃ। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণং তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদ ইতি।

তস্য লোমানি পর্ণানি (পত্রসমূহ), ত্বক্ অস্য উৎপাটিকা বহিঃ (বাহিরের ত্বক্)। (২) ত্বচঃ (ত্বক্ হইতে) অস্য (পুরুষের) রুধিরম্ প্রস্যন্দি (প্রস্যন্দিন্, ১।১ ; স্রাব) ত্বচঃ উৎপটঃ (নির্য্যাস , তস্মাৎ তৎ (রুধির) আতৃন্নাৎ (আ+তৃদ+ক্ত , আহত স্থান হইতে) প্র+এতি (নির্গত হয়), রসঃ বৃক্ষাৎ ইব আহতাৎ (যেমন আহত বৃক্ষ হইতে)। (৩) মাংসানি অস্য শকরাণি (শকল ; বাহিরের ত্বকের নিম্নে যে অংশ) কিনাটম্ (শকল নামক অংশের নিম্নে যে অংশ) স্নাব (স্নাবন্, ১।১ ; স্নায়ু) তৎ স্থিরম্ (দৃঢ়) ; অন্তরতঃ (অভ্যন্তরস্থ) অস্থীনি (অস্থিসমূহ) দারুণি (কাষ্ঠং ; দারু নামক কঠিন অংশ) ; মজ্জা (মনুষ্যের মজ্জা) মজ্জোপমা (মজ্জা+উপমা , বৃক্ষ মজ্জার সহিত উপমা) কৃতা।

প্রকৃত পক্ষে তেমনি। তাহার লোম সমূহই পত্র, তাহার ত্বকই (বৃক্ষের বাহ্য উৎপাটিকা। (২) পুরুষের ত্বক্ হইতে রুধির নিস্যন্দিত হয় , বৃক্ষ ত্বক্ হইতেও নির্য্যাস (নির্গত হয়)। সেই জন্য পুরুষের আহত স্থান হইতে রুধির নির্গত হয়, যেমন আহত বৃক্ষ হইতে রস বহির্গত হয়। ৩। ইহার মাংসই বৃক্ষের 'শকল' ; সেই দৃঢ় স্নায়ুই (বৃক্ষের) কিনাট ; অভ্যন্তরস্থ অস্থিই (বৃক্ষের) দারু ; মজ্জাকেই মজ্জার উপমা করা হয়।

(৪) যৎ (যদি) বৃক্ষঃ বৃক্নঃ (ছিন্ন , ব্রনচ্ ধাতু) রোহতি (উৎপন্ন হয়, প্ররোহণ করে) মূলাৎ নবতরঃ পুনঃ ; মর্ত্ত্যঃ স্বিৎ (প্রশ্নবোধক অব্যয়) মৃত্যুনা (মৃত্যুদ্বারা) বৃক্নঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি উৎপন্ন হয়) ? (৫) রেতসঃ (জীববীজ হইতে) ইতি মা বোচত (= মা + অবোচত = বলিও না , অবোচত = বচ্ লুঙ, ২।৩ পাঃ ৭।৪।২০ মা যোগে 'অ' লোপ) জীবতঃ (জীবিত পুরুষ হইতে) তৎ (সেই জীব-বীজ) প্রজায়তে (প্র + জন্, লট্ ৩।১ , পা ৭।৩।৭৯)। ধানারুহঃ (বীজ হইতে উৎপন্ন , ধানা = বীজ , রুহ্ = উৎপন্ন) ইব (শঙ্করের = মতে 'ইব' অনর্থক) বৈ বৃক্ষঃ অঞ্জসা (সাক্ষাৎ, প্রকৃত পক্ষে , অব্যয়) প্রেত্য (মৃত হইয়া) সম্ভবঃ (উৎপত্তি) । (৬) যৎ (যদি) সমূলম (মূলের সহিত) আবৃহেয়ুঃ (আ + বৃহ্ বিধি, ৩।৩ = উৎপাটিত করা হয়) বৃক্ষম্ (বৃক্ষকে), ন পুনঃ আ ভবেৎ (আ + ভূ ৩।১ , উৎপন্ন হয়) , মর্ত্ত্যঃ স্বিৎ (প্রশ্নবোধক অব্যয়) মৃত্যুনা বৃক্নঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি ? (৭) জাতঃ এব (উৎপন্ন হইয়া) ন জায়তে (উৎপন্ন হয়) , কঃ (কে) নু এনম্ (ইহাকে) জনয়েৎ (উৎপন্ন করিবে পুনঃ ? বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম, রাতিঃ (১।১ , ধন , ৬ষ্ঠী স্থলে ১মা, বৈদিক = রাতেঃ = ধনের) দাতুঃ (দাতার, যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করেন তাহাদিগের) পরায়ণম্ (পরম গতি) তিষ্ঠমানস্য (ব্রহ্মে অবস্থিত ব্যক্তির) · 'তিষ্ঠতঃ' স্থলে, বৈদিক) তৎ + বিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির) ।

(৪) যখন বৃক্ষ কর্ত্তন করা হয়, তখন মূল হইতে পুনঃ নবতর বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু মৃত্যুকর্ত্তৃক মর্ত্ত্য (মানুষ) বিনষ্ট হইলে কোন্ মূল হইতে (পুনরায় সে) উৎপন্ন হইয়া থাকে ? (৫) জীববীজ হইতে (উৎপন্ন হয়) এ প্রকার বলিও না, কারণ জীবিত পুরুষ হইতেই জীববীজ উৎপন্ন হয়। কিন্তু বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন, (সুতরাং), নিশ্চয়ই বৃক্ষের মৃত্যুর পরও তাহার উৎপত্তি হয়। (৬) বৃক্ষকে যদি সমূলে উৎপাটিত করা যায়, ইহার আর উৎপত্তি হইবে না। মর্ত্ত্য যখন মৃত্যু-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, তখন কোন্ মূল হইতে উৎপন্ন হয় ? (৭) (একবার) উৎপন্ন হইলে (পুনরায়) উৎপন্ন হয় না। কে ইহাকে উৎপন্ন করিবে ?

বিজ্ঞান ও আনন্দময় ব্রহ্মই (ইনি)। যে ব্যক্তি (যজ্ঞাদি কর্ম্মে) দান করেন, ব্রহ্ম তাঁহারও পরম গতি এবং যে ব্যক্তি ব্রহ্মে অবস্থিত এবং ব্রহ্মবিৎ তাঁহারও (পরম গতি)।

মন্তব্য

১। "বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ"—ইনি এক জন কুরুপঞ্চাল ব্রাহ্মণ। জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণেও (২।৭৬) ইহার নাম পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৬।৩) লিখিত আছে যে বৈদেহ জনক বহু দক্ষিণাযুক্ত এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং এক স্থলে সহস্র গাভী অবরুদ্ধ করিয়া সমবেত ব্রাহ্মণগণকে বলিয়াছিলেন—"আপনাদিগের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি এই গাভীসমূহ লইয়া যাউন্। যাজ্ঞবল্ক্য নিজ শিষ্যকে গাভীসমূহ লইয়া যাইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণগণ ইহাতে আপত্তি করায়, ব্রহ্মবিষয়ে বিচার আরম্ভ হইল। এ স্থলে লিখিত আছে একমাত্র শাকল্যই যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচার করিয়াছিলেন।

২। দেবতা সংখ্যাবাচক কতিপয় মন্ত্রকে নিবিৎ বলে (শঙ্কর)।

৩। 'তস্মাৎ বসবঃ'—শঙ্কর বলেন—ইহারা সকলকে বাস করাইতেছেন (বাসয়ন্তি) এই জন্য ইহাদিগের নাম বসুগণ (বসবঃ)।

৫। এস্থলে 'আদদানাঃ' এবং 'যন্তি'—এতদুভয় হইতে অংশ বিশেষ লইয়া 'আদিত্য' নিষ্পন্ন করা হইয়াছে।

৯। অধ্যর্দ্ধঃ = ১½, কিন্তু অধ্যাধোৎ = বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ধাতু কিংবা ধাত্বর্থ বিষয়ে এই দুইয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। উচ্চারণে সাদৃশ্য আছে এই জন্য উভয়ের একত্ব দেখান হইয়াছে।

১০। 'বদ এব শাকল্য'—কেহ কেহ বলেন 'তস্য কা দেবতা' এই অংশ 'বদ' ক্রিয়ার কর্ম্ম; অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যই বলিতেছেন 'বদ এব শাকল্য—তস্য কা দেবতা ?' ইতি—'হে শাকল্য, বল, তাহার দেবতা কে ?" ভাষার দিক্ হইতে এই প্রকার অন্বয়ই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি এই—৩।৯।২৭ মন্ত্রেই যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্ব প্রথমে বলিয়াছেন, তিনি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি প্রশ্ন করিবেন ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

১৩। প্রাতিশ্রুৎকঃ—২।৫।৬ এর মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

১৭। ১০ম মন্ত্র হইতে ১৭শ মন্ত্র পর্য্যন্ত ৮টী মন্ত্রে শাকল্য ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আত্মার পরায়ণ কে? এ বিষয়ে তিনি আট বার আটটী উত্তর দিয়াছেন (১) পৃথিবী যাঁহার আয়তন, (২) কাম যাঁহার আয়তন, (৩) রূপ যাঁহার আয়তন (৪) আকাশ যাঁহার আয়তন (৫) তমঃ যাঁহার আয়তন, (৬) প্রতিরূপ যাঁহার আয়তন (৭) জল যাঁহার আয়তন (৮) রেতঃ যাঁহার আয়তন। ইহাদিগের প্রত্যেককেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ইহারা সকলেই সসীম দেবতা, কেহই ব্রহ্ম নহে। যিনি ঔপনিষদ ব্রহ্ম, তিনি এ সমুদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (৩।৯।২৬ দ্রষ্টব্য)।

১৮। 'অঙ্গারক্ষয়ণম্'—শব্দটী দুরূহ। ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এই (১) যে অঙ্গার দগ্ধ করে। (২) অঙ্গার রাখিবার পাত্র (৩) অঙ্গার পোড়াইবার জন্য যে সাড়াশী ব্যবহৃত হয়। (৪) মোক্ষমূলারের মতে **cat's paw** (৫) যে জলন্ত অঙ্গারকে নির্ব্বাপিত করে। সম্ভবতঃ ভাবার্থ এই:—ব্রাহ্মণগণ কেহই আমার সহিত ব্রহ্মবিচার করিতে সাহসী হইতেছেন না। তোমাদ্বারাই এই কার্য্য করাইয়া লইতেছেন। ফল হইল এই যে তুমিই দগ্ধ হইতেছ।

১৯। কুরুপঞ্চালানাম্—এই মন্ত্র হইতে বুঝা যাইতেছে যে শাকল্য কুরুপঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণ; এবং যাজ্ঞবল্ক্য এ দেশের ব্রাহ্মণ নহেন। কেহ কেহ মনে করেন যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহবাসী।

২৫। 'অহল্লিক'—একটী অপ্রচলিত শব্দ। ভিন্ন ভিন্ন লোকে ইহার ভিন্ন অর্থ কল্পনা করিয়াছেন। ১। আনন্দগিরি বলেন ইহার অর্থ 'প্রেত'—'অহনি লীয়তে' দিবসে লীন হয় এই জন্য প্রেতের নাম 'অহল্লিক'। ২। অহল্লিক শাকল্যেরই একটী নাম। ৩। রঙ্গ রামানুজের মতে ইহার অর্থ 'ষণ্ড'। অন্যান্য অর্থ এই—৪। মূর্খ, ৫। বাচাল, ৬। প্রগল্ভ ইত্যাদি।

২৭। 'প্রেত্য সম্ভবঃ'—মোক্ষমূলারের মতে—ইহা একটা শব্দ; বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইলে ইহার অর্থ 'মৃত্যুর পরে উৎপন্ন।' 'প্রেত্য-ভাব' একটী অনুরূপ শব্দ।

'জাতঃ এব ন জায়তে' ইত্যাদি। এই অংশ দুর্ব্বোধ্য।

শঙ্করের অর্থ এই:—(কেহ কেহ বলিতে পারে) ইহা জাতই (অর্থাৎ ইহা জাত, সুতরাং ইহার উৎপত্তির প্রশ্ন হইতে পারে না; যাহা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে তাহার বিষয়েই এই প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে)। (ইহার উত্তরে আমি বলিব) না, ইহা উৎপন্ন হয়। (সুতরাং এখন প্রশ্ন এই)—কে ইহাকে পুনঃ উৎপন্ন করে?

চতুর্থাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—ষড়াচার্য্য-ব্রাহ্মণ

১। জনকো হ বৈদেহ আসাংচক্রেঽথ হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ তং হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থমচারীঃ পশূনিচ্ছন্নণ্বন্তানিত্যুভয়মেব সম্রাড়িতি হোবাচ।

১। জনকঃ হ বৈদেহঃ আসাঞ্চক্রে (উপবেশন করিয়াছিলেন; আস্, লিট্; পাঃ ৩।১।৩৭)। অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ আবব্রাজ (আগমন করিয়াছিলেন; আ+ব্রজ্ লিট্)। তম্ হ উবাচ—'যাজ্ঞবল্ক্য! কিম্ অর্থম্ (কি উদ্দেশ্যে) আচারী (আসিয়াছেন; চর্, লুঙ্)—পশূন্ (পশুদিগকে) ইচ্ছন্ (ইচ্ছা করিয়া), অণু+অন্তান্ (সূক্ষ্ম প্রশ্নসমূহকে) ইতি। 'উভয়ম্ এব সম্রাট্!' ইতি হ উবাচ।

১। জনক বৈদেহ (এক দিন) উপবেশন করিয়াছিলেন; তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। জনক বলিলেন—"যাজ্ঞবল্ক্য! আপনি কি উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছেন—পশুলাভের ইচ্ছায়, না, সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্য?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'হে সম্রাট্, উভয় উদ্দেশ্যেই'।

২। যত্তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে জিত্বা শৈলিনির্ব্বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তচ্ছৈলিনিরব্রবীদ্বাগ্বৈ ব্রহ্মেত্যবদতো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎসম্রাডিতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য। বাগেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞেত্যেনদুপাসীত কা প্রজ্ঞতা যাজ্ঞবল্ক্য বাগেব সম্রাডিতি হোবাচ বাচা বৈ সম্রাড্ বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়ত ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা

২। যৎ (যাহা, ২।১) তে (আপনাকে) কঃ চিৎ (কেহ) অব্রবীৎ, তৎ (২।১) শৃণবাম (আমরা শ্রবণ করি, ১।৩) অব্রবীৎ মে (আমাকে) জিত্বা শৈলিনিঃ (শিলিনের অপত্য) 'বাক্ বৈ ব্রহ্ম' ইতি। 'যথা মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্য্যবান্ ব্রূয়াৎ (বলে), তথা তৎ শৈলিনিঃ অব্রবীৎ—'বাক্ বৈ ব্রহ্ম' ইতি। অবদতঃ (৬।১, যে কথা বলিতে পারে না। তাহার ; মূকের) হি কিম্ স্যাৎ ?' ইতি। 'অব্রবীৎ তু (বলিয়াছেন কি ?) তে (আপনাকে) তস্য আয়তনম্ (শরীর ; স্থান = ২।১) প্রতিষ্ঠাম্ (আশ্রয়, ২।১) ?' 'ন মে (আমাকে) অব্রবীৎ' ইতি। 'একপাৎ (এক পদ বিশিষ্ট) বৈ এতৎ সম্রাট' ইতি। 'সঃ (= সঃ ত্বম = সেই আপনি) বৈ নঃ (আমাদিগকে) ব্রূহি (বলুন্) যাজ্ঞবল্ক্য'। 'বাক্ এব (বাগিন্দ্রিয়ই) আয়তনম্, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা, 'প্রজ্ঞা' ইতি এনৎ (ক্লীং বৈদিক = এনাম্ = ইহাকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। 'কা প্রজ্ঞতা (প্রজ্ঞার প্রকৃতি) যাজ্ঞবল্ক্য' ? 'বাক্ এব সম্রাট' ইতি হ উবাচ—'বাচা (বাক্য দ্বারা) বৈ সম্রাট্।

২। আপনাকে অন্য কেহ (ব্রহ্মতত্ত্ব) বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা (অগ্রে) শ্রবণ করি। জ। জিত্বা শৈলিনি আমাকে বলিয়াছেন 'বাক্ই ব্রহ্ম'। যা। যেমন মাতৃমান্ পিতৃমান্ ও আচার্য্যবান্ ব্যক্তি (জ্ঞান লাভ করিয়া) উপদেশ দিয়া থাকেন,—

উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতময়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি বাচৈব সম্রাট্ প্রজ্ঞায়ন্তে বাগ্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং বাগ্‌জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি।

বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়তে (জানা যায়) ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ, পুরাণম্ বিদ্যা, উপনিষদঃ, শ্লোকাঃ সূত্রাণি, অনুব্যাখ্যানানি, ব্যাখ্যা-নানি, ইষ্টম্ (যজ্ঞম্—যজ্ +ক্ত), হুতম্ (হোম), অশিতম্ (ভোজ্য) পায়িতম্ (পেয়) অয়ম্ চ লোকঃ (এই লোক), পরঃ চ লোকঃ (পরলোক) সর্ব্বাণি ভূতানি (সর্ব্বভূত)—বাচা এব সম্রাট্! প্রজ্ঞায়ন্তে (প্রজ্ঞাত হয়)।' (২।৪।১০ ; ৪।৫।১১ টীকা দ্রঃ) 'বাক্ বৈ সম্রাট্! পরমম্ ব্রহ্ম। ন এনম্ (ইহাকে) বাক্ জহাতি (ত্যাগ করে, হা ধাতু), সর্ব্বাণি (+ভূতানি=সর্ব্বভূত) এনম্ ভূতানি. অভিক্ষরন্তি (উপহারাদি লইয়া উপস্থিত হয় ; অভি+ক্ষর,—প্রবাহিত

তেমন শৈলিনি ও বলিয়াছেন—'বাকই ব্রহ্ম'। যাহার বাক্ নাই, তাহার কি আছে ? (কিন্তু) এই বাক্যের আয়তন ও প্রতিষ্ঠা (কি, তাহা) কি তিনি বলিয়াছেন ? জ। আমাকে বলেন নাই। যা। হে সম্রাট্! (তাহা হইলে) এই ব্রহ্ম এক পাদ। জ। হে যাজ্ঞবল্ক্য! আপনিই (এ বিষয়ে) আমাদিগকে বলুন। যা। বাগিন্দ্রিয়ই (ইহার) আয়তন, আকাশ (ইহার) প্রতিষ্ঠা। 'ইহা প্রজ্ঞা' এই ভাবে ইহার উপাসনা করিতে হইবে। জ। হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই প্রজ্ঞার প্রকৃতি কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'হে সম্রাট্! বাক্ই (ইহার স্বরূপ)। হে সম্রাট্! বাক্যদ্বারাই বন্ধুকে জানা যায়। হে সম্রাট্!

৩। যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীম্ম উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তচ্ছৌল্বায়নোঽব্রবীৎ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেত্যপ্রাণতো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং নমেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাডিতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য

হওয়া); দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি (অপি + এতি = গমন করে), যঃ এবম্ বিদ্বান্ এতৎ (ক্লীং বৈদিক = এতাম্ বাচম্ = এই বাক্যকে) উপাস্তে (উপাসনা করে)। হস্তি + ঋষভম্ (হস্তি তুল্য বৃষভযুক্ত, ২।১) সহস্রম্ সহস্র গাভীকে) দদামি (দিতেছি)' ইতি হ উবাচ জনকঃ বৈদেহঃ। 'সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মে (আমার) অমন্যত মনে করিতেন ন অননুশিষ্য (সম্যক্ রূপে শিক্ষা না দিয়া) হরেত (হৃ, বিধি ; গ্রহণ করিবে)' ইতি।

৩। 'যৎ এব তে কঃচিৎ অব্রবীৎ, তৎ শৃণবাম' ইতি "অব্রবীৎ মে উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ (শুল্বের অপত্য) 'প্রাণঃ বৈ ব্রহ্ম' ইতি।" 'যথা মাতৃমান্

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট, হোম, অশন, পানীয়, ইহলোক, পরলোক, সর্ব্বভূত—(এ সমুদায়ই) বাক্‌দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। হে সম্রাট্! বাক্‌ই পরম ব্রহ্ম। যিনি এই প্রকার জানিয়া বাকের উপাসনা করেন, বাক্ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না, সমুদায় প্রাণী (উপহারাদি লইয়া) ইহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট গমন করেন। জনক বৈদেহ বলিলেন—(এই উপদেশের জন্য) আপনাকে হস্তি তুল্য বৃষভসহ সহস্র গাভী অর্পণ করিতেছি। যা। আমার পিতা মনে করিতেন—'সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না দিয়া দান প্রতি গ্রহণ করিবে না'।

৩। যা—আপনাকে অন্যকেহ (ব্রহ্মবিষয়ে) যাহা বলিয়াছেন তাহাই (অগ্রে) আমরা শ্রবণ করি। জ—উদঙ্ক শৌল্বায়ন আমাকে বলিয়াছেন

প্রাণ এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত কা প্রিয়তা যাজ্ঞবল্ক্য প্রাণ এব সম্রাড়িতি হোবাচ প্রাণস্য বৈ সম্রাট্ কামায়ায়াজ্যং যাজয়ত্যপ্রতিগৃহ্যস্য প্রতিগৃহ্ণাত্যপি তত্র বধাশঙ্কং ভবতি যাং দিশমেতি প্রাণস্যৈব সম্রাট্ কামায় প্রাণো বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং প্রাণো জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং

পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্রুয়াৎ তথা তৎ শৌল্বায়নঃ অব্রবীৎ 'প্রাণঃ বৈ ব্রহ্ম' ইতি। অপ্রাণতঃ (অপ্রাণৎ, ৬।১ ; প্রাণবিহীনের) হি কিম্ স্যাৎ ? ইতি 'অব্রবীৎ তু তে তস্য আযতনম প্রতিষ্ঠাম ?' 'ন মে অব্রবীৎ' ইতি। 'একপাৎ বৈ এতৎ সম্রাট্!' ইতি। সঃ (=সঃ ত্বম=সেই তুমি) বৈ নঃ ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্যঃ'। প্রাণঃ এব আযতনম্, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা, 'প্রিয়ম্' ইতি এনৎ (ক্লী° বৈদিক=এনম=ইহাকে) উপাসীত।' 'কা প্রিয়তা যাজ্ঞবল্ক্য' ? 'প্রাণঃ এব সম্রাট্' ইতি উবাচ—'প্রাণস্য বৈ সম্রাট্। কামায় অযাজ্যম্ (যাহাব যাগ কবা উচিত নহে, ২।১) যাজয়তি (যজন কবে), অপ্রতিগৃহ্যস্য (যাহাব নিকট হইতে দান গ্রহণ করা উচিত নহে, তাহাব ; ৬।১) প্রতিগৃহ্ণাতি (দানগ্রহণ কবে)। অপি তত্র (সেই স্থানে) বধ+আশঙ্কম্ (ক্লীং, মৃত্যুভয়) ভবতি, যাম্ দিশম্

'প্রাণই ব্রহ্ম'। যা—যেমন মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচায্যবান্ ব্যক্তি (জ্ঞানলাভ কবিয়া) উপদেশ দিয়া থাকেন, তেমনি শৌল্বায়ন ও উপদেশ দিয়াছেন যে 'প্রাণই ব্রহ্ম'। যাহাব প্রাণ নাই তাহার কি আছে ? (কিন্তু) ইহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা (কি, তাহা) কি তিনি বলিয়াছেন ? জ।—আমাকে বলেন নাই। যা।—হে সম্রাট্! (তাহা হইলে) এই ব্রহ্ম একপাদ। জ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য! আপনিই (এ বিষয়ে) আমাদিগকে উপদেশ দিন। যা।—প্রাণই (ইহার) আয়তন, আকাশ (ইহার) প্রতিষ্ঠা। 'ইহা প্রিয়' এই রূপে ইহার উপাসনা করিতে হইবে। জ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য! প্রিয়ের সম্বল কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট্! প্রাণই প্রিয়ের স্বরূপ। হে সম্রাট্ এই প্রাণের জন্যই লোকে

ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানে-তদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি।

৪। যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে বর্কু-র্বার্ষ্ণশ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান ব্রূয়াত্তথা তদ্বার্ষ্ণোঽব্রবীচ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেত্যপশ্যতো হি কি

(যে দেশে) এতি (গমন করে) প্রাণস্য এব সম্রাট্। কামায (কামন র জন্য। প্রাণঃ বৈ সম্রাট। পরমম্ ব্রহ্ম। ন এনম প্রাণঃ জহাতি, সর্বাণি এনম্ ভূতানি অভিক্ষরন্তি, দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি, যঃ এবম বিদ্বান্ এতৎ উপাস্তে।' 'হস্তি বৃষভম সহস্রম্ দদামি' ইতি হ উবাচ জনকঃ বৈদেহঃ। 'সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'পিতা মে অমন্যত ন অননুশিষ্য হরেত' ইতি (৪।১।১ দ্রঃ)।

৪। 'যৎ এব তে, কঃ চিৎ অব্রবীৎ, তৎ শৃণবাম' ইতি। "অব্রবীৎ মে বর্কুঃ বার্ষ্ণ (বৃষ্ণের পুত্র) 'চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম'" ইতি। 'যথা মাতৃমান্, পিতৃ

অযাজ্য যাজন করে, অপ্রতিগৃহ্যের নিকট দান গ্রহণ করে। হে সম্রাট, এই প্রাণের প্রতি প্রীতি বশতঃই সে ব্যক্তি যে দেশে গমন করে, সেই দেশে সে মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত হইয়া থাকে। হে সম্রাট্, প্রাণই ব্রহ্ম। যিনি এই প্রকার জানিয়া ইহার উপাসনা করেন, প্রাণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না, সমুদায় প্রাণী (উপহার লইয়া) তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট গমন করেন। জনক বৈদেহ বলিলেন—(এই উপদেশের জন্য) আমি হস্তিতুল্য বৃষভ সহ সহস্রগাভী দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'আমার পিতা মনে করিতেন, সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না দিয়া দান প্রতিগ্রহণ করিবে না।'

৪। যা।—আপনাকে অন্য কেহ (ব্রহ্মবিষয়ে) যাহা বলিয়াছেন (অগ্রে) আমরা তাহা শ্রবণ করি। জ্ঞা।—বর্কু বার্ষ্ণ আমাকে বলিয়াছেন

স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেক-পাদ্বা এতৎ সম্রাডিতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য চক্ষুরেবায়ত-নমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা সত্যমিত্যেনদুপাসীত কা সত্যতা যাজ্ঞবল্ক্য চক্ষুরেব সম্রাডিতি হোবাচ চক্ষুষা বৈ সম্রাট্ পশ্যন্তমাহুর-দ্রাক্ষীরিতি স আহাদ্রাক্ষমিতি তৎ সত্যং ভবতি চক্ষুর্বৈ সম্রাট্

মান্ আচার্য্যবান্, ব্রূয়াৎ, তথা তৎ বার্ষ্ণঃ অব্রবীৎ 'চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম' ইতি। অপশ্যতঃ (অপশ্যৎ, ৬।১; যে দেখেনা তাহার) হি কিম্ স্যাৎ, ? ইতি। 'তব্রবীৎ তু তে তস্য আয়তনম্ প্রতিষ্ঠাম্'? 'ন মে অব্রবীৎ' ইতি। 'একপাৎ বৈ এতৎ সম্রাট্!' ইতি। সঃ (=সঃ ত্বম্) বৈ ন ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য! 'চক্ষুঃ এব আয়তনম্, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা। 'সত্যম্' ইতি এনৎ উপাসীত'। 'কা সত্যতা (সত্যের প্রভৃতি) যাজ্ঞবল্ক্য'! চক্ষুঃ এব সম্রাট্! ইতি হ উবাচ। 'চক্ষুষা (চক্ষুর দ্বারা) বৈ সম্রাট্! পশ্যন্তম্ (দর্শনকারীকে) আহুঃ (বলিয়া থাকে) 'অদ্রাক্ষীঃ (দৃশ্ লুঙ্

'চক্ষুই ব্রহ্ম"। যা।—যেমন মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তি (জ্ঞানলাভ করিয়া) উপদেশ দিয়া থাকেন, তেমনি বার্ষ্ণও বলিয়াছেন 'চক্ষুই ব্রহ্ম'। যাহার দৃষ্টি নাই, তাহার কি আছে? (কিন্তু) ইহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কি (তাহা কি) তিনি বলিয়াছেন? জ।—আমাকে বলেন নাই। যা।—হে সম্রাট্! (তাহা হইলে) এই ব্রহ্ম একপাদ। যা।—হে যাজ্ঞবল্ক্য! আপনিই আমাদিগকে (এ বিষয়ে) বলুন। যা।—চক্ষুই (ইহার) আয়তন; আকাশ (ইহার) প্রতিষ্ঠা। 'ইহা সত্য'—এই রূপে ইহার উপাসনা করিতে হইবে। জ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য! সত্যের স্বরূপ কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট্! চক্ষুই (ইহার স্বরূপ)। হে সম্রাট্! দ্রষ্টাকে যখন লোকে জিজ্ঞাসা করে 'তুমি দেখিয়াছ?' তখন সে যদি বলে 'আমি দেখিয়াছি' তবেই তাহা সত্য (বলিয়া গৃহীত) হয়। হে সম্রাট্। চক্ষুই পরম ব্রহ্ম। যিনি এই রূপ জানিয়া ইহাকে উপাসনা

পরমং ব্রহ্ম নৈনং চক্ষুর্জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামিতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি।

৫। যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে গর্দভীবিপীতো ভারদ্বাজঃ শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তদ্ভারদ্বাজোঽব্রবীচ্ছ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেত্যশৃণ্বতো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন

পাঃ ৩।১।৪৭, দেখিয়াছ ?)' ইতি। সঃ আহঃ অদ্রাক্ষম্ (দৃশ্ লুঙ্, দেখিয়াছি)' ইতি—তৎ সত্যম্ ভবতি। চক্ষুঃ বৈ সম্রাট্ পরমম্ ব্রহ্ম। ন এনম্ চক্ষুঃ জহাতি, সর্ব্বাণি এনম্ ভূতানি অভিক্ষরন্তি, দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি,—য এবম্ বিদ্বান্ এতৎ উপাস্তে। 'হস্তি+ঋষভম সহস্রম্ দদামি' ইতি হ উবাচ জনক বৈদেহঃ। সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ —'পিতা মে অমন্যত ন অননুশিষ্য হরেত ইতি' (৪।১।২ দ্রঃ)।

৫। 'যৎ এব তে কঃ+চিৎ অব্রবীৎ, তৎ শৃণবাম' ইতি। অব্রবীৎ মে গর্দ্দভীবিপীতঃ ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজ গোত্রের)—'শ্রোত্রম বৈ ব্রহ্ম' ইতি। যথা মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্য্যবান্ ব্রূয়াৎ, তথা তৎ ভারদ্বাজঃ অব্রবীৎ 'শ্রোত্রম্ বৈ ব্রহ্ম' ইতি। অশৃণ্বতঃ (অশৃণ্বৎ,

করেন, সমুদায় ভূত (উপহার লইয়া) তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট গমন করেন। জনক বৈদেহ বলিলেন (এই উপদেশের জন্য) আমি হস্তিসদৃশ বৃষভসহ সহস্র গাভী দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'আমার পিতা মনে করিতেন সম্যক্ উপদেশ না দিয়া দান প্রতিগ্রহণ করিবে না।'

৫। যা।—আপনাকে অন্য কেহ (ব্রহ্মবিষয়ে) যাহা বলিয়াছেন (অগ্রে) তাহা আমরা শ্রবণ করি। জ।—গর্দ্দভীবিপীত ভারদ্বাজ আমাকে বলিয়াছেন—'শ্রোত্রই ব্রহ্ম'। যা।—যেমন মাতৃমান্,

মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাডিতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য শ্রোত্রমেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠানন্ত ইত্যেনদুপাসীত কানন্ততা যাজ্ঞবল্ক্য দিশ এব সম্রাডিতি হোবাচ তস্মাদ্বৈ সম্রাডপি যাং কাং চ দিশং গচ্ছতি নৈবাস্যা অন্তং গচ্ছত্যনন্তা হি দিশো দিশো বৈ সম্রাট্ শ্রোত্রং শ্রোত্রং বৈ সম্রাট্ পরমং

৬।১—যে শ্রবণ করে না, তাহার) হি কিম্ স্যাৎ' ইতি। 'অব্রবীৎ তে তস্য আয়তনম্, প্রতিষ্ঠাম্?' 'ন মে অব্রবীৎ' ইতি। 'একপাৎ বৈ এতৎ সম্রাট্।' ইতি। 'সঃ (=সঃ ত্বম্) বৈ নঃ ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য'। 'শ্রোত্রম্ এব আয়তনম্ আকাশঃ প্রতিষ্ঠা। 'অনন্তঃ' ইতি 'এনং উপাসীত'। 'কা অনন্ততা যাজ্ঞবল্ক্য?' 'দিশঃ এব সম্রাট্!' ইতি হ উবাচ—'তস্মাৎ বৈ সম্রাট্।' অপি যাম্ কাম্ চ দিশম্ (যে কোন দিকে, ২।১) গচ্ছতি, ন এব অস্যা অন্তম (শেষ) গচ্ছতি। অনন্তাঃ

পিতৃমান্, আচার্য্যবান্ ব্যক্তি (জ্ঞান লাভ করিয়া) উপদেশ দিয়া থাকেন, ভারদ্বাজও তেমনি বলিয়াছেন—'শ্রোত্রই ব্রহ্ম'। বধিরের কি আছে? (কিন্তু) তাহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা (কি তাহা) কি তিনি বলিয়াছেন? জ।—আমাকে তাহা বলেন নাই। যা।—হে সম্রাট্! (তাহা হইলে) এই ব্রহ্ম একপাদ। জ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য! আপনিই (এ বিষয়ে) আমাদিগকে বলুন্। যা।—শ্রোত্রই (ইহার) আয়তন, আকাশই (ইহার) প্রতিষ্ঠা। 'ইহা অনন্ত' এই ভাবে ইহার উপাসনা করিতে হইবে। জ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য! (ইহার) অনন্ততা কি? যা।—হে সম্রাট্! দিক্‌সমূহই (ইহার অনন্তত্ব)। হে সম্রাট্। সেই জন্য মানুষ যে কোন দিকেই যাউক্ না কেন, সে ইহার অন্ত পাইবে না। দিক্‌সমূহ অনন্ত। হে সম্রাট্! দিক্‌সমূহই শ্রোত্র। হে সম্রাট্! শ্রোত্রই পরমব্রহ্ম। যিনি এই রূপ জানিয়া ইহার উপাসনা করেন, শ্রোত্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না, সমুদায়

ব্রহ্ম নৈনং শ্রোত্রং জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি।

৬। যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে সত্যকামো জাবালো মনো বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান ব্রুয়াত্তথা তজ্জাবালোঽব্রবীন্মনো বৈ ব্রহ্মেত্যমনসো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যে-

হি দিশঃ (দিক্‌সমূহ)। দিশঃ বৈ সম্রাট্ শ্রোত্রম্, শ্রোত্রম্ বৈ সম্রাট। পরমম্ ব্রহ্ম। ন এনম্ শ্রোত্রম্ জহাতি, সর্ব্বাণি এনম্ ভূতানি অভিক্ষরন্তি, দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি, যঃ এবম্ বিদ্বান্ এতৎ উপাস্তে।' 'হস্তি+ঋষভম্ সহস্রম্ দদামি' ইতি উবাচ জনকঃ বৈদেহঃ। সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—পিতা মে অমন্যত 'ন অননুশিষ্য হরেত' ইতি (৪।১।২দ্রঃ)।

৬। 'যৎ এব তে কঃ চিৎ অব্রবীৎ তৎ শৃণবাম' ইতি। অব্রবীৎ মে সত্যকামঃ জাবালঃ (জবালার পুত্র) 'মনঃ বৈ ব্রহ্ম' ইতি। 'যথা মাতৃমান্, পিতৃমান, আচার্য্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তৎ জাবালঃ অব্রবীৎ 'মনঃ বৈ ব্রহ্ম ইতি। অমনসঃ (অমনস্, ৬১, যাহার মন নাই,

ভূতগণ (উপহার লইয়া) তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট গমন করেন। জনক বৈদেহ বলিলেন —(এই উপদেশের জন্য) আমি হস্তিসদৃশ বৃষভসহ সহস্র গাভী দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার পিতা মনে করিতেন 'সম্যক্ উপদেশ না দিয়া দান প্রতিগ্রহণ করিবে না।'

৬।. যা। অন্য কেহ (ব্রহ্মবিষয়ে) আপনাকে যাহা বলিয়াছেন, (অগ্রে) আমরা তাহা শ্রবণ করি। জ। সত্যকাম জাবাল আমাকে

কপাদ্বা এতৎসম্রাডিতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য মন এবা-য়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠাঽনন্দ ইত্যেনদুপাসীত কা আনন্দতা যাজ্ঞবল্ক্য মন এব সম্রাডিতি হোবাচ মনসা বৈ সম্রাট্ স্ত্রিয়ম-ভিহার্য্যতে তস্যাং প্রতিরূপঃ পুত্রো জায়তে স আনন্দো মনো বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং মনো জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্য-ভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি।

অথাৎ চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই তাহার) হি কিম্ স্যাৎ?' ইতি। 'অব্রবীৎ তু তে তস্য আয়তনম্, প্রতিষ্ঠাম্?' 'ন মে অব্রবীৎ' ইতি। 'সঃ বৈ নঃ ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য!' মনঃ এব আয়তনম্, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা। 'আনন্দঃ' ইতি এনৎ উপাসীত। 'কা আনন্দতা (আনন্দের ভাব) যাজ্ঞবল্ক্য?' 'মনঃ এব সম্রাট্!' ইতি উবাচ—'মনসা (মন দ্বারা) বৈ সম্রাট্! স্ত্রিয়ম্ অভিহার্য্যতে (প্রার্থনা করে); তস্যাম্ (তাহাতে) প্রতিরূপঃ পুত্রঃ (অনুরূপ পুত্র) জায়তে, সঃ (সেই পুত্র) আনন্দঃ (আনন্দের হেতু)। মনঃ বৈ সম্রাট্ পরমম্ ব্রহ্ম। ন এনম্ মনঃ জহাতি সর্ব্বাণি এনম্ ভূতানি অভিক্ষরন্তি, দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি; —যঃ এবম্ বিদ্বান্ এতৎ উপাস্তে। 'হস্তি+ঋষভম্ সহস্রম্ দদামি' ইতি হ উবাচ জনকঃ বৈদেহঃ। সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ 'পিতা মে অমন্যত ন অননুশিষ্য হরেত' ইতি।

বলিয়াছেন 'মনই ব্রহ্ম'। যা। যেমন মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তি (জ্ঞানলাভ করিয়া) উপদেশ দেন, তেমনি জাবালও বলিয়াছেন —'মনই ব্রহ্ম'। যাহার মন নাই তাহার কি আছে? (কিন্তু) ইহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা (কি, তাহা) কি তিনি বলিয়াছেন? জ। আমাকে বলেন নাই। যা। হে সম্রাট্! (তাহা হইলে) এই ব্রহ্ম একপাদ। জ। আপনি (এ বিষয়ে) আমাদিগকে বলুন। যা।

৭। যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে বিদগ্ধঃ শাকল্যো হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তচ্ছাকল্যোঽব্রবীদ্ধৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেত্যহৃদয়স্য হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যে-কপাদ্বা এতৎ সম্রাডিতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়মেবা-য়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা স্থিতিরিত্যেনদুপাসীত কা স্থিততা

৭। 'যৎ এব তে কঃ চিৎ অব্রবীৎ তৎ শৃণবাম' ইতি। 'অব্রবীৎ মে বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ (শকলের পুত্র) 'হৃদয়ম্ বৈ ব্রহ্ম' ইতি। "যথা মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্য্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তৎ শাকল্যঃ অব্রবীৎ 'হৃদয়ম্ বৈ ব্রহ্ম' ইতি। অহৃদয়স্য (হৃদয বিহীনের) হি কিম্ স্যাৎ?" ইতি 'অব্রবীৎ তু তে তস্য আয়তনম্, প্রতিষ্ঠাম্'? 'ন মে অব্রবীৎ'

মনই (ইহার) আযতন, আকাশ (ইহার) প্রতিষ্ঠা। 'ইহা"আনন্দ' এই ভাবে ইহাকে উপাসনা করিতে হইবে। জ। (ইহার) আনন্দতা (অর্থাৎ আনন্দের ভাব) কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট্! মনই (আনন্দতা)। হে সম্রাট্! মন দ্বারাই মানুষ স্ত্রী প্রার্থনা করে এবং তাহাতে অনুরূপ পুত্র উৎপন্ন হয। সেই পুত্রই আনন্দ। হে সম্রাট্! মনই পরম ব্রহ্ম। যিনি এই প্রকার জানিয়া ইহার উপাসনা করেন, মন তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না, ভূত সমূহ (উপহার লইয়া) ইহার অভিমুখে গমন করে, তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট গমন করেন। জনক বৈদেহ বলিলেন—(এই উপদেশের জন্য) আমি হস্তিসদৃশ বৃষভসহ সহস্র গাভী দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার পিতা মনে করিতেন সম্যক্ উপদেশ না দিয়া দান প্রতিগ্রহণ করিবে না।

৭। যা। 'অন্য কেহ (ব্রহ্ম বিষয়ে) যাহা বলিয়াছেন (অগ্রে) আমরা তাহা শ্রবণ করি। জ। বিদগ্ধ শাকল্য আমাকে বলিয়াছেন

যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়মেব সম্রাডিতি হোবাচ হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্ব্বেষাং ভূতানামায়তনং হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে হ্যেব সম্রাট্ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং হৃদয়ং জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানে-তদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি।

ইতি 'সঃ বৈ, নঃ ব্রূহি, যাজ্ঞবল্ক্য' ইতি। 'হৃদয়ম্ এব আয়তনম্, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা। 'স্থিতি' ইতি এনৎ উপাসীত'। 'কা স্থিততা (স্থিতির প্রকৃতি) যাজ্ঞবল্ক্য ?' 'হৃদয়ম্ এব সম্রাট্ !' ইতি হ উবাচ— 'হৃদয়ম্ বৈ সম্রাট্ ! সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ আয়তনম্, হৃদয়ম্ বৈ সর্ব্বেষাম ভূতানাম্ প্রতিষ্ঠা। হৃদয়ে হি এব সম্রাট্ ! সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠি-তানি (প্রতিষ্ঠিত) ভবন্তি। হৃদয়ম্ বৈ সম্রাট্ ! পরমম্ ব্রহ্ম। ন এনম্ হৃদয়ম্ জহাতি, সর্ব্বাণি এনম্ ভূতানি অভিক্ষরন্তি, দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি,—যঃ এবম্ বিদ্বান্ এতৎ উপাস্তে।' 'হস্তি+ঋষভম্ সহস্রম্ দদামি' ইতি হ উবাচ জনকঃ বৈদেহঃ'। 'সঃ হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ —'পিতা মে অমন্যত 'ন অননুশিষ্য হরেত' ইতি।"

'হৃদয়ই ব্রহ্ম'। যা। যেমন মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্য্যবান্ ব্যক্তি (জ্ঞানলাভ করিয়া) উপদেশ দেন, তেমনি শাকল্যও বলিয়াছেন—যে 'হৃদয়ই ব্রহ্ম'। যাহার হৃদয় নাই, তাহার কি আছে ? (কিন্তু) ইহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা (কি, তাহা) কি তিনি বলিয়াছেন ? জ। আমাকে বলেন নাই। যা। হে সম্রাট্ ! (তাহা হইলে) এই ব্রহ্ম একপাদ। জ। হে যাজ্ঞবল্ক্য ! আপনি (এ বিষয়ে) আমাদিগকে বলুন। যা। হৃদয়ই (ইহার আয়তন), আকাশই (ইহার) প্রতিষ্ঠা। 'ইহা স্থিতি' এই ভাবে ইহার উপাসনা করিতে হইবে। জ। 'স্থিতির প্রকৃতি কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট্ ! হৃদয়ই (স্থিততা)

হে সম্রাট! হৃদয়ই সর্ব্বভূতের আয়তন, হৃদয়ই সর্ব্বভূতের প্রতিষ্ঠা। হে সম্রাট! হৃদয়েই সর্ব্বভূত প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। হে সম্রাট! হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ জানিয়া ইহার উপাসনা করেন, হৃদয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না, সমুদায় ভূত (উপহার লইয়া) তাঁহার অভিমুখে গমন করে; তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট গমন করেন। জনক বৈদেহ বলিলেন—(এই উপদেশের জন্য) আমি হস্তিতুল্য বৃষভসহ সহস্র গাভী দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার পিতা মনে করিতেন 'সম্যক্ উপদেশ না দিয়া দান প্রতিগ্রহণ করিবে না'।

মন্তব্য

৪।১।৩। "উদঙ্ক শৌল্বায়ন"—তৈত্তিরীয় সংহিতাতে (৭।৪।৫।৪, ৭।৫।৪।২) ইহার একটী মতকে প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। 'অপিতত্র' ইত্যাদি অর্থান্তর এই—'যে স্থলে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য মানুষ সে দেশেও গমন করে।'

৪।১।৪। "বর্কুঃ বার্ষ্ণঃ" শতপথ ব্রাহ্মণে (১।১।১।১০) ইঁহার একটা মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪।১।৬। "সত্যকামঃ জাবালঃ"। সত্যকামের মাতার নাম জবালা, পিতার নাম মাতাও জানিত না। এই জন্য সন্তান "সত্যকাম জাবাল" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন (ছান্দোগ্য উঃ ৪।৪।১, ২)। গৌতম হারিদ্রুমত ইঁহার প্রথম গুরু। সত্যকাম গুরুর নিকট হইতে কি উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং শিষ্যগণকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে (৪।৫—৯; ৪।১৪—১৫; ৫।২)। জানকি আয়স্থূণ—নামক এক জন ঋষিও সত্যকামের এক জন গুরু (বৃহঃ উপঃ ৬।১১)। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩।৫।৩।১) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (৮।৭।৮) ইঁহার কথা পাওয়া যায়।

স্ত্রিয়ম্ অভিহার্য্যতে (বা অভিহার্যতে) কি প্রকারে 'অভিহার্যতে' পদ নিষ্পন্ন হইল ভাষ্যকারগণ কেহই তাহার বিচার করেন নাই। ব্যাখ্যা হইতে মনে হয়, ইহারা 'অভি+হৃ' হইতে [illegible]

পদটীকে সিদ্ধ করিয়াছেন। অভি+হৃ, নিচ্ কর্ম্মবাচ্যে অভিহার্যতে হইতে পারে। কিন্তু 'স্ত্রিয়ম্' দ্বিতীয়ার একবচন; এস্থলে হওয়া উচিত 'স্ত্রী' প্রথমার একবচন। কেহ 'স্ত্রিয়ম্' এর সহিত 'অভি'গ্রহণ করিয়াছেন কেহ বা 'স্ত্রিয়ম্' এর পরে 'প্রতি' উহ্য করিয়া লইয়াছেন। আমাদিগের মনে হয় 'অভিহার্যতে' কর্ত্তৃবাচ্য; 'অভি+হর্য্' হইতে এই পদ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা সাধারণতঃ পরস্মৈপদী, কিন্তু আত্মনেপদীতেও ইহার ব্যবহার আছে (যেমন অভিহর্যত, অথর্ব্ববেদ ৩।৩।১; হর্যমান—ঋগ্বেদ ১০।৯৬।১১, অথর্ব্ববেদ ২০।৩২।১ ইত্যাদি) 'অভি+হর্য' অর্থও কামনা করা বা প্রার্থনা।

৪.১।৭ "বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ ইহার বিষয়ে ৩।৯।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ - কূর্চ্চ-ব্রাহ্মণ—অভয়পদ

১। জনকো হ বৈদেহঃ কূর্চাদুপাবসর্পন্নুবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্যানু মা শাধীতি স হোবাচ যথা বৈ সম্রাণ্মহান্তমধ্বানমেষ্যন্ রথং বা নাবং বা সমাদদীতৈবমেবৈতাভিরুপনিষদ্ভিঃ সমাহিতাত্মাঽস্যেবং বৃন্দারক আঢ্যঃ সন্নধীতবেদ উক্তোপনিষৎক ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসীতি নাহং তদ্ভগবন্ বেদ যত্র গমিষ্যামীত্যথ বৈ তেঽহং তদ্বক্ষ্যামি যত্র গমিষ্যসীতি ব্রবীতু ভগবানিতি।

১। জনকঃ হ বৈদেহঃ কূর্চ্চাৎ (আসন হইতে) উপাবসর্পন্ (উপ+অব+সৃপ্, শতৃ, উত্থিত হইয়া) উবাচ—'নমঃ তে অস্তু, যাজ্ঞবল্ক্য! অনু (+শাধি) মা (আমাকে) শাধি (শাস্, লোট, ২।১; পাঃ ৬।৪।৩৫; অনু+, উপদেশ দিন) ইতি। সঃ হ উবাচ—'যথা

১। (তখন) জনক সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া বলিলেন—"হে যাজ্ঞবল্ক্য! আপনাকে নমস্কার; আমাকে উপদেশ প্রদান করুন্।"

২। ইন্ধো হ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ।

বৈ সম্রাট! মহান্তম্ অধ্বানম্ (দীর্ঘ পথ, ২।১) এষ্যন্ (ইষ্ স্যতৃ; যাইবার ইচ্ছা করিলে) রথম্ বা নাবম্ বা (নৌকা, ২।১) সমাদদীত (সম্ আ, দদীত; দা, বিধিলিং; সংগ্রহ করে), এবম্ এব এতাভিঃ উপনিষদ্ভিঃ (এই সমুদায় উপনিষৎ অর্থাৎ উপদেশ দ্বারা) সমাহিতাত্মা (সংযত চিত্ত) অসি। এবং বৃন্দারকঃ (পূজ্য; নেতা) আঢ্যঃ (ধনী) সন্ (হইয়া) অধীতবেদঃ (যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, ১।১) উক্ত+উপনিষৎকঃ (যাঁহার নিকট উপনিষৎ উক্ত হইয়াছে, ১।১) ইতঃ (এই পৃথিবী হইতে) বিমুচ্যমানঃ (বি, মুচ্ শানচ্; মুক্ত হইয়া) ক্ব (কোথায়) গমিষ্যসি?' ইতি। 'ন অহম্ তৎ ভগবন্! বেদ যত্র গমিষ্যামি' ইতি! 'অথ বৈ তে (আপনাকে) অহম্ তৎ বক্ষ্যামি (বলিব) যত্র গমিষ্যসি?' ইতি। ব্রবীতু (বলুন্) ভগবান্ (১।১) ইতি।

২। ইন্ধঃ (যাহা দীপ্তিবিশিষ্ট) হ বৈ নাম এষঃ যঃ অয়ম্ দক্ষিণে অক্ষন্ (বৈদিক = অক্ষণি, বা অক্ষি = চক্ষুতে) পুরুষঃ, তম্ বৈ এতম্

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'হে সম্রাট্! যেমন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার ইচ্ছা করিলে (মানুষ) রথ বা নৌকা সংগ্রহ করে, তেমনি এই সমুদায় উপনিষৎ দ্বারা আপনি সমাহিতাত্মা হইয়াছেন। আপনি বৃন্দারক ও আঢ্য; আপনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং আপনার নিকট উপনিষৎ উক্ত হইয়াছে। এ অবস্থায় এই পৃথিবী হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আপনি কোথায় গমন করিবেন?' জ। ভগবন্! আমি কোথায় গমন করিব, তাহা জানি না। যা। আপনি কোথায় গমন করিবেন, এখন তাহা আপনাকে বলিব। জ। ভগবন্! (তাহা আমাকে) বলুন্।

২। দক্ষিণ অক্ষিতে এই যে পুরুষ, ইহার নাম ইন্ধ। ইহার নাম

৩। অথৈতদ্বামেঽক্ষণি পুরুষরূপমেষাস্য পত্নী বিরাট্ তয়োরেষ সংস্তাবো য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশোঽথৈনয়োরেতদন্নং য এষোঽন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডোঽথৈনয়োরেতৎপ্রাবরণং যদেতদন্তর্হৃদয়ে জালকমিবাথৈনয়োরেষা সৃতিঃ সংচরণী যৈষা হৃদয়াদূর্ধ্বা নাড্যুচ্চরতি যথা কেশঃ সহস্রধা

(সেই তাহাকে) 'ইন্ধম্ সন্তম্ (ইন্ধ নাম ধারী হইলেও, ২।১) 'ইন্দ্রঃ' ইতি আচক্ষতে (আ, চক্ষ্ লট্ ১।৩ = লোকে বলিয়া থাকে) পরোক্ষেণ এব (পরঃ + অক্ষেণ, অব্যয় পরোক্ষ ভাবেই) ; পরোক্ষ প্রিয়াঃ ইব (যেন) হি দেবাঃ, প্রত্যক্ষদ্বিষঃ (যাহারা প্রত্যক্ষ সত্যকে দ্বেষ করে ; ১।৩)।

৩। অথ এতৎ বামে অক্ষণ্ (৪।২।১ দ্রঃ) পুরুষ রূপম্ (পুরুষ রূপ বিশিষ্ট), এষা অস্য পত্নী বিরাট্। তয়োঃ (তাহাদিগের দুই জনের) এষঃ সংস্তাবঃ (সম্মিলন স্থান = সম্মিলিত হইয়া স্তুতি করিবার স্থান, সম্ + স্তু, ঘঞ্, পাঃ ৩।৩।৩১) যঃ এষঃ অন্তঃহৃদয়ে আকাশঃ ; অথ এনয়োঃ (ইহাদিগের, ৬।২) এতৎ অন্নম্. যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে লোহিত পিণ্ডঃ। অথ এনয়োঃ এতৎ প্র + আবরণম্ (আচ্ছাদন), যৎ এতৎ অন্তঃ + হৃদয়ে জালকম্ ইব (জালের ন্যায় বস্তু)। অথ এনয়োঃ এষা সৃতিঃ সঞ্চরণী (সঞ্চরণ স্থান ; সৃতি = মার্গ, গতিসূচক সৃ ধাতু হইতে) যা এষা হৃদয়াৎ ঊর্দ্ধা নাড়ী উৎ + চরতি (উদ্গমন

ইন্ধ হইলেও, ইহাকে (লোকে) পরোক্ষভাবে ইন্দ্র বলে ; (কারণ) দেবগণ যেন পরোক্ষপ্রিয় এবং প্রত্যক্ষদ্বেষী।

৩। আর বাম অক্ষিতে পুরুষরূপী এই (যাহা দৃষ্ট হয়), ইহাই ইহার পত্নী বিরাট্। হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ, তাহাই ইহাদিগের মিলনস্থান। হৃদয়ের অভ্যন্তরে এই যে লোহিতপিণ্ড, ইহাই ইহাদিগের অন্ন। হৃদয়ের অভ্যন্তরে জালের ন্যায় এই যে বস্তু, ইহাই ইহাদিগের আবরণ। হৃদয় হইতে এই যে নাড়ী সমূহ ঊর্দ্ধদিকে গমন করিয়াছে ইহাই ইহাদিগের সঞ্চরণস্থান। কেশ সহস্র ভাগে বিভক্ত

ভিন্ন এবমস্যৈতা হিতা নাম নাড্যোহন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্ত্যেতাভির্বা এতদাস্রবদাস্রবতি তস্মাদেষ প্রবিবিক্তা-হারতর ইবৈব ভবত্যস্মাচ্ছারীরাদাত্মনঃ।

৪। তস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণা দক্ষিণা দিগ্দক্ষিণে প্রাণাঃ প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণা উদীচি দিগুদঞ্চঃ প্রাণা ঊর্ধ্বা দিগূর্ধ্বাঃ প্রাণা অবাচী দিগবাঞ্চঃ প্রাণাঃ সর্ব্বা দিশঃ

করে)। যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নঃ (বিভক্ত, ভিদ্ ধাতু), এবম্ অস্য এতাঃ হিতাঃ নাম নাড্যঃ (নাড়ী সমূহ) অন্তঃ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি। এতাভিঃ (এই সমুদায় দ্বারা) বৈ এতৎ (ইহা, অন্ন) আস্রবৎ (আ+স্রু, শতৃ=প্রবাহিত হইয়া) আস্রবতি (প্রবাহিত হয়)। তস্মাৎ এষঃ (এই; তৈজস আত্মা) প্রবিবিক্তাহারতর (প্রবিবিক্ত+আহার+তর; প্রবিবিক্ত=প্র, বি, বিচ্ ধাতু, সূক্ষ্ম; প্রবিবিক্ততর=সূক্ষ্মতর; প্রবিবিক্ততর আহার যাহার, তাহাকে বলা হয় প্রবিবিক্তা-হারতর; বৈদিক) ইব এব ভবতি, অস্মাৎ শারীরাৎ আত্মনঃ (শরীরী আত্মা হইতে)।

৪। তস্য (সেই তৈজস আত্মার) প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ, দক্ষিণা (স্ত্রীং) দিক্ দক্ষিণে (১।৩) প্রাণাঃ; প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ; উদীচী দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ; ঊর্দ্ধাঃ দিক্ ঊর্দ্ধাঃ প্রাণাঃ; অবাচী

হইলে যেমন (অতি সূক্ষ্ম হয়), এই ইহার হিতা নামক নাড়ীসমূহ (তেমনি অতি সূক্ষ্ম এবং ইহারা) হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই অন্ন (উদর হইতে) প্রবাহিত হইয়া (নাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং) এই সমুদায় নাড়ী দ্বারা প্রবাহিত হয়। এই জন্য এই (তৈজস আত্মা) এই শারীর আত্মা অপেক্ষা যেন সূক্ষ্মতর অন্নই ভোজন করে।

৪। ইহার পূর্ব্বদিক্ই পূর্ব্ব প্রাণ, দক্ষিণ দিক্ই দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিম দিক্ই পশ্চিম প্রাণ, উত্তর দিক্ই উত্তর প্রাণ, ঊর্দ্ধদিক্ই ঊর্দ্ধপ্রাণ, অধো-

সর্ব্বে প্রাণাঃ স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেঽশীর্যো নহি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স হোবাচ জনকো বৈদেহোঽভয়ং ত্বাগচ্ছতাদ্যাজ্ঞবল্ক্য যো নো ভগবন্নভয়ং বেদয়সে নমস্তেঽস্ত্বিমে বিদেহা অয়মহমস্মি ।

দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ, সর্ব্বাঃ দিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ। সঃ এষঃ 'নেতি' (ন + ইতি ; ইহা নয়) 'নেতি' আত্মা অগৃহ্যঃ ন হি গৃহ্যতে ; অশীর্য্যঃ ন হি শীর্য্যতে ; অসঙ্গঃ ন হি সজ্যতে ; অসিতঃ ন হি ব্যথতে, ন রিষ্যতি (৩।৯।২৬ টীকা দ্রঃ)। 'অভয়ম্ বৈ জনকঃ প্রাপ্তঃ অসি' ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। সঃ হ উবাচ জনকঃ বৈদেহঃ 'অভয়ম্ ত্বা (২।১, আপনাতে) গচ্ছতাৎ (গম্, লোট্ 'তু' স্থানে তাৎ, পাঃ ৭।১।৩৫, পদ পাঠে 'আগচ্ছতাৎ' ও হইতে পারে, গমন বা আগমন করুক), যঃ নঃ (আমাদিগকে) ভগবন্ অভয়ম্ বেদয়সে (অবগত করাইয়াছেন)। নমঃ তে অস্তু। ইমে বিদেহাঃ (বিদেহবাসিগণ কিংবা ; বিদেহ দেশ ১।৩ পাঃ ৪।২।৮১) অয়ম্ অহম্ (এই আমি) অস্মি (হই ; আপনার হইলাম ; দাস হইলাম)।

দিক্ই অধোগামী প্রাণ (এবং) সর্ব্ব দিক্ই সমুদায় প্রাণ (কিন্তু প্রকৃত পক্ষে) এই আত্মা 'নেতি' 'নেতি' ইহা নয় ইহা নয়—এইরূপ। ইহা অগ্রাহ্য, ইহাকে গ্রহণ করা যায় না, ইহা অশীর্য্য, ইহা শীর্ণ হয় না ; ইহা অসঙ্গ, ইহা কোন বস্তুতে আসক্ত হয় না ; ইহা অবদ্ধ, ইহা ব্যথিত হয় না এবং হিংসিত হয় না। হে জনক ! আপনি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন—যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকার বলিলেন। জনক বৈদেহ বলিলেন—'হে ভগবন্ ! আপনি আমাদিগকে অভয় প্রাপ্ত করাইয়াছেন, আপনিও অভয় প্রাপ্ত হউন্। আপনাকে নমস্কার। এই বিদেহবাসিগণ এবং এই আমি—আপনার (দাস) হইলাম।'

মন্তব্য

৪।২।১। যখন জনক বুঝিতে পারিলেন যাজ্ঞবল্ক্য সত্য সত্যই ব্রহ্মজ্ঞ, তখন আর তিনি স্ব আসনে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তখন প্রকৃত শিক্ষার্থীর ন্যায় আসন হইতে উত্থিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্কার করিলেন এবং তৎপরে উপদেশপ্রার্থী হইলেন। পূর্ব্বে জনক ঋষিকে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন—এখন 'ভগবান্' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে বলিয়াছিলেন 'আমাদিগকে বলুন্' (নঃ ব্রূহি), এখন বলিলেন—'আমাকে উপদেশ দিন্' (অনু মা শাধি)।

৪।২।৪। (ক) প্রাচী, প্রাঞ্চঃ—প্র + অঞ্চ ধাতু হইতে প্রাঞ্চ্ শব্দ ; যে পূর্ব্বদিকে গমন করে। অঞ্চ্ ধাতুর অর্থ গমন করা, স্ত্রী° ১।৩ প্রাচী, পুং ১।৩ প্রাঞ্চঃ। (খ) প্রতীচী, প্রত্যঞ্চঃ, প্রত্যঞ্চ্ শব্দ, প্রতি + অঞ্চ ধাতু হইতে, যে পশ্চিম দিকে গমন করে ; স্ত্রী° ১।১ প্রতীচী, পুং ১।৩ প্রত্যঞ্চঃ। (গ) উদীচী, উদঞ্চঃ—উদঞ্চ্ শব্দ, উৎ + অঞ্চ্ হইতে, যে উত্তর দিকে গমন করে, স্ত্রী ১।১ উদীচী, পুং ১।৩ উদঞ্চঃ। (ঘ) অবাচী, অবাঞ্চঃ—অবাঞ্চ্ শব্দ অব + অঞ্চ্ হইতে, যে অধোদিকে গমন করে, স্ত্রীং ১।১ অবাচী, পুং ১।৩ অবাঞ্চঃ।

চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ—আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ—মোক্ষ—ব্রহ্মানন্দ

১। জনকং হ বৈদেহং যাজ্ঞবল্ক্যো জগাম স মেনে ন বদিষ্য ইত্যথ হ যজ্জনকশ্চ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চাগ্নিহোত্রে সমূদাতে তস্মৈ হ যাজ্ঞবল্ক্যো বরং দদৌ স হ কামপ্রশ্নমেব বব্রে তং হাস্মৈ দদৌ তং হ সম্রাডেব পূর্ব্বং পপ্রচ্ছ।

১। জনকম্ হ বৈদেহম্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ জগামঃ। সঃ মেনে (মন্ ধাতু,

১। যাজ্ঞবল্ক্য (এক সময়ে) বৈদেহ জনকের নিকট গমন করিয়া-

২। যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি আদিত্য-জ্যোতিঃ সম্রাড়িতি হোবাচাদিত্যেনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য।

স্থির করিয়াছিলেন) 'ন বদিষ্যে' (বলিব) ইতি। অথ হ যৎ (যখন) জনকঃ চ বৈদেহঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ চ অগ্নিহোত্রে (অগ্নিহোত্র বিষয়ে) সমূদাতে (সম্+বদ্ লিট্ আত্মনে, আতে ; পাঃ ১।৩।৪৮ , আলোচনা করিয়াছিলেন) তস্মৈ (জনককে) হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ বরম্ দদৌ (দিয়াছিলেন) , সঃ জনকঃ হ কামপ্রশ্নম্ (নিজ ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন, ২।১) বব্রে (বৃ, লিট, প্রার্থনা করিয়াছিলেন)।—তম্ (সেই বর ২।১) হ অস্মৈ (জনককে) দদৌ। তম্ (যাজ্ঞবল্ক্যকে) হ সম্রাট এব পূর্ব্বম্ (প্রথমে) পপ্রচ্ছ (প্রশ্ন করিয়াছিলেন)।

২। 'যাজ্ঞবল্ক্য ! কিম্+জ্যোতিঃ (কি প্রকার জ্যোতির্বিশিষ্ট) অয়ম্ পুরুষঃ' ইতি। আদিত্য-জ্যোতিঃ (আদিত্য যাহার জ্যোতিঃ) সম্রাট্। ইতি হ উবাচ—'আদিত্যেন (+জ্যোতিষা = আদিত্যরূপ (জ্যোতিদ্বারা) এব অযম্ (এই পুরুষ) জ্যোতিষা (জ্যোতিঃ দ্বারা) আস্তে (আস্, উপবেশন করে), পল্যয়তে (পরি+অয়, পাঃ ৮।২।১৯ ; পরিভ্রমণ করে), কর্ম্ম কুরুতে, বিপল্যেতি (বি+পরি+ই লট্ প্রত্যাগমন করে), ইতি। 'এবম্ এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য।'

ছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন 'আমি (কিছু) বলিবনা।' (কিন্তু) পূর্ব্বে জনক বৈদেহ ও যাজ্ঞবল্ক্য এতদুভয়ের মধ্যে অগ্নিহোত্র বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। তখন যাজ্ঞবল্ক্য জনককে এক বর দিয়াছিলেন। 'স্বেচ্ছানুসারে প্রশ্ন করিতে পারিবেন'—জনক এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য সেই বর প্রদান করিয়াছিলেন। (এই জন্য এখন) সম্রাট্ই প্রথমে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

২। জ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য ! এই পুরুষের জ্যোতি কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট্ ! আদিত্যই ইহার জ্যোতি। আদিত্যরূপ জ্যোতি-দ্বারাই পুরুষ উপবেশন করে, গমন করে, কর্ম্ম করে ও প্রত্যাগমন করে, জ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য ! ইহা এই প্রকারই।

৩। অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি চন্দ্রমা এবাস্য জ্যোতির্ভবতীতি চন্দ্রমসৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্‌-যাজ্ঞবল্ক্য।

৪। অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে কিং-জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যগ্নিরেবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যগ্নিনৈ-বায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমে-বৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য।

৩। 'অস্তমিতে (অস্তম্—ইতে = অস্তগত হইলে , ইতে – ই + ক্ত ৭।১) যাজ্ঞবল্ক্য ! কিম্ + জ্যোতিঃ এব অয়ম্ পুরুষঃ?' ইতি 'চন্দ্রমাঃ এব অস্য জ্যোতিঃ ভবতি' ইতি। চন্দ্রমসা (+ জ্যোতিষা = চন্দ্রমারূপ জ্যোতিঃ দ্বারা) এবম্ অয়ম্ জ্যোতিষা (জ্যোতিঃ দ্বারা) আস্তে, পল্যযতে, কর্ম্ম কুরুতে, বিপল্যেতি' ইতি। 'এবম্ এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য !' (৪।৩।২ দ্রঃ)।

৪। অস্তমিতে আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য ! চন্দ্রমসি অস্তমিতে (চন্দ্রমা অস্তগত হইলে), কিম্ + জ্যোতিঃ এব অয়ম্ পুরুষঃ ?' ইতি। 'অগ্নিঃ এব অস্য জ্যোতিঃ ভবতি' ইতি। অগ্নিনা (+ জ্যোতিষা = অগ্নিরূপ জ্যোতিঃ দ্বারা) এব অয়ম্ জ্যোতিষা (জ্যোতিঃ দ্বারা) আস্তে, পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে, বিপল্যেতি' ইতি। 'এবম্ এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য' ইতি। (৪।৩।২ দ্রঃ)।

৩। জ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য ! সূর্য্য অস্তমিত হইলে পুরুষের কি জ্যোতিঃ ? যা।—তখন চন্দ্রমাই ইহার জ্যোতিঃ হয়। চন্দ্ররূপ জ্যোতিঃ দ্বারাই পুরুষ উপবেশন করে, গমন করে, কর্ম্ম করে ও প্রত্যাগমন করে। হে যাজ্ঞবল্ক্য ! ইহা এই প্রকারই। (৪।৩।২ দ্রঃ)

৪। হে যাজ্ঞবল্ক্য ! সূর্য্য অস্তমিত হইলে এবং চন্দ্র অস্তমিত হইলে এই পুরুষের কি জ্যোতিঃ ? যা।—তখন অগ্নিই ইহার জ্যোতিঃ হয়। অগ্নিরূপ জ্যোতিঃ দ্বারা পুরুষ উপবেশন করে, গমন করে, কর্ম্ম করে এবং প্রত্যাগমন করে। জ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য ! ইহা এই প্রকারই।

৫। অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তে-ঽগ্নৌ কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতীতি বাচৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি তস্মাদ্বৈ সম্রাডপি যত্র স্বঃ পাণির্ন বিনির্জ্ঞায়তেঽথ যত্র বাগুচ্চরত্যুপৈব তত্র ন্যেতীতেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য।

৬। অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তে-ঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি।

৫। 'অস্তমিতে আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য! চন্দ্রমসি অস্তমিতে (চন্দ্রমা অস্তগত হইলে) শান্তে অগ্নৌ (অগ্নি শান্ত অর্থাৎ নির্ব্বাপিত হইলে) কিম্+জ্যোতিঃ এব অযম্ পুরুষঃ?' ইতি। 'বাক্ এব অস্য জ্যোতিঃ ভবতি। বাচা (+জ্যোতিষা=বাক্যরূপ জ্যোতি দ্বারা) এবম্ অয়ম্ জ্যোতিষা (জ্যোতিঃ দ্বারা) আস্তে, পল্যয়তে, কর্ম্ম কুরুতে, বিপল্যেতি' ইতি। তস্মাৎ (সেই জন্য) বৈ সম্রাট্! অপি যত্র স্বঃ (৪।৩২ দ্রঃ) পাণিঃ (নিজের হস্ত) ন বিনির্জ্ঞায়তে (বি+নিঃ+জ্ঞা; জানা যায়), অথ যত্র বাক্ উচ্চরতি (উত্থিত হয়), উপ (+ন্যেতি=উপনীত হয়), এব তত্র ন্যেতি (নি+এতি, ই ধাতু; গমন করে)।

৬। 'অস্তমিতে আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য! চন্দ্রমসি অস্তমিতে, শান্তে

৫। জ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য! আদিত্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, এই পুরুষের কি জ্যোতিঃ হয়। যা। বাক্যই তখন ইহার জ্যোতিঃ হয়। বাক্যরূপ জ্যোতিঃ দ্বারা পুরুষ উপবেশন করে, কর্ম্মকরে, এবং প্রত্যাগমন করে। সেই জন্য যখন নিজের হস্তও দেখা যায় না, তখন যে দিকে বাক্য উচ্চারিত হয়, লোকে সেই দিকেই গমন করে। জ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য! ইহা এই প্রকারই।

৬। হে যাজ্ঞবল্ক্য! আদিত্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্র অস্তমিত

৭। কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসংচরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব স হি স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি।

অগ্নৌ, শান্তায়াম্ বাচি (বাক নিবস্ত হইলে, শান্তা, ৭।১) কিম্+জ্যোতিঃ এব অয়ম্ পুরুষঃ ? ইতি 'আত্মা এব অস্য জ্যোতিঃ ভবতি ইতি। আত্মনা (+জ্যোতিষা – আত্মরূপ জ্যোতিঃ দ্বারা) এব অয়ম জ্যোতিষা আস্তে, পল্যযতে, কর্ম্ম কুরুতে, বিপল্যেতি ইতি। (৪।৩।২ দ্রঃ)

৭। কতমঃ (ইহাদিগের মধ্যে কে) আত্মা' ইতি। যঃ অয়ম বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্ (প্রাণসমূহের মধ্যে) হৃদি (হৃদ্পিণ্ডে) অন্তঃ (অভ্যন্তরস্থ) জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃস্বরূপ) পুরুষঃ। সঃ সমানঃ সন (একই থাকিযা) উভৌ লোকৌ (এই উভয় লোক ২।২ , ইহলোক ও পরলোক, জাগ্রৎ অবস্থায় ইহলোক সুষুপ্ত অবস্থায় পরলোক) অনুসম্+চরতি (সঞ্চরণ করে)। ধ্যাযতি ইব (যেন ধ্যান করিতেছে। লেলায়তি (যেন ক্রীডা করিতেছে , লেলায় 'লেলা' শব্দ হইতে নাম ধাতু কিম্বা লী ধাতুর উত্তর যঙ্ করিয়া 'লেলায' । সঃ হি স্বপ্নঃ ভূত্বা (হইযা) ইমম্ লোকম্ (এই লোককে) অতিক্রামতি (অতিক্রম করে , ক্রম্ ধাতু পাঃ ৭।৩।৭৬) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) রূপাণি (রূপ সমূহকে)।

হইলে, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, বাক্য নিবস্ত হইলে এই পুরুষের কি জ্যোতিঃ হয় ? যা—(তখন) আত্মাই পুরুষের জ্যোতিঃ হয়। আত্মরূপ জ্যোতিঃ দ্বারাই পুরুষ উপবেশন করে, গমন করে এবং প্রত্যাগমন করে।

৭। [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন]—'ইহাদের মধ্যে আত্মা কে ?' [উত্তর—] এই প্রাণসমূহের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, যিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃপুরুষ (তিনিই আত্মা)। তিনি এক থাকিয়া উভয় লোকেই বিচরণ করেন—তিনি যেন ধ্যান করেন, তিনি যেন ক্রীড়া করেন। স্বপ্ন হইয়া (অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায়) তিনি ইহলোক এবং মৃত্যুময় রূপসমূহকে অতিক্রম করেন।

৮। স বা অযং পুরুষো জাযমানঃ শরীরমভিসংপদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ ম্রিযমাণঃ পাপ্মনো বিজহাতি।

৯। তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদং চ পরলোকস্থানং চ সংধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদং চ পরলোকস্থানং চ অথ যথাক্রমোঽযং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যোভয়ান্ পাপ্মন আনন্দাংশ্চ পশ্যতি স যত্র প্রস্বপিত্যস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায স্বযং বিহত্য স্বয নির্ম্মায স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রাযং পুরুষঃ স্বযংজ্যোতি র্ভবতি।

৮। সঃ বৈ অয়ম পুরুষঃ জাযমানঃ (উৎপন্ন হইযা) শরীরম অভি+সম+পদ্যমানঃ (লাভ করিয়া) পাপ্মভিঃ (পাপ সমূহের সহিত পাপ্মান্ শব্দ) সংসৃজ্যতে (সম্+সৃজ, সংযুক্ত হয) । সঃ উৎক্রামন্ (উৎক্রান্ত হইযা) ম্রিয়মাণঃ (ম+শানচ মরিযা) পাপ্মনঃ (পাপ সমূহকে) বিজহাতি (ত্যাগ করে)।

৯। তস্য বৈ এতস্য (সেই এই, ৬।১) পুরুষস্য দ্বে (দুই) এব স্থানে (১।২) ভবতঃ (হয়)—ইদম্ চ (এই লোক), পরলোকস্থানম্ চ (পরলোকরূপ স্থান), সন্ধ্যম (সন্ধ্য, ক্লী° ১।১, সন্ধিস্থল) তৃতীয়ম স্বপ্নস্থানম্। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে (সন্ধিস্থানে) তিষ্ঠন্ (অবস্থান করিয়া) এতে উভে স্থানে (২।২, এই উভয স্থানকে) পশ্যতি (দেখে)—ইদম্ চ, পরলোক স্থানম্ চ। অথ যথা ক্রমঃ (যথা+

৮। এই পুরুষ জন্মলাভ করিযা শরীর লাভ করিলে পাপের সহিত সংসৃষ্ট হন। যখন ইনি উৎক্রমণ করেন এবং মৃত হন, তখন পাপ সমূহকে পরিত্যাগ করেন।

৯। সেই এই পুরুষের দুই স্থান—ইহলোক এবং পরলোক। ইহাদিগের সন্ধি (অর্থাৎ) স্বপ্নস্থানই তৃতীয় (স্থান)। সেই সন্ধি

১০। ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে স হি কর্ত্তা।

আক্রমঃ =যে প্রকার আশ্রয়যুক্ত হইয়া, আক্রম=অবলম্বন) অয়ম্ পরলোক স্থানে ভবতি, তম্ আক্রমম্ (সেই আশ্রয়কে আক্রম্য (অবলম্বন করিয়া) উভয়ান্ (উভয়কে)—পাপ্মনঃ (পাপসমূহকে) আনন্দান চ (আনন্দসমূহকে) পশ্যতি। সঃ যত্র (যখন যে অবস্থায়) প্র+স্বপিতি (স্বপ্, লট্ তি পাঃ ৭।২।৭৬; প্রসুপ্ত হয়), অস্য লোকস্য (এই লোকের) সর্ব্বাবতঃ (সর্ব্বভূতযুক্ত) মাত্রাম (উপাদান সমূহকে) অপ+আদায় (আ+দা, ধাতু, গ্রহণ করিয়া) স্বয়ম্ বিহত্য (বি+হন্; বিনাশ করিয়া) স্বয়ম্ নির্ম্মায় (নির্ম্মাণ করিয়া) স্বেন ভাসা (স্বীয় দীপ্তিদ্বারা; ভাস্ ৩।১) স্বেন জ্যোতিষা (স্বীয় জ্যোতিঃদ্বারা প্রস্বপিতি। অত্র (এই অবস্থায়) অয়ম্ পুরুষঃ স্বয়ম্+জ্যোতিঃ ভবতি।

১০। ন তত্র রথাঃ, ন রথযোগাঃ (রথে যাহাদিগকে যুক্ত করা হয়; অশ্বাদি), ন পন্থানঃ (পথসমূহ) ভবন্তি, অথ রথান্ (২।৩) রথযোগান্ (২।৩), পথঃ (২।৩) সৃজতে (সৃষ্টিকরে)।

স্থানে অবস্থান করিয়া (এই পুরুষ) এই লোক এবং পরলোক এই উভয় লোকই দর্শন করেন। যে প্রকার আশ্রয় অবলম্বন করিয়া তিনি পরলোক স্থানে গমন করেন, সেই আশ্রয় অবলম্বন করিয়াই পাপ ও আনন্দ এই উভয়কেই দর্শন করেন। তিনি যখন প্রসুপ্ত হয়েন তখন সর্ব্বভূত-যুক্ত এই লোকের উপাদানসমূহ গ্রহণ করিয়া, (এই সমুদায়কে) স্বয়ং বিনাশ করিয়া, (নূতন জগৎ) স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় জ্যোতিঃ দ্বারা স্বপ্ন দর্শন করেন। এই অবস্থায় এই আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ রূপে বর্ত্তমান থাকেন।

১০। সেই স্থলে রথ নাই, রথের বাহনাদি নাই, এবং পথ নাই; তখন (এই আত্মা সেই স্থলে) রথ, রথের বাহনাদি এবং পথ সৃষ্টি

১১। তদেতে শ্লোকা ভবন্তি। স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি। শুক্রমাদায় পুনরৈতি স্থানং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ।

ন তত্র আনন্দাঃ মুদঃ (মুদ, ১।৩, হর্ষ) প্রমুদঃ (প্রমোদ) ভবন্তি, অথ আনন্দান মুদঃ (২।৩) প্রমুদঃ (২।৩) সৃজতে। ন তত্র বেশান্তাঃ (বেশন্ত পুং ১।৩, ক্ষুদ্র জলাশয়—) পুষ্করিণ্যঃ (১।৩) স্রবন্ত্যঃ স্রবন্তী, ১।৩, স্রু, শতৃ, স্ত্রী°, নদীসমূহ) ভবন্তি, অথ বেশান্তান্ (২।৩, পুষ্করিণীঃ (২।৩, পুষ্করিণী সমূহকে) স্রবন্তীঃ (২।৩, নদীসমূহকে) সৃজতে। সঃ হি কর্ত্তা।

১১। তৎ (সেই বিষয়ে) এতে শ্লোকাঃ (এই সমুদায় শ্লোক) ভবন্তি (হয়) :—স্বপ্নেন (নিদ্রা দ্বারা, 'স্বপ্ন' শব্দের মৌলিক অর্থ 'নিদ্রা') শারীরম্ (শরীরস্থ আত্মাকে) অভি+প্র+হত্য (নিশ্চেষ্ট করিয়া, অভি+প্র+হন্) অসুপ্তঃ (সুপ্ত না হইয়া) সুপ্তান (সুপ্ত ইন্দ্রিয়গণকে) অভিচাকশীতি (বৈদিক অভিচাকশীতি অভি+কাশ্, যঙ লুক, লট তি, ৭।৩।৯৪ বৈদিক, বার বার দর্শন করে), শুক্রম্ (শুদ্ধ-জ্যোতিকে) আদায় (গ্রহণ করিয়া) পুনঃ ঐতি (আ+এতি, ই ধাতু ; আগমন করে) স্থানম্ (জাগরিত স্থানে) হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ (এক পক্ষী)। (ক)

করেন। সে স্থলে আনন্দ, মোদ এবং প্রমোদ নাই, তখন (আত্মাই) আনন্দ মোদ ও প্রমোদ সৃষ্টি করেন। সে স্থলে বেশান্ত, পুষ্করিণী বা নদী নাই, তখন (আত্মাই) বেশান্ত, পুষ্করিণী ও নদী সৃষ্টি করেন। তিনিই কর্ত্তা।

১১। এই বিষয়ে এই সমুদায় শ্লোক আছে :—নিদ্রাদ্বারা শরীরকে নিশ্চেষ্ট করিয়া, নিজে সুপ্ত না হইয়া (সেই পুরুষ) সুপ্ত ইন্দ্রিয়গণকে দর্শন করেন। এই হিরণ্ময় পুরুষ—এই একপক্ষী—শুদ্ধ জ্যোতিঃ গ্রহণ করিয়া (অর্থাৎ শুদ্ধ জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া পুনর্ব্বার (জাগরিত) স্থানে আগমন করেন।

১২। প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা। স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ।

১৩। স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহূনি। উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো জক্ষদুতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্।

(১২) প্রাণেন (প্রাণদ্বারা) রক্ষন্ (রক্ষা করিয়া) অবরম্ (নিকৃষ্ট, ২।১) কুলায়ম্ (নীড়কে, দেহকে) বহিঃ (বহির্ভাগে) কুলায়াৎ (কুলায় হইতে) অমৃতঃ (অমৃতস্বরূপ) চরিত্বা (বিচরণ করিয়া) সঃ ঈয়তে (ই কিংবা 'ঈ' ধাতু, পাঃ ৭৪।২৫; গমন করেন) অমৃতঃ যত্রকামম্ (যেখানে কামনা সেই স্থলে) হিরণ্ময়ঃ একহংসঃ। (খ)

১৩। স্বপ্নান্তে (স্বপ্নস্থানে) উচ্চ+অবচম্ (উচ্চ ও নিম্ন; অবচম্ = নিম্ন) ঈয়মানঃ (ঈ, শানচ্ = প্রাপ্ত হইয়া) রূপাণি (বহুনি; = বহু প্রকার রূপ, ২।৩) দেবঃ (দেবতা হইয়া) কুরুতে (করে) বহূনি, (২।৩) উত ইব (যেন) স্ত্রীভিঃ সহ (স্ত্রীলোকের সহিত) মোদমানঃ (আমোদ করিয়া) জক্ষৎ (জক্ষ্+শতৃ, পুং পাঃ ৭।১।৭৮) উত ইব অপি ভয়ানি পশ্যন্ (দেখিয়া) (গ)।

১২। সেই অমৃতস্বরূপ প্রাণদ্বারা (শরীররূপ) অবর কুলায়কে রক্ষা করিয়া, নিজে কুলায়ের বহির্ভাগে গমন করেন। সেই হিরণ্ময় পুরুষ, (সেই) একহংস— (সেই) অমৃতস্বরূপ যথেচ্ছ বিচরণ করেন।

১৩। স্বপ্নাবস্থায় মানবাত্মারূপী সেই দেবতা ঊর্দ্ধে ও অধোতে গমন করিয়া বহুরূপ সৃষ্টি করেন; কখন যেন স্ত্রীলোকের সহিত আমোদ করেন এবং আহার (বা হাস্য) করেন, কখনও বা যেন ভয়ের কারণ দর্শন করেন।

১৪। আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চনেতি তন্নায়তং বোধয়েদিত্যাহুঃ। দুর্ভিষজ্যং হাস্মৈ ভবতি যমেষ ন প্রতিপদ্যতেঽথো খল্বাহুর্জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি যানি হ্যেব জাগ্রৎপশ্যতি তানি সুপ্ত ইত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায় ব্রূহীতি।

১৪। আবামম্ (ক্রীড়াস্থলকে) অস্য পশ্যন্তি (দর্শন করে) ন তম্ (তাহাকে) পশ্যতি কঃ চন (কেহ) ইতি (ঘ)। তম্ (সুষুপ্ত ব্যক্তিকে) ন আয়তম্ (আ+যম্+ক্ত, সহসা) বোধয়েৎ (জাগ্রৎ করিবে) ইতি আহুঃ (বলিয়া থাকে)। দুর্ভিষজ্যম্ (দুঃ+ভিষজ্, যণ্ – দুশ্চিকিৎস্য) হ অস্মৈ (ইহার বিষয়ে) ভবতি, যম্ (যাহাকে, যে দেহকে এষঃ (এই আত্মা) ন প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়)। অথ উ খলু আহুঃ 'জাগরিত দেশঃ এব অস্য এষঃ (স্বপ্নদেশ)' ইতি। 'যানি (যাহা, ২।৩) হি এব জাগ্রৎ (জাগ্রৎ থাকিয়া) পশ্যতি, তানি (তাহা, ২।৩) সুপ্তঃ (সুপ্ত হইযা)' ইতি। 'অত্র (এই স্থলে) অয়ম পুরুষঃ স্বয়ম্+জ্যোতিঃ ভবতি'। 'সঃ অহম্ ভগবতে (ভগবান্‌কে) সহস্রম্ দদামি (দিতেছি)। অতঃ (ইহা অপেক্ষা) ঊর্দ্ধম্ (আরও; কিংবা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্ব) বিমোক্ষায় ব্রূহি (বলুন্)' ইতি।

১৪। লোকে তাহার ক্রীড়াস্থল দর্শন করে, কিন্তু তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না। লোকে বলিয়া থাকে 'সুষুপ্তব্যক্তিকে হঠাৎ জাগ্রৎ করিবে না, কারণ আত্মা (ঐ সময়ে) যে দেহে প্রত্যাগমন না করিবে, সেই (দেহ) দুশ্চিকিৎস্য হইবে'। কেহ কেহ (এ বিষয়ে) বলেন— "এই (স্বপ্নদেশ) জাগরিত দেশই। (কারণ) জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখেন সুপ্ত হইয়াও তাহাই দেখেন'। (কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে) এই অবস্থায় এই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ রূপে বিরাজ করেন।

১৫। স বা এষ এতস্মিন্ সংপ্রসাদে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যা দ্রবতি স্বপ্নায়ৈব স যত্তত্র কিংচিৎপশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি।

১৫। 'সঃ বৈ এষঃ এতস্মিন্ সম্+প্রসাদে (প্রসাদগুণযুক্ত সুষুপ্ত অবস্থায় প্রসাদ=প্রসন্ন ভাব) রত্বা (রম্ ধাতু পাঃ ৬।৪।৩৭, আরাম লাভ করিয়া) চরিত্বা (বিচরণ করিয়া) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) এব পুণ্যম চ পাপম্ চ, পুনঃ প্রতিন্যায়ম্ (যে ভাবে আগমন করিয়াছিল, বিপরীত ক্রমে সেই ভাবে প্রত্যাগমন করিয়া, ন্যায=নি+আয়, নি+ই, ঘঞ্= নিশ্চিত আগমন) প্রতি যোনি (যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল, সেই স্থানে; যোনি=উৎপত্তি স্থান বা আশ্রয়স্থল) আদ্রবতি (আ. দ্রু. ধাবিত হয়) স্বপ্নায় (স্বপ্নস্থানের জন্য, 'স্বপ্ন' শব্দের মৌলিক অর্থ 'নিদ্রা') এব'। সঃ যৎ (যাহা, তত্র (সেই স্বপ্নস্থানে) কিম্-চিৎ (কিন্তু) পশ্যতি (দেখে) অনন্বাগতঃ (অন্+অনু+আগত=অনাসক্ত) তেন (তাহার সহিত) ভবতি; অসঙ্গঃ হি অয়ম্ পুরুষঃ' ইতি। 'এবম্ এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য। সঃ অহম্ ভগবতে (৪.১) সহস্রম্ দদামি। অতঃ ঊর্দ্ধম্ বিমোক্ষায় এব ব্রূহি' ইতি (৪।৩।১৪দ্রঃ)।

ত। (এই উপদেশের জন্য) ভগবান্‌কে আমি সহস্র (গাভী) দান করিতেছি। আমার মুক্তির জন্য আরও বলুন্ (কিংবা আরও উচ্চ তত্ত্ব বলুন্।

১৫। সেই পুরুষ এই প্রসাদগুণযুক্ত অবস্থায় আরামলাভ করিয়া, বিচরণ করিয়া, পুণ্যপাপ দর্শন করিয়া যথাগত পথে প্রতিলোম ক্রমে যথাস্থানে (অর্থাৎ নিদ্রাস্থানে) স্বপ্ন দর্শন করিবার জন্য গমন করেন।

১৬। স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিয়োন্যা দ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব স যত্তত্র কিংচিৎপশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য সোহহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উর্ধ্বং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি।

১৬। 'সঃ বৈ এষঃ এতস্মিন্ স্বপ্নে (এই স্বপ্নাবস্থায়) রত্বা, চরিত্বা, দৃষ্ট্বা এব পুণ্যম্ চ পাপম্ চ, পুনঃ প্রতিন্যায়ম্ প্রতি যোনি আদ্রবতি বুদ্ধান্তায় (জাগ্রৎ অবস্থার জন্য) এব। সঃ যৎ তত্র কিম্+চিৎ পশ্যতি, অনন্বাগতঃ তেন ভবতি, অসঙ্গঃ হি অয়ম্ পুরুষঃ' ইতি। (৪।৩।১৫ দ্রঃ) 'এবম্ এব এতৎ যাজ্ঞবল্ক্য! সঃ অহম্ ভগবতে সহস্রম্ দদামি। অতঃ উর্দ্ধম্ বিমোক্ষায় এব ব্রূহি' ইতি। (৪।৩।১৪ দ্রঃ)

সেই স্থলে তিনি যাহা দর্শন করেন, তাহাতে তিনি আসক্ত হন না। কারণ এই পুরুষ অসঙ্গ। জ। হে যাজ্ঞবল্ক্য! ইহা এই প্রকারই। আমি (এই উপদেশের জন্য) ভগবান্‌কে সহস্র (গাভী) দান করিতেছি। (আমার) বিমুক্তির জন্য আরও বলুন্ (কিংবা আরও উচ্চতত্ত্ব বলুন্।

১৬। যা। এই পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় আরাম লাভ করিয়া বিচরণ করিয়া, এবং পুণ্যপাপ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার (প্রতিলোমক্রমে) যথাগত পথে উৎপত্তি স্থানে (অর্থাৎ জাগরিতস্থানে) জাগ্রৎ অবস্থা লাভের জন্যই আগমন করেন। সেই স্বপ্নস্থানে তিনি যাহা দর্শন করেন, তাহাতে তিনি আসক্ত হন না; কারণ এই পুরুষ অসঙ্গ। জ। হে যাজ্ঞবল্ক্য! ইহা এই প্রকারই। আমি (এই উপদেশের জন্য) ভগবান্‌কে সহস্র (গাভী) দান করিতেছি। (আমার) বিমুক্তির জন্য আরও (কিংবা আরও উচ্চতত্ত্ব) বলুন্।

১৭। স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যা দ্রবতি স্বপ্নান্তায়ৈব।

১৮। তদ্যথা মহামৎস্য উভে কূলে অনুসংচরতি পূর্বং চাপরং চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসংচরতি স্বপ্নান্তং চ বুদ্ধান্তং চ।

১৯। তদ্যথাস্মিন্নাকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সল্লয়ায়ৈব ধ্রিয়ত এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মা অন্তায় ধাবতি যত্র সুপ্তো ন কংচন কামং কাময়তে ন কংচন স্বপ্নং পশ্যতি।

১৭। সঃ বৈ এষঃ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে (বুদ্ধ+অন্তে; জাগরিত অবস্থায়) রত্বা, চরিত্বা, দৃষ্ট্বা এব পুণ্যম্ চ পাপম্ চ, পুনঃ প্রতিন্যায়ম্ প্রতিযোনি আদ্রবতি স্বপ্নান্তায় (স্বপ্নস্থানের জন্য) এব (৪।৩।১৪,১৫ দ্রঃ)।

১৮। তৎ+যথা (যেমন, ১।৩।৭ মন্তব্য দ্রঃ) মহামৎস্যঃ উভে কূলে (২।২) অনুসঞ্চরতি (বিচরণ করে) পূর্ব্বম্ চ (পূর্ব্বপার, এই পার), অপরম্ চ (ঐ পার), এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ এতৌ উভৌ অন্তৌ (এই উভয় অবস্থায়; ২।২) অনুসঞ্চরতি—স্বপ্নান্তম্ চ, বুদ্ধান্তম্ চ।

১৯। তৎ+যথা (যেমন; ১।৩।৭ মন্তব্য দ্রঃ) অস্মিন্ আকাশে

১৭। এই আত্মা এই জাগরিত অবস্থায় আরাম লাভ করিয়া, বিচরণ করিয়া, এবং পুণ্যপাপ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার (প্রতিলোমক্রমে) যথাগত পথে উৎপত্তিস্থানে (অর্থাৎ স্বপ্নস্থানে) স্বপ্ন দর্শন করিবার জন্যই আগমন করেন।

১৮। মহামৎস্য যেমন নদীর ঐ পার এবং এই পার এই উভয় পারেই বিচরণ করে, তেমনি এই পুরুষ স্বপ্নাবস্থা এবং জাগরিত অবস্থা এই উভয় অবস্থাতেই বিচরণ করেন।

১৯। যেমন শ্যেন বা সুপর্ণ পক্ষী এই আকাশে বিচরণ করিয়া

২০। তা বা অস্যৈতা হিতা নাম নাড্যো যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নস্তাবতাঽণিম্না তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণা অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্তমিব পততি যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি তদত্রাবিদ্যয়া মন্যতেঽথ যত্র দেব ইব রাজেবাহমেবেদং সর্বোঽস্মীতি মন্যতে সোঽস্য পরমো লোকঃ।

শ্যেনঃ বা সুপর্ণঃ (সুপর্ণ নামক পক্ষী কিংবা কোন দ্রুতগামী পক্ষী, পর্ণ = পক্ষ, সু + পর্ণ = সুন্দর পক্ষ বিশিষ্ট), বিপরিপত্য (বি, পরি, পৎ ল্যপ্ = বিচরণ করিয়া) শ্রান্তঃ (শ্রান্ত হইয়া) সংহত্য (সম্ + হন্ ল্যপ্ ; সঙ্কোচ করিয়া) পক্ষৌ (পক্ষদ্বয়কে), সল্লয়ায় (নীড়ের প্রতি; যাহাতে লীন হইয়া থাকে তাহার নাম 'সল্লয়'; সম্ + লি + অ) এব ধ্রিয়তে (ধৃ, পাঃ ৭।৪ ২৮ ; আপনাকে ধারণ করে ; গমন করে), এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ এতস্মৈ অন্তায় (এই স্থানের দিকে ; সুষুপ্তি অবস্থায়) ধাবতি, যত্র সুপ্তঃ ন কম্ + চন কামম্ (কোন প্রকার কামনাকে) কাময়তে (কম্, পাঃ ৩।১।৩০ ; কামনা করে), ন কম্ + চন স্বপ্নম্ পশ্যতি।

২০। তাঃ বৈ অস্য এতাঃ হিতা নাম নাড্যঃ (নাড়ীসমূহ) যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নঃ তাবতা (তৎ + বতুপ্ পাঃ ৫।২।৩৯, ৬।৩।৯১ ; সেই পরিমাণ, ৩।১) অণিম্না অণু পরিমান, অণিমন্, ৩১ ; অণু তিষ্ঠন্তি (আছে) শুক্লস্য, নীলস্য, পিঙ্গলস্য, হরিতস্য, লোহিতস্য পূর্ণাঃ। অথ যত্র (যখন) এনম্ (ইহাকে) ঘ্নন্তি (হন্ লট্ ৩।৩ ; পাঃ ৭।৩।৫৪ ;

শ্রান্ত হইলে পক্ষদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া নিজ নীড়ের দিকেই ধাবিত হয়, তেমনি এই পুরুষ সুষুপ্তির স্থানের দিকে ধাবিত হন ; এই স্থলে সুপ্ত হইয়া কোন প্রকার কামনাও করেন না, কোন প্রকার স্বপ্নও দর্শন করেন না।

২০। ইহার হিতা নামক নাড়ীসমূহ আছে—এই সমুদায় সহস্র ভাগে বিভক্ত কেশের ন্যায় (অতি সূক্ষ্ম) এবং শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিত এবং লোহিত (রসে) পূর্ণ। স্বপ্নাবস্থায় যখন (মনে হয়)

২১। তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাভয়ং রূপং তদ্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরং তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্।

হনন করিতেছে) ইব (যেন) জিনন্তি (জ্যা, লট, পাঃ ৬।১।১৬; বশীভূত করিতেছে) ইব (যেন), হস্তী ইব বিচ্ছায়য়তি (বিদ্রাবিত করিতেছে বা ছেদন করিতেছে), গর্ত্তম্ ইব (যেন) পততি (পতিত হইতেছে), যৎ (+ ভয়ম = যে ভয় ২।১) এব জাগ্রৎ (জাগ্রদাবস্থায়) ভয়ম্ পশ্যতি, তৎ (সেই ভয়, ২।১) অত্র (স্বপ্নাবস্থায়) অবিদ্যয়া (অবিদ্যা-বশতঃ) মন্যতে (মনে করে)। অথ যত্র (যখন) দেবঃ ইব (যেন), রাজা ইব 'অহম্ এব ইদম্ সর্ব্বঃ অস্মি (হই), ইতি' মন্যতে, সঃ অস্য পরমঃ লোকঃ।

২১। তৎ বৈ অস্য এতৎ অতিচ্ছন্দাঃ (কামনারহিত ১।১) অপহত-পাপ্ম (পাপরহিত) অভয়ম্ রূপম। তৎ যথা (যেমন, দ্রঃ) প্রিয়য়া স্ত্রিয়া (প্রিয় স্ত্রী কর্তৃক) সম + পরিষ্বক্তঃ (সম্যক্ আলিঙ্গিত) ন বাহ্যম্, কিম্ + চন বেদ, ন আন্তরম্—এবম্ এব (এই প্রকারই) অয়ম্ পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা (প্রাজ্ঞ আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞ + অণ — প্রাজ্ঞ,

ইহাকে কেহ যেন হত্যা করিতেছে, কেহ যেন বশীভূত করিতেছে, হস্তী যেন ইহাকে বিদ্রাবিত করিতেছে (বা বিদীর্ণ করিতেছে), ইনি যেন গর্ত্তে নিপতিত হইতেছেন,—(অর্থাৎ) জাগ্রদাবস্থায় যে সমুদায় ভয় দর্শন করেন, স্বপ্নাবস্থায় অবিদ্যাবশতঃই সে সমুদায়কে (সত্য বলিয়া) মনে করে। কিন্তু যখন মনে করে 'আমি যেন দেবতা', 'আমি যেন রাজা' 'আমিই এই সমুদায়'—ইহাই তাঁহার পরম লোক।

২১। ইহাই ইহার কামনারহিত, পাপরহিত অভয়রূপ। যেমন লোকে প্রিয়া রমণী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য ও অন্তর কিছুই

২২। অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদা অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহাঽভ্রূণহা চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসোঽতাপসোনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা সর্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি।

পাঃ ৫।৪।৩৮) সন্ পবিষক্তঃ ন বাহ্যম কিম্+চন বেদ, ন আন্তরম্। তৎ (তাহাই) বৈ অস্য এতৎ আপ্তকামম্ (যাহাতে সমুদায় কামনার পরিসমাপ্তি হয়), আত্মকামম্ (যাহাতে আত্মাই একমাত্র কামনা) অকামম (কামনাবিহীন) রূপম্ শোকান্তরম্ (শোকাতীত)।

২২। অত্র (এই অবস্থাতে) পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, লোকাঃ (স্বর্গাদি লোকসমূহ) অলোকাঃ, দেবাঃ অদেবাঃ, বেদাঃ অবেদাঃ, অত্র স্তেনঃ (চোর) অস্তেনঃ (যে চোর নহে) ভবতি, ভ্রূণহা (ভ্রূণ+হন্+ক্বিপ পাঃ ৩।২।৮৭ ভ্রূণঘাতী) অভ্রূণহা (যে ভ্রূণহা নহে), চাণ্ডালঃ (চণ্ডাল) অচাণ্ডালঃ, পৌল্কসঃ (পৌল্কস নামক নিম্ন-জাতি) অপৌল্কসঃ, শ্রমণঃ অশ্রমণঃ তাপসঃ (তপস্+অণ, পাঃ ৫।২।১০৩) অতাপসঃ, অনন্বাগতম্ (সঙ্গরহিত, ৪।৩।১৫ দ্রঃ) পুণ্যেন, অনন্বাগতম্ পাপেন, তীর্ণঃ (উত্তীর্ণ) হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি।

জানে না, তেমনি এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য ও অন্তর কিছুই জানিতে পারে না। ইহাই ইহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম ও শোকাতীত রূপ।

২২। এই অবস্থাতে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা, লোক অলোক, দেব অদেব, বেদ অবেদ (হন)। এই অবস্থায় স্তেন অস্তেন, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস (হন)। পুণ্য ইহার অনুগমন করে না, পাপ ইহার অনুগমন করে না। তখন এই পুরুষ হৃদয়ের সমুদায় শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।

২৩। যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎপশ্যেৎ।

২৪। যদ্বৈ তন্ন জিঘ্রতি জিঘ্রন্বৈ তন্ন জিঘ্রতি ন হি ঘ্রাতুর্ঘ্রাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যজ্জিঘ্রেৎ।

২৩। যৎ (যে) বৈ তৎ (তাহা ২।১) ন পশ্যতি (দেখে), পশ্যন্ (দেখিয়া) বৈ তৎ (২।১) ন পশ্যতি; নহি দ্রষ্টুঃ (দ্রষ্টৃ ৬।১; দ্রষ্টার) দৃষ্টেঃ (দৃষ্টি ৬।১ দৃষ্টির) বিপরিলোপঃ (বিনাশ) বিদ্যতে (আছে), অবিনাশিত্বাৎ (৫।১; অবিনাশী বলিয়া), ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ (সেই দ্বিতীয় বস্তু) অস্তি, ততঃ (তাহা হইতে) অন্যৎ অবিভক্তম্, যৎ (যাহাকে) পশ্যেৎ (দেখিবে)।

২৪। যৎ বৈ তৎ ন জিঘ্রতি (ঘ্রাণ করে; ঘ্রা ধাতু পাঃ ৭।৩।৭৮) জিঘ্রন্ (ঘ্র, শতৃ = জিঘ্রৎ ১।১; ঘ্রাণ করিয়া) বৈ তৎ ন জিঘ্রতি, ন হি ঘ্রাতুঃ (ঘ্রাতৃ ৬।১; ঘ্রাণকারীর) ঘ্রাতেঃ (ঘ্রাতি, ৬।১; ঘ্রাণের) বিপরিলোপঃ বিদ্যতে, অবিনাশিত্বাৎ; ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্, যৎ (যাহাকে) জিঘ্রেৎ (ঘ্রা, বিধি); ঘ্রাণ করিবে।

২৩। এই অবস্থায় তিনি দর্শন করেন না, দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না। (দর্শন করেন ইহার কারণ এই যে নিত্য বর্ত্তমান আত্মাই দ্রষ্টা এবং) দ্রষ্টার দৃষ্টি কখন বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। (দর্শন করেন না কারণ) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা বিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি দর্শন করিবেন।

২৪। এই অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ করেন না, আঘ্রাণ করিয়াও আঘ্রাণ করেন না। (তিনি আঘ্রাণ করেন ইহার কারণ এই যে নিত্য-বর্ত্তমান আত্মাই ঘ্রাতা এবং) ঘ্রাতার ঘ্রাণ কখন বিলুপ্ত হয় না যেহেতু ইহা অবিনাশী। (আঘ্রাণ করেন না তাহার কারণ) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা বিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি আঘ্রাণ করিবেন।

২৫। যদ্বৈ তন্ন রসয়তে রসয়ন্বৈ তন্ন রসয়তে নহি রসয়িতু রসয়তের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্রসয়েৎ।

২৬। যদ্বৈ তন্ন বদতি বদন্বৈ তন্ন বদতি ন হি বক্তুর্বক্তে-র্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽ-ন্যদ্বিভক্তং যদ্বদেৎ।

২৫। যৎ বৈ তৎ ন রসয়তে (রস গ্রহণ করে), রসয়ন্ (রস গ্রহণ করিয়া) বৈ তৎ ন রসয়তে, ন হি রসয়িতুঃ (রসয়িতৃ ৬।১) রসয়তে, (বসযতি, ৬।১ = রস গ্রহণের) বিপরিলোপঃ বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ ; ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্, যৎ রসয়েৎ (রস গ্রহণ করিবে)।

২৬। যৎ বৈ তৎ ন বদতি (বলে), বদন্ (বলিয়া) বৈ তৎ ন বদতি; ন হি বক্তুঃ (বক্তৃ ৬।১ ; বক্তার) বক্তেঃ (বক্তি, ৬।১ ; বাক্য উচ্চারণেব) বিপবিলোপঃ বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ ; ন হি তৎ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্, যৎ বদেৎ (বলিবে)।

২৫। এই অবস্থায় তিনি রসাস্বাদন করেন না, রসাস্বাদন করিয়াও বসাস্বাদন করেন না। (তিনি রসাস্বাদন করেন ইহার কারণ এই যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই রসয়িতা এবং) রসয়িতার রসাস্বাদন কখন বিলুপ্ত হয় না কারণ ইহা অবিনাশী। (রসাস্বাদন করেন না তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা বিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি আস্বাদন করিবেন।

২৬। এই অবস্থায় তিনি বলেন না, বলিয়াও বলেন না। (তিনি বলেন ইহার কারণ এই যে নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই বক্তা এবং) বক্তার বক্তৃত্ব কখন বিলুপ্ত হয় না কারণ ইহা অবিনাশী। (তিনি বলেন না তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা বিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি বলিবেন।

২৭। যদ্বৈ তন্ন শৃণোতি শৃণ্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতেৰ্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যচ্ছৃণুয়াৎ।

২৮। যদ্বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে ন হি মন্তুর্মতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যন্মন্বীত।

২৭। যৎ বৈ তৎ ন শৃণোতি (শ্রবণ করে) শৃণ্বন্ (শ্রবণ করিয়া) বৈ তৎ ন শৃণোতি, ন হি শ্রোতুঃ (শ্রোতৃ ৬।১, শ্রোতার) শ্রুতেঃ (শ্রুতি, ৬।১; শ্রবণের) বিপরিলোপঃ বিদ্যতে—অবিনাশিত্বাৎ; ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্ যৎ শৃণুয়াৎ (শ্রবণ করিবে)।

২৮। যৎ বৈ তৎ ন মনুতে (মনন করে), মন্বানঃ (মন্, শানচ্; মনন করিয়া) বৈ তৎ ন মনুতে, ন হি মন্তুঃ (মন্তৃ ৬।১; মননকারীর) মতেঃ (মতি ৬।১; মননের) বিপরিলোপঃ বিদ্যতে—অবিনাশিত্বাৎ; ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ অস্তিঃ, ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্, যৎ মন্বীত (মনন করিবে)।

২৭। এই অবস্থায় তিনি শ্রবণ করেন না, শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করেন না। (শ্রবণ করেন ইহার কারণ এই যে নিত্য বর্ত্তমান আত্মাই শ্রোতা এবং) শ্রোতার শ্রুতি কখন বিলুপ্ত হয় না, কারণ ইহা অবিনাশী। (তিনি শ্রবণ করেন না তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা বিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি শ্রবণ করিবেন।

২৮। এই অবস্থায় তিনি মনন করেন না, মনন করিয়াও মনন করেন না। (তিনি মনন করেন, তাহার কারণ এই যে নিত্য বর্ত্তমান আত্মাই মননকর্ত্তা এবং) মন্তার মনন কখন বিলুপ্ত হয় না কারণ ইহা অবিনাশী। (তিনি মনন করেন, ইহার কারণ এই যে তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা বিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি মনন করিবেন।

২৯। যদ্বৈ তন্ন স্পৃশতি স্পৃশন্বৈ তন্ন স্পৃশতি নহি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎস্পৃশেৎ।

৩০। যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্বৈ তন্ন বিজানাতি নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ।

২৯। যৎ বৈ তৎ ন স্পৃশতি (স্পর্শ করে), স্পৃশন্ (স্পর্শ করিয়া) বৈ তৎ ন স্পৃশতি, ন হি স্প্রষ্টুঃ (স্প্রষ্টৃ ৬।১, স্পর্শনকারীর) স্পৃষ্টেঃ (স্পৃষ্টি ৬।১, স্পর্শের) বিপরিলোপঃ বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ, ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্, যৎ স্পৃশেৎ (স্পর্শ করিবে)।

৩০। যৎ বৈ তৎ ন বিজানাতি (জানে) বিজানন্ (জানিয়া) বৈ তৎ ন বিজানাতি, নহি বিজ্ঞাতুঃ (বিজ্ঞাতৃ ৬।১, বিজ্ঞাতার) বিজ্ঞাতেঃ (বিজ্ঞাতি ৬।১, জ্ঞানের) বিপরিলোপঃ বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্ অস্তি, যৎ বিজানীয়াৎ (জানিবে)।

২৯। এই অবস্থায় তিনি স্পর্শ করেন না, স্পর্শ করিয়াও স্পর্শ করেন না। তিনি স্পর্শ করেন তাহার কারণ এই যে নিত্য-বর্তমান আত্মাই স্প্রষ্টা এবং) স্প্রষ্টার স্পর্শ কখন বিলুপ্ত হয় না কারণ ইহা অবিনাশী। (তিনি স্পর্শ করেন না তাহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে দ্বিতীয় বা বিভক্ত এমন কোন বস্তু নাই যাহা তিনি স্পর্শ করিবেন।

৩০। এই অবস্থায় তিনি জানেন না, জানিয়াও জানেন না। (তিনি জানেন, ইহার কারণ এই যে নিত্য বর্ত্তমান আত্মাই জ্ঞাতা এবং) জ্ঞাতার জ্ঞান কখন বিলুপ্ত হয় না কারণ ইহা অবিনাশী। (তিনি জানেন না, ইহার কারণ এই যে) তাঁহা হইতে দ্বিতীয় বা বিভক্ত এমন কোন বস্তু নাই যাহা তিনি দর্শন করিবেন।

৩১। যত্র বান্যদিব স্যাত্তত্রান্যোঽন্যৎপশ্যেদন্যোঽন্যজ্জিঘ্রেদন্যোঽন্যদ্রসয়েদন্যোঽন্যদ্বদেদন্যোঽন্যচ্ছৃণুয়াদন্যোঽন্যন্মন্বীতান্যোঽন্যৎস্পৃশেদন্যোঽন্যদ্বিজানীয়াৎ ।

৩২। সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাডিতি হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্য এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সংপদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ।

৩১। যত্র (যে স্থলে) বৈ অন্যৎ ইব (যেন অন্য বস্তু) স্যাৎ (থাকে), তত্র (সেই স্থলে) অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ, অন্যঃ অন্যৎ জিঘ্রেৎ, অন্যঃ অন্যৎ রসয়েৎ, অন্যঃ অন্যৎ বদেৎ, অন্যঃ অন্যৎ শৃণুযাৎ, অন্যঃ অন্যৎ মন্বীত (মনন করিতে পারে), অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ, অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ (৪৷৩৷২৩—৩০ দ্রঃ)।

৩২। সলিলঃ (সমুদ্রের ন্যায়) একঃ দ্রষ্টা অদ্বৈতঃ ভবতি। এষঃ ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মরূপ লোক) সম্রাট্!' ইতি হ এনম্ (ইহাকে) অনুশশাস (অনু+শাস, লিট্, উপদেশ দিয়াছিলেন) যাজ্ঞবল্ক্যঃ। এষা (এই অবস্থা) অস্য পরমা গতিঃ, এষা অস্য পরমা সম্পৎ (স্ত্রীং), এষঃ অস্য পরমঃ লোকঃ, এষঃ অস্য পরমঃ আনন্দঃ। এতস্য এব আনন্দস্য (এই আনন্দের) অন্যানি ভূতানি (অন্য ভূতসমূহ) মাত্রাম্ (অংশমাত্র, ২৷১) উপজীবন্তি (ভোগ করে)।

৩১। যে স্থলে (মনে হয়) যেন অন্য বস্তু রহিয়াছে, সেই স্থলে এক অপরকে দর্শন করে, এক অপরকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে আস্বাদন করে, এক অপরকে বলে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে মনন করে, এক অপবকে স্পর্শ করে এবং এক অপরকে জানে।

৩২। (কিন্তু) তিনি সলিল (অর্থাৎ সলিলের ন্যায় ভেদরহিত) এক দ্রষ্টা এবং অদ্বৈত। হে সম্রাট্! ইহাই ব্রহ্মলোক। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে এইরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইনিই পরমা গত্তি, ইনিই পরমা সম্পৎ, ইনিই পরম লোক এবং ইনিই পরম আনন্দ। অন্য সমুদায় ভূত এই আনন্দের অংশমাত্র ভোগ করে।

৩৩। স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সংপন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দোঽথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দোঽথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্বলোক আনন্দোঽথ যে শতং গন্ধর্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কর্মদেবানামানন্দো যে কর্মণা দেবত্বমভিসংপদ্যন্তেঽথ যে শতং কর্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতমাজানদেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতং

৩৩। সঃ যঃ মনুষ্যাণাম্ (মনুষ্যদিগের মধ্যে) রাদ্ধঃ (রাধ্ ধাতু ; পূর্ণাঙ্গ ; সুস্থ, সৌভাগ্যবান্) সমৃদ্ধঃ (সম্ + ঋদ্ধঃ = সম্যক্ ধনশালী) ভবতি, অন্যেষাম্ (অন্য সকলের) অধিপতিঃ সর্ব্বৈ মানুষ্যকৈঃ ভোগৈঃ (মানুষের সমুদায় ভোগ্য বস্তুর সহিত) সম্পন্নতমঃ (অতিশয় সম্পন্ন)— সঃ মনুষ্যাণাম্ পরমঃ আনন্দঃ। অথ যে শতম্ মনুষ্যাণাম্ আনন্দাঃ সঃ একঃ পিতৃণাম্ জিতলোকানাম্ (যাহারা পিতৃলোক জয় করিয়াছে, তাহাদিগের) আনন্দঃ। অথ যে শতম্ পিতৃণাম্ জিতলোকাণাম্ আনন্দাঃ, সঃ একঃ গন্ধর্ব্বলোকে আনন্দঃ। অথ যে শতম্ গন্ধর্ব্বলোকে

৩৩। যে ব্যক্তি মনুষ্যগণের মধ্যে সৌভাগ্যবান্, সমৃদ্ধ, অন্য সকলের অধিপতি, সর্ব্বপ্রকার মানবীয় ভোগ্য বস্তুর অধিকারী,—এই প্রকার ব্যক্তির আনন্দ মানবগণের পরম আনন্দ। আর মানবগণের যাহা শতগুণ আনন্দ, তাহাই জিতলোক পিতৃগণের একটী আনন্দ। আর জিতলোক পিতৃগণের যে শতগুণ আনন্দ, তাহাই গন্ধর্ব্বলোকের একটী আনন্দ। আর গন্ধর্ব্বলোকে যাহা শতগুণ আনন্দ, তাহাই কর্ম্ম-

প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথৈষ এব পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাডিতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীত্যত্র হ যাজ্ঞবল্ক্যো বিভয়াংচকার মেধাবী রাজা সর্বেভ্যো মান্তেভ্য উদরৌৎসীদিতি।

আনন্দাঃ সঃ একঃ কর্ম্মদেবানাম্ (যাহারা কর্ম্মদ্বারা দেবত্বলাভ করিয়াছে তাহাদের ৬।৩) আনন্দঃ, যে কর্ম্মণা দেবত্বম অভিসম্পদ্যন্তে (প্রাপ্ত হয়)। অথ যে শতম্ কর্ম্মদেবানাম্ আনন্দা, সঃ একঃ আজান দেবানাম (যাহারা জন্ম হইতেই দেবতা, আজান=আ+জন্+ঘঞ=জন্ম) আনন্দাঃ, যঃ চ শ্রোত্রিয়ঃ (যে বেদ অধ্যয়ন করে পাঃ ৫।২।৮৪) অবৃজিনঃ (নিষ্পাপ, বৃজিন=পাপ, কুটিলমতি) অকামহতঃ (কামনারহিত)। অথ যে শতম আজানদেবানাম্ আনন্দাঃ, সঃ একঃ প্রজাপতিলোকে আনন্দঃ, যঃ চ শ্রোত্রিয়ঃ অবৃজিনঃ অকামহত। অথ যে শতম্ প্রজাপতিলোকে আনন্দাঃ, সঃ এক ব্রহ্মলোকে আনন্দঃ যঃ চ শ্রোত্রিয়ঃ অবৃজিনঃ অকামহতঃ। অথ এষঃ এব পরমঃ আনন্দঃ, এষঃ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট। ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। সঃ অহম্ ভগবতে (৪।১) সহস্রম্ দদামি। অতঃ ঊর্দ্ধম্ বিমোক্ষায় এব ব্রূহি ইতি (৪।৩।১৪ দ্রঃ)। অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিভয়াঞ্চকার (ভীত হইল, ভী, লিট্, পাঃ ৩।১।১৯) মেধাবী রাজা সর্ব্বেভ্যঃ (+অন্তেভ্যঃ=সমুদায় সিদ্ধান্ত কিংবা শেষসীমা, ৪র্থী বা ৫মী) মা (আমাকে) অন্তেভ্যঃ (সিদ্ধান্ত বা শেষসীমা, ৪র্থী বা ৫মী) উৎ+অরৌৎসীৎ (অবরুদ্ধ করিয়াছেন, বা করিবেন, রুধ্, লুঙ্) ইতি।

দেবগণের একটা আনন্দ (অর্থাৎ সেই দেবগণের একটী আনন্দ) যাঁহারা কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। আর কর্ম্মদেবগণের যে শতগুণ আনন্দ তাহাই আজান দেবগণের একটা আনন্দ এবং যিনি নিষ্পাপ অকামহত শ্রোত্রিয় (তাহারও ইহাই একটা আনন্দ)।

৩৪। স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব।

৩৫। তদ্যথানঃ সুসমাহিতমুৎসর্জদ্যায়াদেবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসর্জন্যাতি যত্রৈতদূর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি।

৩৪। সঃ বৈ এষঃ এতস্মিন্ স্বপান্তে (স্বপ্নাবস্থায়) রত্বা চরিত্বা, দৃষ্ট্বা এব পুণ্যম্ চ পাপম্ চ. পুনঃ প্রতিন্যায়ম্ প্রতিযোনি আদ্রবতি বুদ্ধান্তায় এব (৪।৩।১৭ দ্রঃ)

৩৫। তৎ যথা (যেমন ১.৩।৭ দ্রঃ) অনঃ (শকট) সুসমাহিতম্

আর আজান দেবগণের যে শতগুণ আনন্দ, তাহাই প্রজাপতি লোকের একটা আনন্দ (এবং) যিনি নিষ্পাপ অকামহত শ্রোত্রিয় (ইহাই তাঁহারও একটী আনন্দ)। আর প্রজাপতি লোকের যে শতগুণ আনন্দ, তাহাই ব্রহ্মলোকের একটী আনন্দ এবং যিনি নিষ্পাপ অকামহত শ্রোত্রিয় (ইহাই তাহারও একটী আনন্দ)। হে সম্রাট! ইহাই পরম আনন্দ, ইহাই ব্রহ্মলোক। যাজ্ঞবল্ক্য—এই প্রকার বলিলেন। জ।—(এই উপদেশের জন্য) আমি ভগবান্‌কে সহস্র (গাভী) দান করিতেছি। আমার বিমুক্তির আরও (কিংবা আরও উচ্চ তত্ত্ব) বলুন। ইহাতে যাজ্ঞবল্ক্যের এই ভয় হইল যে মেধাবী রাজা সমুদায় সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়াছেন (বা করিবেন)।

৩৪। (অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন)—এই আত্মা স্বপ্নাবস্থায় আরাম লাভ করিয়া, বিচরণ করিয়া, পুণ্য ও পাপ দর্শন করিয়া, পুনর্ব্বার যথাগত পথে (প্রতিলোম ক্রমে) যোনি স্থলে (অর্থাৎ জাগরিত স্থানে) জাগ্রৎ হইবার জন্য আগমন করে।

৩৫। যেমন ভারাক্রান্ত রথ শব্দ করিতে করিতে গমন করে,

৩৬। স যত্রায়মণিমানং ন্যেতি জরয়া বোপতপতা বাণিমানং নিগচ্ছতি যত্থাম্রং বোদুম্বরং বা পিপ্পলং বা বন্ধনাৎপ্রমুচ্যত এবমেবায়ং পুরুষ এভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি প্রাণায়ৈব।

(ভাবাক্রান্ত) উৎসর্জৎ (শব্দ করিয়া , উৎ, সৃজ্ শতৃ ; যাযাৎ (যায় , যা, বিধি), এবম্ এব অয়ম্ শারীরঃ আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা (প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক) অনু+আরূঢ়ঃ (আরূঢ় অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হইয়া ; রুহ্ ধাতু) উৎসর্জন যাতি (গমন করে , যত্র (যখন) এতৎ (বৈদিক= এষঃ—এই শারীর আত্মা) ঊর্দ্ধ+উৎ+শ্বাসী (ঊর্দ্ধশ্বাসযুক্ত শ্বাসী= শ্বস্+ণিনি) ভবতি।

৩৬। সঃ যত্র (যখন) অয়ম্ অণিমানম (অণু+ইমন্, পাঃ ৬।৪।১৫৫, ক্ষীণতা) নি+এতি (প্রাপ্ত হয়, ই ধাতু) জরয়া বা (জরা দ্বারা) উপতপতা (উপতপৎ, উপ+তপ্ শতৃ ৩।১ , ব্যাধি কর্ত্তৃক) বা অণিমানম্ নিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়)—তৎ যথা (যেমন ১।৩।৭ দ্রঃ) আম্রম্ বা উদুম্বরম (ডুমুর) বা পিপ্পলম্ বা (অশ্বত্থ ফল) বন্ধনাৎ (বন্ধন হইতে) প্রমুচ্যতে (কর্তৃকর্ম্মবাচ্য—মুক্ত হয়) এবম্ এব (এই প্রকার) অয়ম্ পুরুষঃ এভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ (এই সমুদায় অঙ্গ হইতে) সম্ প্রমুচ্য (সম্যক্ মুক্ত হইয়া) পুনঃ প্রতিন্যায়ম্ প্রতিযোনি আদ্রবতি (৪।৩।১৫ দ্রঃ) প্রাণায় (প্রাণ লাভ করিবার জন্য)।

তেমনি এই শারীর আত্মা যখন ঊর্দ্ধশ্বাসী হয়, তখন প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গমন করে।

৩৬। এই শরীর যখন জরাবশতঃ জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, বা ব্যাধি কর্ত্তৃক ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, তখন, আম্র, ডুম্বুর বা অশ্বত্থ ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, তেমনি এই পুরুষ এই সমুদায় অঙ্গ হইতে বিমুক্ত হইয়া যথাগত পথে (প্রতিলোম ক্রমে) (নূতন) প্রাণ লাভ করিবার জন্য যোনি স্থানে (অর্থাৎ উৎপত্তি স্থানে) গমন করে।

৩৭। তদ্যথা রাজানমায়ান্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যো-ঽন্নৈঃ পানৈরাবসথৈঃ প্রতিকল্পন্তেঽয়মায়াত্যয়মাগচ্ছতীত্যেবং হৈবংবিদং সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিকল্পন্ত ইদং ব্রহ্মায়াতীদমা-গচ্ছতীতি।

৩৮। তদ্যথা রাজানং প্রয়িয়াসন্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যোঽভিসমায়ন্ত্যেবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি যত্রৈতদূর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি।

৩৭। তৎ যথা (যেমন; ১।৩।৭ দ্রঃ) রাজানম্ আয়ান্তম্ (আগমনকারী রাজাকে; আযান্তম্ = আয়াৎ ২।১; আ + যা শতৃ) উগ্রাঃ (শান্তিরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারী) প্রতি + এন সঃ (অপরাধীর বিচার করিবার জন্য কর্ম্মচারী সমূহ; প্রত্যেনস্ ১।৩; এনস্ = অপরাধ) সূতগ্রামণ্যঃ (রথচালক এবং গ্রামের নেতৃগণ; গ্রামণ্যঃ গ্রামণী, ১।৩) অন্নৈ (অন্ন সহ) পানৈঃ (পানীয়বস্তু সহ) আবসথৈঃ (আবাস-গৃহসহ) প্রতিকল্পন্তে 'প্রতীক্ষা করে; প্রতি, ক্লপ্, কৢপ্ সামর্থ্যে পাঃ ৮।২।১৮) 'অয়ম্ আয়াতি (আসিতেছেন) অয়ম্ আগচ্ছতি' ইতি। এবম্ হ এবম্ + বিদম্ (এই প্রকার জ্ঞানীকে) সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিকল্পন্তে—'ইদম্ ব্রহ্ম (এই ব্রহ্ম) আয়াতি, ইদম্ আগচ্ছতি'।

৩৮। তৎ + যথা (যেমন ১।৩।৭ দ্রঃ) রাজানম্ প্রযিযাসন্তম্ (প্রতি-গমনেচ্ছু রাজাকে; (প্র + যিযাসৎ, ২।১, যা, সন্) উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ

৩৭। যেমন রাজা আগমন করিতেছেন জানিয়া উগ্র (শান্তি-রক্ষক), বিচারক, সূত ও গ্রামের নেতৃগণ অন্নপানসহ গৃহ সজ্জিত করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করে (এবং বলিয়া থাকে) 'এই আসিতে-ছেন,' 'এই আসিতেছেন'—তেমনি এই প্রকার জ্ঞানীর জন্য সর্ব্বভূত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে (এবং বলিয়া থাকে) 'এই ব্রহ্ম আসিতেছেন, এই (ব্রহ্ম) আসিতেছেন'।

৩৮। রাজা যখন প্রত্যাগমন করেন, তখন যেমন উগ্র, বিচারক,

সূত—গ্রামণ্যঃ 'অভি+সম্+আয়ন্তি (চতুর্দ্দিকে সমাগত হয়)—এবম্ এবং ইমম্ আত্মানম্ অন্তকালে সর্ব্বে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি, যত্র এতৎ (ক্লীং বৈদিক ; এই আত্মা) উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী (৪।৩.৩৫ দ্রঃ) ভবতি।

সূত ও গ্রামের নেতৃগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমাগত হয়, তেমনি এই শারীর আত্মা যখন অন্তকালে উর্দ্ধশ্বাসী হন, তখন প্রাণসমূহ ইহার চতুর্দ্দিকে সমাগত হয়।

মন্তব্য

৪।৩।১ 'সমেনেন বদিষ্যে'—ইহাই মূল শ্রুতি। কেহ কেহ এইরূপ পদ পাঠ করেন—সম্, এনেন, বদিষ্যে অর্থাৎ 'ইহার সহিত আলোচনা করিব। আমরা শঙ্করের পদপাঠ গ্রহণ করিয়াছি। উভয় অর্থ পরস্পর বিপরীত।

(২) এক জন ক্ষত্রিয় বিনানুমতিতে প্রথমেই ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করিবেন ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ। কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৬।২।১০) লিখিত আছে যে এক সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বর দিয়াছিলেন যে তিনি বিনা অনুমতিতে এই প্রকার প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

৪।৩।৭ 'প্রাণেষু' ইত্যাদি। শঙ্কর বলেন সামীপ্য বুঝাইবার জন্য 'প্রাণেষু' শব্দে সপ্তমী ; ইহার অর্থ—আত্মা প্রাণের সন্নিকটে। মোক্ষ-মুলারের অর্থ—'প্রাণসমূহদ্বারা বেষ্টিত হইয়া।

৪।৩।৯ 'সর্ব্বাবতঃ'—এই শব্দকে পণ্ডিতগণ নানা ভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছেন—(১) সর্ব্ব+বতু=সর্ব্ববৎ ; সর্ব্ববৎ স্থলে সর্ব্বাবৎ ৬।১। (২) সর্ব্ব+অবৎ, সর্ব্বাবৎ, ৬।১। অবৎ শব্দ পালনার্থক 'অব্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; অব্+শতৃ কিংবা অব্+অতু। প্রথমটাই ঋষির অর্থ বলিয়া মনে হয়।

৪।৩।১০ বেশান্তাঃ, পুষ্করিণ্যঃ। বেশান্তাঃ=বেশান্ত, ১।৩, বেশ+অন্ত ; বেশ=গৃহ, অন্ত=সীমা। গৃহের নিকটে যে ক্ষুদ্র জলাশয় (ডোবা) তাহার নাম. বেশান্ত। পুষ্করিণ্যঃ=পুষ্করিণী, ১।৩ ; পুষ্কর+ইনি পাঃ ৫।২।১৩৫ পুষ্করবিশিষ্ট জলাশয়।

'উচ্চাবচম্ ঈয়মানঃ'—অংশের একাধিক অর্থ হইতে পারে (১) উচ্চ এবং নীচ ভাব প্রাপ্ত হইয়া ; (২) ঊর্দ্ধ এবং নিম্নে গমন করিয়া।

৪।৩।১৫। (১) 'সম্প্রসাদ' শব্দের প্রকৃত অর্থ সুষুপ্তি। কিন্তু এস্থলে এ অর্থ সঙ্গত হয় না। সেই জন্য রঙ্গ রামানুজ বলেন এ স্থলে 'সম্প্রসাদ' অর্থ 'স্বপ্নাবস্থা'। (২) 'যৎ তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যতি' এ স্থলে 'তত্র' অর্থ বিষয়ে মতভেদ। কেহ বলেন ইহার অর্থ 'সুষুপ্তির অবস্থায়' কেহ বলেন 'স্বপ্নাবস্থায়'।

৪।৩।২০। 'বিচ্ছায়য়তি'—দুই ভাবে এই পদকে সিদ্ধ করা যাইতে পারে—(১) বি+ছো, ণিচ্, লট্ তি পাঃ ৭।৩।৩৭ সূত্রে 'ছা' ধাতু; কিন্তু ধাতু পাঠে 'ছো' ধাতু; অর্থাৎ ছেদন করা। (২) বিচ্ছ্, ণিচ লট্ তি। পাঃ ৩।১।২৮। ইহার অর্থ ধাবিত করা।

৪।৩।২১। 'অতিচ্ছন্দাঃ'—এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গ 'রূপম্' শব্দের বিশেষণ। অতিচ্ছন্দাঃ = অতিচ্ছন্দস্ ১।১; ছন্দস্ = কামনা; অতিচ্ছন্দস্ = কামনা রহিত। ব্যাকরণে 'অতিচ্ছন্দাঃ'কে পুংলিঙ্গের রূপ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে বহু স্থলে 'অস্'ভাগান্ত শব্দের পুংলিঙ্গের রূপই ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কয়েকটী দৃষ্টান্ত এই:—

(১) ঋগ্বেদে—বীরপেশাঃ দ্রবিণম্ (৪।১১।৩; ১০।৮০।৪; বীর পেশস্ শব্দ); দেবব্যচাঃ বৃহিঃ (৩।৪।৪; দেবব্যচস্); দ্বি-বর্হাঃ শম (১।১১৪।১০; দ্বি-বর্হস্) দ্বি-বর্হাঃ বচঃ (৭।৮।৬); দ্বি-বর্হাঃ মনঃ (৭।২৪।২); (২) কৃষ্ণ যজুর্বেদে—সর্ব্বম্…সুমনাঃ (৪।৫।১; সুমনস্)। (৩) শুক্ল যজুর্বেদে—বিস্পর্দ্ধাঃ ছন্দঃ (১৫।৫; বিস্পর্দ্ধস্) শর্ম সপ্রথাঃ (৩৫।২১; সপ্রথস্)। (৪) অথর্ববেদে—শর্ম স প্রথাঃ, (১।২৬।৩, ১৮।২।১৯; স প্রথস্ ইত্যাদি।

শঙ্করাচার্য্য বলেন—"অতিচ্ছন্দাঃ" শব্দ 'অতিচ্ছন্দম্' স্থলে বৈদিক প্রয়োগ। তাঁহার মতে মৌলিক শব্দ 'ছন্দ' এবং এই শব্দ হইতে 'অতিচ্ছন্দম্' উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রকার ব্যাখ্যা কল্পনা করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। সংস্কৃত ভাষায় 'ছন্দস্' শব্দের একটী অর্থ যে 'কামনা'—শঙ্কর ইহা একবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু পাণিনি স্বয়ং ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (৪।৪।৯৩ এবং কাশিকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং আমাদিগের ব্যাখ্যা অযৌক্তিক নহে।

৪।৩।৩৩। কেহ কেহ শেষ বাক্যের এই প্রকার অর্থ করেন—"যাজ্ঞবল্ক্যের এই ভয় হইল যে মেধাবী রাজা আমাকে প্রত্যেক স্থান হইতে বিতাড়িত করিবেন অর্থাৎ আমাকে এমন প্রশ্ন করিবেন যে,

আমি তাহার উত্তর দিতে পারিব না।" 'সর্ব্বেভ্যঃ অন্তেভ্যঃ' অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে, (১) সমুদায় সিদ্ধান্তের জন্য অর্থাৎ সমুদায় সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত; (২) সমুদায় স্থান হইতে শেষ সীমা পর্য্যন্ত।

চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণ

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ—আত্মার উৎক্রমণ, পুনর্জন্ম, ক্রমমুক্তি ও সদ্যমুক্তি—সন্ন্যাস—আত্মার নির্ম্মলাবস্থা

১। স যত্রায়মাত্মাঽবল্যং ন্যেত্য সংমোহমিব ন্যেত্যথৈনমেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্ববক্রামতি স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ততেঽথারূপজ্ঞো ভবতি।

১। সঃ যত্র (যখন) অয়ম্ আত্মা আবল্যম্ (দৌর্ব্বল্য ২।১) নি+এতি (প্রাপ্ত হয়), সম্+মোহম্ (সম্মোহ, ২।১ ইব (যেন) নি+এতি, অথ এনম্ এতে প্রাণাঃ অভি+সম+আ+য়ন্তি (অভিমুখে সমাগত হয়; যন্তি—ই+লট্ ৩।৩), সঃ এতাঃ তেজোমাত্রাঃ (তেজের অবয়ব, রূপাদি-প্রকাশক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ ২।৩) সম্+অভি+আ+দদানঃ (সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া; দা ধাতু শানচ্) হৃদয়ম্ এব অনু+ +অব+ক্রামতি (হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করে; ক্রম্ ধাতু)। সঃ যত্র এষঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ (পরাঞ্চ্, ২।১, ক্রিং বিং; বিপরীত গতিতে) পরি+আ+বর্ত্ততে (প্রত্যাবর্ত্তন করে; বৃৎ ধাতু)—অথ অরূপজ্ঞঃ ভবতি।

১। সেই আত্মা যখন দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হন, যেন সংমোহ প্রাপ্ত হন, তখন এই সমুদায় প্রাণ ইঁহার অভিমুখে সমাগত হয়। তখন এই আত্মা সেই সমুদায় তেজোমাত্রা গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করেন। যদি এই চাক্ষুষ পুরুষ বিপরীত গতি প্রাপ্ত হন, তখন ইনি রূপ জানিতে পারেন না।

২। একীভবতি ন পশ্যতীত্যাহুরেকীভবতি ন জিঘ্রতীত্যাহুরেকীভবতি ন রসয়ত ইত্যাহুরেকীভবতি ন বদতীত্যাহুরেকীভবতি ন শৃণোতীত্যাহুরেকীভবতি ন মনুত ইত্যাহুরেকীভবতি ন স্পৃশতীত্যাহুবেকীভবতি ন বিজানাতীত্যাহুস্তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষ্টো বা মূর্ধ্নো বাণ্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি স বিজ্ঞানো ভবতি স বিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বাবভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ।

২। 'একী ভবতি (একীভূত হয় এক, ভূ পাঃ ৫।৪।৫০), ন পশ্যতি' ইতি আহুঃ (বলিয়া থাকে); 'একীভবতি, ন জিঘ্রতি (ঘ্রাণ করে)' ইতি আহুঃ 'একীভবতি, ন রসয়তে (রসাস্বাদন করে)' ইতি আহুঃ, 'একীভবতি, ন বদতি (বলে)' ইতি আহুঃ; একীভবতি, ন শৃণোতি (শ্রবণ করে)' ইতি আহুঃ, 'একীভবতি, ন মনুতে (মনন করে)' ইতি আহুঃ; 'একীভবতি, ন স্পৃশতি (স্পর্শ করে)' ইতি আহুঃ; 'একীভবতি, ন বিজানাতি' ইতি আহুঃ। তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য অগ্রম্ (অগ্রভাগ, নাড়ীমুখ, নির্গমনদ্বার) প্রদ্যোততে (প্র+দ্যুৎ, লট্ ৩।১; দীপ্তিযুক্ত হয়), তেন

২। তখন লোকে বলে (এই আত্মা) একীভূত হইয়াছে, (সেইজন্য) দেখিতেছে না; এইরূপ বলে 'একীভূত হইয়াছে, ঘ্রাণ করিতেছে না'; এইরূপ বলে 'একীভূত হইয়াছে, রসাস্বাদ করিতেছে না'; এইরূপ বলে 'একীভূত হইয়াছে, শ্রবণ করিতেছে না'; এইরূপ বলে 'একীভূত হইয়াছে, মনন করিতেছে না'; এইরূপ বলে 'একীভূত হইয়াছে, স্পর্শ করিতেছে না'; এইরূপ বলে 'একীভূত হইয়াছে, জানিতেছে না।'

৩। তদ্যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাঽবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি।

প্রদ্যোতেন (সেই জ্যোতিঃ দ্বারা) এষঃ আত্মা। নিঃ+ক্রামতি (বহির্গত হয়) চক্ষুষ্টঃ (চক্ষুস্+তস্ =চক্ষু হইতে) বা মূর্দ্ধ্নঃ (মূর্দ্ধা হইতে) বা অন্যেভ্যঃ বা শরীরদেশেভ্যঃ (কিংবা শরীরের অপর কোন অবয়ব হইতে)। তম্ উৎক্রামন্তম্ (উৎক্রমণকারীকে) প্রাণঃ অনু+উৎক্রামতি (অনুগমন করিয়া উৎক্রমণ করে) প্রাণম্ অনু+উৎক্রামন্তম্ সর্ব্বে প্রাণাঃ অনু+উৎক্রামন্তি। সবিজ্ঞানম্ সঃ বিজ্ঞানঃ (বিজ্ঞানযুক্ত) ভবতি ; (বিজ্ঞানযুক্ত পুরুষকে) এব অনু+অব+ক্রামতি (অনুগমন করে)। তম্ বিদ্যাকর্ম্মণী (বিদ্যা ও কর্ম্ম, ১।২) সম্+অনু+আ+রভেতে (সম্যক অনুগমন করে ; রভ্, লট্ ৩।২) পূর্ব্বপ্রজ্ঞা (পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রজ্ঞা) চ।

৩। তৎ যথা (যেমন, ১।৩।৭ দ্রঃ) তৃণ জলায়ুকা (জোঁক) তৃণস্য অন্তম্ (শেষভাগে) গত্বা (যাইয়া), অন্যম্ আক্রমম্ (অন্য আশ্রয়কে আক্রম্য (অবলম্বন করিয়া) আত্মানম্ (আপনাকে) উপসংহরতি (ইহার নিকট লইয়া আইসে) এবম্ এব অয়ম্ আত্মা ইদম্ শরীরম্ নিহত্য (বিনাশ করিয়া, ত্যাগ করিয়া) অবিদ্যাম্ (২।১) গময়িত্বা (দূর করিয়া) অন্যম্ আক্রমম আক্রম্য আত্মানম উপসংহরতি।

(তখন) তাহার হৃদয়ের অগ্রভাগ দীপ্তিযুক্ত হয় ; সেই জ্যোতিঃ দ্বারা এই আত্মা চক্ষু হইতে বা মূর্দ্ধা হইতে, বা অপর কোন অঙ্গ হইতে বহির্গত হন। সেই আত্মা উৎক্রমণ করিলে (মুখ্য) প্রাণ তাঁহার অনুগমন করে, (মুখ্য) প্রাণ তাঁহার অনুগমন করিলে সমুদায় প্রাণ তাঁহার অনুগমন করে। তখন আত্মা বিজ্ঞানময় হন এবং (প্রাণ) এই বিজ্ঞানময় পুরুষের অনুগমন করে। বিদ্যা, কর্ম্ম এবং পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রজ্ঞাও তাঁহার অনুগমন করে।

৩। যেমন তৃণজলূকা একটী তৃণের অগ্রভাগে গমনপূর্ব্বক

৪। তদ্যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামপাদায়ান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুত এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যা-ঽবিদ্যাং গময়িত্বান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বাঽন্যেষাং বা ভূতানাম্।

৪। তৎ যথা (যেমন ১।৩।৭ দ্রঃ) পেশস্কারী (স্বর্ণকার) পেশসঃ (পেশস্ ৬।১ , অলঙ্কারের ; শঙ্করের মতে সুবর্ণের) মাত্রাম্ (অংশকে) অপ+আদায় (গ্রহণ করিয়া , দা, ল্যপ) অন্যৎ নবতরম্ কল্যাণ-তরম্ রূপম্ তনুতে (তন্ ধাতু , নির্ম্মাণ করে), এবম এব অয়ম্ আত্মা ইদম্ শরীরম নিহত্য অবিদ্যাম্ গময়িত্বা অন্যৎ নবতরম্ কল্যাণতরম্ রূপম্ কুরুতে পিত্র্যম্ (পিতৃপুরুষগণের ন্যায়) বা গান্ধর্ব্বম্ বা দৈবম্ বা প্রাজাপত্যম্ (প্রজাপতিতুল্য) বা, ব্রাহ্মম্ (ব্রহ্মতুল্য, ব্রহ্মণ্+অণ্, পাঃ ৬।৪।১৭১) বা, অন্যেষাম্ বা ভূতানাম্ (অন্য ভূতগণের ন্যায়)

অন্য তৃণকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে এই তৃণের নিকট লইয়া আইসে, তেমনি এই আত্মা এই দেহকে পরিত্যাগ করিয়া, অবিদ্যা দূর করিয়া অন্য একটী আশ্রয়কে (অর্থাৎ একটী দেহকে) অবলম্বন করিয়া আপনাকে ইহার দিকে লইয়া যান।

৪। যেমন স্বর্ণকার এক খণ্ড স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া (তাহাদ্বারা) নবতর ও কল্যাণতর অন্য একটী বস্তু প্রস্তুত করে ; তেমনি এই আত্মা এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অবিদ্যা দূর করিয়া, অন্য একটী নবতর ও কল্যাণতর রূপ প্রস্তুত করেন। (এই রূপ) পিতৃগণের ন্যায়, কিংবা গন্ধর্ব্বগণের ন্যায়, কিংবা (ইহা) দৈব, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম কিংবা (ইহা) অন্য কোন ভূতের ন্যায়।

৫। স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়স্তদ্যদেতদিদংময়োঽদোময় ইতি যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম কুরুতে যৎকর্ম্ম কুরুতে তদভিসংপদ্যতে।

৫। সঃ বৈ অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম, বিজ্ঞানময়ঃ, মনোময়ঃ, প্রাণময়ঃ চক্ষুর্ম্ময়ঃ, শ্রোত্রময়ঃ, পৃথিবীময়ঃ, আপোময়ঃ, বৈদিক প্রয়োগ—অম্ময়ঃ—জলময়) বায়ুময়ঃ, আকাশময়ঃ, তেজোময়ঃ, অতেজোময়ঃ, কামময়ঃ, অকামময়ঃ, ক্রোধময়ঃ, অক্রোধময়ঃ, ধর্ম্মময়ঃ, অধর্ম্মময়ঃ, সর্ব্বময়ঃ। তৎ যৎ এতৎ (এই আত্মা) ইদম্+ময়ঃ (ইহাদ্বারা গঠিত) অদোময়ঃ (অদস্+ময়ঃ—উহাদ্বারা গঠিত) ইতি। যথাকারী (যে প্রকার কর্ম্মশীল) যথাচারী (যে প্রকার আচরণযুক্ত), তথা (সেই প্রকার) ভবতি। সাধুকারী সাধু ভবতি. পাপকারী পাপঃ ভবতি, পুণ্যঃ (পুণ্যবান্) পুণ্যেন কর্ম্মনা (পুণ্যকর্ম্মদ্বারা), পাপ (পাপী) পাপেন কর্ম্মনা (পাপকর্ম্মদ্বারা)। অথ (পক্ষান্তরে) খলু আহুঃ (বলিয়া থাকে) 'কামময়ঃ এব অয়ম্ পুরুষঃ' ইতি। সঃ যথাকামঃ (যে প্রকার কামনাযুক্ত) ভবতি, তৎক্রতুঃ (সেই প্রকার ক্রতুযুক্ত; ক্রতু—অধ্যবসায়) ভবতি; যৎক্রতুঃ (যে প্রকার ক্রতুযুক্ত) ভবতি, তৎকর্ম্ম কুরুতে; যৎকর্ম্ম কুরুতে তৎ অভি+সম্+পদ্যতে (ফল প্রাপ্ত হয়, পদ্, লট্, তে)

৫। এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইনি বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়; ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময়, এবং

৬। তদেষ শ্লোকো ভবতি। তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিংচেহ করোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎপুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্মণ ইতি নু কাময়মানোঽথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।

৬। তৎ (সেই বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি :—তৎ (সে বিষয়ে; ২।১ তৎ এতি=সেই বিষয়ে) এব সক্তঃ (আসক্ত পুরুষ; সঞ্জ্) সহ কর্ম্মণা (কর্ম্মের সহিত) এতি (গমন করে; ই ধাতু) মনঃ (আত্মার লিঙ্গস্বরূপ মন), যত্র (যে বিষয়ে) নিষক্তম্ (আসক্ত, নি+সঞ্জ্) অস্য (ইহার)। প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) অন্তম্ (ফল, শেষ সীমা, ২।১) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) তস্য (সেই কর্ম্মের), যৎ কিম্+চ (যাহা কিছু) ইহ (ইহলোকে; ইদম্+হ, পাঃ ৫।৩।৩, ১১) করোতি অয়ম্ তস্মাৎ লোকাৎ (সেই লোক হইতে) পুনঃ এতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে (এই কর্ম্মলোকের জন্য, এই লোক কর্ম্মপ্রধান, এইজন্য ইহার নাম কর্ম্ম-লোক) ইতি। নু কাময়মানঃ (কম্, ণিঙ, শানচ্, পাঃ ৩।১।৩০; কামনাবান্)। অথ অকাময়মানঃ (কামনাবিহীন লোক) :—'যঃ অকামঃ, নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ, আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি (উৎক্রমণ করে), ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম অপি+এতি (প্রাপ্ত হয়)।

সর্ব্বময়। এই যে (বলা হয় যে) "ইহা এই প্রকারে গঠিত, ইহা ঐ প্রকারে গঠিত" (ইহার অর্থ এই)। যে ব্যক্তি যে প্রকার কার্য্য করে ও যে প্রকার আচরণ করে, সে ব্যক্তি সেই প্রকার হয়, সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়। (এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে), (কিন্তু) কেহ কেহ বলেন যে "এই পুরুষ কামময়"। সে যে প্রকার কামনাযুক্ত হয় সেই প্রকার ক্রতুযুক্ত হয়, যে প্রকার ক্রতুযুক্ত হয় সেই প্রকার কর্ম্ম করে। সে যে প্রকার কর্ম্ম করে সেই প্রকার ফল প্রাপ্ত হয়।"

৬। সেই বিষয়ে এই শ্লোক আছে—"পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ মন যে বিষয়ে আসক্ত, আত্মা সেই বিষয়েই আকৃষ্ট হইয়া নিজ কর্ম্মসহ সেই

৭। তদেষ শ্লোকো ভবতি। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি। তদ্যথাঽহিনির্ব্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতেঽথায়মশরীরোঽমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ।

৭। তৎ এষঃ শ্লোকঃ ভবতি যদা সর্ব্বে (+কামাঃ=সমুদায় কামনা, ১৩) প্রমুচ্যন্তে (প্রমুক্ত হয়, কর্ম্মবাচ্য, বা কর্তৃকর্ম্মবাচ্য) কামাঃ যে (যে সমুদায় কামনা) অস্য হৃদি (হৃদয়ে) শ্রিতাঃ (আশ্রিত, স্থিত) অথ মর্ত্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি অত্র (এই স্থলে ; এই শরীরে অবস্থান করিয়াও) ব্রহ্ম সম্+অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয় ; অশ্ ধাতু)। ইতি। (কঠ ৬।১৪)। তৎ যথা (যেমন, ১।৩।৭ দ্রঃ) অহি-নির্ব্বয়ণী (সর্প-নির্ম্মোক, নির্ব্বয়ণী=সাপের খোলস্) বল্মীকে মৃতা প্রতি+অস্তা (নিক্ষিপ্ত, অস্তা—অস্, ক্ত স্ত্রীং) শয়ীত (পড়িয়া থাকে, শী, শয়নে পাঃ ৭।৪।২১), এবম্ এব ইদম্ শরীরম্ শেতে (পড়িয়া থাকে, শী, লট্, পাঃ ৭।৪।২১)। অথ অয়ম্ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণঃ ব্রহ্ম এব, তেজঃ এব। 'সঃ অহম্ ভগবতে (৪।১) সহস্রম্ দদামি' ইতি হ উবাচ জনকঃ বৈদেহঃ।

দিকে গমন করে।" "এই লোকে পুরুষ যে কর্ম্ম করে, সে (স্বর্গাদি লোকে) তাহার ফললাভ করিয়া সেই (স্বর্গাদি) লোক হইতে এই কর্ম্মলোকে পুনরায় আগমন করে।" কামনাবান্ পুরুষের বিষয়ে (এই প্রকার) ; এখন কামনাবিহীন পুরুষের বিষয় (উক্ত হইতেছে) :—যে পুরুষ অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম, তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না ; তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

৭। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে—'হৃদয়ে যে সমুদায় কামনা বর্ত্তমান, যখন সেই সমুদায় দূরীভূত হয়, তখন মর্ত্ত্য অমৃত হয়, এবং এই স্থলেই (অর্থাৎ এই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াই) সেই আত্মা ব্রহ্ম লাভ

৮। তদেতে শ্লোকা ভবন্তি। অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো মাংস্পৃষ্টোঽনুবিত্তো ময়ৈব। তেন ধীরা অপি যন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিত ঊর্ধ্বং বিমুক্তাঃ।

৯। তস্মিঞ্ছুক্লমুত নীলমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতং চ। এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তস্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎপুণ্যকৃত্তৈজসশ্চ।

৮। তৎ এতে শ্লোকাঃ ভবন্তি :—অণুঃ (সূক্ষ্ম, দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া 'অণু') পন্থাঃ বিততঃ (বহুদূর পর্যান্ত বিস্তৃত, বি+তন্+ক্ত) পুরাণঃ মাম্ (বৈদিক = ময়া আমাকর্ত্তৃক) স্পৃষ্টঃ (স্পৃষ্ট), অনুবিত্তঃ (প্রাপ্ত; অনু+বিদ, ক্ত পাঃ ৮।২।৫৮) ময়া এব। তেন (সেই পথদ্বারা) ধীরাঃ (ধীর ব্যক্তিগণ) অপি+যন্তি (গমন করে, ই) ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মবিৎগণ) স্বর্গম্ লোকম ইতঃ (ইহা হইতে) ঊর্দ্ধম্ (ঊর্দ্ধে) বিমুক্তাঃ (বিমুক্ত) হইয়া)।

৯। তস্মিন্ (সেই পথে) শুক্লম্, উত নীলম্, আহুঃ (বলিয়া থাকে), পিঙ্গলম্, হরিতম্, লোহিতম্ চ, এষঃ পন্থাঃ ব্রহ্মণা (ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক, ব্রহ্মজ্ঞকর্ত্তৃক) হ অনুবিত্তঃ (৮ম মন্ত্র দ্রঃ), তেন এতি (গমন করে) ব্রহ্মবিৎ, পুণ্যকৃৎ, তৈজসঃ চ (এবং যাহারা তেজোযুক্ত, তাহারা)।

করে।' যেমন সর্পের নির্ম্মোক্ মৃত ও পরিত্যক্ত হইয়া বল্মীকে পড়িয়া থাকে, তেমনি এই শরীর (আত্মকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া) পড়িয়া থাকে, আর এই যে অশরীর অমৃত প্রাণ (ইহা) ব্রহ্মই, (ইহা) তেজঃ স্বরূপই। জনক বৈদেহ বলিলেন—(এই উপদেশের জন্য) আমি ভগবান্‌কে সহস্র (গাভী) দান করিতেছি।'

৮। সা। এ বিষয়ে এই সমুদায় শ্লোক আছে :—'(এই যে) সূক্ষ্ম পুরাতন পথ বিস্তৃত রহিয়াছে, আমি ইহা স্পর্শ করিয়াছি, আমি (ইহা) প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রহ্মবিৎ ধীর ব্যক্তি বিমুক্ত হইয়া সেই পথে এই লোক হইতে ঊর্দ্ধদিকে স্বর্গলোকে গমন করেন।'

৯। (পণ্ডিতগণ) বলেন—"এই পথে শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিৎ

১০। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

১১। অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাঽবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্যবিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ।

১২। আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ।

১০। অন্ধম্ তমঃ (গভীর অন্ধকার, ২।১) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে) যে (যাহারা) অবিদ্যাম্ উপাসতে (উপাসনা করে); ততঃ (ইহা অপেক্ষাও) ভূয়ঃ (অধিকতর) ইব (যেন) তে (তাহারা) তমঃ, যে (যাহারা) বিদ্যায়াম্ (বিদ্যাতে) রতাঃ (রম্+ক্ত, পাঃ ৬।৪।৩৭)

১১। অনন্দা নাম (অনন্দা নামক, অনন্দা—আনন্দ বিহীন) তে লোকাঃ অন্ধেন তমসা (গাঢ় অন্ধকার দ্বারা) আবৃতাঃ (আচ্ছন্ন)। তান্ (২।৩, সেই সমুদায় লোকে) তে (তাহারা) প্র+ইত্য (মরিয়া) অভিগচ্ছন্তি (গমন করে) অবিদ্বাংসঃ (অবিদ্বানগণ) অবুধঃ (অ+বুধ্, ক্বিপ্, ১।৩; যাহারা 'বুধ' অর্থাৎ জ্ঞানী নহে) জনাঃ (ঈশোপনিষৎ ৩য় মন্ত্র)।

১২। আত্মানম্ (আত্মাকে) চেৎ (যদি) বিজানীয়াৎ (বি+জ্ঞা বিধি, পাঃ ৭।৩।৭৯ জানিতে পারে) 'অয়ম্ (ইহা) অস্মি (হই)'

ও লোহিত বর্ণ রহিয়াছে। ব্রহ্ম (অর্থাৎ ব্রহ্ম কিংবা ব্রহ্মজ্ঞ) এই পথ লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মবিৎ, পুণ্যকৃৎ এবং তেজোযুক্ত ব্যক্তি এই পথে গমন করেন।

১০। যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে; আর যাহারা বিদ্যায় রত, তাহারা যেন গভীরতর অন্ধকারে গমন করে।

১১। 'অনন্দা' নামক লোকসমূহ গাঢ় অন্ধকারদ্বারা আচ্ছন্ন। অবিদ্বান্ ও অ-বুধগণ মৃত্যুর পরে এই সমুদায় লোকে গমন করে।

১২। 'ইহাই আমি' এইভাবে যিনি আত্মাকে অবগত হইয়াছেন,

১৩। যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাঽস্মিন্‌সংদেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ। স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা তস্য লোকঃ স উ লোক এব।

১৪। ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ। যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি।

ইতি পুরুষঃ, কিম্ (কি) ইচ্ছন্ (ইষ্ শতৃ, পাঃ ৭।৩।৭৭, ইচ্ছা করিয়া) কস্য কামায় (কোন্ বস্তুর কামনায়) শরীরম্ অনু সম্+জ্বরেৎ (শরীরের অনুগত হইয়া সন্তাপ ভোগ করিবে)?

১৩। যস্য (যাহার, এস্থলে যাহা দ্বারা) অনুবিত্তঃ (৪।৪।৮ দ্রঃ প্রতিবুদ্ধঃ (সাক্ষাৎকৃত) আত্মা অস্মিন সন্দেহ্যে (শরীরে) গহনে (শঙ্কট পূর্ণ, ৭ ১) প্রবিষ্টঃ, সঃ বিশ্বকৃৎ সঃ হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা, তস্য লোকঃ, সঃ তু লোকঃ এব।

১৪। ইহ (এই পৃথিবীতে) এব সন্তঃ (অস্, শতৃ, ১।৩, থাকিয়া) অথ বিদ্মঃ (জানিতে পারি) তৎ বয়ম্, ন চেৎ অবেদীঃ মহতী বিনষ্টিঃ (বিনাশ)। যে তৎ (তাহা) বিদুঃ (জানে) অমৃতাঃ তে ভবন্তি, অথ ইতরে (অপর সকলে) দুঃখম্ এব অপি+যন্তি (প্রাপ্ত হয়ই)।

তিনি কি ইচ্ছা করিয়া কোন বস্তুর কামনায় এই শরীরে সন্তাপ ভোগ করিবেন?

১৩। এই গহন শরীরে প্রবিষ্ট আত্মাকে যিনি লাভ করিয়াছেন, এবং সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনিই বিশ্বকৃৎ, তিনিই সকলের কর্ত্তা। (স্বর্গাদি) লোক তাঁহারই এবং তিনিই (এই সমুদায়) লোক।

১৪। এই পৃথিবীতে থাকিযাই আমরা আত্মাকে অবগত হইতে পারি, যদি না পারি, তবে অজ্ঞান (থাকি) এবং আমাদিগের মহান্ বিনাশ। যাঁহারা এই আত্মাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন, এবং অপর সকলে দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

১৫। যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা। ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।

১৬। যস্মাদর্বাক্সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে। তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্।

১৭। যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্।

১৫। যদা (যখন) এতম (+আত্মানম্ = এই আত্মাকে) অনুপশ্যতি (দর্শন করে) আত্মানম্ (২।১) দেবম্ (২।১) অঞ্জসা (অব্যয়, সাক্ষাৎ ভাবে, প্রকৃত ভাবে) ঈশানম্ (ঈশ্বরকে) ভূত ভব্যস্য (ভূত ও ভবিষ্যতের), ন ততঃ বিজুগুপ্সতে।

১৬। যস্মাৎ অর্ব্বাক্ (যাঁহার অধোভাগে, যাঁহার পশ্চাৎভাগে) সম্+বৎসরঃ+অহোভিঃ (দিন সকলের সহিত) পরিবর্ত্ততে (আবর্ত্তিত হয়), তৎ (তাহাকে) দেবাঃ জ্যোতিষাম্ (জ্যোতির) জ্যোতিঃ (২।১) আয়ুঃ (২।১) হ উপাসতে অমৃতম্।

১৭। যস্মিন্ (যাহাতে) পঞ্চ পঞ্চজনাঃ আকাশঃ চ প্রতিষ্ঠিতঃ; তম্ এব (তাঁহাকেই) মন্যে (মনে করি) আত্মানম্ (আত্মারূপে, ২।১) বিদ্বান্ (১।১) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপে, ২।১) অমৃতঃ (১।১) অমৃতম্ (অমৃত রূপে, ২।১)।

১৫। যিনি ভূত ভবিষ্যতের ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ (বা জ্যোতির্ম্ময়) আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিয়াছেন, তিনি কিছুতেই ভীত হন না।

১৬। যাঁহার পশ্চাৎ ভাগে দিন ও সংবৎসর আবর্ত্তন করিতেছে, সেই জ্যাতির জ্যোতিঃ আয়ুঃ স্বরূপ ও অমৃত স্বরূপকে দেবগণ উপাসনা করিয়া থাকেন।

১৭। যাহাতে পঞ্চ মানবজাতি ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, আমি তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি। আমি অমৃত স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া অমৃত (হইয়াছি)।

১৮। প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ। তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্।

১৯। মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিংচন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।

২০। একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ।

১৮। প্রাণস্য প্রাণম্ (২।১) উত চক্ষুষঃ (চক্ষুর) চক্ষুঃ (২।১) উত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ (২।১) মনসঃ (মনের) যে (যাহারা) মনঃ (২।১) বিদুঃ (জানে), তে (তাহারা) নিচিক্যুঃ (নি+চি, লিট, ১।৩, পা ৭।৩।৫৮; নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন) ব্রহ্ম (২।১) পুরাণম্ অগ্র্যম্ (২।১; অগ্র্য—যিনি সর্ব্বাগ্রে অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমে ছিলেন; আদিকারণ)।

১৯। মনসা (মনদ্বারা) এব অনুদ্রষ্টব্যম্ (বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য), ন ইহ (ইহাতে) নানা অস্তি (আছে) কিম্+চন। মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), যঃ (যে) ইহ নানা ইব (যেন) পশ্যতি (দেখে)।

২০। একধা এব (এক প্রকারেই) অনুদ্রষ্টব্যম্ এতৎ অপ্রমেয়ম্ (১।১, যাহার পরিমাণ করা যায় না, প্রমাণ দ্বারা যাহাকে জানা যায় না) ধ্রুবম্। বিরজঃ (নির্ম্মল), পরঃ (শ্রেষ্ঠ) আকাশাৎ (৫।১) অজঃ (জন্মরহিত) মহান্ ধ্রুবঃ।

১৮। যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র ও মনের মন বলিয়া জানেন, তাঁহারাই সেই পুরাতন এবং আদি (কারণ) ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন।

১৯। মনদ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। ইহাতে নানাত্ব নাই। যে ইহাতে নানাত্ব দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

২০। এই অপ্রমেয় ধ্রুব আত্মাকে একধা দর্শন করিতে হইবে। (তিনি) বিরজ, আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ, অজ, মহান্ এবং ধ্রুব।

২১। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দাম্বাচো বিগ্লাপনং হি তদিতি।

২২। স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল

২১। তম্ এব ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ বিজ্ঞায় (জানিয়া) প্রজ্ঞাম্ (প্রজ্ঞা-সাধন, ২।১) কুর্ব্বীত (করিবে)। ন অনুধ্যায়াৎ (অনু+ধ্যৈ, আশীঃ ৩।১; অনুধ্যান করিবে) বহূন্ শব্দান্ (বহুশব্দকে; শাস্ত্র অধ্যয়ন ২।৩); বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের) বিগ্লাপনম্ (গ্লানিকর, শ্রমকর) হি তৎ (তাহা) ইতি।

২২। সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজ আত্মা, যঃ অয়ম্ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু (৪।৩।৭ দ্রঃ), যঃ এষ অন্তঃ+হৃদয়ে (হৃদয়ের মধ্যে) আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে (শয়ন করে, অবস্থিতি করে, শী ধাতু; পাঃ ৭।৪।২১), সর্ব্বস্য বশী (বশকারী), সর্ব্বস্য ঈশানঃ (শাসনকর্ত্তা) সর্ব্বস্য অধিপতিঃ। সঃ ন সাধুনা কর্ম্মণা (সাধুকর্ম্মদ্বারা) ভূয়ান্ (ভূয়স্, ১।১; বহু+ ঈয়স্, পাঃ ৬।৪।১৫৮; শ্রেষ্ঠ), নো (ন+উ=না) এব অসাধুনা কর্ম্মণা (অসাধু কর্ম্মদ্বারা) কনীয়ান্ (কনীয়স্ ১।১—অল্প+ঈয়সু,

২১। ধীর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অবগত হইয়া প্রজ্ঞাসাধন করিবেন; বহু-বাক্যের সাধন করিবেন না, কারণ ইহা কেবল বাগিন্দ্রিয়ের শ্রমমাত্র।

২২। প্রাণসমূহের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, হৃদয়ের অভ্যন্তরে এই যে আকাশ, সেই স্থলে যিনি অবস্থিত, তিনি মহান্ অজ আত্মা; তিনি সকলের বশী, সকলের শাসনকর্ত্তা ও সকলের অধিপতি। সাধু-কর্ম্মদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ হন না, অসাধু কর্ম্মদ্বারা তিনি হীনতর হন না। ইনিই সর্ব্বেশ্বর, ইনিই ভূতসমূহের অধিপতি, ইনিই ভূতসমূহের পালক। লোকসমূহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায় এই জন্য তিনি সেতুস্বরূপ এবং বিধারণ (হইয়া রহিয়াছেন)। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে

এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসংভেদায় তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তৎপূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ

পাঃ ৫।৩।৬৪=অল্পতর)। এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ এষঃ ভূতাধিপতিঃ (ভূত সমুদায়ের অধিপতি), এষঃ ভূতপালঃ (ভূতসমূহের পালক), এষঃ সেতুঃ বিধরণঃ (ধারণকর্ত্তা) এষাম্ লোকানাম্ (এই লোক সমূহের) অ+সম্+ভেদায় (বিভিন্ন না হইয়া যায় এই জন্য; কিংবা মিশ্রিত না হইয়া যায় এই জন্য)। তম্ এতম্ বেদ+অনুবচনেন (বেদাধ্যয়ন দ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি (বিদ্, সন্ পাঃ ১।২।৮; জানিবার জন্য ইচ্ছা করেন)—যজ্ঞেন, দানেন, তপসা (তপস্যাদ্বারা) অনাশকেন (উপবাস দ্বারা; আশক=অশ+ণক্=আহার; অনাশক=অনাহার)। এতম্ বিদিত্বা (বিদ্+ক্তা, পাঃ ১।২।৮ = জানিয়া) মুনিঃ ভবতি। এতম্ (+ লোকম্ = এই আত্মরূপ লোককে) এব প্রব্রাজিনঃ (সন্ন্যাসিগণ) লোকম্ (আত্মরূপ লোককে) ইচ্ছন্তঃ (কামনা করিয়া; ইষ্, শতৃ ১।৩) প্রব্রজন্তি (প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন)। এতৎ (ইহা) হ স্ম বৈ তৎ (এই জন্য) পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ (প্রাচীন কালের বিদ্বান্‌গণ)

বেদবচন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনশনব্রত দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। ইহাকে জানিয়াই (মানব) মুনি হয়। এই (ব্রহ্মরূপ) লোক কামনা করিয়া সন্ন্যাসিগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। এই জন্যই প্রাচীন কালের বিদ্বান্‌গণ সন্তান কামনা করেন নাই। (তাঁহারা বলিতেন) আমরা যখন ব্রহ্মরূপ লোক লাভ করিয়াছি তখন আমরা সন্তানদ্বারা কি করিব? তাঁহারা পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহা পুত্রৈষণা, তাহাই বিত্তৈষণা, (এতদুভয়ই এষণা), যাহা বিত্তৈষণা তাহাই লোকৈষণা—এতদুভয়ই এষণা।

ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ। স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেঽশীর্যো নহি শীর্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যেতমুহৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকরবমিত্যুভে উ হৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ॥

প্রজাম্ ন কাময়ন্তে (+স্ম = কামনা করিয়াছিলেন; কম্+ণিচ, লট্, ৩।৩, পাঃ ৩।২।১৩০)—'কিম্ প্রজয়া' (সন্তানদ্বারা; প্রজা = সন্তান, ৩।১) করিষ্যামঃ (করিব) যেষাম্ নঃ (যে আমাদিগের) অয়ম্ আত্মা, অয়ম্ লোকঃ (ব্রহ্মরূপ লোক) ইতি তে হ স্ম পুত্র+এষণায়াঃ (পুত্রকামনা হইতে, এষণা, ৫।১) চ, বিত্ত+এষণায়া (বিত্ত কামনা হইতে) চ, লোক+এষণায়াঃ (স্বর্গাদি লোক কামনা হইতে) বি+উত্থায় (উত্থিত হইয়া, উৎ+স্থা+ল্যপ, পাঃ ৮।৪।৬১) ভিক্ষাচর্য্যম্ চরন্তি (+স্ম = আচরণ করিয়াছিলেন)। যা হি এব পুত্রৈষণা, সা বিত্তৈষণা; যা বিত্তৈষণা, সা লোকৈষণা; উভে হি এতে (এই উভয়ই) এষণে (এষণা, ১।২ = কামনা) এব ভবতঃ (৩।৫।১ দ্রঃ)। সঃ এষঃ 'নেতি' 'নেতি' আত্মা; অগৃহ্য; ন হি গৃহ্যতে, অশীর্য্য, ন হি শীর্য্যতে; অসঙ্গঃ, ন হি সজ্যতে; অসিতঃ, ন ব্যথতে, ন রিষ্যতি (৩।৯।২৬; ৪।২।৪ দ্রঃ)। এবম্ (এই প্রকার জ্ঞানীকে) উ হ এব এতে (এই দুইটী) ন তরতঃ (পরাভব করে; তৃ, লট্ ৩।২) ইতি—'অতঃ (এই হেতুতে) পাপম্ অকরবম্' (করিয়াছি) ইতি—'অতঃ কল্যাণম্ অকরবম্', ইতি। উভে (২।২) উ হ এষঃ এতে (+উভে = এই দুইকে) তরতি; ন এনম্ (ইহাকে) কৃত+অকৃতে (১।২, কৃত ও অকৃত কর্ম্ম) তপতঃ (সন্তপ্ত করে; তপ্, লট ৩।২)।

এই আত্মা 'নেতি' 'নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়)। এই প্রকার। ইনি অগ্রাহ্য, ইহাকে গ্রহণ করা যায় না; ইনি অশীর্য্য, ইনি শীর্ণ হন না; ইনি অসঙ্গ, কিছুতে আসক্ত হয়েন না; ইনি অবদ্ধ, ইনি ব্যথাপ্রাপ্ত হন না এবং হিংসিত হন না। 'এই জন্য কেন আমি পাপ করিয়াছি'

২৩। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্ধতে কর্ম্মণা নো কনীয়ান্। তস্যৈব স্যাৎ পদবিত্তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেনেতি। তস্মাদেবং বিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাঽত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি

২৩। তৎ এতৎ (ইহা) ঋচা (ঋক্ মন্ত্রদ্বারা) অভি+উক্তম্ (উক্ত হইয়াছে) 'এষঃ (এই) নিত্যঃ মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়) কর্ম্মণা, নো (ন+উ=না) কনীয়ান্ (৩ ৪।২২ দ্রঃ)। তস্য এব স্যাৎ পদবিৎ (তত্ত্বজ্ঞ, পদ=চিহ্ন, পদ+বিদ্+ক্বিপ্ পাঃ ৩।২।৬১। তম্ বিদিত্বা (জানিয়া) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয়) কর্ম্মণা পাপকেন (পাপকর্ম্মদ্বারা)' ইতি। তস্মাৎ এবম্+বিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) শান্তঃ দান্তঃ (অন্তঃকরণের তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত) উপরতঃ (সমুদায় উদ্যম হইতে বিরত) তিতিক্ষুঃ (সুখদুঃখাদি-সহিষ্ণু, তিজ্, সন্ উ, সন্ স্ত্রীং) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্ত) ভূত্বা (হইয়া) আত্মনি (আপনাতে, নিজ আত্মাতে; কাহারও কাহারও মতে এস্থলে আত্মনি=দেহে) এব আত্মানম্ পশ্যতি (দেখে)। সর্ব্বম্ (সর্ব্ব বস্তুকে) আত্মানম (২।১, আত্মরূপে) পশ্যতি। ন এনম্ পাপ্মা (পাপ;

এবং 'এই জন্য কেন আমি কল্যাণ করিয়াছি'—এই উভয় চিন্তা এই প্রকার জ্ঞানীকে পরাভব করে না। তিনি এই উভয় চিন্তাকেই অতিক্রম করেন, কৃত এবং অকৃত কর্ম্ম ইহাকে সন্তপ্ত করে না।

২৩। একটী ঋকে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে:—'ব্রাহ্মণের এই নিত্য মহিমা কর্ম্মদ্বারা বর্দ্ধিত হয় না এবং অল্পতরও হয় না। এই (মহিমার) তত্ত্ব অবগত হইবে। ইহা অবগত হইলে পুরুষ কর্ম্মে লিপ্ত হয় না।' সেই জন্য এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি শান্ত দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া নিজ আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করেন,

নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাডেনং প্রাপিতোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাং চাপি সহ দাস্যায়েতি।

২৪। স বা এষ মহানজ আত্মাঽন্নাদো বসুদানো বিন্দতে বসু য এবং বেদ।

পাপ্মন্) তরতি (পরাভূত করে): সর্ব্বম্ পাপ্মানম্ (সমুদায় পাপকে) তরতি; ন এনম্ পাপ্মা তপতি (সন্তাপ দেয়); সর্ব্বম্ পাপ্মানম্ তপতি; বিপাপঃ (পাপরহিত) বিরজঃ (মলিনতা রহিত; ৪।৪।২০ দ্রঃ) অবিচিকিৎসঃ (সন্দেহরহিত; বি+কিৎ, সন্; স্ত্রীং) ব্রাহ্মণঃ ভবতি। এষঃ ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মরূপ লোক) সম্রাট্' ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। সঃ অহম্ ভগবতে (ভগবান্‌কে) বিদেহান্ (বিদেহ দেশকে, বা বিদেহ-বাসীদিগকে) দদামি (দান করিতেছি), মাম্ অপি (আমাকেও) সহ (বিদেহবাসীদিগের সহিত) দাস্যায় (দাস্য কার্য্যের জন্য)' ইতি।

২৪। সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা (অন্নাদঃ অন্নদাতা) বসুদানঃ (ধনদাতা; বসু=ধন; দান—দা+অন্)। বিন্দতে (লাভ করে) বসু (২।১, ধনকে), যঃ এবম্ বেদ (জানে)।

তিনি সমুদায় বস্তুকে আত্মরূপে দর্শন করেন, পাপ ইঁহাকে সন্তপ্ত করিতে পারে না, ইনিই পাপকে সন্তপ্ত করেন। ইনি নিষ্পাপ, বিরজ ও সন্দেহরহিত হইয়া ব্রাহ্মণ হন। ইহাই ব্রহ্মলোক—যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকার বলিলেন। জনক বলিলেন "সেই আমি (অর্থাৎ ভগবানকর্ত্তৃক উপদিষ্ট আমি) ভগবান্‌কে বিদেহ দেশ দান করিতেছি এবং দাস্য কর্ম্মের জন্য নিজেকেও (দান করিতেছি)।

২৪। যা। ইঁনিই মহান্ অজ আত্মা এবং অন্নদাতা ও ধনদাতা। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি ধনলাভ করেন।

২৫। স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ।

২৫। সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা = অজরঃ (জরারহিত) অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ (ভয়রহিত) ব্রহ্ম। অভয়ম্ বৈ ব্রহ্ম। অভয়ম্ হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি যঃ এবম্ বেদ।

২৫। ইনিই মহান্ অজ আত্মা; (ইনিই) অজর, অমর, অমৃত অভয় ব্রহ্ম। ব্রহ্মই অভয়; যিনি এই প্রকার জানেন তিনি অভয় ব্রহ্ম হন।

মন্তব্য

৪।৪।২। 'সবিজ্ঞানম্ = এব অন্থ অবক্রামতি—পণ্ডিতগণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন:—(১) যাহা বিজ্ঞানময়, (আত্মা) তাহার অনুগমন করে। সবিজ্ঞানম্ = যাহা বিজ্ঞানময় তাহাকে। (২) আত্মা বিজ্ঞানযুক্ত হইয়া অনুগমন করে। এখানে আত্মাকে 'সবিজ্ঞানম্' বলা হইয়াছে। (৩) রঙ্গরামানুজের মতে সবিজ্ঞানম্ = বিজ্ঞানময় পুরুষকে। আমরা এই মতই গ্রহণ করিলাম। তাঁহার মতে 'অন্ববক্রামতি'র কর্ত্তা "প্রাণবর্গঃ" (উহ্য)। আমরা "প্রাণঃ" অর্থাৎ মুখ্য প্রাণকেই কর্ত্তারূপে গ্রহণ করিয়াছি। মুখ্য প্রাণ গমন করিলে অপরাপর প্রাণও তাহার অনুগমন করে। বস্তুতঃ রঙ্গরামানুজের সহিত আমাদিগের মতভেদ সামান্য।

৪।৪।৩ 'গময়িত্বা'—কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ 'প্রাপ্ত করাইয়া'। 'অবিদ্যাম্ গময়িত্বা' = দেহকে অবিদ্যাগ্রস্ত করাইয়া।

৪.৪।৫। "কামময়ঃ এব অয়ম্ পুরুষ"। পূর্ব্বে বলা হইল পুরুষ কর্ম্মময়। এখন ঋষি পক্ষান্তর উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—কাহারও কাহারও মত এই—"পুরুষ কামময়"। এ বিষয়ে ঋষির সিদ্ধান্ত—"সঃ যথাকামঃ..... কুরুতে" এখানে উভয় মতের সামঞ্জস্য করা হইল।

৪।৪।৭। নির্ব্বয়ণী—নিঃ, লী হইতে নিষ্পন্ন। যাহাতে সর্প লীন হইয়া থাকে তাহার নাম নির্ব্বয়ণী—আনন্দগিরি।

৪।৪।৮,৯ (১) 'এতে শ্লোকাঃ'—৮ম হইতে ২১এর মন্ত্র পর্য্যন্ত। (২) 'ইতঃ'—শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে (ক) পৃথিবী হইতে (খ) দেহত্যাগের পরে (গ) স্বর্গলোক হইতে। তৃতীয় অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত মন্ত্রের শেষ অংশের অর্থ এই প্রকার হইবে—'ব্রহ্মবিৎ ধীর ব্যক্তি সেই পথে স্বর্গলোকে গমন করেন এবং বিমুক্ত হইয়া এই লোক হইতে আরও উর্দ্ধে গমন করেন।' (৩) ৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মবিৎ ইহলোকেই ব্রহ্মলাভ করেন। কিন্তু ৮ম মন্ত্রে বলা হইতেছে তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন। এই জন্য শঙ্কর বলেন এস্থলে 'স্বর্গলোক প্রাপ্তি' অর্থ 'মোক্ষলাভ'। (৪) 'বিতর্তঃ' স্থলে পাঠান্তর বিতরঃ (= বিতৃ ধাতু)।

৪।৪।৯। 'ব্রহ্মণা অনুবিত্তঃ'—এই অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে (১) 'ব্রহ্ম কর্তৃক আবিষ্কৃত' (২) ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত।

এই মন্ত্রটী ঈশাবাস্যোপনিষদে (৯ম মন্ত্রে) গৃহীত হইয়াছে। 'প্রবাসী'তে (১৩১৯, ফাল্গুন, পৃঃ ৫১৩ ৫২২) এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪।৪।১১। মাধ্যন্দিন শাখায় 'সংজ্বরেৎ' স্থলে 'সঞ্চরেৎ'।

৪।৪।১৩ (১) 'সন্দেহ্যে'—পাঠান্তর 'সন্দেঘে' সন্দেঘ একটি বৈদিক শব্দ— সম্+দেহ। দেহ এবং দেঘ একই অর্থপ্রকাশক (২) 'সন্দেহ্যে'—সন্দেহে = সম্+দেহে, বহু অনর্থযুক্ত দেহে (শঙ্কর ও আনন্দগিরি)।

৪।৪।১৪। 'অবেদিঃ'—শঙ্কর বলেন যাহার 'বেদ' (অর্থাৎ জ্ঞান) আছে সে 'বেদিঃ', যাহার জ্ঞান নাই, সে অবেদিঃ। 'অবেদিঃ' অর্থ অজ্ঞানতাও হইতে পারে। (রঙ্গরামানুজ)।

৪।৪।১৫ 'ততঃ'—তখন, কিংবা ঈশানাৎ—ঈশান হইতে (২) 'বিজুগুপ্সতে'র ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এই (ক) কাহারও নিন্দা করে না, (খ) কিছুই গোপন করে না, (গ) ভীত হয় না।

১। ৪।৪।১৭। 'পঞ্চজনাঃ—কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়। শঙ্কর দুইটী অর্থ দিয়াছেন—(১) গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ এবং রাক্ষসগণ, (২) ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ এবং নিষাদ। এই দুইটী অর্থ যাস্কের নিরুক্ত হইতে (৩।৮) গৃহীত হইয়াছে। যাস্কের সময়েই এই শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে কেহ কেহ প্রথম অর্থ গ্রহণ করেন আর

ঔপমন্যব দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মৌলিক অর্থ পঞ্চজনপদের মানব। ঋগ্বেদের যুগে আর্য্যগণ প্রধানতঃ পাঁচটী স্থানে বাস করিতেন; এই পঞ্চদেশের লোকের নাম পঞ্চজন। ঋগ্বেদে বহুস্থলে 'পঞ্চকৃষ্টি' (২।২।১০, ৪।৩৮।১০, ১৪।৬০।৪, ১০।১১৯।৬, ১০।১৭৮।৩), পঞ্চচর্ষণি (৭।১৫।২, ৯।১০১।৯), পঞ্চজন (১।৮৯।১০, ৭।১১।৪, ৮।৩২।২২, ৮।৯১।৩, ১০।৪৫।৬, ১০।৫৩।৪), পঞ্চক্ষিতি (১।৭।৯, ১।৭৬।৩, ৫।৩৫।২, ৭।৭৫।৪, ৭।৭৯।১) ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ আছে। এক শ্রেণীর লোক পশু লইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিত। কিন্তু অনেকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদিগের নাম হইয়াছিল কৃষ্টি (=কৃষক) বা চর্ষণি (=চাষা)। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে সকলেই এই শ্রেণীর লোক ছিল। পঞ্চদেশের মানবদিগকে পঞ্চকৃষ্টি এবং পঞ্চচর্ষণি বলা হইত। 'পঞ্চ ক্ষিতি' অর্থ পঞ্চদেশ বা পঞ্চদেশের লোক। সাদৃশ্য দেখিয়া বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে 'পঞ্চজন' অর্থও পঞ্চ জনপদের মানব। সেই সময়ে 'মানব' বলিলে 'পঞ্চজন'ই বুঝিত। এই রূপে 'পঞ্চজন' অর্থ 'মানব' হইয়াছিল।

২। অনেকে শেষ অংশের এ প্রকার অর্থও করিয়াছেন—(ক)(আমি) বিদ্বান্ ও অমৃত স্বরূপ, (সেই) আমি, সেই আত্মাকেই অমৃত স্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি। (খ) আমি তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি; (আমি) বিদ্বান্, (সেই আমি তাঁহাকে) ব্রহ্ম (বলিয়া মনে করি), (আমি) অমৃত স্বরূপ (সেই আমি তাঁহাকে) অমৃতস্বরূপ বলিয়া মনে করি)।

৪।৪।১৯। কঠোপনিষদে (২।১।১১) এই মন্ত্র কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে।

৪।৪।২০। 'বিরজঃ' শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ উভয়ই হইতে পারে। বিরজঃ=বিরজস্ ক্লীং ১।১; কিংবা 'বিরজ' পুং ১।১ ক্লীং হইলে 'এতৎ অপ্রমেয়ম্ ধ্রুবম্' এর সহিত, পুং হইলে 'অজঃ মহান্ ধ্রুবঃ' এর সহিত সংযুক্ত করিয়া অর্থ করা যাইতে পারিত। কিন্তু 'বিরজঃ' তৃতীয় চরণে এবং প্রথম দুইটী চরণ একটী সম্পূর্ণ বাক্য; সুতরাং ইহাকে প্রথম দুই চরণের সহিত সংযুক্ত না করিয়া শেষ দুই চরণের সহিতই সংযুক্ত করা উচিত। সুতরাং এই পদ পুংলিঙ্গ

৪।৪।২২ অসম্ভেদায়—

ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৮।৪।১) এই শব্দের ব্যবহার আছে। উক্ত উপনিষদে গ্রন্থকারের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৪।৪।২৪। কেহ কেহ বলেন 'অন্নাদঃ'='অন্নভোক্তা'।

চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ

মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণের (২৪) কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকার

১। অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্যে বভূবতু মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়ন্যথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোঽন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যন্।

২। মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্বা অরেঽহমস্মাৎস্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যান্তং করবাণীতি।

১। অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে (দুই ভার্য্যা) বভূবতুঃ (ছিল) —মৈত্রেয়ী চ, কাত্যায়নী চ। তয়োঃ (৬।২ ; তাহাদিগের মধ্যে) মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব স্ত্রী-প্রজ্ঞা (স্ত্রীজনোচিত প্রজ্ঞাবিশিষ্ট) এব তর্হি (ইদম্+র্হিল, পাঃ ৫।৩।৪, ১৬) কাত্যায়নী। অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ অন্যৎবৃত্তম্ (২।১ ; গৃহস্থাশ্রম হইতে অন্যবৃত্তি=সন্ন্যাসাশ্রম) উপ+আ +করিষ্যন্ (অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়া ; কৃ+স্যতৃ)।

২। 'মৈত্রেয়ি!' ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ 'প্রব্রজিষ্যন্ (প্রব্রজ্যা

১। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই ভার্য্যা ছিলেন :—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। ইঁহাদিগের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞা ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম হইতে অন্য আশ্রম করিবেন স্থির করিয়া

২। বলিলেন—মৈত্রেয়ি! আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া এই

৩। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যাং ন্বহং তেনামৃতাহো ৩ নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি।

৪। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।

অবলম্বন করিবার জন্য; ২।৪এ আছে উদ্‌যাস্যন্) বৈ অরে! অস্মাৎ স্থানাৎ (এই স্থান হইতে) অস্মি (হই)। হন্ত! (ইহার অর্থ 'যদি ইচ্ছা হয়') তে অনয়া কাত্যায়ন্যা অন্তম্ করবানি' ইতি।

৩। সা হ উবাচ মৈত্রেয়ী—'যৎ নু মে ইয়ম্ ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, স্যাম্ নু অহম্ তেন অমৃতা?' 'অহো ত নেতি নেতি' হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'যথা এব উপকরণবতাম জীবিতম্ তথা এব তে জীবিতম্ স্যাৎ, অমৃতত্বস্য তু ন আশা অস্তি বিত্তেন' ইতি।

৪। সা হ উবাচ মৈত্রেয়ী—'যেন অহম ন অমৃতা স্যাম্. কিম্ অহম্ তেন কুর্য্যাম্? যৎ এব ভগবান্ বেদ, তৎ এব মে ব্রূহি' ইতি।

স্থান হইতে গমন করিতেছি। তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে আমি সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতেছি।

৩। মৈত্রেয়ী বলিলেন—'হে ভগবন্! এই সমুদায় পৃথিবী যদি বিত্তদ্বারা পূর্ণ হয় আমি কি তাহা দ্বারা অমৃত হইতে পারিব?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'অহো! না, না, উপকরণবান্ ব্যক্তিদিগের জীবন যেমন তোমার জীবনও তেমনি হইবে। বিত্তদ্বারা অমৃতত্বের কোন আশা নাই।

৪। মৈত্রেয়ী বলিলেন—'যাহা দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারিব না, তাহা দ্বারা আমি কি করিব?

৫। স হৈাবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বৈ খলু নো ভবতী সতী প্রিয়মবৃধদ্ধন্ত তর্হি ভবত্যেতদ্ব্যাখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি।

৬। স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং

৫। সঃ হ উবাচ-যাজ্ঞবল্ক্য :—'প্রিয়া বৈ খলু (২।৪ এ 'বত অরে') নঃ (আমাদিগের) ভবতী (ভবৎ, স্ত্রী, ২।৪এ নাই) সতী (সৎ, স্ত্রী, হইয়া), প্রিয়ম্ অবৃধৎ (বৃধ্, লুঙ, ৩।১; বর্দ্ধিত করিয়াছেন; ২।৪এ আছে 'ভাষসে') হন্ত! তর্হি (তদ্+হিল, পাঃ ৫।৩।২০, তবে), ভবতি (হে ভবতি!, ভবৎ, স্ত্রীং সম্বো; ২।৪এ নাই) এতৎ ২।৪এ নাই ব্যাখ্যাস্যামি (ব্যাখ্যা করিব), তে (চতুর্থী, তোমার জন্য ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্ব' ইতি।

৬। সঃ হ উবাচঃ—'ন বৈ অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি। ন বৈ অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বৈ অরে পুত্রাণাম্ কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। আত্মনঃ তু কামায় পুত্রাঃ প্রিযাঃ

৫। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তুমি প্রিয়াই ছিলে (এখন) প্রিয়ত্ব বর্দ্ধিত করিলে। হে ভবতি! তোমার নিকট আমি ইহা ব্যাখ্যা করিতেছি, ব্যাখ্যাকর্ত্তার (অর্থাৎ আমার বাক্যের প্রতি) মনোযোগ কর।

৬। তিনি বলিলেন—অয়ি! পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ পতি প্রিয় হয় না, (কিন্তু) 'আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। অয়ি! জায়ার প্রতি প্রীতিবশতঃ জায়া প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই জায়া

ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে

ভবন্তি। ন বৈ অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তম্ প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় বিত্তম্ প্রিয়ম্ ভবতি। ন বৈ অরে পশূনাম্ কামায় পশবঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় পশবঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। (২।৪এ নাই)। ন বৈ অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ম্ ভবতি। ন বৈ অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রম্ প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় ক্ষত্রম্ প্রিয়ম্ ভবতি। ন বৈ অরে লোকানাম্ কামায় লোকাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বৈ অরে দেবানাম কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। ন বৈ অরে বেদানাম্ কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় বেদাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। (২।৪এ নাই) ন বৈ অরে ভূতানাম্ কামায়

প্রিয় হয়। অয়ি! পুত্রগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ পুত্রগণ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়। অয়ি! বিত্তের প্রতি প্রীতিবশতঃ বিত্ত প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই বিত্ত প্রিয় হয়) অয়ি! পশুগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ পশুগণ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই পশুগণ প্রিয় হয়। অয়ি! ব্রাহ্মণজাতির প্রতি প্রীতিবশতঃ ব্রাহ্মণজাতি প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই ব্রাহ্মণজাতি প্রিয় হয়। অয়ি! ক্ষত্রিয়জাতির প্রতি প্রীতিবশতঃ ক্ষত্রিয়জাতি প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয়জাতি প্রিয় হয়।

বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।

ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি আত্মনঃ তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বৈ অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় সর্ব্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি। আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ; মৈত্রেয়ি! আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে, শ্রুতে, মতে, বিজ্ঞাতে, (২।৪ এ আছে দর্শনেন, শ্রবণেন, মত্যা, বিজ্ঞানেন) ইদম্ সর্ব্বম্ বিদিতম্ (ইহার পরে ২।৪ এ আছে 'ভবতি')।

অয়ি! (স্বর্গাদি) লোকসমূহের প্রতি প্রীতিবশতঃ লোকসমূহ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই লোকসমূহ প্রিয় হয়। অয়ি! দেবগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ দেবগণ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই দেবগণ প্রিয় হয়। অয়ি! বেদসমূহের প্রতি প্রীতিবশতঃ বেদসমূহ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই বেদসমূহ প্রিয় হয়। অয়ি! ভূতসমূহের প্রতি প্রীতিবশতঃ ভূতসমূহ প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই ভূতসমূহ প্রিয় হয়। অয়ি! সমুদায় বস্তুর প্রতি প্রীতিবশতঃ সমুদায় বস্তু প্রিয় হয় না, (কিন্তু) আত্মপ্রীতির জন্যই সমুদায় বস্তু প্রিয় হয়। সুতরাং অয়ি! এই আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। মৈত্রেয়ি! এই আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন করিলে ও অবগত হইলে এই সমুদায়ই বিদিত হয়।

৭। ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্বেদ দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্বেদ বেদাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো বেদান্বেদ. ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদেদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।

৭। ব্রহ্ম তম্ পরাদাৎ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ ব্রহ্মবেদ। ক্ষত্রম তম পরাদাৎ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ ক্ষত্রম্ বেদ। লোকাঃ তম্ পরাদুঃ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ লোকান্ বেদ। দেবাঃ তম্ পরাদুঃ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ দেবান্ বেদ। বেদাঃ তম্ পরাদুঃ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ বেদান্ বেদ। (২।৪ এ নাই) ভূতানি তম্ পরাদুঃ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ ভূতানি বেদ। সর্ব্বম্ তম পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্ব্বম্ বেদ। ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম ক্ষত্রম্, ইমে লোকাঃ, ইমে দেবাঃ, ইমে বেদাঃ, ইমানি ভূতানি, ইদম সর্ব্বম্ যৎ অয়ম্ আত্মা।

৭। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, ক্ষত্রিয়জাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি (স্বর্গাদি) লোকসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, (স্বর্গাদি) লোকসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, দেবগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি বেদসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, বেদসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ভূতসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, ভূতসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি সমুদায় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, সমুদায় বস্তু তাহাকে

৮। স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্‌-গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।

৯। স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্‌-গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।

১০। স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্‌-গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।

৮। সঃ যথা দুন্দুভেঃ হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায়, দুন্দুভেঃ তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যা ঘাতস্য বা শব্দঃ গৃহীতঃ।

৯। সঃ যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায়, শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দঃ গৃহীতঃ।

১০। সঃ যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায়, বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দঃ গৃহীতঃ।

পরিত্যাগ করিবে। এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই লোক-সমূহ, এই দেবগণ, এই বেদসমূহ, এই ভূতসমূহ, এই সমুদায় বস্তু—এ সমুদায়ই আত্মা।

৮। যেমন তাড্যমান দুন্দুভি হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভিকে গ্রহণ করিলে কিংবা দুন্দুভি বাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়।

৯। যেমন বাদ্যমান শঙ্খ হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শঙ্খ গ্রহণ করিলে কিংবা শঙ্খবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়।

১০। যেমন বাদ্যমান বীণা হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণাকে গ্রহণ করিলেই কিংবা বীণাবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়। [তেমনি আত্মা হইতে বিনির্গত এই সমুদায় বস্তুকে পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করা যায় না—একমাত্র আত্মাকে অবগত হইলেই—এই সমুদায় অবগত হওয়া যায়।]

১১। স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতস্য পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতময়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি।

১২। স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্ব্বেষাং রূপাণাং

১১। সঃ যথা আর্দ্রৈধাগ্নেঃ অভ্যাহিতস্য পৃথক্ ধূমাঃ বিনিশ্চরন্তি, এবম্ বৈ, অরে! অস্য মহতঃ ভূতস্য নিশ্বসিতম্ এতৎ যৎ ঋগ্বেদঃ, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ, ইতিহাসঃ, পুরাণম্, বিদ্যা, উপনিষদঃ, শ্লোকাঃ, সূত্রাণি, অনুব্যাখ্যানানি, ব্যাখ্যানানি, ইষ্টম্, হুতম্, আশিতম্, পায়িতম্ অয়ম্ চ লোকঃ, পরঃ চ লোকঃ, সর্ব্বাণি চ ভূতানি (এই অংশ ২।৪এ নাই) অস্য এব এতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি।

১২। সঃ যথা সর্ব্বাসাম্ অপাম্ সমুদ্রঃ একায়নম, এবম্ সর্ব্বেষাম্ স্পর্শানাম্ ত্বক্ একায়নম্, এবম্ সর্ব্বেষাম্ গন্ধানাম্ নাসিকে একায়নম্, এবম্ সর্ব্বেষাম্ রসানাম্ জিহ্বা একায়নম, এবম্ সর্ব্বেষাম্ রূপাণাম্ চক্ষুঃ

১১। যেমন আর্দ্র কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে পৃথক্ পৃথক্ ধূম নির্গত হয়, তেমনি অয়ি! এই যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎসমূহ, শ্লোকসমূহ, সূত্রসমূহ, অনুব্যাখ্যানসমূহ, ব্যাখ্যানসমূহ, ইষ্ট. হুত, অন্ন, পান, ইহলোক ও পরলোক এবং এই সমুদায় ভূত—(সমুদায়ই) এই মহৎ ভূত হইতে নিশ্বসিত হইয়াছে—এই সমুদায়ই ইহা হইতেই নিশ্বসিত হইয়াছে।

১২। যেমন সমুদ্র সমুদায় জলের একায়ন, এইরূপ ত্বক্ সমুদায় স্পর্শের একায়ন, এইরূপ নাসিকাদ্বয় সমুদায় গন্ধের একায়ন, এইরূপ

চক্ষুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং সংকল্পানাং মন একায়নমেবং সর্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং কর্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্বেষাং বিসর্গানাং পায়ুবেকায়নমেবং সর্ব্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্।

১৩। স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

একায়নম, এবম্ সর্ব্বেষাম্ শব্দানাম্ শ্রোত্রম একায়নম, এবম্ সর্ব্বেষাম সঙ্কল্পানাম্ মনঃ একায়নম্ এবম সর্ব্বাসাম্ বিদ্যানাম্ হৃদয়ম্ একায়নম্, এবম্ সর্ব্বেষাম্ কর্ম্মণাম্ হস্তৌ একায়নম্ এবম্ সর্ব্বেষাম্ আনন্দানাম উপস্থঃ একায়নম্, এবম্ সর্ব্বেষাম্ বিসর্গানাম্ পায়ুঃ একায়নম্, এবম সর্ব্বাষাম্ অধ্বনাম পাদৌ একায়নম্, এবম সর্ব্বেষাম্ বেদানাম্ বাক্ একায়নম্।

১৩। সঃ যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ (অন্তরবিহীন) অবাহ্যঃ (বাহ্য-

জিহ্বা সমুদায় রসের একায়ন, এইরূপ চক্ষু সমুদায় রূপের একায়ন, এইরূপ শ্রোত্র সমুদায় শব্দের একায়ন, এইরূপ মন সমুদায় সঙ্কল্পের একায়ন, এইরূপ হৃদয় সমুদায় বিদ্যার একায়ন, এইরূপ হস্তদ্বয় সমুদায় কর্ম্মের একায়ন, এইরূপ উপস্থ সমুদায় আনন্দের একায়ন, এইরূপ পায়ু সমুদায় মলত্যাগের একায়ন, এইরূপ পদদ্বয় সমুদায় গতির (বা পথের) একায়ন, এইরূপ (যেমন) বাক্‌সমূহ সমুদায় বেদের একায়ন (তেমনি সেই আত্মা এই সমুদায়েরই একায়ন)।

১৩। যেমন সৈন্ধবখণ্ড অন্তররহিত, বাহ্যরহিত একমাত্র (কিংবা

১৪। সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবান্মোহান্তমাপীপিপন্ন বা অহমিমং বিজানামীতি স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা।

বিহীন) কৃৎস্নঃ (সর্ব্বত্র, সম্পূর্ণরূপে) রসঘনঃ, এব এবম্ বৈ অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব (২।৪ এর ভাষ্য পৃথক্) এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি' ইতি 'অরে ব্রবীমি' ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

১৪। সা হ উবাচ মৈত্রেয়ী 'অত্র (এই স্থলে) এব মা (আমাকে) ভগবান্ মোহান্তম্ (মোহের শেষ সীমায়, ২।১) আপীপিপৎ (বৈদিক = অ পীপিৎ, আপ্ ণিচ্, লুঙ্, ৩।১ = আনয়ন করিয়াছিলেন) ন বৈ অহম্ ইমম্ (ইহাকে) বিজানামি ইতি। (২ ৪ এ অন্যরূপ)। সঃ হ উবাচ— 'ন বৈ অরে মোহম্ ব্রবীমি, অবিনাশী বৈ অরে অয়ম্ আত্মা, অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা (যাহার উচ্ছেদ নাই; উচ্ছিত্তি — উৎ + ছিদ্ ক্তি)। (২।৪ এ অন্যরূপ)।

সর্ব্বত্র) রসঘন, অয়ি। এইরূপ এই আত্মা অন্তরবর্জিত, বাহ্যরহিত, একমাত্র প্রজ্ঞানঘনই। (এই আত্মা) এই সমুদায় ভূত হইতে (জীবাত্মরূপে) উত্থিত হইয়া সেই সমুদায়েই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পরে আর সংজ্ঞা থাকে না। অয়ি। আমি ইহাই বলিতেছি—যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিলেন।

১৪। মৈত্রেয়ী বলিলেন—ভগবান্ আমাকে গভীর মোহের মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন। আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"আমি মোহজনক কিছু বলিতেছি না। এই আত্মা অবিনাশী এবং উচ্ছেদবিহীন।

১৫। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎকেন কং পশ্যেত্তৎকেন কং জিঘ্রেত্তৎকেন কং রসয়েত্তৎকেন। কমভিবদেত্তৎকেন কং শৃণুয়াত্তৎকেন কং মন্বীত তৎকেন কং স্পৃশেত্তৎকেন কং বিজানীয়াদ্যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো

১৫। যত্র হি দ্বৈতম ইব ভবতি, তৎ ইতরঃ ইতরম্ পশ্যতি, তৎ ইতরঃ ইতরম্ জিঘ্রতি, তৎ ইতরঃ ইতরম্ রসয়তে, (২।৪ তে নাই) তৎ ইতরঃ ইতরম্ অভিবদতি, তৎ ইতরঃ ইতরম্ শৃণোতি, তৎ ইতরঃ ইতরম্ মনুতে. তৎ ইতরঃ ইতরম্ স্পৃশতি, (২।৪তে নাই) তৎ ইতরঃ ইতরম্ বিজানাতি। যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কম্ পশ্যেৎ, তৎ কেন কম্ জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কম্ রসয়েৎ, (২।৪এ নাই) তৎ কেন কম্ অভিবদেৎ, তৎ কেন কম্ শৃণুয়াৎ তৎ কেন কম্ মন্বীত, তৎ কেন কম্ স্পৃশেৎ (২।৪তে নাই) তৎ কেন কম্ বিজানীয়াৎ? যেন ইদম্ সর্ব্বম্ বিজানাতি তম্ কেন বিজানীয়াৎ?

১৫। যে স্থলে (মনে হয়) যেন দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে, সেই স্থলে এক জন অপরকে দর্শন করে এক জন অপরকে আঘ্রাণ করে, এক জন অপরকে আস্বাদন করে, এক জন অপরকে অভিবাদন করে, এক জন অপরকে শ্রবণ করে, এক জন অপরকে মনন করে, এক জন অপরকে স্পর্শ করে এবং এক জন অপরকে জানে। (কিন্তু) ইহার নিকট যখন সবই আত্মা হইয়া গেল, তখন কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবে, কিরূপে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কিরূপে কাহাকে আস্বাদন করিবে, কিরূপে কাহাকে অভিবাদন করিবে, কিরূপে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কিরূপে কাহাকে মনন করিবে, কিরূপে কাহাকে স্পর্শ করিবে, কিরূপে

ন গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্জতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার।

সঃ এষঃ 'নেতি' 'নেতি' আত্মা অগৃহ্যঃ, ন হি গৃহ্যতে, অশীর্য্য, ন হি শীর্যতে, অসঙ্গঃ ন হি সজ্যতে, অসিতঃ, ন ব্যথতে, ন রিষ্যতি। (২।৪ তে নাই)। (ইহার পরে ২।৪ তে একটী অতিরিক্ত অংশ আছে) বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ?' ইতি উক্তা (স্ত্রী, কথিতা) অনুশাসনা (উপদেশপ্রাপ্তা) অসি মৈত্রেয়ি! এতাবৎ (এই পর্য্যন্ত) অরে খলু অমৃতত্বম্' ইতি উক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিজহার (বি+হৃ লিট্, প্রস্থান করিলেন) (২।৪তে নাই)।

কাহাকে জানিবে? যাহাদ্বারা এই সমুদায় জানা যায় তাহাকে কিরূপে জানিবে? এই আত্মা 'নেতি' 'নেতি' ('ইহা নয়', ইহা নয়'), ইনি অগৃহ্য, ইহাকে গ্রহণ করা যায় না, ইনি অশীর্য্য, ইনি শীর্ণ হন না, ইনি অসঙ্গ, কোন বস্তুতে আসক্ত হন না, ইনি অবদ্ধ, ইনি ব্যথা প্রাপ্ত হন না এবং হিংসিত হন না'। অয়ি! বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে? হে মৈত্রেয়ি! তুমি এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইলে। 'অমৃতত্ব এই পর্য্যন্ত।' এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রস্থান করিলেন।

মন্তব্য

৪।৫।৫। (১) ভবতী—সম্মানার্হ পুরুষকে ভবান্ এবং সম্মানার্হা স্ত্রীলোককে 'ভবতী' বলা হয়। ইংরেজীতে 'ভবতী'র অনুরূপ প্রয়োগ—'your ladyship'.

২। 'ব্যাখ্যাস্যামি' এর পূর্ব্বে ২।৪এ অতিরিক্ত আছে। 'এহি, আস্স্ব'।

চতুর্থাধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

বংশব্রাহ্মণ

১। অথ বংশঃ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্‌গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎপৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্‌গৌপবনঃ কৌশিকাৎ-কৌশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎকৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমঃ।

২। আগ্নিবেশ্যাদাগ্নিবেশ্যো গার্গ্যাদ্গার্গ্যো· গার্গ্যাদ্গার্গ্যো গৌতমাদ্গৌতমঃ সৈতবাৎসৈতবঃ পারাশর্যায়ণাৎপারাশর্যায়ণো গার্গ্যায়ণাদ্গার্গ্যায়ণ উদ্দালকায়নাদুদ্দালকায়নো জাবালা-য়নাজ্জাবালায়নো মাধ্যন্দিনায়নান্মাধ্যন্দিনায়নঃ সৌকরায়ণাৎ-সৌকরায়ণঃ কাষায়ণাৎকাষায়ণঃ সায়কায়নাৎসায়কায়নঃ কৌশিকায়নেঃ কৌশিকায়নিঃ।

১। অথ বংশঃ (গুরুশিষ্য পারম্পর্য্য) পৌতিমাষ্যঃ গৌপবনাৎ, গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ, পৌতিমাষ্যঃ গৌপবনাৎ, গৌপবনঃ কৌশিকাৎ, কৌশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎ, কৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাৎ, শাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাৎ চ গৌতমাৎ চ, গৌতমঃ

২।—আগ্নিবেশ্যাৎ; আগ্নিবেশ্যঃ গার্গ্যাৎ, গার্গ্যঃ গার্গ্যাৎ, গার্গ্যঃ গৌতমাৎ, গৌতমঃ সৈতবাৎ ; সৈতবঃ পারাশর্য্যায়ণাৎ ; পারাশর্য্যায়ণঃ

১। অনন্তর বংশ (অর্থাৎ গুরুশিষ্য-পারম্পর্য্য বর্ণিত হইয়াছে।) (১) পৌতিমাষ্য গৌপবন হইতে, (২) গৌপবন পৌতিমাষ্য হইতে, (৩) পৌতিমাষ্য গৌপবন হইতে, (৪) গৌপবন কৌশিক হইতে, (৫) কৌশিক কৌণ্ডিন্য হইতে, (৬) কৌণ্ডিন্য শাণ্ডিল্য হইতে (৭) শাণ্ডিল্য কৌশিক ও গৌতম হইতে (৮) গৌতম।

২।—আগ্নিবেশ্য হইতে. (৯) আগ্নিবেশ্য গার্গ্য হইতে, (১০)

৩। ঘৃতকৌশিকাদ্ ঘৃতকৌশিকঃ পাবাশর্যায়ণাৎ পারাশর্যায়ণঃ পারাশর্যাৎ পাবাশর্যো জাতূকর্ণ্যাজ্জাতুকর্ণ্য আসুরায়ণাচ্চ· যাস্কাচ্চাসুবায়ণস্ত্রৈবণেস্ত্রৈবণিবৌপজন্ধনেরৌপজন্ধনিবাসুরে· বাসুবির্ভাবদ্বাজাদ্ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাণ্টের্মাণ্টির্গৌতমা-

গার্গায়ণাৎ, গার্গ্যায়ণঃ উদ্দালকাবণাৎ; উদ্দালকারণ· জাবালায়নাৎ; জাবালায়নঃ মাধ্যন্দিন য়নাৎ, মাধ্যন্দিনায়নঃ সৌকবায়ণাৎ, সৌকরাংণঃ কাষায়ণাৎ, কাষায়ণঃ সায়কায়নাৎ, সায়কায়নঃ কৌশিকায়নেঃ· কৌশিকায়ণিঃ—

৩। ঘৃতঃকৌশিকাৎ; ঘৃতকৌশিকঃ পাবাশর্য্যায়ণাৎ; পারাশর্য্যায়ণঃ পাবাশর্য্যাৎ; পাবাশর্য্যঃ জাতুকর্ণ্যাৎ, জাতুকর্ণ্যঃ আসুবায়ণাৎ চ যাস্কাৎ চ, আসুবায়ণঃ ত্রৈবণেঃ, ত্রৈবণিঃ উপজন্ধনেঃ, উপজন্ধনিঃ আসুবেঃ, আসুরিঃ ভাবদ্বাজাৎ, ভাবদ্বাজঃ আত্রেয়াৎ, আত্রেয়ঃ মাণ্টেঃ;

গার্গ্য গার্গ্য হইতে, (১১) গার্গ্য গৌতম হইতে, (১২) গৌতম সৈতব হইতে, (১৩) সৈতব পাবাশর্য্যাযণ হইতে; (১৪) পাবাশর্য্যায়ণ গার্গ্যায়ণ হইতে, (১৫) গার্গ্যায়ণ উদ্দালকায়ন হইতে, (১৬) উদ্দালকায়ন জাবালযান হইতে, (১৭) জাবালয়ান মাধ্যন্দিনায়ন হইতে, (১৮) মাধ্যন্দিনায়ন সৌকবায়ণ হইতে, (১৯) সৌকরায়ণ কাষায়ণ হইতে, (২০) কাষায়ণ সায়কায়ন হইতে, (২১) সায়কায়ন কৌশিকায়নি হইতে, (২২) কৌশিকায়নি -

৩।—ঘৃতকৌশিক হইতে, (২৩) ঘৃতকৌশিক—পারাশর্য্যায়ণ হইতে, (২৪) পাবাশর্য্যয়ণ পাবাশর্য্য হইতে, (২৫) পারাশর্য্য জাতুকর্ণ্য হইতে, (২৬) জাতুকর্ণ্য আসুবায়ণ হইতে ও যাস্ক হইতে, (২৭) আসুবায়ণ ত্রৈবণি হইতে, (২৮) ত্রৈবণি ঔপজন্ধনি হইতে, (২৯) ঔপজন্ধনি আসুবি হইতে, (৩০) আসুবি ভাবদ্বাজ হইতে, (৩১) ভাবদ্বাজ আত্রেয় হইতে, (৩২) আত্রেয় মাণ্টি হইতে, (৩৩) মাণ্টি গৌতম হইতে, (৩৪) গৌতম গৌতম হইতে, (৩৫) গৌতম বাৎস্য হইতে, (৩৬) বাৎস্য শাণ্ডিল্য হইতে, (৩৭)

দ্গৌতমো গৌর্তমাদ্গৌতমো বাৎস্যাদ্বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছা-ণ্ডিল্যঃ কৈশোর্য্যাৎকাপ্যাৎকৈশোর্যঃ কাপ্যঃ কুমারহারিতাৎ-কুমারহারিতো গালবাদ্গালবো বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যাদ্বিদর্ভী-কৌণ্ডিন্যো বৎসনপাতো বাভ্রবাদ্বৎসনপাদ্বাভ্রবঃ পথঃ সৌভ-রাৎপন্থাঃ সৌভরোঽযাস্যাদাঙ্গিরসাদঽাস্য আঙ্গিরস আভূতে-স্ত্বাষ্ট্রাদাভূতিস্ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাত্ত্বাষ্ট্রাদ্বিশ্বরূপস্ত্বাষ্ট্রোঽশ্বিভ্যামশ্বিনৌ দধীচ আথর্ব্বণাদ্দধ্যঙ্ঙাথর্বণো দৈবাদথর্বা দৈবো মৃত্যোঃ প্রাধ্বং সনান্মৃত্যুঃ প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংসনাৎপ্রধ্বংসন একর্ষেরেকর্ষি-র্বিপ্রচিত্তেবিপ্রচিত্তির্ব্যষ্টের্ব্যষ্টিঃ সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎ-সনাতনঃ সনগাৎসনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পবমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ংভু ব্র হ্মণে নমঃ।

মাণ্টিঃ গৌতমাৎ, গৌতমঃ গৌতমাৎ, গৌতমঃ বাৎস্যাৎ, বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাৎ; শাণ্ডিল্যঃ কৈশোর্য্যাৎ কাপ্যাৎ, কৈশোর্য্যঃ কাপ্যঃ কুমার হারিতাৎ, কুমার হারিতঃ গালবাৎ গালবঃ বিদর্ভী কৌণ্ডিন্যাৎ, বিদর্ভী কৌণ্ডিন্যঃ বৎসনপাতঃ বাভ্রবাৎ, বৎসনপাৎ বাভ্রবঃ পথ সৌভরাৎ; পন্থা সৌভরঃ অয়াস্যাৎ আঙ্গিরসাৎ, অয়াস্য আঙ্গিরসঃ আভূতেঃ ত্বাষ্ট্রাৎ, আভূতি ত্বাষ্ট্রঃ বিশ্বরূপাৎ ত্বাষ্ট্রাৎ, বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্রঃ অশ্বিভ্যাম্, অশ্বিনৌ দধীচঃ আথর্ব্বণাৎ, দধ্যঙ্ আর্থর্ব্বণঃ অথর্ব্বণঃ দৈবাৎ, অথর্ব্বাদৈবঃ মৃত্যোঃ প্রাধ্বংসনাৎ, মৃত্যু প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংসনাৎ, প্রধ্বংসনঃ একর্ষেঃ একর্ষিঃ বিপ্রচিত্তেঃ, বিপ্রচিত্তিঃ ব্যষ্টেঃ ব্যষ্টিঃ সনারোঃ, সনারুঃ সনাতনাৎ, সনাতনঃ সনগাৎ, সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণ, ব্রহ্ম স্বয়ম্ভুঃ। ব্রহ্মণে নমঃ।

শাণ্ডিল্য কৌশোর্য্যকাপ্য হইতে, (৩৮) কৌশোর্য্যকাপ্য কুমার হারিত হইতে, (৩৯) কুমার হারিত গালব হইতে (৪০) গালব বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য হইতে; (৪১) বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য বৎসনপাৎ বাভ্রব হইতে, (৪২) বৎসনপাৎ বাভ্রব পন্থাসৌভর হইতে, (৪৩) পন্থাসৌভর অয়াস্য

আঙ্গিরস হইতে, (৪৪) অয়াস্য আঙ্গিরস আভূতি ত্বাষ্ট্র হইতে, আভূতি ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র হইতে, (৪৬) বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র অশ্বিদ্বয় হইতে, (৪৭) অশ্বিদ্বয় দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ হইতে, (৪৮) দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ অথর্ব্বাদৈব হইতে, (৪৯) অথর্ব্বাদৈব মৃত্যু প্রাধ্বংসন হইতে, (৫০) মৃত্যুপ্রাধ্বংসন প্রধ্বংসন হইতে, (৫১) প্রধ্বংসন একর্ষি হইতে. (৫২) একর্ষি বিপ্রচিত্তি হইতে, (৫৩) বিপ্রচিত্তি ব্যষ্টি হইতে, (৫৪) ব্যষ্টি সনারু হইতে, (৫৫) সনারু সনাতন হইতে, (৫৬) সনাতন সনগ হইতে, (৫৭) সনগ পরমেষ্ঠী হইতে, (৫৮) পরমেষ্ঠী ব্রহ্ম হইতে (৫৯) ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু। ব্রহ্মকে নমস্কার।

পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ

[এই অধ্যায় খিলকাণ্ড অর্থাৎ পরিশিষ্ট]

ব্রহ্মের পূর্ণত্ব

১। ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ওঁ খং ব্রহ্ম। খং পুরাণং বায়ুরং খমিতি হ স্মাহ কৌরব্যায়ণীপুত্রো বেদোয়ং ব্রাহ্মণা বিদুর্বেদৈনেন যদ্বেদিতব্যম্।

১। পূর্ণম্ অদঃ (ঐ); পূর্ণম্ ইদম্ (এই); পূর্ণাৎ (পূর্ণ হইতে) পূর্ণম্ উদচ্যতে (উৎ + অচ্যতে; অঞ্চ্, কর্তৃকর্মবাচ্যে; নির্গত হয়)। পূর্ণস্য (পূর্ণ হইতে) পূর্ণম্ (পূর্ণকে) আদায় (গ্রহণ করিয়া) পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে; অব + শিষঃ) ওম্, খম্ (আকাশ) ব্রহ্ম; খম্ পুরাণম্; বায়ুরম্ (যাহাতে বায়ু আছে, বায়ু + র) হ স্ম আহ (= আহ স্ম = বলিয়াছেন) কৌরব্যায়ণী পুত্রঃ। 'বেদঃ (বেদ) অয়ম্' (ইহা)—ব্রাহ্মণাঃ বিদুঃ (জানেন)। বেদ (জানে, কিংবা জানি) অনেন (ইহা দ্বারা) যৎ বেদিতব্যম্।

১। ঐ (অদৃশ্য ব্রহ্ম) পূর্ণ; এই (দৃশ্য ব্রহ্ম) পূর্ণ। পূর্ণ (অদৃশ্য ব্রহ্ম) হইতে পূর্ণ (দৃশ্য ব্রহ্ম) উৎপন্ন হন। পূর্ণ হইতে পূর্ণকে গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। ওম্; আকাশই ব্রহ্ম; আকাশ(ই) পুরাতন (সত্তা)। আকাশই বায়ুমান—কৌরব্যায়ণী পুত্র এইরূপ বলিয়াছেন। 'ইহাই বেদ' ব্রাহ্মণগণ এইরূপ জানেন। ইহা দ্বারাই সমুদায় বেদিতব্য বিষয় জানা যায়।

মন্তব্য

১। সম্ভবতঃ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মকে 'অদঃ' (ঐ) এবং ব্রহ্মের প্রকাশিত অবস্থাকে 'ইদম্' (এই) বলা হইয়াছে। ঋষির বলিবার অভিপ্রায় এই যে এই উভয় অবস্থাই পূর্ণ। তিনি প্রকাশিত হইলেও তাঁহার স্বরূপের ব্যত্যয় হয় না।

২। অথর্ব্ব বেদে অনুরূপ একটি অংশ আছে—পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদ্চতি, পূর্ণম্ পূর্ণেন সিচ্যতে। উতো তৎ অদ্য বিদ্যাম যতঃ তৎ পরিষিচ্যতে ১০।৮।২৯। পূর্ণ হইতে পূর্ণকে উদ্ধৃত করেন, পূর্ণ দ্বারা পূর্ণকে সেচন করেন; 'যাহা হইতে ইহাকে পরিসেচন করা হয়, তাহাকে অদ্য আমরা জানি।'

৩। 'ওম্ খম্ ব্রহ্ম'—এই অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে (ক) 'ওম্' (অর্থাৎ ইহাই সত্য) (যে, আকাশই ব্রহ্ম। (খ) আকাশরূপ 'ওম্'ই ব্রহ্ম (গ) 'ওম্' রূপী আকাশই ব্রহ্ম।

পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

দম, দান ও দয়া

১। ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্যমূষু র্দেবা মনুষ্যা অসুরা উষিত্বা ব্রহ্মচর্যং দেবা উচু র্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা ৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

১। ত্রয়াঃ (ত্রি সংখ্যক) প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতির সন্তানগণ) প্রজাপতৌ পিতরি (৭।১; পিতা প্রজাপতির নিকটে) ব্রহ্মচর্য্যম্ ঊষুঃ (ব্রহ্মচারীরূপে বাস করিয়াছিল; বস্ লিট, পাঃ ৮।৩।৬০)—দেবাঃ মনুষ্যাঃ, অসুরাঃ। উষিত্বা (বাস করিয়া; বস্) ব্রহ্মচর্য্যম্ দেবাঃ উচুঃ (বলিয়াছিল, বচ্ লিট, পাঃ ৬।১।১৭):—ব্রবীতু (বলুন) নঃ (৪।৩; আমাদিগকে) ভবান্ (আপনি,) ইতি। তেভ্যঃ (তাহাদিগকে) হ

১। দেবগণ, মনুষ্যগণ এবং অসুরগণ—প্রজাপতির এই তিন সন্তান পিতা প্রজাপতির সমীপে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিল। ব্রহ্মচারিরূপে বাস করিয়া দেবগণ প্রজাপতিকে বলিলেন—'আপনি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন'। প্রজাপতি তাঁহাদিগের

২। অথ হৈনং মনুষ্যা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দত্তেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

এতৎ অক্ষরম্ উবাচ—'দ' ('দ' এই অক্ষরকে) ইতি। 'বি+অজ্ঞাসিষ্ট, (জানিলে, জ্ঞা লুঙ্, ২.৩), প্লুত বলিয়া দীর্ঘ)?' ইতি। 'বি+অজ্ঞাসিষ্ম' (জানিয়াছি, জ্ঞা,) ইতি হ উচুঃ—'দাম্যত' (দান্ত হও, দম, লোট্, পাঃ ৭।৩।৭৪) ইতি নঃ আত্থ (বলিলেন প্রাচীন অহ্ ধাতু, কিন্তু পাঃ ৮।২।৩৫ দ্রঃ) 'ওম্' (হাঁ) ইতি হ উবাচ 'বি+অজ্ঞাসিষ্ট (জানিয়াছ) ইতি।

২। অথ হ এনম্ (তাঁহাকে) মনুষ্যাঃ উচুঃ—'ব্রবীতু নঃ ভবান্' ইতি। তেভ্যঃ হ এতৎ এব অক্ষরম্ উবাচ—'দ' ইতি। 'বি+অজ্ঞাসিষ্ট?' ইতি 'বি+অজ্ঞাসিষ্ম' ইতি হ উচুঃ—'দত্ত' (দা ধাতু; দান কর) ইতি নঃ (আমাদিগকে) আত্থ (বলিলেন; ৫।২।১ দ্রঃ) ইতি। 'ওম্' ইতি হ উবাচ—'বি+অজ্ঞাসিষ্ট' ইতি।

নিকটে 'দ' এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন। (তাহার পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন)—'তোমরা কি জানিলে?' দেবগণ বলিল:—আমরা বুঝিয়াছি—'দাম্যত'—দান্ত হও' ইহাই আমাদিগকে বলিয়াছেন। প্রজাপতি বলিলেন—'ওম্', হাঁ বুঝিয়াছ।

২। অনন্তর মনুষ্যগণ তাঁহাকে বলিল 'আপনি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন্'। প্রজাপতি তাহাদিগের নিকটে (ও) 'দ' এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন। (তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—) 'তোমরা কি বুঝিলে?' তাহারা বলিল—আমরা বুঝিয়াছি 'দত্ত'—দান কর—আপনি আমাদিগকে ইহাই বলিয়াছেন। প্রজাপতি বলিলেন —'ওম্' হাঁ বুঝিয়াছ।

৩। অথ হৈনমসুরা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা ৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নুর্দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতত্ত্রয়ং শিক্ষেদ্দমং দানং দয়ামিতি।

৩। অথ হ এনম অসুরাঃ উচুঃ—'ব্রবীতু নঃ ভবান্' ইতি। তেভ্যঃ হ এতৎ এব অক্ষরম্ উবাচ—'দ' ইতি। 'বি+অজ্ঞাসিষ্ট ?' ইতি 'বি+অজ্ঞাসিষ্ম' ইতি হ উচুঃ—'দয়ধ্বম্' (দয়া কর) ইতি নঃ আত্থ (৫।২।১ দ্রঃ) ইতি 'ওম্' ইতি হ উবাচ 'বি+অজ্ঞাসিষ্ট' ইতি তৎ (সেই জন্য) এতৎ এব (এই প্রকার)। এষা (এই) দৈবী বাক্ অনুবদতি (পুনরুক্তি করিয়া থাকে) স্তনয়িত্নুঃ (মেঘগর্জ্জন; স্তন্ ধাতু হইতে) 'দ, দ, দ' ইতি—'দাম্যত, দত্ত দয়ধ্বম্' ইতি। তৎ এতৎ ত্রয়ম্ (এই তিনটিকে) শিক্ষেৎ (শিক্ষা করিবে, শিক্ষ্ বিধি, অন্যমনে প্রাচীন প্রয়োগ)—দমম্ (২।১, দম), দানম্, (২।১, দান), দয়াম্ (২।১, দয়া) ইতি।

৩। অনন্তর অসুরগণ প্রজাপতিকে বলিল—'আপনি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন্'। প্রজাপতি তাহাদিগের নিকটে(ও) 'দ' এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা কবিলেন—'তোমরা কি বুঝিলে ?' তাহারা বলিল—আমবা বুঝিয়াছি—'দয়ধ্বম্'—'দয়া কর' আপনি আমাদিগকে ইহাই বলিয়াছেন। প্রজাপতি বলিলেন—'ওম্'—হাঁ বুঝিয়াছ। সুতরাং এই প্রকাবই অনুশাসন। মেঘগর্জ্জন এই দৈব বাক্য প্রতিধ্বনিত করিতেছে 'দ,' 'দ,' 'দ'—'দান্ত হও', 'দান কর', 'দয়া কর'। সুতরাং এই তিনটি শিক্ষা করিবে—দম, দান, দয়া।

মন্তব্য

(১) উপাখ্যানচ্ছলে উপদেশ দেওয়া হইল—দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্।

(২) 'তৎ এতৎ এব' ইত্যাদি কেহ কেহ বলেন (ক) 'এষা দৈবী বাক্…… দয়ধ্বম' এই অংশকে লক্ষ্য করিয়া 'তৎ এতৎ এব'

ব্যবহৃত হইয়াছে (খ) 'এতৎ' কিংবা 'তৎ এতৎ' 'দৈবীবাক্' এর বিশেষণ। বৈদিক সাহিত্যে 'এতৎ' সর্ব্বলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এতৎ= এই ; তৎ এতৎ=সেই এই।

পঞ্চমাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ

ব্রহ্ম হৃদয়

১। এষ প্রজাপতি র্যদ্ধৃদয়মেতদ্ ব্রহ্মৈতৎ সর্ব্বং তদেতত্র্যক্ষরংহৃদয়মিতি হৃ ইত্যেকমক্ষরমভিহরন্ত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ দ ইত্যেকমক্ষরং দদত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ যমিত্যেকমক্ষরমেতি স্বর্গং লোকং য এবং বেদ।

১। এষঃ প্রজাপতিঃ যৎ (যাহা) হৃদয়ম্; এতৎ ব্রহ্ম; এতৎ সর্ব্বম্। তৎ এতৎ (+হৃদয়ম্=সেই এই হৃদয়) ত্রি+অক্ষরম্ (তিন অক্ষরযুক্ত) হৃদয়ম্ ইতি। 'হৃ' ইতি একম্ অক্ষরম। অভিহরন্তি (অভি+হৃ ; আনয়ন করে) অস্মৈ (ইহার জন্য) স্বাঃ (স্বজনগণ) চ, অন্যেচ (এবং অন্য লোক) যঃ এবম্ বেদ। 'দ' ইতি একম্ অক্ষরম্। দদতি (দা ; দান করে) অস্মৈ স্বাঃ চ অন্যেচ যঃ এবম্ বেদ। 'যম্' ইতি একম্ অক্ষরম্। এতি (ই ধাতু, গমন করে) স্বর্গম্ লোকম যঃ এবম্ বেদ।

১। যাহা হৃদয়, তাহা (ই) প্রজাপতি, ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই সমুদয়। সেই এই হৃদয় তিনটী অক্ষর-যুক্ত। 'হৃ' একটী অক্ষর। যিনি এই প্রকার জানেন, তাঁহার জন্য আত্মীয়গণ এবং অপর ব্যক্তিও উপহার আনয়ন করে। 'দ'—একটী অক্ষর। যিনি এই প্রকার জানেন, আত্মীয়গণ এবং অপর ব্যক্তিও তাঁহাকে (অর্থাদি) দান করে। 'যম্' একটী অক্ষর। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন।

মন্তব্য

ঋষির মতে হৃদয়ম্=হৃ+দ+যম্। হৃ এবং অভিহরন্তি (হৃ ধাতু); দা এবং দদতি (দা ধাতু); যম্ এবং এতি (ই ধাতু) একই অর্থ-প্রকাশক।

পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণ

ব্রহ্ম সত্য

১। তদ্বৈ তদেতদেব তদাস সত্যমেব স যো হৈতং মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি জয়তীমাল্লোঁকান্ জিত ইন্বসাবসদ্য এবমেতং মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি সত্যং হ্যেব ব্রহ্ম।

১। তৎ (তাহা) বৈ তৎ এতৎ এব (ইহাই), তৎ আস (অস্ লিট, বৈদিক, ছিল) সত্যম্ এব। সঃ যঃ হ এতম্ মহৎ যক্ষম্ (পূজনীয়কে, যক্ষ্ ধাতু হইতে) প্রথমজম্ বেদ 'সত্যম্ ব্রহ্ম' ইতি, জয়তি (জয় করেন) ইমান্ লোকান্ (এই লোকসমূহকে), জিতঃ (জয় লব্ধ) ইৎ নু অসৌ (ঐ) অসৎ (হইয়াছে)। যঃ এবম্ (এই প্রকারে) এতম্ মহৎ যক্ষম্ বেদ 'সত্যম্ ব্রহ্ম' ইতি। সত্যম্ হি এব ব্রহ্ম।

১। ইহাই (অর্থাৎ এই হৃদয়ই) তাহাই, তাহাই ছিল সত্য। যিনি এই প্রথম জাত মহৎ যক্ষকে 'সত্যব্রহ্ম' বলিয়া জানেন—তিনি এই সমুদায় লোককে জয় করেন এবং তাঁহার শত্রুও পরাভূত হয়। যিনি এই প্রথম জাত মহৎ যক্ষকে 'সত্যব্রহ্ম' বলিয়া জানেন—(তিনিই এই সমুদায় লোক জয় করেন এবং তাঁহার শত্রুও পরাভূত হয়)। 'সত্যই ব্রহ্ম'।

মন্তব্য

'অসৎ'—শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহা বলা কঠিন। (১) ইহা বিশেষণ পদ হইতে পারে তাহা হইলে অর্থ হইবে 'অস্তিত্ববিহীন'। অসৎ ক্লীং, পুংলিঙ্গ 'অসন্' হওয়া উচিত, সুতরাং এস্থলে 'অসৎ' বৈদিক। (২) ইহা ক্রিয়াপদ হইতে পারে; অস্+লুঙ্ = আসৎ। ইহার পরিবর্ত্তে 'অসৎ' ব্যবহৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান স্থলে অতীতকালের ব্যবহারও বৈদিক।

পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ

'সত্যের' নিরুক্ত—আদিত্য পুরুষ ও চাক্ষুষ পুরুষ

১। আপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রজাপতিং প্রজাপতির্দেবাংস্তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে তদেতত্ত্র্যক্ষরং সত্যমিতি স ইত্যেকমক্ষরং তীত্যেকমক্ষরং যমিত্যেকমক্ষরং প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং মধ্যতোঽনৃতং তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূয়মেব ভবতি নৈবং বিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তি।

১। আপঃ এব ইদম্ (এই ; এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ) অগ্রে আসুঃ (অস্ লিট্ ৩।৩, বৈদিক প্রয়োগ = বভূবুঃ = ছিল)। আপঃ সত্যম্ অসৃজন্ত (সৃষ্টি করিয়াছিল); সত্যম্ ব্রহ্ম (১।১ কিং ২।১), ব্রহ্ম প্রজাপতিম্; প্রজাপতিঃ দেবান্ (দেবগণকে)। তে দেবাঃ (সেই দেবগণ) সত্যম্ এব উপাসতে। তৎ এতৎ ত্রি+অক্ষরম্ (তিন অক্ষরযুক্ত) সত্যম্ ইতি। 'স' ইতি একম্ অক্ষরম্। 'তি' ইতি একম্ অক্ষরম্। 'যম্' ইতি একম্ অক্ষরম্। প্রথম+উত্তমে (প্রথম ও শেষ; উত্তম = শেষ) সত্যম্। মধ্যতঃ (মধ্যস্থ) অনৃতম্ (অসত্য)। তৎ এতৎ অনৃতম্ (সেই এই অসত্য; কিংবা তৎ = সেইজন্য) উভয়তঃ (উভয় দিকে) সত্যেন (সত্যদ্বারা) পরিগৃহীতম্ (আবেষ্টিত), সত্যভূয়ম্ (সত্য+ভূ+ক্যপ পাঃ ৩।১।১০৭; সত্যের প্রকৃতি প্রাপ্ত) এব ভবতি। ন এবম্ বিদ্বাংসম্ (এই প্রকার বিদ্বানকে) অনৃতম্ হিনস্তি (হিংসা করে, হিংস্ লট্ ৩।১)।

১। পূর্ব্বে এই জগৎ জলরূপে বর্ত্তমান ছিল। এই জল সত্যকে সৃষ্টি করিয়াছিল; এই সত্য ব্রহ্মকে সৃষ্টি করিয়াছিল, ব্রহ্ম প্রজাপতিকে, প্রজাপতি দেবসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই দেবগণ সত্যেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। এই সত্য তিনটী অক্ষরযুক্ত। 'স' একটী অক্ষর; 'তি' (অর্থাৎ 'ত্') একটী অক্ষর এবং 'যম' (অর্থাৎ য—্য)

২। তদ্যত্তৎসত্যমসৌ স আদিত্যো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেহক্ষন্পুরুষস্তাবেতাবন্যোন্যস্মিন্প্রতিষ্ঠিতৌ রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্প্রতিষ্ঠিতঃ প্রাণৈরয়মমুষ্মিন্ স যদোৎক্রমিষ্যন্ভবতি শুদ্ধমেবৈতন্মণ্ডলং পশ্যতি নৈনমেতে রশ্ময়ঃ প্রত্যায়ন্তি।

। তৎ যৎ তৎ সত্যম্ অসৌ সঃ আদিত্যঃ। যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ দক্ষিণে অক্ষন্ (বৈদিক প্রয়োগ—অক্ষি, অক্ষণি—চক্ষুতে) পুরুষঃ—তৌ এতৌ (এই দুইজন) অন্যোন্যস্মিন্ একজন অপরেতে, অন্যঃ+অন্যস্মিন, এ স্থলে অন্যঃ শব্দ ১।১ পুং) প্রতিষ্ঠিতৌ। রশ্মিভিঃ (রশ্মিসমূহ দ্বারা) এষঃ (এই, আদিত্য) অস্মিন (ইহাতে, চাক্ষুষ পুরুষে) প্রতিষ্ঠিতঃ। প্রাণৈঃ (প্রাণসমূহ দ্বারা) অয়ম্ (এই চাক্ষুষ পুরুষ) অমুষ্মিন্ (ঐ আদিত্য পুরুষে)। সঃ যদা (যখন) উৎক্রমিষ্যন্ (উৎ+ক্রম্ স্যতৃ; উৎক্রমণ করিবে এমন অবস্থায়) ভবতি, শুদ্ধম্ (শুভ্র, রশ্মিবিহীন) এব এতৎ মণ্ডলম্ (সূর্য্যমণ্ডলকে) পশ্যতি (দর্শন করে) ; ন এনম্ (ইহাকে) এতে রশ্ময়ঃ (এই সমুদায় রশ্মি) প্রতি+আ+যন্তি (গমন করে, প্রাপ্ত হয় ; ই ধাতু)।

একটী অক্ষর। প্রথম এবং শেষ অক্ষর সত্য এবং মধ্যবর্ত্তী অক্ষর অসত্য। সুতরাং এই অসত্য ('ৎ' অক্ষর) উভয় দিকে সত্য দ্বারা আবেষ্টিত। এইজন্য (ইহা অসত্য হইলেও) সত্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। যিনি ইহা জানেন, অসত্য তাঁহাকে হিংসা করিতে পারে না।

২। সেই যে সত্য, তাহাই ঐ আদিত্য। এই যে আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ এবং এই যে দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষ, ইহারা দুইজন পরস্পর পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত। ঐ আদিত্য পুরুষ রশ্মিদ্বারা এই চাক্ষুষ পুরুষে প্রতিষ্ঠিত এবং এই চাক্ষুষ পুরুষ প্রাণসমূহ দ্বারা ঐ আদিত্য পুরুষে প্রতিষ্ঠিত। যখন এই পুরুষ মুমূর্ষু হয় তখন সে আদিত্যমণ্ডলকে শুভ্র দেখে এবং এই সমুদায় রশ্মি এই পুরুষে প্রত্যাগমন করে না।

৩। য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষস্তস্য ভূরিতি শিব একং শির একমেতদক্ষরং ভুব ইতি বাহূ দ্বৌ বাহূ দ্বে এতে অক্ষরে স্বারতি প্রতিষ্ঠা দ্বে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষবে তস্যোপনিষদহরিতি হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ।

৪। যোঽয়ং দক্ষিণেক্ষন্পুরুষস্তস্য ভূরিতি শিব একং শিব একমেতদক্ষরং ভুব ইতি বাহূ দ্বৌ বাহূ দ্বে এতে অক্ষরে স্ববিতি প্রতিষ্ঠা দ্বে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষবে তস্যোপনিষদ্হমিতি হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদঃ।

৩। যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, তস্য 'ভূঃ' ইতি শিরঃ, একম্ শিরঃ, একম্ এতৎ অক্ষরম্। 'ভুবঃ' ইতি বাহূ (বাহুদ্বয়); দ্বৌ বাহূ, দ্বে এতে অক্ষরে (অক্ষরদ্বয়)। 'স্বর্' ইতি প্রতিষ্ঠা (পাদদ্বয়), দ্বে প্রতিষ্ঠে (পাদদ্বয়); দ্বে এতে অক্ষবে। তস্য উপনিষৎ (গুহ্য নাম) 'অহ' (দিন) ইতি। হন্তি (বিনাশ করে) পাপ্মানম (পাপকে) জহাতি (ত্যাগ করে; হা ধাতু) চ, যঃ এবম্ বেদ।

৪। যঃ অয়ম্ দক্ষিণে অক্ষন্ (৫।৫।১ দ্রঃ) পুরুষঃ, তস্য 'ভূঃ' ইতি শিরঃ, একম্ এতৎ অক্ষরম্। 'ভুবঃ' ইতি বাহূ (বাহুদ্বয়, দ্বৌ বাহূ; দ্বে এতে অক্ষবে। 'স্বর্' ইতি প্রতিষ্ঠা; দ্বে প্রতিষ্ঠে; দ্বে এতে অক্ষরে। তস্য উপনিষৎ—'অহম্' (আমি) ইতি। হন্তি পাপ্মানম্ জহাতি চ, যঃ এবম্ বেদ।

৩। এই সূর্যমণ্ডলে যে পুরুষ, 'ভূঃ' তাহার শিব। শিবও একটী এবং 'ভূঃ' শব্দেও একটী অক্ষব। ভুবঃ তাহার বাহুদ্বয—বাহুও দুইটী এবং 'ভুবঃ' শব্দেও অক্ষর দুইটী। 'স্বর্' ইহার পাদদ্বয়—পাদও দুইটী এবং 'স্বর্' (অর্থাৎ 'সুবর্') শব্দেও দুইটী অক্ষব। 'অহঃ' (=দিন) ইহার উপনিষৎ (গুহ্য নাম)। যিনি ইহা জানেন, তিনি পাপ বিনাশ করেন এবং ত্যাগ করেন।

৪। দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ, ভূঃ তাহার শিব,—শিরও একটী এবং

'ভূঃ' শব্দেও অক্ষব একটী। 'ভুবঃ' ইহাব বাহুদ্বয়—বাহুও দুইটী এবং 'ভুবঃ' শব্দে অক্ষবও দুইটী। 'স্বব্' ইহাব পাদদ্বয়—পাদও দুইটী এবং স্বব্ (অর্থাৎ সুবব ও) শব্দেও অক্ষব দুইটী। "অহম্' (আমি) ইহাব উপনিষৎ। যিনি ইহা জানেন, তিনি পাপকে বিনাশ কবেন এবং ত্যাগ কবেন।

মন্তব্য

১। কেহ কেহ বলেন 'সত্যম্ ব্রহ্ম' = সত্যই ব্রহ্ম। কাহাবও কাহাবও মতে ইহাব অর্থ সত্য ব্রহ্মকে (সৃষ্টি কবিয়াছে)। ইহাব পূর্ব্বে আছে জল সত্যকে সৃষ্টি কবিযাছে, পবে আছে 'ব্রহ্ম প্রজাপতিকে' এবং 'প্রজাপতি দেবগণকে' এই শেষ দুইটীতে 'সৃষ্টি কবিয়াছিল' উহ্য আছে। এইরূপ 'সত্যম্ ব্রহ্ম' এই অংশেব অর্থ 'সত্য ব্রহ্মকে (সৃষ্টি কবিয়াছে)'।

২। 'ত্র্যক্ষবম্'—'সত্যম্' = স + ৎ + যম্। এস্থলে ঋষি 'ৎ' কে উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থে 'তি' বলিয়াছেন।

শঙ্কব বলেন 'মৃত্যু' ও 'অনৃত' এই দুইটীব মধ্যেই 'ত' বহিয়াছে এইজন্যই এই মন্ত্রে 'ত' কে অনৃত বলা হইয়াছে।

৩। সত্যভূয়ম্—শঙ্কব বলেন, ইহাব অর্থ 'সত্যবাহুল্য' আমাদিগেব অর্থ 'সত্যভাব প্রাপ্ত'। অর্থাৎ 'তি' যদিও অসত্য, তথাপি ইহাব উভয দিকে 'সত্য' অক্ষব থাকায় ইহাও সত্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাব অনুরূপ প্রয়োগও আছে যেমন 'ব্রহ্মভূয়' = ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত।

কেহ কেহ 'যঃ' এষঃ .. ..অক্ষন্ পুরুষঃ এই অংশকে 'অসৌ সঃ আদিত্যঃ' অংশেব সহিত যুক্ত কবেন।

(১) 'স্বর্' শব্দে একটী অক্ষব, কিন্তু ঋষি বলিতেছেন ২টী অক্ষর, সুতরাং 'স্বর্'কে 'সুবর্' করিয়া উচ্চারণ কবিতে হইবে।

(২) ঋষি বলিতেছেন—'অহঃ' শব্দ দ্বারা 'হন্' ধাতু (হন্তি) এবং 'হা' ধাতু (জহাতি) এই উভয় ধাতুরই অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে।

(৩) ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ—এই তিনটীকে 'ব্যাহৃতি' বা 'মহা ব্যাহৃতি' বলা হয়। 'ভূঃ' এই পৃথিবী লোক, 'ভুবঃ' অন্তবিক্ষ লোক এবং 'স্বর্' স্বর্গলোক।

১। 'অহম্' এর সহিত 'হন্তি' ও 'জহাতি'র সাদৃশ্য রহিয়াছে, তিনটীতেই 'হ'।

২। আদিত্যের সঙ্গে অহঃ অর্থাৎ দিনের সম্বন্ধ আছে 'অহঃ'ই ইহার গুহ্য নাম।

২। দুইটী গুহ্যনামেও উভয় পুরুষের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। 'অহঃ' এবং 'অহম্' উচ্চারণে প্রায় এক।

পঞ্চমাধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

হৃদয়স্থ পুরুষ

১। মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃ সত্যস্তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্বা যবো বা স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিংচ।

১। মনোময়ঃ অয়ম্ পুরুষঃ, ভাঃ সত্য (ভাঃ স্বরূপ, ভাঃ = জ্যোতিঃ তস্মিন্ অন্তঃ+হৃদয়ে, যথা ব্রীহিঃ বা যবঃ বা। সঃ এষঃ সর্ব্বস্য ঈশানঃ (স্বামী) সর্ব্বস্য অধিপতিঃ, সর্ব্বম্ ইদম্ প্রশাস্তি (প্র+শাস্; সম্যক্ শাসন করেন) যৎ ইদম্ কিম্+চ।

১। হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে পুরুষ (বিদ্যমান), তিনি মনোময়, জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং ব্রীহি ও যবের ন্যায় (সূক্ষ্ম)। তিনি সমুদায়ের ঈশ্বর ও সমুদায়ের অধিপতি। এই সমুদায় যাহা কিছু আছে, সে সমুদায়কেই তিনি শাসন করেন।

পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তম ব্রাহ্মণ

বিদ্যুতে ব্রহ্মদৃষ্টি

১। বিদ্যুদ্‌ব্রহ্মেত্যাহুর্বিদানাদ্বিদ্যুদ্বিদ্যত্যেনং পাপ্মনো য এবং বেদ বিদ্যুদ্‌ব্রহ্মেতি বিদ্যুদ্ধ্যেব ব্রহ্ম।

১। 'বিদ্যুৎ ব্রহ্ম' ইতি আহুঃ (বলিয়া থাকে) বিদানাৎ (বি+দো+অনট্, পাঃ ৬.১।৪৫, 'দো' খণ্ডন ক্‌; খণ্ডন করে বলিয়া) বিদ্যুৎ। বিদ্যতি (বি+দো লট্ তি, খণ্ডন করে) এনম্ (ইহাকে) পাপ্মনঃ (পাপ হইতে) যঃ এবম্ বেদ 'বিদ্যুৎ ব্রহ্ম' ইতি। বিদ্যুৎ হি এব ব্রহ্ম।

১। লোকে বলিয়া থাকে 'বিদ্যুৎই ব্রহ্ম'। বিদান (=খণ্ড খণ্ড) করেন বলিয়া ইহার নাম বিদ্যুৎ। 'বিদ্যুৎই ব্রহ্ম' যিনি এইরূপ জানেন, বিদ্যুৎ তাঁহাকে পাপ হইতে পৃথক্ করেন। বিদ্যুৎই ব্রহ্ম।

পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণ

বাক্‌রূপিণী ধেনুতে ব্রহ্মদৃষ্টি

১। বাচং ধেনুমুপাসীত তস্যাশ্চত্বারঃ স্তনাঃ স্বাহাকারো বষট্‌কারো হন্তকারঃ স্বধাকারস্তস্যৈ দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি স্বাহাকারং চ বষট্‌কারং চ হন্তকারং মনুষ্যাঃ স্বধাকারং পিতরস্তস্যাঃ প্রাণ ঋষভো মনো বৎসঃ।

১। বাচম্ (বাক্‌কে) ধেনুম্ (ধেনুরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। তস্যাঃ (তাহার; স্ত্রীং) চত্বারঃ স্তনাঃ (চারিটি স্তন):—

১। বাক্যকে ধেনুরূপে উপাসনা করিবে। এই বাক্যের চারিটী স্তন—স্বাহাকার, বষট্‌কার, হন্তকার এবং স্বধাকার। দেবগণ স্বাহাকার

স্বাহাকারঃ, বষট্‌কারঃ, হন্তকারঃ স্বধাকারঃ। তস্যৈ (বৈদিক= তস্যাঃ) দ্বৌ স্তনৌ (দুইটী স্তনকে) দেবাঃ উপজীবন্তি (পান করিয়া জীবনধারণ করে)—স্বাহাকারম্ (২।১) চ, বষট্‌কারম্ (২।১) চ, হন্তকারম্ (২।১) মনুষ্যাঃ, স্বধাকারম্ পিতরঃ (পিতৃগণ)। তস্যাঃ প্রাণঃ ঋষভঃ (বৃষ), মনঃ বৎসঃ।

এবং বষট্‌কার নামক দুইটী স্তন পান করেন। মনুষ্যগণ হন্তকার নামক স্তন এবং পিতৃগণ স্বধাকার নামক স্তন পান করেন। প্রাণই এই বাক্যরূপ ধেনুর বৃষ এবং মনই ইহার বৎস।

মন্তব্য

স্বাহাকারঃ,—বষট্‌কারঃ, হন্তকারঃ, স্বধাকারঃ—দেবগণের উদ্দেশে আহুতি দিবার সময় উচ্চারণ করা হয় 'স্বাহা' কিংবা বষট্। মনুষ্যদিগকে অন্নাদি প্রদান করিবার সময় বলা হয় 'হন্ত'। শ্রাদ্ধতর্পণাদি পিতৃকর্ম্মে 'স্বধা' এই শব্দ উচ্চারণ করা হয়। 'স্বাহা' শব্দের ব্যাখ্যা ৬।৩।১ মন্তব্যে দ্রষ্টব্য।

পঞ্চমাধ্যায়ে নবম ব্রাহ্মণ

বৈশ্বানরে ব্রহ্মদৃষ্টি

১। অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে তস্যৈষ ঘোষো ভবতি। যমেতৎকর্ণাবপিধায় শৃণোতি স যদোৎক্রমিষ্যন্‌ভবতি নৈনং ঘোষং শৃণোতি।

১। অয়ম্ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ, যঃ অয়ম্ অন্তঃ পুরুষে (পুরুষের অভ্যন্তরে), যেন (যাহা দ্বারা) ইদম্ অন্নম্ পচ্যতে (জীর্ণ হয়) যৎ ইদম্ (এই যাহা) অদ্যতে (ভুক্ত হয়)। তস্য এষঃ ঘোষঃ (ধ্বনি)

১। পুরুষের অভ্যন্তরে যে অগ্নি, ইহাই বৈশ্বানর। এই যে অন্ন

ভবতি, যম্ এতৎ (এই যাহাকে, 'এতৎ' ক্লীং বৈদিক প্রয়োগ; শঙ্করের মতে ইহা ক্রিয়াবিশেষণ) কর্ণৌ (কর্ণদ্বয়কে) অপিধায় (আচ্ছাদন করিয়া; অপি+ধা ধাতু) শৃণোতি (শ্রবণ করে)। সঃ যদা (যখন) উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি (৫।৫।২ দ্রঃ) স এনম্ ঘোষম্ (এই শব্দকে) শৃণোতি।

ভোজন করা হয়, ইহা ঐ অগ্নিদ্বারাই জীর্ণ হয়। কর্ণদ্বারা আচ্ছাদন করিলে যে শব্দ শ্রবণ করা যায়, সেই শব্দই ইহার ধ্বনি। মানুষ (মুমূর্ষু অবস্থায়) যখন উৎক্রমণ করিতে আরম্ভ করে, তখন এই ধ্বনি শ্রবণ করে।

পঞ্চমাধ্যায়ে দশম ব্রাহ্মণ

পরলোকগতি

১। যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎপ্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন স ঊর্ধ্ব আক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা লম্বরস্য খং তেন স ঊর্ধ্ব আক্রমতে স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা দুন্দুভেঃ খং তেন স ঊর্ধ্ব আক্রমতে স লোকমাগচ্ছত্যশোকমহিমং তস্মিন্বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ।

১। যদা বৈ পুরুষঃ অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে) প্রৈতি (প্র+এতি, ইধাতু, গমন করে, মৃত হয়), সঃ বায়ুম্ আগচ্ছতি। সঃ তত্র (তাহাতে, আপনাতে) বিজিহীতে (বি+হা, পাঃ ৭।৪।৭৬—

১। মানুষ যখন ইহলোক হইতে চলিয়া যায় তখন সে বায়ুতে গমন করে। বায়ু তাহার গমনের জন্য আপনাতে একটী ছিদ্র উৎপন্ন

ছিদ্রযুক্ত করে), যথা (যে পরিমাণ) রথচক্রস্য (রথচক্রের) খম্ (আকাশ)। তেন (সেই ছিদ্রদ্বারা) সঃ উৰ্দ্ধঃ আক্রমতে (গমন করে, ক্রম্, আত্মনে, পাঃ ১।৩।৭০)। সঃ আদিত্যম্ আগচ্ছতি, তস্মৈ সঃ তত্র বিজীহীতে যথা লম্বরস্য (লম্বর নাম বাদ্য যন্ত্রের) খম। তেন সঃ উৰ্দ্ধঃ আক্রমতে। সঃ চন্দ্রমসম্ (চন্দ্রে) আগচ্ছতি। তস্মৈ সঃ তত্র বিজীহীতে, যথা দুন্দুভেঃ (দুন্দুভির) খম। তেন উৰ্দ্ধঃ আক্রমতে। সঃ লোকম্ আগচ্ছতি অশোকম (শোকরহিত,২।১) অহিমম (হিমরহিত, ২।১, হিম = তুষার)। তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ (চিরকাল সমা, স্ত্রীং = বৎসর)

করে—রথচক্রের মধ্যে যে পরিমাণ ছিদ্র (এ ছিদ্র সেই পরিমাণ)। সেই ছিদ্রদ্বারা সেই পুরুষ উৰ্দ্ধদিকে গমন করে। তদনন্তর সে আদিত্যে উপস্থিত হয়। আদিত্য তাহার গমনের জন্য আপনাতে একটী ছিদ্র উৎপন্ন করে—লম্বর নামক বাদ্য যন্ত্রের ছিদ্র যে পরিমাণ (এ ছিদ্রও সেই পরিমাণ)। তাহার পর সে সেই ছিদ্রদ্বারা উৰ্দ্ধদিকে গমন করে। তদনন্তর সে চন্দ্রলোকে উপস্থিত হয়। চন্দ্র তাহার গমনের জন্য আপনাতে একটী ছিদ্র উৎপন্ন করে—দুন্দুভির ছিদ্র যে পরিমাণ (এ ছিদ্রও সেই পরিমাণ)। এই ছিদ্রদ্বারা সে উৰ্দ্ধদিকে ধাবিত হয়। তদনন্তর সে শোকরহিত, হিমরহিত লোকে উপস্থিত হয়। সে সেই লোকে চিরকাল বাস করে।

পঞ্চমাধ্যায়ে একাদশ ব্রাহ্মণ

ব্যাধি প্রভৃতিতে তপোদৃষ্টি

১। এতদ্বৈ পরমং তপো যদ্ব্যাহিতস্তপ্যতে পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদৈতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেতমরণ্যং হরন্তি পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদৈতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেতমগ্নাবভ্যাদধতি পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ।

১। এতৎ বৈ পরমম্ তপঃ, যৎ বি+আহিতঃ (ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, আ+ধা) তপ্যতে (তপ, আত্মনে; কষ্ট পায়, দুঃখ ভোগরূপ তপস্যা করে)। পরমম্ হ এব লোকম্ জয়তি যঃ এবম্ বেদ। এতৎ বৈ পরমম্ তপঃ, যম্ প্রেতম্ (মৃতব্যক্তিকে; প্র+ইতম, ইধাতু হইতে) অরণ্যম্ হরন্তি (লইয়া যায়)। পরমম্ হ এব লোকম্ জয়তি, যঃ এবম্ বেদ। এতৎ বৈ পরমম্ তপঃ, যম্ প্রেতম অগ্নৌ (অগ্নিতে) অভি+আদধতি (অ+ধা, পাঃ ৬।৪।৬৪ = স্থাপন করে)। পরমম হ এব লোকম্ জয়তি।

১। মানুষ যে, ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সন্তপ্ত হয়, ইহাই পরম তপ। যিনি ইহা জানেন, তিনি পরম লোকই লাভ করেন। মানুষ যে মৃত দেহকে অরণ্যে লইয়া যায়, ইহাই পরম তপ। যিনি ইহা জানেন, তিনি পরম লোকই লাভ করেন। মানুষ যে মৃত দেহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, ইহাই পরম তপ। যিনি ইহা জানেন, তিনি পরম লোকই লাভ করেন।

মন্তব্য

এখানে বলা হইতেছে যে মানুষ যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয় তখন মনে করিতে হইবে "আমি তপস্যা করিতেছি।" প্রাচীন

কালে মৃতদেহকে ভস্মীভূত করিবার জন্য গ্রামের বাহিরে অরণ্যে প্রেরণ করা হইত। এই ঘটনাকে বানপ্রস্থাবলম্বনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশ ব্রাহ্মণ

অন্ন ও প্রাণের একত্বে ব্রহ্মদৃষ্টি

১। অন্নং ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা পূয়তি বা অন্নমৃতে প্রাণাৎপ্রাণো ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা শুষ্যতি বৈ প্রাণ ঋতেঽন্নাদেতে হত্বেব দেবতে একধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতস্তদ্ধ স্মাহ প্রাতৃদঃ পিতরং কিংস্বিদেবৈবং বিদুষে সাধু কুর্যাং কিমেবাস্মা অসাধু কুর্যামিতি স হ স্মাহ পাণিনা মা প্রাতৃদঃ কস্ত্বেনয়োরেকধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতীতি তস্মা উ হৈতদুবাচ বীত্যন্নং বৈ বি অন্নে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি বিষ্টানি রমিতি প্রাণো বৈ রং প্রাণে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে সর্ব্বাণি হ বা অস্মিন্ ভূতানি বিশন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে য এবং বেদ।

১। 'অন্নম্ ব্রহ্ম' ইতি একে (কেহ কেহ) আহুঃ। তৎ (তাহা) ন তথা; পূয়তে (পূ, পচিয়া যায়) বৈ অন্নম ঋতে প্রাণাৎ (প্রাণ ব্যতীত)। 'প্রাণঃ ব্রহ্ম' ইতি একে আহুঃ। তৎ ন তথা। শুষ্যতি (শুষ্ক হয়) বৈ প্রাণঃ ঋতে অন্নাৎ (অন্ন ব্যতীত)। এতে (এতৎ, স্ত্রীং, এই দুই) হ তু এব দেবতে (দেবতাদ্বয়) একধা ভূয়ম্ (একধা

১। কেহ কেহ বলেন অন্নই ব্রহ্ম। ইহা সত্য নহে, কারণ প্রাণ না থাকিলে অন্ন পূতিভাবপ্রাপ্ত হয়। কেহ বলেন 'প্রাণই ব্রহ্ম'। ইহা সত্য নহে—কারণ অন্ন ব্যতীত প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়। (এইজন্য

+ভূ, ক্যপ্, পাঃ ৩।১।১০৭ ; একধা ভাব প্রাপ্ত) ভূত্বা (হইয়া) পরমতাম্ (পরমত্বকে) গচ্ছতঃ (প্রাপ্ত হয়)। তৎ (এ বিষয়ে, কিংবা সেইজন্য) হ স্ম আহ (বলিয়াছিলেন) প্রাতৃদঃ (প্রাতৃদ নামক ঋষি) পিতরম্ (পিতাকে)—'কিম্ স্বিৎ (প্রশ্নবোধক অব্যয়) এব এবম্ বিদুষে (এই প্রকার বিদ্বানের প্রতি) সাধু (ক্লীং ক্রিং বিং) কুর্য্যাম্ (করিতে পারি? কিম্ এব অস্মৈ অসাধু কুর্য্যাম্?' ইতি। সঃ হ স্ম আহ পাণিনা (হস্তদ্বারা, হস্ত সঞ্চালন করিয়া)—'মা (না) প্রাতৃদঃ! কঃ (কে) তু এনয়োঃ (এই দুটীর) একধাভূয়ম্ ভূত্বা পরমতাম্ গচ্ছতি?' ইতি। তস্মৈ উ হ এতৎ উবাচ—'বি' ('বি' এই অক্ষর) ইতি। 'অন্নম্ বৈ 'বি', অন্নে হি ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি বিষ্টানি (আশ্রিত, বিশ ধাতু)। 'রম্' ('রম্' এই অক্ষর) ইতি। প্রাণঃ বৈ রম্, প্রাণে হি ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে (আরাম লাভ করে)। সর্ব্বাণি হ বৈ অস্মিন্ ভূতানি বিশন্তি, সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে, যঃ এবম্ বেদ।

প্রাতৃদ সিদ্ধান্ত করিলেন যে) এই দুই দেবতা একধাপ্রাপ্ত হইলেই ইহাদিগের পরমত্ব লাভ হয়। (এই প্রকার বর্ণনা করিয়া) প্রাতৃদ পিতাকে বলিলেন—"যিনি এই প্রকার জানেন, তাঁহার কি কল্যাণ করিতে পারি; কিংবা তাঁহার অকল্যাণ করিতে পারি?' পিতা হস্ত সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—'না, প্রাতৃদ! (এ প্রকার ভাবিও না) 'অন্ন ও প্রাণের একত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারে?' তদনন্তর পিতা বলিলেন—'বি'। অন্নই এই 'বি'; কারণ অন্নেই এই সমুদায় ভূত বিষ্টিত অর্থাৎ আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার পরে পিতা বলিলেন—'রম্'। প্রাণই 'রম্',; কারণ প্রাণেই এই সমুদায় ভূত রমণ করে। যিনি ইহা জানেন, সমুদায় ভূত তাঁহাতে আশ্রিত হইয়া থাকে এবং সমুদায় ভূত তাঁহাকে রমণ করে।

মন্তব্য

১। প্রাতৃদের সিদ্ধান্ত এই—অন্নও ব্রহ্ম নহে, এবং প্রাণও ব্রহ্ম নহে। এতদুভয়ের একত্বই ব্রহ্ম। যিনি এই একত্ব জানেন তিনি

ব্রহ্মবিৎ। কেহ ব্রহ্মবিদের উপকারও করিতে পারে না এবং অপকারও করিতে পারে না। এই ভাব হইতে প্রাতৃদ পিতাকে প্রঃ করিয়াছিলেন যে যিনি অন্ন ও ব্রহ্মের একত্ব জানেন, কেহ তাঁহার কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন করিতে পারে কি না। পিতার উত্তর এই:— অন্ন ও ব্রহ্মের একত্ব ব্রহ্ম নহে সুতরাং এই একত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান নহে তবে এ জ্ঞানেরও ফল আছে। মন্ত্রের শেষ অংশে এই ফলের কথা বলা হইয়াছে। ২। 'বি' এবং 'রম্'। ঋষি বিষ্টানি ও বিশন্তি'র সহিত 'বি' অক্ষরের এবং 'রমন্তে'র সহিত 'রম্' এর সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।

পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণ

প্রাণ ও উক্থের একতায় ব্রহ্মদৃষ্টি

১। উক্থং প্রাণো বা উক্থং প্রাণো হীদং সর্ব্বমুত্থাপয়ত্যুদ্ধাস্মাদুক্থবিদ্বীরস্তিষ্ঠত্যুক্থস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ।

১। উক্থম্ (উক্থ বিষয়ে—, উক্থ এক প্রকার মন্ত্র):— প্রাণঃ বৈ উক্থম্। প্রাণঃ হি ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমুদায়কে) উত্থাপয়তি (উত্থাপিত করে; উৎ+স্থা, ণিচ্, পাঃ ৮।৪।৬১)। উৎ (+তিষ্ঠতি) হ অস্মাৎ (উক্থবিৎ হইতে) উক্থবিৎ বীরঃ (বীর পুত্র) তিষ্ঠতি (উৎ+; উত্থিত হয়), উক্থস্য (উক্থের) সাযুজ্যম্ (সমানতা) সলোকতাম্ (একলোকে বাস) জয়তি, যঃ এবম্ বেদ।

১। উক্থ (বিষয়ে এইরূপ)—প্রাণই উক্থ, কারণ প্রাণই এই সমুদায় উত্থাপিত করে। যিনি এই প্রকার জানেন, তাঁহা হইতে উক্থবিৎ বীর পুত্র উত্থিত হয় (অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে) এবং তিনি উক্থের সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন।

২। যজুঃ প্রাণো বৈ যজুঃ প্রাণে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি যুজ্যন্তে যুজ্যন্তে হাস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় যজুষঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ।

৩। সাম প্রাণো বৈ সাম প্রাণে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি সম্যঞ্চি সম্যঞ্চি হাস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় কল্পন্তে সাম্নঃ সাযুজ্য সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ।

২। যজুঃ ('যজুঃ' নামক মন্ত্র বিষয়ে এই):—প্রাণঃ বৈ যজুঃ। প্রাণে হি ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি যুজ্যন্তে (যুক্ত হয়; যুজ্)। যুজ্যন্তে হ অস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় (শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য), যজুষঃ (যজুর) সাযুজ্যম্, সলোকতাম্ জয়তি, যঃ এবম্ বেদ।

৩। সাম (সামবিষয়ে এই:—) প্রাণঃ বৈ সাম। প্রাণে হি ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি সম্যঞ্চি (সমি অঞ্চ্, ক্বিপ্ = সম্যঞ্চ্, ১।৩ = সম্যক্ গমনশীল)। সম্যঞ্চি হি হ অস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় কল্পন্তে (সমর্থ হয়, ক্লৃপ্, পাঃ ৮।২।১৮), সাম্নঃ (সামের, সামন্ ৬।১) সাযুজ্যম্ সলোকতাম্ জয়তি, যঃ এবম্ বেদ (৫।১৩।১ দ্রঃ)।

২। যজুঃ (বিষয়ে এইরূপ):—প্রাণই যজুঃ; কারণ প্রাণেই এই সমুদায় যুক্ত হয়। যিনি এই প্রকার জানেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনের জন্য সমুদায় ভূত সম্মিলিত হয় এবং তিনি যজুর সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন।

৩। সাম (বিষয়ে এইরূপ):—প্রাণই সাম, কারণ সমুদায় ভূত প্রাণেই সম্যক্ গমন করে (অর্থাৎ সম্মিলিত হয়)। যিনি এইপ্রকার জানেন তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনের জন্য সমুদায় ভূত সম্মিলিত হয় এবং তিনি সামের সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন।

৪। ক্ষত্রং প্রাণো বৈ ক্ষত্রং প্রাণো হি বৈ ক্ষত্রং ত্রায়তে হৈনং প্রাণঃ ক্ষণিতোঃ প্রক্ষত্রমত্রমাপ্নোতি ক্ষত্রস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ।

(৪) ক্ষত্রম্ (ক্ষত্রবিষয়ে এই):—প্রাণঃ বৈ ক্ষত্রম্ (ক্ষদ+ক্বিপ্ = ক্ষৎ, ক্ষৎ+ত্রৈ+ড, সামর্থ্য রক্ষা করিবার ক্ষমতা)। প্রাণ হি বৈ ক্ষত্রম্, ত্রায়তে (ত্রৈ ধাতু, ত্রাণ করে) হ এনম্ (ইহাকে) ক্ষণিতো (ক্ষণিতু ৫।১, ক্ষত হইতে)। প্রক্ষত্রম্ (ক্ষমতা, ২।১) অত্রম অ+ত্রম, ত্রৈ ধাতু হইতে, যাহার ত্রাণের জন্য অপরের সাহায্য আবশ্যক হয় না, অনন্যরক্ষিত) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়, ক্ষত্রস্য সাযুজ্যম্ সলোকতাম্ জয়তি যঃ এবম্ বেদ।

৪। ক্ষত্র (বিষয়ে এইরূপ):—প্রাণই ক্ষত্র, কারণ প্রাণই ইহাকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করে। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি অনন্যাশ্রিত ক্ষত্র প্রাপ্ত হন এবং ক্ষত্রের সহিত সালোক্য ও সাযুজ্য লাভ করেন।

মন্তব্য

'উক্থ' ও 'উৎ'—এতদুভয়ের মধ্যে উচ্চারণে আংশিক সাদৃশ্য আছে। আবার প্রাণের সহিত 'উৎ+স্থা'র সম্বন্ধ আছে। ইহা দেখিয়া প্রাণ ও উক্থের একত্ব স্থাপন করা হইল।

যজুঃ এবং যুজ্—এতদুভয়ের মধ্যে উচ্চারণে সাদৃশ্য আছে। আবার প্রাণের সহিত 'যুজ্' ধাতুর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। এইজন্য বলা হইয়াছে—'প্রাণই যজুঃ'।

'সাম' ও সম্যঞ্চি—এতদুভয়ের মধ্যে উচ্চারণে সাদৃশ্য আছে। আবার প্রাণের সহিত 'সম্যঞ্চি' শব্দের সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। এইজন্য বলা হইয়াছে 'প্রাণই সাম'।

অত্রম্—অ+ত্রম্ অর্থাৎ অনন্যাশ্রিত; এই অর্থে 'অত্রম্' শব্দের ব্যবহার নাই।

পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ ব্রাহ্মণ

গায়ত্রী-জ্ঞানের ফলশ্রুতি

১। ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌরিত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবদেষু ত্রিষু লোকেষু তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ।

২। ঋচো যজূংষি সামানীত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ।

১। 'ভূমিঃ অন্তরিক্ষম্, দ্যৌঃ'—ইতি অষ্টৌ+অক্ষরাণি। অষ্টাক্ষরম্ হ বৈ একম গায়ত্র্যৈ (বৈদিক ষষ্ঠী স্থলে ৪র্থী=গায়ত্র্যাঃ=গায়ত্রীর) পদম্। এতৎ (ইহা, এক পাদ) উ হ এব অস্যাঃ (গায়ত্রীর) এতৎ (এই তিন লোক)। সঃ যাবৎ (যে পরিমাণ) এষু ত্রিষু লোকেষু (এই তিন লোকে), তাবৎ হ (সেই পরিমাণ) জয়তি, যঃ অস্যাঃ এতৎ এবম্ পদম্ (পাদকে) বেদ।

২। ঋচঃ (ঋক্‌সমূহ) যজূংষি (যজুঃ সমূহ) সামানি (সাম সমূহ)—ইতি অষ্টৌ+অক্ষরাণি। অষ্ট+অক্ষরম্ হ বৈ একম্ গায়ত্র্যৈ (৫।১৪।১ দ্রঃ) পদম্। এতৎ (এই একপাদ) উ হ এব অস্যাঃ এতৎ (ঋক্, যজুঃ ও সাম)। সঃ যাবতী ইয়ম্ (এই যাহা) ত্রয়ী বিদ্যা তাবৎ হ জয়তি, যঃ অস্য এতৎ, এবম্ পদম্ বেদ (১ম মঃ দ্রঃ)।

১। 'ভূমি, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ'—এই কয়েকটীতে ৮টী অক্ষর। গায়ত্রীর একটী পাদেও ৮টী অক্ষর। ইহার এক পাদই এই তিন লোক। যিনি ইহার এক পাদ জানেন—এই তিন লোকে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি জয় করেন।

২। 'ঋচঃ, যজূংষি, সামানি'—এই কয়েকটীতে ৮টী অক্ষর। গায়ত্রীর একটী পাদেও ৮টী অক্ষর। ইহার এক পাদই এই তিনটী

৩। প্রাণোঽপানো ব্যান ইত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্রৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবদিদং প্রাণি তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদাথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরো রজা য এষ তপতি যদ্বৈ চতুর্থং তত্তুরীয়ং দর্শতং পদমিতি দদৃশ ইব হ্যেষ পরোরজা ইতি সর্ব্বমু হ্যেবৈষ রজ উপর্য্যুপরি তপত্যেবং হৈব শ্রিয়া যশসা তপতি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ।

৩। প্রাণঃ অপানঃ ব্যানঃ ইতি অষ্টৌ+অক্ষরাণি। অষ্ট+অক্ষরম্ হ বৈ একম্ গায়ত্রৈ (১মমঃ দ্রঃ) পদম্। এতৎ উ হ এব অস্যাঃ এতৎ (প্রাণ, অপান, ব্যান)। সঃ যাবৎ ইদম (এই যাহা) প্রাণি (ক্লীং), তাবৎ হ জয়তি, যঃ অস্যা. এতৎ এবম পদম বেদ। অথ অস্যাঃ এতৎ এব (ইহাই) তুরীয়ম্ (চতুর্থ, চতুর্+ইয়, পাঃ ৫।২।৫২ বার্ত্তিক) দর্শতম্ (দর্শনীয়, সুন্দর) পদম্, পরোরজাঃ (পরঃ +রজস্ ১।১, পাঃ ২।২।৩১, আকাশের পরপারে অবস্থিত, রজঃ আকাশ) যঃ এষ. তপতি (উত্তাপ দেয়)। যৎ বৈ চতুর্থম, তৎ 'তুরীয়ম্'। 'দর্শতম্ পদম্'—ইতি—দদৃশে (বৈদিক,=দৃশ্যতে, দৃষ্ট হয়) ইব (যেন) হি এষঃ (এই) 'পরোরজাঃ' ইতি—সর্ব্বম (২।১) উ হি এব এষঃ রজ. (রজঃ ২।১) উপরি+উপরি তপতি। এবম (এই প্রকারে) হ এব শ্রিয়া (শ্রীদ্বারা) যশসা (যশ দ্বারা) তপতি, যঃ অস্যাঃ এতৎ এবম্ পদম্ বেদ।

(অর্থাৎ ঋচঃ, যজূঃ ও সামানি)। যিনি ইহা জানেন, এই ত্রয়ী বিদ্যা-দ্বারা যাহা লাভ করা যায় তিনি তাহাই জয় করেন।

৩। 'প্রাণ অপান, ব্যান' এই কয়েকটীতে ৮টি অক্ষর। গায়ত্রীর একটী পাদেও ৮টী অক্ষর। ইহার এক পাদই এই (তিনটী অর্থাৎ প্রাণাদি)। যিনি ইহার এক পাদ জানেন, এই সমুদায় যত প্রাণী আছে, তিনি সে সমুদায়ই জয় করেন। আকাশের পরপারে যিনি উত্তাপ

৪। সৈষা গায়ত্র্যেতস্মিংস্তুরীয়ে দর্শতে পদে পরোরজসি প্রতিষ্ঠিতা তদ্বৈ তৎসত্যে প্রতিষ্ঠিতং চক্ষুর্বৈ সত্যং চক্ষুর্হি বৈ সত্যং তস্মাদ্যদিদানীং দ্বৌ বিবদমানাবেয়াতামহমদর্শমহমশ্রৌষমিতি য এবং ব্রূয়াদহমদর্শমিতি তস্মা এব শ্রদ্দধ্যাম তদ্বৈ তৎসত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতং প্রাণো বৈ বল, তৎপ্রাণে প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদাহুর্ব্বলং সত্যাদোগীয় ইত্যেবংবেষা গায়ত্র্যধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা সা হৈষা গয়াংস্তত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তৎপ্রাণাংস্তত্রে তদ্যদগয়াংস্তত্রে তস্মাদ্গায়ত্রী নাম স যামেবামূং সাবিত্রীমন্বাহৈষৈব সা স যস্মা অন্বাহ তস্য প্রাণাংস্ত্রায়তে।

৪। সা এষা গায়ত্রী তস্মিন্ তুরীয়ে দর্শতে পদে (দর্শনীয় চতুর্থ পদে) পরো রজসি (আকাশের উপরিভাগে) প্রতিষ্ঠিতা। তৎ বৈ (তাহা) তৎ+সত্যে (সেই সত্যে) প্রতিষ্ঠিতম্। চক্ষুঃ বৈ সত্যম্; চক্ষুঃ হি বৈ সত্যম্। তস্মাৎ যৎ ইদানীম্ (এখনও) দ্বৌ বিবদমানৌ (বি+বদ্ শানচ্, ১।২, পাঃ ১।৩।৪৭; বিবাদ করিতেছে এমন দুই জন লোক) এয়াতাম্ (আ+ইয়াতাম, ই ধাতু, বিধি, ৩।২; আগমন করে)—'অহম্ অদর্শম্ (দৃশ্, লুঙ্, ১।১; দেখিয়াছি), 'অহম্ অশ্রৌষম্' (শ্রু, লুঙ ১।১, শুনিয়াছি) ইতি—যঃ এবম ব্রূয়াৎ

দিতেছেন, তিনিই গায়ত্রীর দর্শনীয় তুরীয় পাদ। যাহা চতুর্থ, তাহাই তুরীয়। 'দর্শতম্ পদম্'—অংশের অর্থ—'সেই (পুরুষ) যাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডলে দেখা যায়'। 'পরেরজা' শব্দের অর্থ—'যিনি সমুদায় আকাশের উপরিভাগে উত্তাপ দিতেছেন'। যিনি গায়ত্রীর এই পাদকে জানেন তিনি শ্রী ও যশঃসম্পন্ন হইয়া উত্তাপ প্রদান করেন অর্থাৎ উজ্জ্বল হন।

৪। এই (ত্রিপাদযুক্তঃ) গায়ত্রী আকাশের উপরিভাগস্থ সেই দর্শনীয়

'অহম অদর্শম্'. ইতি তস্মৈ [(তাহাকে) শ্রদ্ দধ্যাম (শ্রৎ+ধা, বিধি, ১।৩ = বিশ্বাস করিব ; শ্রৎ = সত্য, নৈঘণ্টু ৩।১০)। তৎ বৈ তৎসত্যম্ বলে প্রতিষ্ঠিতম্। প্রাণঃ বৈ বলম্, তৎ (সত্য) প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্। তস্মাৎ আহুঃ 'বলম্ সত্যাৎ (সত্য অপেক্ষা) ওগীয়ঃ (উগ্র+ঈয়স্ কিংবা ওজস্+ঈয়স্ = ওজীয়ঃ = ওগীয়ঃ ; শ্রেষ্ঠ) ইতি। এবম উ এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মম (অব্যয়—অধ্যাত্ম প্রাণে) প্রতিষ্ঠিতা। সা হ এষা (সেই গায়ত্রী) গয়ান্ (গয় সমূহকে) তত্রে (ত্রৈ লিট্, এ = ত্রাণ করে)। প্রাণাঃ বৈ গয়াঃ। তৎ (তাহা, কিংবা 'সা' স্থলে 'তৎ', বৈদিক, কিংবা সেইজন্য) প্রাণান্ (প্রাণসমূহকে) তত্রে। তৎ যৎ (যেহেতু) গয়ান্ তত্রে, তস্মাৎ গায়ত্রী নাম। সঃ (আচার্য্য) যাম্ এব অমূম্ সাবিত্রীম (এই যে সাবিত্রী মন্ত্রকে) অনু+আহ (শিক্ষা দেন), এষা এব (ইহাই) সা। সঃ যস্মৈ (যাহাকে অন্বাহ, তস্য প্রাণান্ ত্রায়তে (রক্ষা করে)।

পাদে প্রতিষ্ঠিত। ইহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুই সত্য, চক্ষু নিশ্চয়ই সত্য। সেইজন্য এখনও যদি দুই জন লোক বিবাদ করিতে করিতে (আমাদিগের নিকটে) আসিয়া উপস্থিত হয় এবং (এক জন) বলে 'আমি দেখিয়াছি' এবং (অপর জন বলে) 'আমি শুনিয়াছি'—তাহা হইলে যে বলে 'আমি দেখিয়াছি' আমরা তাহার কথাই বিশ্বাস করি। সেই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণই বল এবং সেই সত্য প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য লোকে বলিয়া থাকে 'বল সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' এইরূপে এই গায়ত্রী অধ্যাত্ম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এই গায়ত্রী 'গয়'-সমূহকে ত্রাণ করে। গয়ই প্রাণ এবং ইহা (অর্থাৎ গায়ত্রী) প্রাণসমূহকে ত্রাণ করে। যেহেতু ইহা গয়সমূহকে ত্রাণ করে, এইজন্য ইহার নাম গায়ত্রী। আচার্য্য (শিষ্যগণকে) যে সাবিত্রীমন্ত্র শিক্ষা দেন, তাহা প্রাণই। তিনি যাহাকে ইহা শিক্ষা দেন, (ইহা দ্বারা) তাহার প্রাণসমূহকে রক্ষা করেন।

৫। তাং হৈতামেকে সাবিত্রীমনুষ্টুভমন্বাহুর্বাগনুষ্টুবে-তদ্বাচমনুব্রূম ইতি ন তথা কুর্যাদগায়ত্রীমেব সাবিত্রীমনু-ব্রূয়াদ্যদিহ বা অপ্যেবংবিদ্বহ্বিব প্রতিগৃহ্নাতি ন হৈব তদ্গা-য়ত্র্যা একং চ ন পদং প্রতি।

৬। স য় ইমাং স্ত্রীল্লোঁকান্পূর্ণান্ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ সোহস্যা এতৎ প্রথমং পদমাপ্নুয়াদথ যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা যস্তাবৎ প্রতি-গৃহ্নীয়াৎ সোহস্যা এতদ্বিতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথ যাবদিদং প্রাণি যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ সোহস্যা এতৎ তৃতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি নৈব কেনচনাপ্যং কুত উ এতাবৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ।

৫। তাম্ হ এতাম্ (+সাবিত্রীম্ = এই সাবিত্রীকে) একে (কেহ কেহ) সাবিত্রীম্ অনুষ্টুভম্ (অনুষ্টুপ্ রূপে) অনু+আহু (উপদেশ দেন)। 'বাক্ অনুষ্টুপ্ ; এতৎ+বাচম্ (এই বাক্যকে) অনুব্রূমঃ (উপদেশ দিই)' ইতি। ন তথা কুর্য্যাৎ। গায়ত্রীম্ এব সাবিত্রীম্ (গায়ত্রী ছন্দের সাবিত্রী-কেই ; কিংবা গায়ত্রীকেই সাবিত্রীরূপে) অনুব্রূয়াৎ (উপদেশ দিবে)। যৎ (যাহা, ২।১) ইহ বৈ অপি এবম্+বিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) বহু ইব (বহু দানরূপে) প্রতিগৃহ্নাতি (গ্রহণ করে), ন হ এব তৎ (তাহা) গায়ত্র্যাঃ (গায়ত্রীর) একম্+চন পদম্ প্রতি (এক পাদের সামান)।

৬। স যঃ ইমান্ ত্রীন্ লোকান্ (এই তিন লোককে) পূর্ণান্

৫। কেহ কেহ অনুষ্টুপ ছন্দের একটী মন্ত্রকে সাবিত্রী মন্ত্র বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। (তাঁহারা বলেন যে) 'বাক্‌ই অনুষ্টুপ এবং আমরা এই অনুষ্টুপ্ বাক্যই উপদেশ দিই'। (কিন্তু) এ প্রকার করিবে না। গায়ত্রীছন্দের সাবিত্রীরই উপদেশ দিবে। এইপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যদি বহুদান মনে করিয়া ধন প্রতিগ্রহ করেন, তাহাও এই গায়ত্রীর এক পাদের সমান হইবে না।

৬। যদি কেহ নানাবিধ বস্তুপূর্ণ এই তিন লোক দানরূপে প্রতিগ্রহ

৭। তস্যা উপস্থানং গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি নহি পদ্যসে নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসেঽসাবদো মা প্রাপদিতি যং দ্বিষ্যাদসাবস্মৈ কামো মা সমৃদ্ধীতি বা ন হৈবাস্মৈ সকামঃ সমৃধ্যতে যস্মা এবমুপতিষ্ঠতেঽহমদঃ প্রাপমিতি বা।

(পূর্ণ, ২।৩) প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ (দানরূপ গ্রহণ করে) সঃ অস্যাঃ (ইহার) এতৎ প্রথমম্ পদম্ আপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হয়)। অথ যাবতী ইয়ম্ ত্রয়ী বিদ্যা (সমগ্র ত্রয়ীবিদ্যা), যঃ তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ, সঃ অস্যা. এতৎ দ্বিতীয়ম্ পদম্ আপ্নুয়াৎ। অথ যাবৎ ইদম্ প্রাণি, যঃ তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ, সঃ অস্যাঃ এতৎ তৃতীয়ম্ পদম্ আপ্নুয়াৎ। অথ অস্যাঃ এতৎ এব তুরীয়ম্ দর্শতম্ পদম্ পরোরজাঃ যঃ এষঃ তপতি (৫।১৪।৩ দ্রঃ), ন এব কেন+চন (কোন ব্যক্তিদ্বারাই) আপ্যম্ (প্রাপ্য)—কুতঃ (কোথা হইতে) উ এতাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ ?

৭। তস্যাঃ (তাহার) উপস্থানম্ (স্তুতি):—গায়ত্রি! অসি (হও) একপদী (এক পদযুক্তা), দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, অপৎ (অ+পদ্+ক্বিপ্, পদবিহীনা) অসি ; ন হি পদ্যসে (জ্ঞানগোচর হও, পদ্ ধাতু প্রাপ্তি বা গতিসূচক)। নমঃ তে তুরীয়ায় (চতুর্থ,

করেন, তাহাতে কেবল গায়ত্রীর প্রথম পাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্রয়ী বিদ্যার ক্ষমতা যত দূর (বিস্তৃত), সেই পর্য্যন্ত দান যদি কেহ গ্রহণ করেন, তাহাতে গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাণবান্ জগৎ যত দূর (বিস্তৃত), কেহ যদি সেই পর্য্যন্ত দান গ্রহণ করেন, তাহাতে গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর আকাশের উপরিভাগে যিনি উত্তাপ দিতেছেন, সেই দর্শনীয় তুরীয় পাদকে কেহই লাভ করিতে পারে না। এই পরিমাণ দান কে প্রতিগ্রহ করিতে পারে ?

৭। সেই গায়ত্রীর স্তুতি এই:—'হে গায়ত্রি! তুমি একপদী, দ্বিপদী ও চতুষ্পদী। তুমি পদবিহীনা ; তোমাকে কেহ জানিতে পারে না। আকাশের উপরিভাগে তোমার যে উজ্জ্বল তুরীয় পাদ তাহাকে

৮। এতদ্ধ বৈ তজ্জনকো বৈদেহো বুডিলমাশ্বতরাশ্বিমুবাচ যন্নু হো তদ্গায়ত্রীবিদব্রূথা অথ কথং হস্তীভূতো বহসীতি মুখং হ্যস্যাঃ সম্রাণ্ন বিদাংচকারেতি হোবাচ তস্যা অগ্নিরেব মুখং যদিহ বা অপি বহ্বিবাগ্নাবভ্যাদধতি সর্ব্বমেব তৎ সংদহত্যেবং হৈবৈবং বিদ্যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্ব্বমেব তৎ সংপ্সায় শুদ্ধঃ পূতোঽজরোঽমৃতঃ সংভবতি।

৪।১) দর্শতায় (দর্শনীয়, উজ্জ্বল ৪।১), পদায় (পাদকে, ৪।১) পরোরজসে (আকাশের উপরে স্থিত ; ৪।১) "অসৌ (ঐ, শত্রু, এস্থলে শত্রুর নাম করিতে হইবে) অদঃ (ইহা, মনোবাঞ্ছা, ২।১) মা (না) প্রাপৎ প্র + আপৎ, আপ্, লুঙ্, যেন প্রাপ্ত হয়)" ইতি (ক) যম (যাহাকে) দ্বিষ্যাৎ (এই উপাসক দ্বেষ করে) :—"অসৌ (ঐ ; এই স্থলে শত্রুর নাম করিতে হইবে) অস্মৈ (ইহার জন্য) কামঃ মা সমৃদ্ধী (সমৃদ্ধিন্ ১।১ বিশেষণ পদ—বৃদ্ধি প্রাপ্ত ইতি বা। ন হ এব অস্মৈ সঃ কামঃ ঋধ্যতে (ঋধ ; পূর্ণ হয়), যস্মৈ (যাহাকে লক্ষ্য করিয়া) এবম্ (এই প্রকার) উপতিষ্ঠতে (উপ+স্থা, আত্ম, পাঃ ১।৩।২৫—উপাসনা করে)। অহম্ অদঃ (ইহাকে, মনোবাঞ্ছাকে) প্র + আপম্ (যেন প্রাপ্ত হই ; আপ্, লুঙ্) বা।

৮। এতৎ হ বৈ তৎ জনকঃ বৈদেহঃ বুডিলম্ আশ্বতরাশ্বিম্ উবাচ—

নমস্কার'। (ক) (গায়ত্রীকে এই ভাবে স্তুতি করিয়া এই অভিচার বাক্য উচ্চারণ করিবে)—'ঐ (শত্রু, এস্থলে শত্রুর নাম করিতে হইবে) যেন ইহা (অর্থাৎ নিজের বাঞ্ছিত বস্তু) লাভ করিতে না পারে' (খ) (কিংবা উপাসক) যাহাকে দ্বেষ করে (তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই অভিচার মন্ত্র উচ্চারণ করিবে)—'ঐ ব্যক্তি (এস্থলে তাহার নাম উল্লেখ করিতে হইবে) —ইহার কামনা যেন পূর্ণ না হয়' (গ) যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপে উপাসনা করা হইবে, তাহার কামনা পূর্ণ হইবে না। (ঘ) (কিংবা সেই উপাসক বলিবে)—"আমি যেন ইহা (অর্থাৎ এই মনোবাঞ্ছা) লাভ করিতে পারি' (ঙ)।

৮। এ বিষয়ে বৈদেহজনক বুডিল আশ্বতরাশ্বিকে এইরূপ বলিয়া-

—"যৎ নু হো (সম্বোধনসূচক অব্যয়) তৎ 'গায়ত্রীবিৎ' (আমি গায়ত্রীবিৎ এইরূপ) অব্রূথাঃ (বলিয়াছিল), অথ (তবে) কথম্ (কেন) হস্তীভূতঃ (হস্তী হইয়া) বহসি (বহন করিতেছ)?' ইতি 'মুখম্ (২।১) হি সম্রাট্! ন বিদাঞ্চকার (বিদ্ লিট্, পাঃ ৩।১।৩৮; জানিয়াছি) ইতি হ উবাচ। তস্যাঃ অগ্নিঃ এব মুখম্।। যদি হ বৈ অপি বহু (বহু কাষ্ঠ) ইব (যেন) অগ্নৌ (অগ্নিতে) অভি+আ+দধতি (নিক্ষেপ করে, ধা, লট্) সর্ব্বম্ এব তৎ (তাহাকে) সম্+দহতি সম্যক্ দগ্ধ করে)। এবম্ হ এব এবম্+বিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) যদি অপি বহু ইব পাপম্ কুরুতে, সর্ব্বম্ এব—সম্+প্সায় (বিনাশ করিয়া; সম্+প্সা ল্যপ্) শুদ্ধঃ, পূতঃ, অজরঃ অমৃতঃ সম্ভবতি (হয়)।

ছিলেন—'তুমি বলিয়াছিলে আমি গায়ত্রীবিৎ, তাহা হইলে তুমি কেন হস্তী হইয়া ভাব বহন করিতেছ?' তিনি বলিলেন—'হে সম্রাট! আমি ইহার মুখবিষয়ে অবগত নহি।' অগ্নিই তাহার মুখ। লোকে যদি বহু পরিমাণ কাষ্ঠও অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, অগ্নি সে সমুদায়কেই সম্যক্ দগ্ধ করে। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যদি বহু পাপও করেন, তিনি সেই সমুদায় বিনাশ করিয়া শুদ্ধ, পূত, অজর ও অমৃত হন।

মন্তব্য

'দ্যৌঃ' কে 'দিয়ৌ' রূপে উচ্চারণ করিতে হইবে; নতুবা 'ভূমিঃ' অন্তরিক্ষম্ দ্যৌঃ তে আটটী অক্ষর হইবে না।

১। 'ব্যানঃ' কে 'বিয়ানঃ' রূপে উচ্চারণ করিতে হইবে। নতুবা ঐ তিনটী শব্দে ৮টী অক্ষর হইবে না।

২। শঙ্করের মতে 'রজঃ' শব্দের অর্থ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে এ অর্থে সচরাচর 'রজঃ' শব্দ ব্যবহৃত হয় না। ইহার বৈদিক অর্থ 'অন্তরিক্ষ,' 'আকাশ'।

৩। গয়ান্—'গয়' শব্দ 'জি'ধাতু হইতে উৎপন্ন। যাহা জয় করা হইয়াছে, তাহাই 'গয়'। বৈদিক সাহিত্যে ইহার অর্থ গৃহ, ধন, জন ইত্যাদি।

২। 'সঃ যাম্ এব..........অনু+আহ'—অনু+আহ শব্দের মৌলিক অর্থ 'আবৃত্তি করে বা উচ্চারণ করে'। এই অর্থ গ্রহণ করিলে 'সঃ' শব্দের অর্থ হইবে 'কোন ব্যক্তি'। তাহা হইলে এই অংশের অর্থ হইবে "লোকে যে সাবিত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে'। কিন্তু এই মন্ত্রেই আছে—'যস্মৈ অন্বাহ' এবং ইহার পরের মন্ত্রে আছে 'প্রতিগৃহ্লাতি। এই দুইটী অংশ বিচার করিলে 'শিক্ষা দেওয়া' অর্থেই 'অন্বাহ' ক্রিয়াকে গ্রহণ করিতে হয়।

১। ৬।৩।৬ এর মন্তব্যে গায়ত্রী মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

২। অনুষ্টুপ সাবিত্রী এই :—

তৎ সবিতুঃ বৃনীমহে বয়ম্ দেবস্য ভোজনম্।

শ্রেষ্ঠম্ সর্ব্বধাতমম্ তুরম্ ভগস্য ধাম হি। ঋগ্বেদ ৫।৮২।১।

"আমরা সবিতৃ দেবের নিকট হইতে ভোগার্হ ধন প্রার্থনা করিতেছি; আমরা যেন ভগ দেবতার নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বভোগ্য-প্রদ্ এবং শত্রুবিনাশক (ধন) লাভ করিতে পারি (কিং ধন প্রার্থনা করিতেছি)

১। শঙ্করাচার্য্য (খ) অংশের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :— অসৌ=পাপরূপী শত্রু; লোকে গায়ত্রীকে লাভ করিতে চেষ্টা করে কিন্তু পাপরূপী শত্রু এই কার্য্যে বাধা দেয়। এই শত্রুকেই এস্থলে অসৌ (=ঐ) বলা হইয়াছে। অদঃ=ইহা; পাপরূপী শত্রুর কর্ম্ম। মা প্রাপৎ=যেন প্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ সে যেন এই দুষ্ট কর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ না হয়। সমুদায় (খ) অংশের এই অর্থ :—"হে গায়ত্রি! আমরা যখন তোমাকে লাভ করিতে চেষ্টা করি, তখন ঐ পাপরূপ শত্রু যেন স্বীয় দুষ্ট অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে সমর্থ না হয় অর্থাৎ আমরা যে তোমাকে লাভ করিতে চাই—এ বিষয়ে যেন সে বাধা দিতে না পারে।"

২। 'সমৃদ্ধী'—কামঃ মা সমৃদ্ধী=কামঃ মা সমৃদ্ধী (ভূৎ=অভূৎ) ॥ কামনা যেন পূর্ণ না হয়। শঙ্করের পদপাঠ 'সমৃদ্ধি'; তাঁহার মতে 'সমৃদ্ধিম্' স্থলে সমৃদ্ধি ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার ব্যাখ্যা "কামঃ মা সমৃদ্ধিম্ (প্রাপ্নোতু)=কামনা যেন সমৃদ্ধিলাভ না করে। আমরা রঙ্গরামানুজের পদপাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

'হস্তীভূতঃ বহসি'—এই অংশ দুর্বোধ্য। অনেকে এই প্রকার

অর্থ করেন—যিনি গায়ত্রীবিৎ, তিনি ব্রহ্মবিৎ; যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনি দানাদি গ্রহণ করেন না। কিন্তু বুডিল দানাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন এইজন্য জনক তাঁহাকে বলিযাছিলেন—"তাহা হইলে তুমি কেন হস্তীর ন্যায দানাদি ভার বহন করিতেছ?"

পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চদশ ব্রাহ্মণ

সূর্য্য ও অগ্নির স্তব

১। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। পূষন্নেকর্ষে যমসূর্যপ্রাজাপত্য ব্যূহরশ্মীন্ সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মিং। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্ ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম।

১। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ময় পাত্রদ্বারা) সত্যস্য (সত্যের) অপিহিতম (আচ্ছাদিত অপি+ধা+ক্ত পাঃ ৭।৪।৪২), মুখম্। তৎ (তাহাকে) ত্বম্ (তুমি) পূষন্ (হে পূষা) অপাবৃণু (অপা+বৃ, লোট্—আবরণ শূন্য করঃ অপা—অপ+আ, কেহ কেহ বলেন অপা—অপ) সত্যধর্ম্মায়

১। হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। হে পূষন্! সত্যধর্ম্মার দৃষ্টির জন্য (অর্থাৎ আমার দর্শনের জন্য) তাহা আবরণশূন্য কর। হে পূষন্! হে একর্ষে! হে যম! হে সূর্য্য! হে প্রজাপতির তনয়! তোমার রশ্মিসমূহকে সংযত কর; তোমার

(সত্যধর্ম্মার জন্য অর্থাৎ আমার জন্য)। শুক্ল যজুঃ ৪০।১৭ ; ঈশোপ: ১৫ ; মৈত্রী উঃ ৬।৩৫) পূষন্! একর্ষে! (হে একঋষি = একমাত্র দ্রষ্টা, বা একমাত্র গমনশীল) যম! (হে যম = নিয়ন্তা) সূর্য্য, প্রাজাপত্য (হে প্রজাপতির তনয়) ব্যূহ (সংযত কর, বি + উহ লোট্, পরস্মৈ, প্রাচীন প্রয়োগ) রশ্মীন্ (রশ্মিসমূহকে) সমূহ (সম + উহ লোট্ = উপসংহরি কর) তেজঃ (তেজকে) যৎ (যে) তে রূপম কল্যাণতমম্ (কল্যাণতম রূপ), তৎ (তাহাকে) তে (তোমার; তোমার প্রসাদে) পশ্যামি (দেখি)। যঃ অসৌ অসৌ পুরুষঃ (ঐ ঐ যে পুরুষ) সঃ অহম অস্মি। (শুক্ল যজুঃ ৪০।১৬, ঈশোপ: ১৬, মৈত্রী ৬৩৫)। বায়ুঃ (প্রাণবায়ু) অনিলম্ (বায়ু) অমৃতম্, অথ ইদম (এই) ভস্মান্তম্ (ভস্মসাৎ) শরীরম্। ওম্ ক্রতো (হে মন) স্মর (স্মরণ কর), কৃতম (স্বকৃত কর্ম্মকে) স্মর, ক্রতো! স্মর, কৃতম্ স্মর। (শতপথ ব্রাঃ ১৪।৮।৩।১, শুক্ল যজুর্বেদ ৪০।১৫, ঈশোপ: ১৭)। অগ্নে! (হে অগ্নি) নয় (লইয়া যাও, নী ধাতু) সুপথা (সুপথ দ্বারা) রায়ে (ধনের জন্য) অস্মান্ (আমাদিগকে) বিশ্বানি (সমুদায়, ২।৩) দেবঃ (বয়ুনানি (বয়ুন, ২।৩ = কর্ম্ম সমূহকে) বিদ্বান্ (জানিয়া, কিংবা জানিতেছ এমন যে তুমি) যুযোধি (যু ধাতু হ্বাদিগণীয় লোট্ হি, বৈদিক, পাঃ ৬।৪।১০৩, পৃথক কর)। অস্মৎ (আমাদিগের নিকট হইতে) জুহুরাণম্ (কুটিল, ২।১, হূর্চ্ছধাতু, হ্বাদিগণীয়, আত্মনে, শানচ্ = বৈদিক, প্রচলিত প্রয়োগ ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈ)। এনঃ (এনস্ ২।১ = পাপকে) ভূয়িষ্ঠাম্ (বহুতর, বহু + ইষ্ঠ. পাঃ ৬।৪।১৫৯) তে (তোমার উদ্দেশে) নমঃ উক্তিম (নমস্কারবচন) বিধেম (পরিচর্য্যা করি, পূজা করি; বিধ্ ধাতু, বিধি) (ঋগ্বেদ ১।১৮৯।১ শুক্লযজুঃ—৫।৩৬, ৭।৪৩, ৪০।১৬, তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।১।১৪।৩, ১।৪।৪৩।১, শুক্লযজুঃ ৫।৩৬ ইত্যাদি, ঈশোপ: ১।১৮)

তেজ উপসংহার কর। তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাহা তোমার প্রসাদে দর্শন করি। ঐ যে (সূর্য্যমণ্ডলস্থ) পুরুষ, তিনি আমি। এখন (প্রাণ) বায়ু অমৃতবায়ুতে বিলীন হউক। শরীর ভস্মসাৎ হউক। ওম্। হে মন! স্মরণ কর; নিজকৃত কর্ম্ম স্মরণ কর। হে

মন। স্মরণ কর, নিজকৃত কর্ম্ম স্মরণ কর। হে অগ্নি! আমাদিগকে ধন (লাভের) নিমিত্ত সুপথে লইয়া যাও। হে দেব! তুমি সমুদায় কর্ম্ম বিদিত আছ। আমাদিগের নিকট হইতে কুটিল পাপ অপসারিত কর। বহুতর নমস্কারবচন উচ্চারণ করিয়া তোমার পূজা করি।

ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ

শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ *

১। ওঁ যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি প্রাণো বৈ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ।

১। যঃ হ বৈ জ্যেষ্ঠম্ চ শ্রেষ্ঠম্ চ বেদ (জানে) জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ স্বানাম্ (জ্ঞাতিগণের) ভবতি। প্রাণঃ বৈ জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ। জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ স্বানাম্ ভবতি, অপি চ যেষাম্ (যাহাদিগের মধ্যে) বুভূষতি (হইতে ইচ্ছা করে. ভূ, সন্) যঃ এবম্ বেদ।

১। যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্ঞাতিগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি জ্ঞাতিগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন এবং অপর যাহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের মধ্যেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন।

---

* (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫।১। ঐতরেয় আরণ্যক ২।৪, কৌষীতকি উপনিষৎ ৩।৩, প্রশ্নোপনিষৎ ২।৩ দ্রষ্টব্য)

২। যো হ বৈ বসিষ্ঠাং বেদ বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবতি বাগ্বৈ বসিষ্ঠা বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ।

৩। যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে চক্ষুর্বৈ প্রতিষ্ঠা চক্ষুষা হি সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে য এবং বেদ।

২। যঃ হ বৈ বসিষ্ঠাম (বসিষ্ঠকে) বেদ, বসিষ্ঠঃ স্বানাম্ ভবতি। বাক্ বৈ বসিষ্ঠা (স্ত্রীং) বসিষ্ঠঃ স্বানাম্ ভবতি, অপি চ যেষাম বুভূষতি যঃ এবম্ বেদ (১ম ম দ্রঃ)

৩। যঃ হ বৈ প্রতিষ্ঠাম (প্রতিষ্ঠাকে, প্রতি+স্থা+ক্বিপ, পাঃ ৩।২।৭৬,৭৭ প্রতিষ্ঠা—প্রকৃষ্ট রূপে স্থিতি) বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠা লাভ করে, প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতি+স্থা) সমে (সম ভূমিতে), প্রতি-তিষ্ঠতি দুর্গে (দুর্গম স্থানে)। চক্ষুঃ বৈ প্রতিষ্ঠা। চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা) হি সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে যঃ এবম্ বেদ।

২। যিনি বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্ঞাতিগণের মধ্যে বসিষ্ঠ হন। বাক্‌ই বসিষ্ঠ। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি জ্ঞাতিগণের মধ্যে বসিষ্ঠ হন এবং অপর যাহাদিগের মধ্যে বসিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের মধ্যেও বসিষ্ঠ হন।

৩। যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি সমভূমিতে এবং দুর্গম স্থানেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা, কারণ চক্ষু দ্বারাই সমভূমি ও দুর্গম ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। যিনি ইহা জানেন, তিনি সমভূমিতে ও দুর্গমভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

৪। যো হ বৈ সংপদং বেদ সংহাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে শ্রোত্রং বৈ সংপৎ শ্রোত্রে হীমে সর্ব্বে বেদা অভিসংপন্নাঃ সংহাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে য এবং বেদ।

৫। যো হ বা আয়তনং বেদায়তনং স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাং মনো বা আয়তনমায়তনং স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাং য এবং বেদ।

৬। যো হ বৈ প্রজাতিং বেদ প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভী রেতো বৈ প্রজাতিঃ প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ।

৪। যঃ হ বৈ সম্পদম (সম্পদ্‌কে) বেদ, সম্ (+পদ্যতে) হ অস্মৈ (ইহাকে) পদ্যতে (সম+; প্রাপ্ত হয়), যম্ কামম (যে কামনাকে) কাময়তে (কামনা করে)। শ্রোত্রম্ বৈ সম্পদ্। শ্রোত্রে হি ইমে সর্ব্বে বেদাঃ (এই সমুদায় বেদ) অভিসম্পন্নাঃ (সুসম্পন্ন)। সম্ হ অস্মৈ পদ্যতে, যম্ কামম্ কাময়তে, যঃ এবম্ বেদ।

৫। যঃ হ বৈ আয়তনম্ (আশ্রয়কে) বেদ, আয়তনম্ স্বানাম্ ভবতি, আয়তনম্ জানানাম্ (লোকসমূহের)। মনঃ বৈ আয়তনম। আয়তনম্ স্বানাম্ ভবতি, আয়তনম্ জানানাম, যঃ এবম্ বেদ।

৬। যঃ হ বৈ প্রজাতিম্ (উৎপাদনকে) বেদ, প্রজায়তে (উৎপন্ন

৪। যিনি সম্পৎকে জানেন, তিনি যাহা কামনা করেন, তাহাই লাভ করেন। শ্রোত্রই সম্পৎ; এই শ্রোত্রেই বেদ সুসম্পন্ন হয়। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি যাহা কামনা করেন, তাহাই লাভ করেন।

৫। যিনি আয়তনকে জানেন, তিনি স্বজনদিগের এবং অপরাপর লোকেরও আয়তন হন। মনই আয়তন। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি স্বজনদিগের এবং অন্যান্য লোকদিগেরও আশ্রয় হন।

৬। যিনি প্রজাতিকে জানেন, তিনি সন্তান ও পশুদ্বারা

৭। তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুস্তদ্ধোচুঃ কো নো বসিষ্ঠ ইতি তদ্ধোবাচ যস্মিন্ব উৎক্রান্ত ইদং শরীরং পাপীয়ো মন্যতে স বো বসিষ্ঠ ইতি।

৮। বাগ্ঘোচ্চক্রাম সা সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা কলা অবদন্তো বাচা প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ বাক্।

হয়, সম্পন্ন হয়, প্র+জন্, পাঃ ৭।৩।৭৯) পশুভিঃ (পশুসমূহ ৩।৩)। রেতঃ বৈ প্রজাতিঃ। প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভিঃ, যঃ এবম্ বেদ।

৭। তে হ ইমে প্রাণাঃ অহম+শ্রেয়সে (অহং শ্রেয়স্; ৪।১—আমি শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে) বিবদমানা (বি+বদ্ শানচ্, আত্মনে, পাঃ ১।৩।৪৭—বিবাদ করিয়া) ব্রহ্ম (প্রজাপতি ২।১) জগ্মুঃ (গিয়াছিল)। তৎ (তাঁহাকে) হ উচুঃ (বলিয়াছিল)—'কঃ (কে) নঃ (আমাদিগের মধ্যে) বসিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ)?' ইতি। তৎ (তিনি) হ উবাচ—'যস্মিন্ (+উৎক্রান্তে—যে উৎক্রান্ত হইলে) বঃ (তোমাদিগের মধ্যে) উৎক্রান্তে (চলিয়া গেলে) ইদম্ শরীরম্ (এই শরীর) পাপীয়ঃ (পাপ+ঈয়সু=অধিকতর পাপী) মন্যতে (মনে করে), সঃ বঃ বসিষ্ঠঃ'। ইতি

৮। বাক্ হ উৎচক্রাম (উৎক্রান্ত হইল, উৎ+ক্রম্)। সা সংবৎসরম্ প্রোষ্য (প্রবাস করিয়া, প্র+উষ্য, উষ্, ল্যপ) আগত্য

সম্পন্ন হন (অর্থাৎ সন্তান ও পশু লাভ করেন)। জীববীজই প্রজাতি। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি প্রজা ও পশুদ্বারা সম্পন্ন হন।

৭। 'আমাদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ'?—এই বিষয়ে প্রাণসমূহ বিবাদ করিয়া ব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে বলিল—'আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?' ব্রহ্ম বলিলেন—'তোমাদিগের মধ্যে যে (দেহ হইতে) চলিয়া গেলে দেহ হীনতর হয়, সেই শ্রেষ্ঠ।'

৮। (তখন) বাগিন্দ্রিয় উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসর প্রবাস

৯। চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎসংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা অন্ধা অপশ্যন্তশ্চক্ষুষা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ।

(আগমন করিয়া ; আ+গম্, ল্যপ্ ; পাঃ ৬।৪।৩৮, ৬।১।৭১) উবাচ—'কথম্ (কিরূপে) অশকত (সমর্থ হইয়াছিলে, শক্, লুঙ্, ২।৩) মদ্ ঋতে (আমা বিনা) জীবিতুম্ (জীবনধারণ করিতে) ? ইতি। তে হ উচুঃ—যথা অকলাঃ (মূকসমূহ) অবদন্তঃ (কথা না বলিয়া) বাচা (বাগিন্দ্রিয়দ্বারা), প্রাণন্তঃ (প্রাণন কার্য্য করিয়া) প্রাণেন (প্রাণদ্বারা), পশ্যন্তঃ (দেখিয়া), চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা), শৃণ্বন্তঃ (শ্রবণ করিয়া) শ্রোত্রেণ (শ্রোত্র দ্বারা), বিদ্বাংসঃ (জানিয়া) মনসা (মনদ্বারা), প্রজায়মানাঃ (উৎপন্ন করিয়া) রেতসা—এবম্ (এইরূপে) অজীবিষ্ম (জীবনধারণ করিয়াছি ; জীব্ লুঙ্)' ইতি। প্রবিবেশ (প্রবেশ করিল ; প্র+বিশ্) হ বাক্।

৯। চক্ষুঃ হ উৎচক্রাম। তৎ সংবৎসরম্ প্রোষ্য আগত্য উবাচ—, 'কথম্ অশকত মদৃঋতে জীবিতুম্ ?' ইতি। তে হ উচুঃ—'যথা অন্ধাঃ অপশ্যন্তঃ (না দেখিয়া) চক্ষুষা, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাংসঃ মনসা, প্রজায়মানাঃ রেতসা, এবম্ অজীবিষ্ম' ইতি। প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ (৬।১।৮ দ্রঃ)।

করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বলিল—'আমার অভাবে তোমরা কি প্রকারে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে ?' তাহারা বলিল—'মূক যেমন বাগিন্দ্রিয়দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে না কিন্তু প্রাণদ্বারা প্রাণন কার্য্য করে, চক্ষুদ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করে, মনদ্বারা জ্ঞান লাভ করে এবং জীববীজদ্বারা সন্তান উৎপন্ন করে, তেমনি আমরা জীবনধারণ করিয়াছি।' তখন বাক্য (দেহে) প্রবেশ করিল।

৯।। (তদনন্তর) চক্ষু উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসর প্রবাস করিয়া পুনরাগমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিল—'আমাকে ছাড়িয়া

১০। শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম তৎসংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যো-বাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্।

১০। শ্রোত্রম্ হ উৎচক্রাম। তৎ সংবৎসরম্ প্রোষ্য আগত্য উবাচ :—'কথম্ অশকত মদৃতে জীবিতুম্?' ইতি। তে হ উচুঃ—'যথা বধিরাঃ অশৃণন্তঃ (শ্রবণ না করিয়া) শ্রোত্রেণ, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, পশ্যন্তঃ চক্ষুষা, বিদ্বাংসঃ মনসা, প্রজায়মানাঃ রেতসা এবম্ অজীবিষ্ম'। ইতি। প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্। (৬।১।৮ দ্রঃ)।

তোমরা কিরূপে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে?' তাহারা বলিল—'অন্ধগণ যেমন চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, কিন্তু প্রাণদ্বারা প্রাণন কার্য্য করে, বাক্‌দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করে, মনদ্বারা জ্ঞান লাভ করে. এবং জীববীজদ্বারা সন্তান উৎপাদন করে, আমরা তেমনি জীবিত ছিলাম। (অনন্তর) চক্ষু (দেহে) প্রবেশ করিল।

১০। (তদনন্তর) শ্রোত্র উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসর প্রবাস করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিল—'আমাকে ছাড়িয়া তোমরা কিরূপে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে?' তাহারা বলিল—'বধিরগণ যেমন শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করে না, কিন্তু প্রাণদ্বারা প্রাণন কার্য্য করে; বাক্‌দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে, চক্ষুদ্বারা দর্শন করে, মনদ্বারা জ্ঞান লাভ করে, জীববীজদ্বারা সন্তান উৎপাদন করে, আমরা তেমনি জীবিত ছিলাম। অনন্তর শ্রোত্র (দেহে) প্রবেশ করিল।

১১। মনো হোচ্চক্রাম তৎসংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা মুগ্ধা অবিদ্বাংসো মনসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ মনঃ।

১২। রেতো হোচ্চক্রাম তৎসংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা ক্লীবা অপ্রজায়মানা রেতসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ রেতঃ।

১১। মনঃ হ উৎচক্রাম। তৎ সংবৎসরম প্রোষ্য আগত্য উবাচ :— 'কথম্ অশকত মদৃতে জীবিতুম্?' ইতি। তে হ উচু :—'যথা মুগ্ধাঃ (মোহপ্রাপ্ত লোকসমূহ) অবিদ্বাংসঃ (না জানিয়া) মনসা, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, পশ্যন্তঃ চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, প্রজায়মানাঃ রেতসা এবম্ অজীবিষ্ম' ইতি। প্রবিবেশ হ মনঃ।

১২। রেতঃ হ উৎচক্রাম। তৎ সংবৎসরম্ প্রোষ্য আগত্য উবাচঃ— 'কথম্ অশকত মদৃতে জীবিতুম্?' ইতি। তে হ উচু :—'যথা

১১। তদনন্তর মন উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসর প্রবাস করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিল—'আমাকে ছাড়িয়া তোমরা কি প্রকারে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে?' তাহারা বলিল— 'নির্ব্বোধ লোক (কিংবা মোহপ্রাপ্ত লোক) যেন মনদ্বারা কিছুই জানিতে পারে না, কিন্তু প্রাণদ্বারা প্রাণন কার্য্য করে, বাক্‌দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে, চক্ষুদ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করে, এবং জীববীজদ্বারা সন্তান উৎপাদন করে, তেমনি আমরা জীবিত ছিলাম। (তখন) মন (দেহে) প্রবেশ করিল।

১২। তদনন্তর জীববীজ উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসর প্রবাস

১৩। অথ হ প্রাণ উৎক্রমিষ্যন্থথা মহাসুহয়ঃ সৈন্ধবঃ পড়্বীশশঙ্কূন্সংবৃহেদেবং হৈবেমান্ প্রাণান্সংববর্হ তে হোচুর্মা ভগব উৎক্রমীর্ন বৈ শক্ষ্যামস্ত্বদৃতে জীবিতুমিতি তস্যো মে বলিং কুরুতেতি তথেতি।

ক্লীবাঃ অপ্রজায়মানাঃ (উৎপাদন না করিয়া) রেতসা, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, পশ্যন্তঃ চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাংসঃ মনসা—এবম্ অজীবিষ্ম' ইতি। প্রবিবেশ হ রেতঃ।

১৩। অথ হ প্রাণঃ উৎক্রমিষ্যন (উৎক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে) যথা মহাসুহয়ঃ (মহান্ ও শ্রেষ্ঠ অশ্ব) সৈন্ধবঃ (সিন্ধুদেশীয়) পড়্বীশ শঙ্কূন্ (পাদবন্ধনের খুঁটাকে) সম্+বৃহেৎ (উৎপাটন করে, বৃহ)—এবম্ এব (এই প্রকারই) ইমা ন্ প্রাণান্ (এই প্রাণসমূহকে) সম্+ববর্হ (উৎপাটিত করিয়াছিল, বৃহ, লিট্)। তে হ উচুঃ—'মা (না) ভগবঃ (প্রাচীন প্রযোগ = ভগবন্ !) উৎক্রমীঃ (মা+, = উৎক্রমণ করিবেন না ; ক্রম্ লুঙ্ ২।১ = অক্রমীঃ পাঃ ৭।২।৩৮, মা যোগে অক্রমীঃ স্থলে ক্রমীঃ)। ন বৈ শক্ষ্যামঃ (সমর্থ হইব ; শক্ লৃট্) ত্বৎ ঋতে (আপনাকে ছাড়িয়া) জীবিতুম্ জীবন ধারণ করিতে'। ইতি। 'তস্য (+ মে = সেই আমার) উ মে (আমার) বলিম্ (উপহার, ২।১) কুরুত (কর, আনয়ন কর)' ইতি। 'তথা' ইতি।

করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিল—'আমাকে ছাড়িয়া তোমরা কিরূপে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে?' তাহারা বলিল—'ক্লীব যেমন জীববীজদ্বারা সন্তান উৎপাদন করে না কিন্তু প্রাণদ্বারা প্রাণন কার্য্য করে, বাক্‌দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে, চক্ষুদ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করে, এবং মনদ্বারা জ্ঞানলাভ করে, তেমনি আমরা জীবিত ছিলাম। অনন্তর জীববীজ (দেহে) প্রবেশ করিল।

১৩। অনন্তর প্রাণ উৎক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সিন্ধুদেশোৎপন্ন মহান্ ও শ্রেষ্ঠ অশ্ব যেমন পাদবন্ধন শঙ্কুকে উৎপাটন

১৪। সা হ বাগুবাচ যদ্বা অহং বসিষ্ঠাস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীতি যদ্বা অহং প্রতিষ্ঠাস্মি ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠোঽসীতি চক্ষুর্যদ্বা অহং সংপদস্মি ত্বং তৎ সংপদসীতি শ্রোত্রং যদ্বা অহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি মনো যদ্বা অহং প্রজাতিরস্মি ত্বং তৎপ্রজাতিরসীতি রেতস্তস্যো মে কিমন্নং কিং বাস ইতি যদিদং কিংচাশ্বভ্য আকৃমিভ্য আকীটপতঙ্গেভ্যস্তত্তেঽন্নমাপো বাস ইতি ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি নানন্নং পরিগৃহীতং য এবমেতদনস্যান্নং বেদ তদ্বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিত্বাচামন্ত্যেতমেব তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে।

১৪। সা হ বাক্ উবাচ 'যৎ (যে বিষয়ে কিংবা যে প্রকার) বৈ অহম্ বসিষ্ঠা (শ্রেষ্ঠ) অস্মি (হই), ত্বম তৎ+বসিষ্ঠঃ (সেই বিষয়ে বা সেই প্রকার বসিষ্ঠ) অসি (হও)' ইতি। 'যৎ বৈ অহম্ প্রতিষ্ঠা অস্মি, ত্বম্ ত্বৎ+প্রতিষ্ঠঃ (সেই বিষয়ে বা সেই প্রকার প্রতিষ্ঠা) অসি' ইতি চক্ষুঃ। 'যৎ বৈ অহম্ সম্পৎ অস্মি, ত্বম্ তৎ+সম্পৎ (সেই প্রকার বা সেই বিষয়ে সম্পৎ) অসি' ইতি শ্রোত্রম্। 'যৎ বৈ অহম্ আয়তনম্ অস্মি, ত্বম্ তৎ+আয়তনম অসি' ইতি মনঃ।

করে, তেমনি প্রাণ সেই সময়ে অপরাপর ইন্দ্রিয়গণকে উৎপাটিত করিতে লাগিল। তখন তাহারা বলিল—'ভগবন্! আপনি উৎক্রমণ করিবেন না। আপনাকে ছাড়িয়া আমরা জীবিত থাকিতে সমর্থ হইব না।' প্রাণ বলিল—'তবে আমাকে বলি অর্পণ কর'। তাহারা বলিল—'তাহাই হউক্'।

১৪। বাক্ বলিল 'আমি যে বিষয়ে (বা যে প্রকার) বসিষ্ঠ আপনিও সেই বিষয়ে (বা সেই প্রকার) বসিষ্ঠ হউন্'। চক্ষু বলিল—আমি যে বিষয়ে (বা যে প্রকার) প্রতিষ্ঠা, আপনিও সেই বিষয়ে (বা সেই প্রকার) প্রতিষ্ঠা হউন্'। শ্রোত্র বলিল—

'যৎ বৈ অহম্ প্রজাতিঃ অস্মি, ত্বম্ তৎ+প্রজাতিঃ অসি' ইতি রেতঃ। 'তস্য উ মে কিম্ অন্নম্? কিম্ বাসঃ (বস্ত্র)?' ইতি। 'যৎ (যাহা) ইদম্ (এই) কিম্ চ (কিছু) আশ্বভ্যঃ (কুকুর পর্যন্ত; শ্বন্—কুকুর), আকৃমিভ্যঃ (কৃমি পর্যন্ত) আকীট-পতঙ্গেভ্যঃ (কীট পতঙ্গ পর্যান্ত), তৎ (তাহা), তে (তোমার) অন্নম্, আপঃ (জল-সমূহ) বাসঃ' ইতি। ন হ বৈ অস্য অনন্নম্ (অন্+অন্নম্, যাহা অন্ন নয়, অভক্ষ্য) জগ্ধম্ (ঘস্, বা অদ্ ধাতু+ক্ত পাঃ ২।৪।৩৬; ভুক্ত) ভবতি, ন অনন্নম্ প্রতিগৃহীতম্, যঃ এবম্ (এই প্রকারে) এতৎ (ইহাকে) অনস্য (অন্, ৮।১—প্রাণের, অন—প্রাণ) অন্নম্ বেদ। তৎ+বিদ্বাংসঃ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) শ্রোত্রিয়াঃ অশিষ্যন্তঃ (অশ্, স্যতৃ, ভোজন করিবে এমন অবস্থায়) আচামন্তি (আচমন করে, আ+চম্, পাঃ ৭।৩।৭৫), অশিত্বা (ভোজন করিয়া) আচামন্তি—এতম্ এব তৎ অনম্ (সেই প্রাণকে) অনগ্নম্ (অ+নগ্নম্, নগ্ন নয় এমন) কুর্ব্বন্তঃ (করিয়া, করিতেছি এই প্রকার) মন্যন্তে (মনে করে)।

আমি যে বিষয়ে (বা যে প্রকারে) সম্পৎ হই, আপনিও সেই বিষয়ে (বা সেই প্রকার) সম্পৎ হউন্'। মন বলিল—'আমি যে বিষয়ে (বা যে প্রকার) আয়তন হই, আপনিও সেই বিষয়ে (বা সেই প্রকার) আয়তন হউন্।' জীববীজ বলিল—'আমি যে বিষয়ে (বা যে প্রকার) প্রজাতি হই, আপনিও সেই বিষয়ে (বা সেই প্রকার প্রজাতি হউন্।' প্রাণ বলিল 'আমার অন্ন কি হইবে? আমার বস্ত্র কি হইবে?' তাহারা বলিল—কুকুর, কৃমি, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে—সমুদায়ই আপনার অন্ন হইল এবং জলই হইল আপনার বস্ত্র। প্রাণের অন্ন কি ইহা যিনি জানেন তাঁহার নিকটে কোন খাদ্যই অভক্ষ্য নহে; কোন খাদ্যই তাঁহার অগ্রহণীয় হয় না। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন শ্রোত্রিয় ভোজন করিবার পূর্ব্বে আচমন করেন এবং ভোজন করিয়া আচমন করেন; কারণ তাঁহারা মনে করেন 'এইরূপ করিয়া আমরা অন্নকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিতেছি।'

মন্তব্য

১। পাণিনির মতে জ্যেষ্ঠ = প্রশস্য + ইষ্ঠ কিংবা বৃদ্ধ + ইষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ = প্রশস্য + ইষ্ঠ (৫।৩।৬০, ৬১, ৬২)। বয়স বিষয়ে 'জ্যেষ্ঠ' এবং গুণ বিষয়ে 'শ্রেষ্ঠ' ব্যবহৃত হয়।

২। বসিষ্ঠ = বসু + ইষ্ঠ = অতিশয় বসুমান, অর্থাৎ 'অতিশয় ধনশালী। শঙ্কর ও আনন্দগিরির মতে অন্য অর্থও হয় যেমন বাসয়িতা, যিনি অপরকে বাস করান ; আচ্ছাদয়িতা, যিনি পরিচ্ছদাদি দ্বারা অপরকে আচ্ছাদন করেন।

'অকলাঃ'—Monier Williams এর অভিধানে কলা = মূক।

'অনন্নম্ জগ্ধম্ ভবতি' ইত্যাদি। কথায় কথায় এই অংশের অর্থ এই :—অনন্ন (অর্থাৎ অভক্ষ্য) ভুক্ত হয় না……অনন্ন প্রতিগৃহীত হয় না। ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—

১। অনেক বস্তু আছে যাহা অভক্ষ্য ; তাহা তিনি ভক্ষণও করেন না এবং গ্রহণও করেন না।

২। তিনি সমুদায় বস্তুই ভক্ষণ করেন এবং তাহা গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট কিছুই অনন্ন নহে, তিনি যাহা ভোজন করেন তাহাই তাঁহার অন্ন। সুতরাং তাঁহার বিষয়ে বলা যায় যে তিনি অভক্ষ্য ভক্ষণও করেন না এবং গ্রহণও করেন না।

আমরা এই দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছি ; কারণ ইহার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কুকুর, কৃমি, কীট প্রভৃতিই প্রাণের অন্ন। যাহা প্রাণের অন্ন, তাহাই প্রাণবিদের অন্ন। সুতরাং প্রাণবিদের নিকটে কিছুই অভক্ষ্য নাই। শঙ্করপ্রমুখ পণ্ডিতগণ এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের মতে ইহা বিদ্যাস্তুতি।

ষষ্ঠাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণং

আরুণি-প্রবাহণ-সংবাদ—পঞ্চাগ্নিবিদ্যা *

১। শ্বেতকেতুর্হ বা আরুণেয়ঃ পঞ্চালানাং পরিষদমাজগাম স আজিগাম জৈবলিং প্রবাহণং পরিচারয়মাণং তমুদীক্ষ্যাভ্যুবাদ কুমার ৩ ইতি স ভো ৩ ইতি প্রতিশুশ্রাবানুশিষ্টোন্বসি পিত্রেত্যোমিতি হোবাচ।

১। শ্বেতকেতুঃ হ বৈ আরুণেয় (অরুণের পুত্র আরুণি, আরুণির পুত্র আরুণেয়) পঞ্চালানাম্ (পঞ্চালদেশের; পঞ্চালবাসী-দিগের; পাঃ ৪।২।৮১) পরিষদম্ (২।১, সভায় আজগাম (গিয়াছিল)। সঃ আজগাম জৈবলিম্ (জীবলের পুত্র, ২।১) প্রবাহণম্ পরিচারয়মানম (পরিচারকগণ কর্তৃক সেব্যমান্; পরি+চর্, ণিচ শানচ্)। তম্ উদীক্ষ্য (উ+ঈক্ষ্; দেখিয়া) অভ্যুবাদ (অভি+উবাদ, বদ্ লিট্; সম্বোধন করিয়া বলিলেন)—'কুমার! ৩' ('তিন' প্লুত স্বরের চিহ্ন)। সঃ 'ভো ৩' ইতি প্রতিশুশ্রাব (উত্তর করিল)। 'অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্ট, অনু+শাস্+ক্ত, পাঃ ৬।৪।৩৪) নু অসি (হইয়াছ) পিত্রা (পিতৃকর্তৃক?' ইতি 'ওম্' (হাঁ।) ইতি হ উবাচ।

১। শ্বেতকেতু আরুণেয় এক সময়ে পঞ্চালদিগের সভায় গমন করিয়াছিল। পরিচারকগণ জৈবলি প্রবাহণের সেবা করিতেছিল এমন সময়ে শ্বেতকেতু তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া প্রবাহণ বলিলেন—'কুমার!' সে উত্তর করিল 'ভো!' প্রবাহণ বলিলেন পিতৃকর্তৃক কি অনুশিষ্ট হইয়াছ? শ্বেতকেতু বলিলেন—'ওম্' (অর্থাৎ হাঁ)।

---

* ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ে তৃতীয় হইতে দশম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২। বেত্থ যথেমাঃ প্রজাঃ প্রযত্যো বিপ্রতিপদ্যন্তা ৩ ইতি নেতি হোবাচ বেত্থো যথেমং লোকং পুনরাপদ্যন্তা ৩ ইতি নেতি হৈবোবাচ বেত্থো যথাসৌ লোক এবং বহুভিঃ পুনঃ পুনঃ প্রযদ্ভির্ন সংপূর্যতা ৩ ইতি নেতি হৈবোবাচ বেত্থো যতিথ্যামাহুত্যাং হুতায়ামাপঃ পুরুষবাচো ভূত্বা সমুত্থায় বদন্তী ৩ ইতি

২। 'বেত্থ (জান, বিদ, লট্, ২।১, পাঃ ৩।৪।৮৩) যথা ইমাঃ প্রজাঃ (এই সমুদায় লোক) প্রযত্যঃ (মৃত হইয়া, প্র+ই শতৃ= প্রযৎ, স্ত্রীং প্রযতী, ১।৩) বিপ্রতিপদ্যন্তে বিভিন্ন পথাবলম্বী হয়, প্লুত বলিয়া শেষ 'এ' স্থলে আ)?' ইতি। 'ন' ইতি হ উবাচ। 'বেত্থ উ যথা ইমম্ লোকম পুনঃ আপদ্যন্তে ফিরিয়া আইসে)?' ইতি 'ন' ইতি হ উবাচ। 'বেত্থ উ যথা অসৌ (ঐ) লোকঃ এবম্ বহুভিঃ (+প্রযদ্ভিঃ=বহু মৃতলোক দ্বারা) পুনঃ পুনঃ প্রযদ্ভিঃ (মৃতলোক সমূহ দ্বারা) ন সম্পূর্য্যতে (পূর্ণ হয়, সম্+পৃ বা পূর্, কর্ম্মবাচ্যে)?' ইতি 'ন' ইতি হ উবাচ। 'বেত্থ উ যতিথ্যাম্ আহুত্যাম্ (যে আহুতিতে, 'যৎ হইতে যতিথ, স্ত্রীং যতিথী যে সংখ্যক, ৭।১) হুতায়াম্ (হুতা, ৭।১, আহুতিরূপে প্রদত্ত হইলে) আপঃ (জলসমূহ) পুরুষবাচঃ (পুরুষের বাক্‌যুক্ত) ভূত্বা (হইয়া) সম্+উত্থায় (উত্থিত হইয়া) বদন্তি (বলে, প্লুত বলিয়া শেষ স্বর দীর্ঘ)' ইতি। 'ন' ইতি হ উবাচ। বেত্থ উ দেবযানস্য বা পথঃ (দেবযান নামক পথের) প্রতিপদম্ (প্রাপ্তির উপায়কে) পিতৃযানস্য বা (পিতৃযানের)—যৎ (যে কর্ম্মকে) কৃত্বা (করিয়া) দেবযানম্ বা পন্থানম্ (দেবযান পথকে) প্রতিপ্রদ্যন্তে (লাভ করে) পিতৃযানম্ বা? অপি হি নঃ (=আমাদিগের, তৃতীয়াস্থলে ষষ্ঠী) ঋষেঃ (ঋষির) বচঃ (বচন, বচম্ ১।১) শ্রুতম্

২। প্রবাহণ। মৃত্যুর পরে মানুষ কি প্রকারে বিভিন্ন পথাবলম্বী হয় তাহা কি তুমি জান? শ্বেতকেতু বলিল,—'না'। প্র। কি প্রকারে মানুষ ফিরিয়া আইসে, তাহা কি তুমি জান? শ্বেতকেতু বলিল—'না'। প্র। মৃত্যুর পরে বহুলোক ঐস্থলে গমন করিলেও ইহা কেন পূর্ণ

নেতি হৈবোবাচ বেত্থো দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং পিতৃযানস্য বা যৎ কৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযানং বাপি হি ন ঋষের্বচঃ শ্রুতং। দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাং। তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরং চেতি নাহমত একং চ ন বেদেতি হোবাচ।

(শ্রুত হইয়াছে) :—"দ্বে (দুই) সৃতী (সৃতি, ২।২ = পথদ্বয়, পাঃ ১।১।১১ অনুসারে সন্ধি হইল না) অশৃণবম্ (শুনিয়াছি) পিতৃণাম (পিতৃগণসম্বন্ধী) অহম্ (আমি) দেবানাম্ (দেবগণসম্বন্ধী) উত, মর্ত্যানাম্ (মর্ত্যগণের ; অর্থাৎ মর্ত্যগণের গমনাগমনের জন্য)। তাভ্যাম্ (এই দুইটী পথ দ্বারা) ইদম্ (এই) বিশ্বম্ (সমুদায়) এজৎ (এজ্, শতৃ ; এজ্ ধাতু কম্পনার্থক ; যাহা গমনাগমন করে, জঙ্গম, কিংবা গমন করিয়া) সম্+এতি (ই ধাতু ; সম্যক্ গমন করে ; কিংবা গমন করিয়া সম্মিলিত হয় ; কিংবা প্রাপ্ত হয়)—যৎ (যে পথদ্বয়) অন্তরা (মধ্যে ; দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যে) পিতরম্ (পিতা, দৌ, ২।১ ; অন্তরাযোগে দ্বিতীয়া, পাঃ ২।৩।৪) মাতরম্ (মাতা, পৃথিবী, ২।১, পাঃ ২।৩।৪)" "ন অহম্ অতঃ (ইহার মধ্যে , এই সমুদায় প্রশ্নের মধ্যে) একম্+চন (একটীকেও) বেদ (জানি)" ইতি হ উবাচ।

হইতেছে না তাহা কি তুমি জান ? শ্বেতকেতু বলিল—'না'। প্র। জলকে কোন্ আহুতিতে আহুতি দিলে তাহা পুরুষের ন্যায় বাগ্‌যুক্ত হয় এবং সমুত্থিত হইয়া বাক্য উচ্চারণ করে তাহা কি তুমি জান ? শ্বেতকেতু বলিল—'না'। প্র। পিতৃযান পথ ও দেবযান পথ প্রাপ্তির উপায় কি (অর্থাৎ) যে কর্ম্ম করিলে দেবযান পথ অথবা পিতৃযান পথ লাভ করা যায় তাহা কি তুমি জান ? আমরা ঋষির এই বচন শুনিয়াছি—আমি মর্ত্যগণের দুইটী পথের বিষয় শুনিয়াছি (একটী) পিতৃগণ সম্বন্ধী, (অপরটী) দেবগণ সম্বন্ধী। দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যে (এই) যে (দুইটী পথ রহিয়াছে), ইহা দ্বারা সমুদায় গমনশীল (প্রাণীই) গমন করে।" শ্বেতকেতু বলিল আমি এ সমুদায় প্রশ্নের একটীও জানি না।

৩। অথৈনং বসত্যোপমন্ত্রয়াং চক্রে নাদৃত্য বসতিং কুমারঃ প্রদুদ্রাব স আজগাম পিতরং তং হোবাচেতি বাব কিল নো ভবান্ পুরানুশিষ্টানবোচ ইতি কথং সুমেধ ইতি পঞ্চ মা প্রশ্নান রাজন্যবন্ধুরপ্রাক্ষীত্ততো নৈকংচন বেদেতি কতমে ত ইতীম ইতি হ প্রতীকান্যুদাজহার।

৩। অথ এনম্ (ইহাকে) বসত্যা (বসতি, ৩।১, চতুর্থী স্থলে তৃতীয়া বৈদিক) উপমন্ত্রয়াঞ্চক্রে (আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন)। অনাদৃত্য (অনাদর করিয়া) বসতিম্ (অবস্থিতি ২।১) কুমারঃ প্র+দুদ্রাব (ফিরিয়া গিয়াছিল, প্র+দ্রু লিট)। সঃ আজগাম পিতরম্। তম্ হ উবাচ:—'ইতি বাব কিল (এই, এই 'বলিয়াছিলেন') নঃ (আমাদিগকে) ভবান্ (আপনি) পুরা (পূর্ব্বে) অনুশিষ্টান্ (সম্যক্ উপদিষ্ট, ২।৩) অবোচৎ (বলিয়াছিলেন)' ইতি। 'কথম্ (কেন ?) সুমেধঃ (সু-মেধাবি !)' ইতি 'পঞ্চ (+প্রশ্নান্=পাঁচটী প্রশ্নকে) মা (আমাকে) প্রশ্নান্ (প্রশ্নসমূহকে) রাজন্যবন্ধুঃ (রাজ-নাম-ধারী লোকটা) অপ্রাক্ষীৎ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, প্রচ্ছ্, লুঙ)। ততঃ (সেই সমুদায়ের মধ্যে) ন একম্ চন বেদ' ইতি। 'কতমে (কি, কি ?) তে (সেই সমুদায়)' ? ইতি। 'ইমে' ইতি হ প্রতীকানি (মুখসমূহ, প্রশ্নের মুখ্য অংশ সমূহ, ২।৩) উদ্+আজহার (উদাহরণ করিল, উল্লেখ করিল, আ+হৃ, লিট্)।

৩। প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে সেই স্থলে বাস করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু সে বাস করিবার নিমন্ত্রণ অনাদর করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—'আপনি না পূর্ব্বে আমাকে (উপদেশ দিয়া) বলিয়াছিলেন তুমি সম্যক্ উপদিষ্ট (হইয়াছ)। (পিতা বলিলেন) হে সুমেধঃ, (এ প্রশ্ন) কেন ? (শ্বেতকেতু বলিল)—(সেই) রাজন্যবন্ধু আমাকে পাঁচটী প্রশ্ন করিয়াছিল, আমি তাহার একটীও জানি না। (পিতা বলিলেন) সেই সমুদায় (প্রশ্ন) কি কি ? শ্বেতকেতু তাহার মুখ্য অংশসমূহ বলিয়া বলিলেন 'এই সমুদায়'।

৪। স হোবাচ তথা নস্ত্বং তাত জানীথা যথা যদহং কিঞ্চ বেদ সর্ব্বমহং তত্তুভ্যমবোচং প্রেহি তু তত্র প্রতীত্য ব্রহ্মচর্যং বৎস্যাব ইতি ভবানেব গচ্ছত্বিতি স আজগাম গৌতমো যত্র প্রবাহণস্য জৈবলেরাস তস্মা আসনমাহৃত্যো-দকমাহারয়াঞ্চকারাথ হাস্মা অর্ঘ্যং চকার তং হোবাচ বরং ভগবতে গৌতমায় দদ্ম ইতি।

৪। সঃ হ উবাচ :—তথা (সেই প্রকার) নঃ (আমাদিগকে) ত্বম্ (তুমি) তাত (হে বৎস) জানীথাঃ (জানিবে) যথা (যেপ্রকার) যৎ (যাহা) অহম্ কিম্+চন (কিছু) বেদ (জানি) সর্ব্বম্ (+তৎ—সেই সমুদায়ই) অহম্ (আমি) তুভ্যম্ (তোমাকে) অবোচম (বলিয়াছি, বচ, লুঙ্)। প্রেহি (প্র+ইহি; কিংবা প্র+এহি পাঃ ৬।১।৯৪, আ+ইহি=এহি, ই, লোট্=গমন করা), তত্র (সেই স্থলে) প্রতি+ইত্য (গমন করিয়া, ই ধাতু) ব্রহ্মচর্য্যাম্ বৎস্যাবঃ (ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিব, বস, লৃট্)' ইতি। 'ভবান এব গচ্ছতু' ইতি। সঃ আজগাম (গমন করিলেন) গৌতমঃ, যত্র (যে স্থলে) প্রবাহণস্য জৈবলেঃ (জৈবল প্রবাহণের; ১মা স্থলে ষষ্ঠী, কিংবা ইহার পরে 'গৃহঃ' কিংবা অনুরূপ কোন শব্দ উহ্য) আস (ছিল অস্ লিট্ বৈদিক)। তস্মৈ (তাঁহার জন্য) আসনম্ আহৃত্য (আনয়ন করিয়া) উদকম্ (জল, ২।১) আহারয়াঞ্চকার (আহরণ করাইলেন, আ+হৃ, ণিচ্ লিট্—পাঃ ৩।১।৩৫, ৪০)। অথ হ অস্মৈ অর্ঘ্যম্ চকার (অর্ঘ্য প্রদান করিলেন)। তম্ হ উবাচ 'বরম্ ভগবতে গৌতমায় (৪।১, ভগবান্ গৌতমকে) দদ্ম (দান করি)' ইতি।

৪। পিতা বলিলেন—'আমি যাহা জানি, সে সমুদায়ই তোমাকে বলিয়াছি। তুমি আমাদিগের বিষয়ে এই প্রকারই জানিবে। এস, আমরা সেই স্থলে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করি। (পুত্র বলিল) —আপনিই গমন করুন্। প্রবাহণ জৈবলি যে স্থলে থাকিতেন, গৌতম সেই স্থলে গমন করিলেন। প্রবাহণ তাঁহাকে আসন প্রদান

৫। স হোবাচ প্রতিজ্ঞাতো স এষ বরো যাং তু কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তাং মে ব্রূহীতি।

৬। স হোবাচ দৈবেষু বৈ গৌতম তদ্বরেষু মানুষাণাং ব্রূহীতি।

৭। স হোবাচ বিজ্ঞায়তে হাস্তি হিরণ্যস্যাপাত্তং গো অশ্বানাং দাসীনাং প্রবারাণাং পরিদানস্য মা নো ভবান্ বহোরনন্তস্যাপর্যন্তস্যাভ্যবদান্যোঽভূদিতি স বৈ গৌতম তীর্থে-নেচ্ছাসা ইত্যুপৈম্যহং ভবন্তমিতি বাচাহ স্মৈব পূর্ব্ব উপয়ন্তি স হোপায়নকীর্ত্যোবাস।

৫। সঃ হ উবাচ—'প্রতিজ্ঞাতঃ (স্বীকৃত) মে (আমার, এস্থলে, আমাকর্ত্তৃক) এষঃ বরঃ। যাম্ (+বাচম্=যে বাক্যকে) তু কুমারস্য অন্তে (নিকটে) বাচম্ (বাক্যকে) অভাষথাঃ (বলিয়াছিলেন) তাম্ (তাহা, ২।১) মে (আমাকে) ব্রূহি' (বলুন)' ইতি।

৬। সঃ হ উবাচ—'দৈবেষু (+বরেষু=দৈববরসমূহের মধ্যে) বৈ গোতম! তৎ (তাহা, ক্লীং বৈদিক=সঃ) বরেষু। মনুষ্যাণাম্ (মানবসম্বন্ধী, ৬।৩) ব্রূহি' ইতি।

৭। সঃ হ উবাচ—"বিজ্ঞায়তে (আপনার জানা আছে) 'হ অস্তি (আছে) হিরণ্যস্য (সুবর্ণের) অপাত্তম্ (অপ+আত্তম্, আ+দা+

করিলেন, (ভৃত্যগণকে) উদক্ আনয়ন করিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন—ভগবানকে বর প্রদান করিতেছি।

৫। গৌতম বলিলেন—'এই বর গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলাম। আমার পুত্রের নিকটে যে বাক্য বলিয়াছিলেন আমাকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিন্'।

৬। তিনি বলিলেন—'ইহা দৈববরসমূহের মধ্যে (একটী)। আপনি মানবসম্বন্ধী বর প্রার্থনা করুন্।

৭। 'গৌতম বলিলেন—ইহা সকলেই জানে যে আমি হিরণ্য,

৮। স হোবাচ যথা নস্ত্বং গৌতম মাপরাধাস্তব চ পিতামহা যথেয়ং বিদ্যেতঃ পূর্ব্বং ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণ উবাস তাং ত্বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি কো হি ত্বৈবং ব্রুবন্তমর্হতি প্রত্যাখ্যাতুমিতি।

ঙ, পাঃ ৭৪।৪৭—প্রাপ্ত) গো—অশ্বানাম্ দাসীনাম্ প্রবারাণাম (পরিবারাণাম্—পরিবারবর্গের)—শঙ্কর, 'প্রবার' শব্দের প্রচলিত অর্থ আচ্ছাদন') পরিধানস্য (বস্ত্রের)। মা (না) নঃ (আমাদিগকে) ভবান্ (আপনি) বহোঃ (বহু, ৬।১) অনন্তস্য (৬।১) অপরি+অন্তস্য (অশেষ, ৬।-) অভি+অ+বদান্যঃ (অবদান্য, অদাতা) ভূঃ (=অভূৎ, মা যোগে 'অ' লোপ হইবে, ভূ+লুঙ্, মা যোগে সর্ব্বকালে লুঙ্, পাঃ ৩।৩।১৭৫)'। 'সঃ (=সঃ ত্বম্=সেই তুমি) বৈ গৌতম ! তীর্থেন (যথারীতি) ইচ্ছাসৈ (বৈদিক প্রয়োগ=ইচ্ছাসি, বা ইচ্ছ=ইচ্ছা কর)' ইতি। 'উপ+এমি (উপনীত হই, উপ+ই) অহম্ ভগবন্তম্ (ভগবানের নিকটে)' ইতি। বাচা (বাক্যদ্বারা) হ স্ম এব পূর্ব্বে (প্রাচীন কালের শিক্ষার্থিগণ, বা পুরাকালে) উপযন্তি (+স্ম=উপনীত হইতেন, উপ+ই)। সঃ হ উপায়ন কীর্ত্ত্যা ('আমি উপনীত হইলাম'—এই বলিয়াই) উবাস।

৮। সঃ হ উবাচ—"তথা (সেইরূপ), নঃ (আমাদিগের) ত্বম

গো, অশ্ব, দাসী, পরিচারক এবং বস্ত্র লাভ করিয়াছি। আপনি আমাকে বহু, অনন্ত এবং অশেষ (ফলপ্রদ বিদ্যা) দান বিষয়ে অনুদার হইবেন না। প্রবাহণ বলিলেন 'হে গৌতম ! আপনি যথারীতি এই বিদ্যালাভ করিতে ইচ্ছা করুন্। তিনি বলিলেন 'আমি ভগবানের নিকটে শিষ্যরূপে উপনীত হইতেছি।' প্রাচীন কালের শিক্ষার্থিগণ কেবল বাক্যদ্বারা (শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াই) উপনীত হইতেন। গৌতমও (পাদবন্দনাদি না করিয়া কেবল) 'আমি উপনীত হইলাম' এই বলিয়াই (শিষ্যরূপে) বাস করিলেন।

৮। তিনি বলিলেন—'হে গৌতম ! তুমি আমাদিগের অপরাধ

৯। অসৌ বৈ লোকোঽগ্নি গৌতম তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চির্দিশোঽঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ সোমো রাজা সংভবতি।

গৌতম ' মা (না) অপবাধাঃ (অপবাধসমূহকে), তব চ পিতামহাঃ যথা (যেমন)। ইয়ম্ (এই) বিদ্যা ইতঃ পূর্ব্বম্ (ইহার পূর্ব্বে) ন কস্মিন্+চন ব্রাহ্মণে উবাস (বাস কবিয়াছিল)। তাম্ (সেই বিদ্যাকে) তু অহম্ তুভ্যম্ (তোমাকে) বক্ষ্যামি (বলিব)। যঃ (কে) হি এবম্ ব্রুবন্তম্ (এই প্রকাব যে বলে, তাহাকে) অর্হতি সমর্থ হয়) প্রতি+আখ্যাতুম্ (প্রত্যাখ্যান করিতে)' ইতি।

৯। অসৌ বৈ লোকঃ (ঐ লোক ; দ্যুলোক) অগ্নিঃ গৌতম। তস্য আদিত্যঃ এব সমিৎ (সমিধ্ কাষ্ঠ) ; বশ্ময়ঃ (বশ্মিসমূহ) ধূমঃ, অহঃ (দিন) অর্চিঃ, দিশঃ (দিকসমূহ) অঙ্গাবাঃ ; অবান্তব+দিশঃ (নৈঋতাদি দিক্) বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ (সেই এই অগ্নিতে) দেবাঃ শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধাকে শ্রৎ+ধা+অঙ্, পাঃ ৩।৩।১০৬, বার্ত্তিক ; জলরূপী শ্রদ্ধাকে) জুহ্বতি (আহুতি প্রদান করে ; হু)। তস্যৈ আহুত্যৈ (৫।১ স্থলে চতুর্থী, বৈদিক, এস্থলে অর্থ—সেই আহুতি হইতে) সোমঃ রাজা সম্ভবতি (উৎপন্ন হয়)।

গ্রহণ করিও না যেমন তোমার পিতামহগণ (পূর্ব্বে অপবাধ গ্রহণ কবেন নাই)। এই বিদ্যা ইতঃপূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণে অবস্থিতি কবে নাই। (যাহা হউক্) আমি তোমাকে এ বিদ্যা শিক্ষা দিব। যখন তুমি এইভাবে বিদ্যা প্রার্থনা করিতেছ, তখন কে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে ?'

৯। হে গৌতম ! ঐ (দ্যু)লোকই অগ্নি ; আদিত্য ইহার সমিধ্, বাশ্মসমূহ ইহার ধূম ; দিন ইহাব অর্চি, দিক্‌সমূহ অঙ্গার, অবান্তব দিক্‌সমূহ বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি রূপে অর্পণ করেন। এই আহুতি হইতে সোমরাজা উৎপন্ন হয়।

১০। পর্জন্যো বাঽগ্নির্গৌতম তস্য সংবৎসর এব সমিদভ্রাণি ধূমো বিদ্যুদর্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদুনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ বৃষ্টিঃ সংভবতি।

১১। অয়ং বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম তস্য পৃথিব্যেব সমিদগ্নির্ধূমো রাত্রিরর্চিশ্চন্দ্রমাঽঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বৃষ্টিং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যা অন্নং সংভবতি।

১০। পর্জন্যঃ (বৃষ্টির দেবতা) বৈ অগ্নিঃ গৌতমঃ! তস্য—সংবৎসরঃ এব সমিৎ, অভ্রাণি (মেঘসমূহ) ধূমঃ, বিদ্যুৎ অর্চ্চিঃ, অশনিঃ (বজ্র) অঙ্গারাঃ, হ্রাদুনয়ঃ (হ্রাদুনি ১।৩, গর্জ্জন) বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ সোমম্ রাজানম্। (সোমরাজাকে) জুহ্বতি। তস্যৈ আহুত্যৈ বৃষ্টিঃ (সম্ভবতি, (৬।২।৯ দ্রঃ)।

১১। অয়ম্ বৈ লোকঃ অগ্নিঃ গৌতম! তস্য পৃথিবী এব সমিৎ. অগ্নিঃ ধূমঃ; রাত্রিঃ অর্চ্চিঃ, চন্দ্রমাঃ অঙ্গরাঃ, নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ বৃষ্টিম্ জুহ্বতি। তস্যৈ আহুত্যৈ অন্নম সম্ভবতি (৬।৩।৯ দ্রঃ)।

১০। হে গৌতম! পর্জ্জন্যই অগ্নি। সংবৎসরই ইহার সমিধ; অভ্রসমূহ ধূম, বিদ্যুৎ অর্চ্চি, অশনি অঙ্গার, গর্জ্জন বিস্ফুলিঙ্গ. এই অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজাকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন। সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়।

১১। হে গৌতম! এই লোক অগ্নি; পৃথিবী ইহার সমিধ্, অগ্নি ধূম, রাত্রি অর্চ্চি; চন্দ্রমা অঙ্গার, নক্ষত্রসমূহ বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন। এই বৃষ্টি হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়।

১২। পুরুষো বাঽগ্নির্গৌতম তস্য ব্যাত্তমেব সমিৎপ্রাণো ধূমো বাগর্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ রেতঃ সংভবতি।

১৩। যোষা বা অগ্নির্গৌতম তস্যা উপস্থ এব সমিল্লোমানি ধূমো যোনিরর্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সংভবতি স জীবতি যাবজ্জীবত্যথ যদা ম্রিয়তে।

১২। পুরুষঃ বৈ অগ্নিঃ গৌতম! তস্য ব্যাত্তম (বি+আ+দা+ক্ত পাঃ ৭।৪।৪৭, বিবৃতমুখ) এব সমিৎ, প্রাণঃ এব ধূমঃ; বাক্ অর্চ্চিঃ; চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ শ্রোত্রম বিস্ফুলিঙ্গাঃ; তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ অগ্নিম্ জুহ্বতি। তস্যৈ আহুত্যৈ রেতঃ সম্ভবতি (৬।২।৯ দ্রঃ)

১৩। যোষা (স্ত্রীলোক) বৈ অগ্নিঃ গৌতম! তস্যাঃ উপস্থঃ এব সমিৎ; লোমানি ধূমঃ; যোনিঃ অর্চ্চিঃ, যৎঅন্তঃ করোতি, তে অঙ্গারাঃ; অভিনন্দাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা রেতঃ জুহ্বতি। তস্যৈ আহুত্যৈ পুরুষঃ সম্ভবতি (৬।২।৯ দ্রঃ) সঃ জীবতি, যাবৎ জীবতি; অথ যদা ম্রিয়তে (মৃত হয়)—

১২। হে গৌতম! এই পুরুষই অগ্নি, তাহার বিবৃত মুখ সমিধ্; প্রাণ ধূম; বাক্ অর্চ্চি, চক্ষু অঙ্গার, শ্রোত্র বিস্ফুলিঙ্গ; এই অগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন। সেই আহুতি হইতে জীববীজ উৎপন্ন হয়।

১৩। হে গৌতম যোষাই অগ্নি।...... ...তাহাতে দেবগণ জীববীজকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন, এই জীববীজ হইতে পুরুষ উৎপন্ন হয়। যত দিন জীবন থাকে, ততদিনই জীবিত থাকে। যখন মৃত হয়—

১৪। অথৈনমগ্নয়ে হরন্তি তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি সমিৎ সমিদ্ধূমো ধূমোঽর্চিরর্চিরঙ্গারা অঙ্গারা বিস্ফুলিঙ্গা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ পুরুষং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ পুরুষো ভাস্বরবর্ণঃ সংভবতি।

১৫। তে য এবমেতদ্বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তেঽর্চিরভিসংভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যমাদিত্যাদ্বৈদ্যুতং তান্বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ।

১৪। অথ এনম্ (ইহাকে) অগ্নয়ে (অগ্নির জন্য) হরন্তি (আনয়ন করে)। তস্য (আহুতিরূপ মৃত শরীরের) অগ্নিঃ এব অগ্নিঃ ভবতি, সমিৎ সমিৎ, ধূমঃ ধূমঃ, অর্চিঃ অর্চিঃ, অঙ্গারাঃ অঙ্গারাঃ, বিস্ফুলিঙ্গাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ পুরুষম্ জুহ্বতি। তস্যৈ আহুত্যৈ (৬।২।৯ দ্রঃ) পুরুষঃ ভাস্বরবর্ণঃ (অতিশয় দীপ্তিমান্, ভাস্বর=ভাস্+বর) সম্ভবতি।

১৫। তে যে (সেই যাহারা) এবম্ (এইরূপে) এতৎ (ইহা, ২।১) বিদুঃ (জানে), যে (যাহারা) চ অমী (ঐ) অরণ্যে শ্রদ্ধাম্

১৪। তখন ইহাকে অগ্নিতে (দগ্ধ করিবার জন্য) লইয়া যায়। সেই অগ্নিই (আহুতির) অগ্নি; ইহার সমিধ্ই সমিধ; ধূমই ধূম, অর্চিই অর্চি, অঙ্গারই অঙ্গার, বিস্ফুলিঙ্গই বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ পুরুষকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন। এই আহুতি হইতে অতিশয় দীপ্তিমান্ পুরুষ উৎপন্ন হয়।

১৫। যাঁহারা এই বিদ্যা জানেন তাঁহারা, এবং যাঁহারা অরণ্যে সত্যভাবে শ্রদ্ধার উপাসনা করেন (কিংবা শ্রদ্ধাকে সত্যরূপে উপাসনা

১৬। অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকাঞ্জয়ন্তি তে ধূমমভিসংভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসান্দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তাংস্তত্র দেবা

(শ্রৎ+ধা+অঙ, পাঃ ৩।৩।১০৬ বার্ত্তিক শ্রদ্ধাকে) সত্যম (সত্যভাবে) উপাসতে, তে (তাহারা) অর্চ্চিঃ (অর্চ্চিকে) (অভি+সম্+ভবন্তি (প্রাপ্ত হয়), অর্চ্চিষঃ (অর্চ্চি হইতে) অহঃ (দিনকে), অহ্নঃ (দিন হইতে) আপূর্য্যমাণ পক্ষম্ (শুক্লপক্ষকে যে পক্ষে চন্দ্র পূর্ণ হইতে থাকে), আপূর্য্যমাণ পক্ষাৎ (শুক্লপক্ষ হইতে) যান্ ষট্ মাসান্ (যে ছয় মাসে) উদঙ (উত্তরদিকে) আদিত্যঃ এতি (গমন করে, ই), মাসেভ্যঃ (মাসসমূহ হইতে) দেবলোকম, দেবলোকাৎ আদিত্যম; আদিত্যাৎ বৈদ্যুতম্ (বিদ্যুতের অবস্থা, ২।১), তান্ বৈদ্যুতান্ (বিদ্যুৎ দশা প্রাপ্ত মানবসমুদায়কে) পুরুষঃ মানসঃ (মনোময় পুরুষ) এত্য (আসিয়া, ই ধাতু) ব্রহ্মলোকান (২।৩) গময়তি (প্রাপ্ত করায়)। তেষু ব্রহ্মলোকেষু (সেই সমুদায় ব্রহ্মলোকে) পরাঃ (শ্রেষ্ঠ হইয়া) পরাবতঃ (বহুকাল) বসন্তি (বাস করে)। তেষাম্ (তাহাদিগের) ন পুনরাবৃত্তিঃ (পৃথিবীতে পুনরাগমন)।

১৬। অথ যে (যাহারা) যজ্ঞেন (যজ্ঞদ্বারা) দানেন (দানদ্বারা)

করেন) তাঁহারা—(ইঁহারা সকলেই চিতাগ্নির) অর্চ্চিতে গমন করেন। সেই অর্চ্চি হইতে তাহারা দিনে, দিন হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে সূর্য্যের উত্তরায়ণের ছয় মাসে, মাসসমূহ হইতে দেবলোকে, দেবলোক হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে বিদ্যুৎলোকে গমন করেন। তখন এক মনোময় পুরুষ (সেই স্থলে) আগমন করিয়া বিদ্যুল্লোকপ্রাপ্ত মানবদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। তাঁহারা সেই ব্রহ্মলোকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া চিরকাল বাস করেন, সে স্থল হইতে আর তাঁহাদিগের পুনরাবর্ত্তন হয় না।

১৬। আর যাঁহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা (স্বর্গাদি) লোকসমূহ

যথা সোমং রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেত্যেবমেনাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি তেষাং যদা তৎপর্যবৈত্যথেমমেবাকাশমভিনিষ্পদ্যন্ত আকাশাদ্বায়ুং বায়োর্বৃষ্টিং বৃষ্টেঃ পৃথিবীং তে পৃথিবীং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে ততো যোষাগ্নৌ জায়ন্তে লোকান্ প্রত্যুত্থায়িনস্ত এবমেবানুপরিবর্তন্তেঽথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্।

তপসা (তপস্যাদ্বারা) লোকান্ (স্বর্গাদিলোক-সমূহকে) জয়ন্তি (জয় করে) তে (তাহারা) ধূমম্ অভি+সম্+ভবন্তি (প্রাপ্ত হয়); ধূমাৎ (ধূম হইতে) রাত্রিম্ (২।১), রাত্রেঃ (রাত্রি হইতে) অপ+ক্ষীয়মাণ পক্ষম্ (কৃষ্ণপক্ষ, ২।১, যে পক্ষে চন্দ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; ক্ষি, কর্ম্মণি শানচ্) যান্ ষট্ মাসান্ (যে ছয় মাস ২।৩) দাক্ষিণা (দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ+আ, পাঃ ৫।৩।৩৬) আদিত্যঃ, এতি (গমন করে), মাসেভ্যঃ (মাসসমূহ হইতে) পিতৃলোকম্ (২।১); পিতৃলোকাৎ (পিতৃলোক হইতে) চন্দ্রম্। তে চন্দ্রম প্রাপ্য (পাইয়া) অন্নম ভবন্তি। তান্ (তাহাদিগকে) তত্র (সেই স্থানে) দেবাঃ (দেবগণ), যথা (যেমন) সোমম্ রাজানম্ (সোমরাজাকে) 'আপায়স্ব (স্ফীত হও, আ+প্যায়), অপ+ক্ষীয়স্ব (ক্ষয়প্রাপ্ত হও, ক্ষি) (পাঃ ৩।৪।৩—৫ দ্রঃ)' ইতি এবম্ এনান্ তত্র ভক্ষয়ন্তি (ভক্ষণ করে)। তেষাম্ (তাহাদিগের) যদা (যখন) তৎ (কর্ম্মফল) পরি+অব+এতি (ক্ষয়প্রাপ্ত হয়) অথ ইমম্ এব আকাশম্ (২।১) অভি+নিঃ+পদ্যন্তে (প্রাপ্ত হয়)। আকাশাৎ (আকাশ হইতে বায়ুম্ (২।১), বায়োঃ

জয় করে, তাহারা (মৃত্যুর পরে চিতাগ্নির) ধূমে গমন করে, ধূম হইতে রাত্রিতে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে সূর্য্যের দক্ষিণায়নের ছয় মাসে, মাসসমূহ হইতে পিতৃলোকে; পিতৃলোক হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে। তাহারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয় যেমন যজমান বৃদ্ধিশীল ও ক্ষয়শীল সোমরাজাকে (অর্থাৎ পার্থিব সোমলতার রসকে) পান করে, তেমনি দেবগণ (সোমলোকে অন্নরূপে পরিণত)

(বায়ু হইতে) বৃষ্টিম্, বৃষ্টেঃ (বৃষ্টি হইতে) পৃথিবীম্; তে পৃথিবীম্ প্রাপ্য অন্নম্ ভবন্তি। তে পুনঃ পুরুষ+অগ্নৌ (পুরুষরূপ অগ্নিতে) হূয়ন্তে (আহুত হয়; হু, কর্ম্মবাচ্যে)। ততঃ (তাহা হইতে) যোষা+অগ্নৌ (স্ত্রীলোকরূপ অগ্নিতে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়)। লোকান্ প্রতি (স্বর্গাদি লোকসমূহের দিকে) উত্থায়িনঃ (উৎ+স্থায়িন্, ১।৩, উত্থিত হইয়া) তে এবম্ এব (এই প্রকারে) অনুপবিবর্ত্তন্তে (বারবার আবর্ত্তন করে)। অথ যে (যাহারা) এতৌ পন্থানৌ (এই দুই পথকে) ন বিদুঃ (জানে), তে কীটাঃ পতঙ্গাঃ যৎ ইদম্ দন্দশূকম্ (দংশ মশকাদি)।

মানবগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যখন তাহাদের কর্ম্মক্ষয় হয়, তখন তাহারা এই আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে বৃষ্টিতে, বৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে গমন করে। পৃথিবীপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা অন্ন হয়। তাহারা পুনর্ব্বার পুরুষাগ্নিতে আহুত হয় এবং যোষাগ্নিতে জন্মগ্রহণ করে। (আবার) তাহারা বিভিন্ন লোকের অভিমুখে গমন করিয়া এই রূপে বারংবার আবর্ত্তন করে। যাহারা এই উভয় পথের কোন পথই প্রাপ্ত হয় না, তাহারা কীট, পতঙ্গ ও দংশ মশকাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে।

মন্তব্য

'পরিচারয়মাণম্'—(মোক্ষমূলারের মতে ইহার অর্থ—"who was walking about'—'যিনি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন'।

১। 'সৃতী'—ঋগ্বেদে (১০।৮৮।১৫) এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২।৬।৩।৫) 'সৃতী' স্থলে 'স্রুতি' আছে। অর্থ একই।

২। 'দ্বে সৃতী ....মর্ত্ত্যানাম্'—এই অংশের অর্থ বিষয়ে অনেক মতভেদ। কয়েকটী অর্থ এই :—(ক) আমি পিতৃগণ, দেবগণ এবং মনুষ্যগণ সম্বন্ধী দুইটী পথের কথা শুনিয়াছি (ঋগ্বেদ ভাষ্যে সায়ণ)। (খ) আমি পিতৃগণের নিকটে দেবগণ ও মর্ত্ত্যগণ সম্বন্ধী দুইটী পথের কথা শুনিয়াছি (বাজসনেয় সংহিতার ১৯।৪৭এর ভাষ্যে উবট)।

(গ) শতপথ ব্রাহ্মণে (১২।৮।১।২১) এই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে:— " 'দুইটীই পথ', ইহাই বলা হইয়াছে ; একটী দেবগণের এবং একটী পিতৃগণের।" শঙ্কর (বৃহঃ উপঃ ভাষ্যে), মহীধর (বাজসনেয় সংহিতার ১৯।৪৭এর ভাষ্যে) এবং সায়ণ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ২।৬।৩৫ মন্ত্রের ভাষ্যে) এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন:—"আমি মর্ত্ত্যগণের গমনাগমন বিষয়ে দুইটী পথের কথা শুনিয়াছি—একটী পিতৃগণ সম্বন্ধী (পিতৃযান), অপরটী দেবগণ সম্বন্ধী (দেবযান))।" আমরা এস্থলে এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

৩। 'যদান্তরা' ইত্যাদি অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এই:—(ক) "যাহা (যৎ) অর্থাৎ যে বিশ্বজগৎ দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যে" (ঋগ্বেদ-ভাষ্যে সায়ণ)। (খ) যে পথদ্বয় (যৎ) দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যে, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া দ্যৌ পর্য্যন্ত বিস্তৃত (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ভাষ্যে সায়ণ)। এ স্থলে যৎ = যে দুইটী পথ ; বৈদিক সাহিত্যে যৎ সর্ব্বলিঙ্গে ও সর্ব্ববচনে ব্যবহৃত হয়। তৈত্তিঃ ব্রাঃ ভাষ্যে সায়ণ বলেন যৎ = যৎ মার্গদ্বয়ম্, ক্লীং ১।১ = যে মার্গদ্বয়।

'উপায়ন-কীর্ত্ত্যা'—উপায়ন = উপ + অয়ন, ই + অন। অয়ন = গমন। গুরুর নিকটে শিষ্যভাবে উপস্থিত হওয়ার নাম 'উপনীত হওয়া' বা উপায়ন। কীর্ত্ত্যা = কীর্ত্তি, ৩।১ কীর্ত্তি = বর্ণনা, কীৎ ধাতু হইতে। উপায়ন-কীর্ত্ত্যা = 'উপনীত হইলাম' ইহা বর্ণনা দ্বারা। মোক্ষমূলার বলেন— ইহার অর্থ 'গুরু সেবাজনিত কীর্ত্তি লাভের জন্য'। শঙ্কর বলেন—উদ্দালক গুরুশুশ্রূষাদি করেন নাই ; কেবল গুরুসেবার গুণকীর্ত্তনই করিয়াছিলেন। কিন্তু মোক্ষমূলার বলেন—তিনি গুরুর শুশ্রূষাদিও করিয়াছিলেন।

'অপরাধাঃ'—অবৈদিক সাহিত্যে পুংলিঙ্গ 'অপরাধ' শব্দেরই ব্যবহার আছে। সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে স্ত্রীলিঙ্গ 'অপরাধা শব্দও প্রচলিত ছিল। ইহার দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'অপরাধাঃ'। 'রাধা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, সাহিত্যে ইহার ব্যবহার পাওয়া যায়। 'অপ' যোগে—'অপরাধা'। কিংবা 'অপরাদ্ধাঃ' ক্রিয়ার স্থলে 'অপরাধাঃ', বৈদিক প্রয়োগ ; অপরাদ্ধাঃ = অপ + রাধ্ + আস্ = অপরাধী বলিয়া মনে করিবেন না। তাহা হইলে 'নঃ' অর্থ হইবে 'আমাদিগকে'।

হ্রাদুনয়:—শিলাবৃষ্টির শিলকেও বৈদিক সাহিত্যে 'হ্রাদুনি' বলা হয়।

"শ্রদ্ধাম্ সত্যম্ উপাসতে"—এই অংশের ভিন্ন ভিন্ন করা হইয়াছে—

(১) শ্রদ্ধাকে এবং সত্যকে উপাসনা করে। (২) শ্রদ্ধা (অবলম্বন করিয়া) সত্যস্বরূপের উপাসনা করে। সত্যভাবে শ্রদ্ধার উপাসনা করে। আমরা তৃতীয় অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছি। কারণ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে শ্রদ্ধাই প্রথম আহুতি এবং ইহার শেষ ফল মানবের উৎপত্তি। এই সমুদায় আহুতিতে শ্রদ্ধাই বিশেষত্ব; সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে এখানে শ্রদ্ধার উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে।

আপায়স্ব, অপক্ষীয়স্ব—আপ্যায়স্ব = স্ফীত হও; অপক্ষীয়স্ব = ক্ষয় প্রাপ্ত হও। 'আপ্যায়স্ব অপক্ষীয়স্ব' ইতি = যাহার বিষয়ে বলা যায় স্ফীত হও এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হও অর্থাৎ যাহারা স্ফীত হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (পাণিনি ৩।৪।৩—৫ দ্রষ্টব্য)। সোমলতাকে জলে সিক্ত করিলে ইহা স্ফীত হয় এবং ইহা হইতে রস নির্গত করিলে সঙ্কুচিত হয়। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই 'আপ্যায়স্ব' ও 'অপক্ষীয়স্ব' এই দুইটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সোম অর্থ চন্দ্র ও পার্থিব সোমলতা উভয়ই। চন্দ্রও পার্থিব সোমের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ

মহত্ত্ব প্রাপ্তির উদ্দেশে মন্থকর্ম্ম

১। স যঃ কাময়েত মহৎ প্রাপ্নুয়ামিত্যুদগয়ন আপূর্য-মাণপক্ষস্য পুণ্যাহে দ্বাদশাহমুপসদ্‌ব্রতী ভূত্বৌদুম্বরে কংসে চমসে বা সর্ব্বৌষধং ফলানীতি সংভৃত্য পরিসমুহ্য পরিলিপ্যা-গ্নিমুপসমাধায় পরিস্তীর্যাবৃতাজ্যং সংস্কৃত্য পুংসা নক্ষত্রেণ

১। সঃ যঃ কাময়েত (কামনা করে) 'মহৎ (মহত্ত্ব, ২।১) প্রাপ্নুয়াম্ (প্রাপ্ত হই)' ইতি উদক্+অয়নে (উত্তরায়ণের সময়ে; উৎ+অঞ্চ্, ক্বিপ উদচ্, পাঃ ৬।৪।২৪; = উত্তর দিক; সমাসে 'চ' স্থলে 'ক' পাঃ ৮।২।৩০) আপূর্য্যমাণ পক্ষস্য (শুক্লপক্ষের) পুণ্যাহে (পুণ্যদিনে)।

১। 'আমি মহত্ত্ব প্রাপ্ত হই'—যিনি এইরূপ কামনা করেন, তিনি উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে পুণ্যাহে দ্বাদশ দিবসব্যাপী উপসদব্রত ধারণ

মন্থং সংনীয় জুহোতি। যাবন্তো দেবাস্ত্বয়ি জাতবেদস্তির্যঞ্চো ঘ্নন্তি পুরুষস্য কামান্। তেভ্যোঽহং ভাগধেয়ং জুহোমি তে মা তৃপ্তাঃ সর্ব্বৈঃ কামৈস্তর্পয়ন্তু স্বাহা। যা তিরশ্চী নিপদ্যতেঽহং বিধরণী ইতি। তাং ত্বা ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনীমহং স্বাহা।

দ্বাদশাহম্ (২।১, দ্বাদশ+অহন্, পাঃ ৫।৪।৯১,৮৬=১২ দিন) উপসদ্ ব্রতী (উপসদ্ ব্রতাবলম্বী) ভূত্বা (হইয়া) উদুম্বরে (ঔদুম্বর কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে) কংসে (কংসনামক পাত্রে) 'সর্ব্ব+ঔষধম্ (সমুদায় ওষধি, ২।১) ফলানি (ফলসমূহ, ২।৩)' ইতি সম্+ভৃত্য (সংগ্রহ করিয়া; ভৃ) পরি+সম্+উহ্য (ভূমি পরিষ্কার করিয়া; সম+উহ্+ল্যপ্=সমুহ্য পাঃ ৭।৪।২৩) পরিলিপ্য (পরিলেপন করিয়া) অগ্নিম্ উপ+সমাধায় (অগ্নি স্থাপন করিয়া; সম্+ধা) পরি+স্তীর্য্য (কুশ বিস্তার করিয়া; স্তৃ) আবৃতা (আবৃৎ, ৩।১, আ+বৃৎ, ক্বিপ; বিধি অনুসারে) আজ্যম্ (আজ্যকে) সংস্কৃত্য (সংস্কার করিয়া) পুংসা নক্ষত্রেণ (৩।১; পুং নামক নক্ষত্রে) মন্থম্ (ওষধি, ফল, দুগ্ধাদির মিশ্রণকে) সম্+নীয় (পাত্রে স্থাপন করিয়া) জুহোতি (আহুতি প্রদান করে):—'যাবন্তঃ দেবাঃ (যত দেবতা, যাবন্তঃ=যাবৎ ১।৩; যৎ+বৎ, পাঃ ৫।২।৩৯) ত্বয়ি (তোমাতে জাতবেদঃ (হে অগ্নি) তির্য্যঞ্চঃ (তির্য্যঞ্চ তিরস্+অঞ্চ্ ক্বিপ্, ১।৩=অশুভ) ঘ্নন্তি (বিনাশ করে, হন্ ৩।৩) পুরুষস্য কামান্ (কামনাসমূহকে), তেভ্যঃ (তাহাদিগের উদ্দেশে) অহম্ ভাগধেয়ম্ (এক অংশ, ২।১) জুহোমি (আহুতি দিতেছি)। তে (তাহারা) মা (আমাকে) তৃপ্তাঃ (তৃপ্ত হইয়া) সর্ব্বৈঃ কামৈঃ

করিবেন। ঔদুম্বরপাত্রে, কংসপাত্রে বা চমসে সমুদায় ওষধি সংগ্রহ করিবেন; ভূমি পরিষ্কার করিয়া ও পরিলেপন করিয়া, অগ্নিস্থাপন করিয়া বিধি অনুসারে আজ্যকে সংস্কৃত করিয়া, পুং নক্ষত্রে পাত্রে মন্থ মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে (এই বলিয়া) আহুতি প্রদান করিবেন:— 'হে জাতবেদ! তোমাতে যে সমুদায় তির্য্যক্ দেবতা (অবস্থিতি

২। জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি প্রাণায় স্বাহা বসিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি বাচে স্বাহা প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি চক্ষুষে স্বাহা সংপদে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি শ্রোত্রায় স্বাহাঽয়তনায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি মনসে স্বাহা প্রজাত্যৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি রেতসে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি।

(সমুদায় কামনাদ্বারা) তর্পযন্তু (তর্পণ করুন্)। স্বাহা। যা তিরশ্চীঃ (বক্রমতি) নিপদ্যতে (বর্ত্তমান রহিয়াছে)—'অহম্ বিধরণী (ধারণ-কর্ত্রী—আনন্দগিরি, কিংবা পৃথক্‌কর্ত্রী)' ইতি—তাম্ ত্বা (সেই তোমাকে—সেই প্রকার ক্ষমতাসম্পন্ন তোমাকে) ঘৃতস্য ধারয়া (ঘৃতের ধারাদ্বারা) যজে (পূজা করি) সংরাধনীম্ (সর্ব্বসাধনীরূপে; যিনি সন্তুষ্ট হইয়া কল্যাণসাধন করেন, তাহাকে) অহম্। স্বাহা!

২। 'জ্যেষ্ঠায় (জ্যেষ্ঠের উদ্দেশে ৬।১।১ মন্তব্য দ্রঃ) স্বাহা; শ্রেষ্ঠায় (শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে ৬।১।১ মন্তব্য দ্রঃ) স্বাহা'—ইতি অগ্নৌ

করিয়া) পুরুষের কামনাসমূহকে বিনাশ করেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশে আমি এই অংশ আহুতি দিতেছি; তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া সমুদায় কাম্যবস্তু প্রদানপূর্ব্বক আমাকে পরিতৃপ্ত করুন্। স্বাহা।" "যে বক্রমতি দেবতা নিম্নে অবস্থান করিতেছেন (এবং ভাবিতেছেন যে) আমি সমুদায় বস্তুকে পৃথক্ করিয়া (বা ধারণ করিয়া) রাখিয়াছি,—সেই তোমাকে সংরাধনীরূপে ঘৃতদ্বারা পূজা করিতেছি। স্বাহা।"

২। 'জ্যেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা, শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা' এই বলিয়া তিনি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন।

(অগ্নিতে) হুত্বা (আহুতি প্রদান করিয়া) মন্থে (৬।৩ ১ দ্রঃ) সংস্রবম (অবশিষ্ট অংশকে, 'স্রুব' 'হাতা'র ন্যায় এক প্রকার পাত্র ; সংস্রব = স্রুবসংলগ্ন অংশ—শঙ্কর) অবনয়তি (নিক্ষেপ করে) ; প্রাণায় (প্রাণের উদ্দেশে) স্বাহা। 'বসিষ্ঠায়ৈ (বসিষ্ঠের উদ্দেশে, বসিষ্ঠা, ৪।১ ; ৬।১।২ টীকা দ্রঃ) স্বাহা'—ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি ; বাচে (বাক্যের উদ্দেশে) স্বাহা। প্রতিষ্ঠায়ৈ (প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে) স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি ; চক্ষুষে (চক্ষুর উদ্দেশে) স্বাহা। 'সম্পদে (সম্পদের উদ্দেশে) স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি ; শ্রোত্রায় (শ্রোত্রের উদ্দেশে) স্বাহা। 'আয়তনায় (আশ্রয়ের উদ্দেশে) স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি, মনসে (মনের উদ্দেশে) স্বাহা। 'প্রজাত্যৈ প্রজাতির উদ্দেশে) স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম অবনয়তি ; 'রেতসে স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি।

(এবং বলেন)—'প্রাণের উদ্দেশে স্বাহা'। 'বসিষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা' —এই বলিয়া তিনি আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে নিক্ষেপ করেন (এবং বলেন)—'বাক্যের উদ্দেশে স্বাহা।' 'প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে স্বাহা' এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন (এবং বলেন) 'চক্ষুর উদ্দেশে স্বাহা'। 'সম্পদের উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া তিনি আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন (এবং বলেন) 'শ্রোত্রের উদ্দেশে স্বাহা'। 'আয়তনের উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন (এবং বলেন) 'মনের উদ্দেশে স্বাহা।' 'প্রজাতির উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি নিক্ষেপ করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন (এবং বলেন) 'জীববীজের উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন।

৩। অগ্নয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি সোমায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভুবঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি স্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ব্রহ্মণে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ক্ষত্রায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূতায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভবিষ্যতে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি বিশ্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি সর্ব্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি প্রজাপতয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি।

৩। 'অগ্নয়ে স্বাহা'—ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। 'সোমায় স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। 'ভূঃ স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। 'ভুবঃ স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। স্বঃ স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি! 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। 'সোমায় স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। 'ব্রহ্মণে (ব্রাহ্মণের উদ্দেশে) স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। 'ক্ষত্রায় (ক্ষত্রিয়ের উদ্দেশে) স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। 'ভূতায় (ভূতকালের উদ্দেশে) স্বাহা' ইতি' অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। 'ভবিষ্যতে (ভবিষ্যৎকালের

৩। 'অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা' এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন। 'সোমের উদ্দেশে স্বাহা' এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন। 'ভূ'র উদ্দেশে স্বাহা' এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান

উদ্দেশে) স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। 'বিশ্বায় (বিশ্বজগতের উদ্দেশে) স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। 'সর্ব্বায় (সর্ব্ব বস্তুর উদ্দেশে) স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি। 'প্রজাপতয়ে (প্রজাপতির উদ্দেশে) স্বাহা' ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি।

করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন। 'ভুবের উদ্দেশে স্বাহা' এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন। 'স্ব'র উদ্দেশে স্বাহা' এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন। 'ভূ, ভুব, স্ব ইহাদিগের উদ্দেশে স্বাহা' এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন। 'সোমের উদ্দেশে স্বাহা' এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন। 'ব্রাহ্মণের উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন। 'ক্ষত্রিয়ের উদ্দেশে স্বাহা' এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি নিক্ষেপ করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন। 'ভূতকালের উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন। 'ভবিষ্যৎকালের উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন। 'বিশ্বের উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন। 'সর্ব্ব বস্তুর উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন। 'প্রজাপতির উদ্দেশে স্বাহা'—এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং সংস্রবকে মন্থে নিক্ষেপ করেন।

৪। **অথৈনমভিমৃশতি ভ্রমদসি জ্বলদসি পূর্ণমসি প্রস্তব্ধমস্যেকসভমসি হিংকৃতমসি হিংক্রিয়মাণমস্যুদ্গীথমসি উদ্গীয়মানমসি শ্রাবিতমসি প্রত্যাশ্রাবিতমস্যার্দ্রে সংদীপ্তমসি বিভূরসি প্রভূরস্যন্নমসি জ্যোতিরসি নিধনমসি সংবর্গোসীতি।**

৪। অথ এনম্ (এই মন্থকে) অভিমৃশতি (স্পর্শ করে)—'ভ্রমৎ (ভ্রমণকারী) অসি (হও), জ্বলৎ (জাজ্বল্যমান) অসি, পূর্ণম্ অসি; প্রস্তব্ধম্ (নিশ্চল) অসি, একসভম্ (মিলনের একমাত্র স্থল; এক+সভা—সমাসে) অসি, হিঙ্কৃতম্ (যজ্ঞের প্রারম্ভে 'হিং' উচ্চারণদ্বারা পূজিত) অসি; হিঙ্ক্রিয়মাণম্ (যজ্ঞের মধ্যভাগে হিং উচ্চারণদ্বারা পূজিত) অসি, উদ্গীথম্ (যজ্ঞের প্রারম্ভে উদ্গাতৃ কর্তৃক গীত) অসি; উদ্গীয়মানম (যজ্ঞের মধ্যভাগে উদ্গাতৃ কর্তৃক গীত) অসি, শ্রাবিতম্ (যজ্ঞের প্রারম্ভে অধ্বর্যু যাহার বিষয় শ্রবণ করায়) অসি; প্রতি+আশ্রাবিতম (যজ্ঞের মধ্যভাগে আগ্নীধ্র যাহার বিষয়ে পুনর্ব্বার শ্রবণ করায়) অসি; আর্দ্রে (আর্দ্রকাষ্ঠে বা মেঘে) সংদীপ্তম্ অসি; বিভূঃ (শ্রেষ্ঠ, ব্যাপক) অসি, প্রভূঃ অসি, অন্নম্ অসি, জ্যোতিঃ অসি; নিধনম্ (প্রলয় স্থান) অসি, সংবর্গঃ (গ্রাসকারী) অসি' ইতি।

৪। অনন্তর মন্থ স্পর্শ করিয়া বলেন—তুমি গতিশীল, তুমি জাজ্বল্যমান, তুমি পূর্ণ, তুমি নিশ্চল, তুমি সকলের মিলনস্থল, যজ্ঞের প্রারম্ভে 'হিং' উচ্চারণ করিয়া তোমার পূজা করা হয়, যজ্ঞের মধ্যভাগে হিং উচ্চারণ করিয়া তোমার পূজা করা হয়, যজ্ঞের প্রারম্ভে (উদ্গাতৃগণ) তোমার গান করেন, যজ্ঞের মধ্যভাগেও তোমার গান করেন; যজ্ঞের প্রারম্ভে (অধ্বর্যুগণ) তোমার বিষয় শ্রবণ করান, যজ্ঞের মধ্যভাগে (আগ্নীধ্রগণ) তোমার বিষয় পুনর্ব্বার শ্রবণ করান। আর্দ্রকাষ্ঠে তুমি সন্দীপ্ত হও; তুমি বিভু, তুমি প্রভু; তুমি অন্ন, তুমি জ্যোতি; তুমি প্রলয় স্থল, তুমি সর্ব্বগ্রাস।'

৫। অথৈনমুদ্যচ্ছত্যামংস্যামংহি তে মহি স হি রাজেশানোঽধিপতিঃ স মাং রাজেশানোঽধিপতিং করোত্বিতি।

৬। অথৈনমাচামতি তৎ সবিতুর্বরেণ্যং মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীর্ভূঃ স্বাহা ভর্গো দেবস্য ধীমহি মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ভুবঃ স্বাহা ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়ান্মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ স্বঃ স্বাহেতি সর্ব্বাং

৫। অথ এনম্ (মন্থকে) উদ্ যচ্ছতি (গ্রহণ করে ; উৎ+দা পাঃ ৭।৩।৭৮ :—"আমংসি (তুমি মনন কর, তুমি চিন্তা কর ; আ +মন্+লট্ সি, পরস্মৈপদ বৈদিক) ; আমংহি (চিন্তা কর ; আ+মন্, লোট্ হি পরস্মৈপদ, বৈদিক) তে (তোমার) মহি (মহত্বকে)। সঃ হি রাজা ঈশানঃ, অধিপতিঃ। সঃ মাম্ (আমাকে) রাজা ঈশানঃ অধিপতিম্ করোতু (করুন্)" ইতি।

৬। অথ এনম্ (মন্থকে) আচামতি (ভক্ষণ করে)—(ক) (১) তৎ সবিতুঃ বরেণ্যম্ (গায়ত্রীমন্ত্রের প্রথম পাদ)। (২) মধু (মধুকে) বাতাঃ (বায়ুসমূহ) ঋতায়তে (ঋতপ্রার্থীর জন্য ; ঋতায়ৎ ৪।১ ; পা ৭।৪।৩৩, ৩৫ বার্ত্তিক ; ঋত=যজ্ঞ, সত্য), মধু ক্ষরন্তি (ক্ষরণ করে) সিন্ধবঃ (নদীসমূহ) মাধ্বীঃ (মধুময়ী ; মধু+অণ্, স্ত্রীং=মাধ্বী, পাঃ ৬।৪।১৭৫ ; বৈদিক ১।৩ মাধ্বীঃ, প্রচলিত ১।৩=মাধ্ব্যঃ) নঃ (আমাদিগের নিকট) সন্তু (হউক্) ওষধীঃ (ওষধীসমূহ ; ওষধী শব্দের

৫। অনন্তর তিনি (হস্তে) মন্থ গ্রহণ করেন (এবং বলেন) :—তুমি চিন্তা কর ; তোমার মহত্বের বিষয় চিন্তা কর। তিনি রাজা, ঈশান ও অধিপতি। সেই রাজা ও ঈশান আমাকে অধিপতি করুন।

৬। অনন্তর তিনি মন্থ ভক্ষণ করেন (এবং এই সমুদায় মন্ত্র উচ্চারণ করেন) :—(ক) (১) তৎসবিতুর্বরেণ্যম্—অর্থাৎ সেই সবিতার বরণীয় (ভর্গকে) (২) 'মধু...ওষধীঃ'—অর্থাৎ বায়ুসমূহ ঋতকামীর

চ সাবিত্রীমন্বাহ সর্ব্বাশ্চ মধুমতীরহমেবেদং সর্ব্বং ভূয়াসং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যন্তত আচম্য পাণী প্রক্ষাল্য জঘনেনাগ্নিং প্রাক্‌শিরাঃ সংবিশতি প্রাতরাদিত্যমুপতিষ্ঠতে দিশামেক-পুণ্ডরীকমস্যহং মনুষ্যাণামেকপুণ্ডরীকং ভূয়াসমিতি যথেতমেত্য জঘনেনাগ্নিমাসীনো বংশং জপতি।

বৈদিক ১।৩ = ওষধীঃ, প্রচলিত ১।৩ = ওষধ্যঃ)। 'ভূঃ স্বাহা। (খ) (১) ভর্গঃ দেবস্য ধীমহি (গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ)। (২) মধু নক্তম্ (১।১, রাত্রি) উত (এবং) উষসঃ (১।৩; উষাসমূহ = ; দিনসমূহ) মধুমৎ পার্থিবম্ রজঃ (পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুমণ্ডল। মধু দ্যৌঃ অস্তু (হউক) নঃ (আমাদিগের) পিতা। ভুবঃ স্বাহা। (গ) (১) ধিয়ঃ যঃ নঃ প্রচোদয়াৎ (গায়ত্রীর তৃতীয় পাদ)। (২) মধুমান্ নঃ (আমাদিগের জন্য) বনস্পতিঃ; মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীঃ (মধুময়ী) গাবঃ (গোসমূহ) ভবন্তু (হউক) নঃ (আমাদিগের জন্য) স্বঃ স্বাহা। সর্ব্বাম্ চ সাবিত্রীম্ (সমুদায় সাবিত্রীমন্ত্রকে) অনু + আহ (উচ্চারণ করে), সর্ব্বাঃ চ মধুমতীঃ ('মধু বাতাঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'মাধ্বীঃ গাবঃ ভবন্তু নঃ' পর্য্যন্ত মধুসংক্রান্ত সমুদায় অংশ)। 'অহম্ এব ইদম্ সর্ব্বম্ ভূয়াসম্ (ভূ, আশীঃ = যেন হইতে পারি)'। 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা' ইতি। অন্ততঃ (সর্ব্বশেষে) আচম্য (ভক্ষণ করিয়া) পাণী (হস্তদ্বয়কে) প্রক্ষাল্য (প্রক্ষালন করিয়া) জঘনেন

জন্য মধুক্ষরণ করে, নদীসমূহ, মধু ক্ষরণ করে, ওষধীসমূহ আমাদিগের নিকট মধুমান হউক। 'ভূ'র উদ্দেশে স্বাহা। (খ) (১) 'ভর্গ দেবস্য ধীমহি'—অর্থাৎ দেবতার ভর্গকে ধ্যান করি। (২) 'মধু··· পিতা' অর্থাৎ (দিন ও) রাত্রি এবং উষাসমূহ মধুমান্ হউক্; পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুমণ্ডল এবং আমাদিগের পিতা দ্যৌ মধুমান্ হউক্। ভুবের উদ্দেশে স্বাহা। (গ) (১) 'ধিয়ঃ...প্রচোদয়াৎ' অর্থাৎ যিনি আমা-দিগের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে প্রেরণা করিতেছেন। (২) 'মধুমান্...নঃ' অর্থাৎ বনস্পতি আমাদিগের নিকটে মধুমান্ হউক্, সূর্য্য মধুমান্ হউক্

৭। তং হৈতমুদ্দালক আরুণির্বাজসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যায়া-ন্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জা-য়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি।

(পশ্চাৎভাগে রাখিয়া; অব্যয়রূপে ব্যবহৃত; জঘন=পশ্চাৎ ভাগ) অগ্নিম্ প্রাক্শিরাঃ (পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া) সংবিশতি (উপবেশন করে)। প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) আদিত্যম্ উপতিষ্ঠতে (উপাসনা করে; উপ+স্থা, আত্মনে, পাঃ ১।৩।২৫):—'দিশাম্ (দিকসমূহের) এক+পুণ্ডরীকম্ (এক পুণ্ডরীক অর্থাৎ পদ্ম; 'এক পুণ্ডরীকঃ অখণ্ড' শ্রেষ্ঠবাচী আনন্দগিরি) অসি (হও) অহম্ মনুষ্যাণাম্ (মনুষ্যগণের মধ্যে) এক পুণ্ডরীকম্ ভূয়াসম্' ইতি। যথা (যে ভাবে) ইতম্ (আসিয়াছিল; ই ধাতু), এত্য (আ+ইত্য=প্রত্যাগমন করিয়া) জঘনেন অগ্নিম্ আসীনঃ (উপবেশন করিয়া) বংশম্ (গুরুশিষ্যের পারম্পর্য্য) জপতি (জপ করে)।

৭। অথ হ এতম্ (এই উপদেশকে) উদ্দালকঃ আরুণিঃ বাজসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যায় (বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে; শুক্লযজুর্ব্বেদের একটী

এবং গোসমূহ মধুমান্ হউক্। 'স্বঃ'র উদ্দেশে স্বাহা। (অনন্তর) তিনি সমুদায় সাবিত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং তৎপরে ('মধু বাতাঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'মাধ্বীঃ গাবঃ ভবন্তু নঃ' পর্য্যন্ত) সমগ্র 'মধুমতী' উচ্চারণ করেন (এবং এইরূপ চিন্তা করেন):—'আমি যেন এই সমুদায় হইতে পারি। ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ ইহাদিগের উদ্দেশে স্বাহা'। সর্ব্বশেষে তিনি আচমন করিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া অগ্নিকে পশ্চাৎ ভাগে রাখিয়া, পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করেন। প্রাতঃকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আদিত্যের উপাসনা করেন :—'তুমি দিক্‌সমূহের এক পুণ্ডরীক; আমি যেন মনুষ্যগণের মধ্যে এক পুণ্ডরীক হইতে পারি।' (অনন্তর তিনি) যে ভাবে আগমন করিয়াছিলেন সেই ভাবে প্রত্যাগমন করিয়া অগ্নির পশ্চাৎভাগে উপবেশন করিয়া 'বংশ ব্রাহ্মণ' জপ করেন।

৭। উদ্দালক আরুণি অন্তেবাসী বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে এই

৮। এতমু হৈব বাজসনেয়ো যাজ্ঞবল্ক্যো মধুকায় পৈঙ্গ্যায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশনীতি।

৯। এতমু হৈব মধুকঃ পৈঙ্গ্যশ্চূলায় ভাগবিত্তয়েঽন্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি।

নাম বাজসনেয়ী; যাজ্ঞবল্ক্য ইহার প্রবর্ত্তক, তিনি বাজসনেয় নামে পরিচিত) অন্তেবাসিনে (শিষ্যকে, অন্তে অর্থাৎ সমীপে বাস করে বলিয়া শিষ্যের নাম অন্তেবাসী, অন্ত+বাসিন্ ৪।১„ পাঃ ৬।৩।১৮ উক্ত্বা উবাচ:—অপি যঃ এনম (এই মন্থকে) শুষ্কে স্থানৌ (শুষ্কস্থাণুতে) নিষিঞ্চেৎ (নি+সিঞ্চেৎ 'স' স্থলে 'ষ' পাঃ ৮।৩।৬৫, সিচ্; সেচন করিবে) জায়েরন্ (উৎপন্ন হইবে, জন্, বিধি, ৩।৩) শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ (উদ্‌গত হইবে, প্র+রুহ্ ধাতু) পলাশানি (পল্লবসমূহ) ইতি।

৮। এতম্ উ হ এব বাজসনেয়ঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ মধুকায় পৈঙ্গ্যায় (পৈঙ্গ মধুককে) অন্তেবাসিনে উক্ত্বা উবাচ:—'অপি যঃ এনম্ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেৎ, জায়েরন্ শাখাঃ, প্ররোহেয়ুঃ পলাশানি' ইতি।

৯। এতম্ উ হ এব মধুকঃ পৈঙ্গ্যঃ চূলায় ভাগবিত্তযে (চুল ভাগবিত্তিকে) অন্তেবাসিনে উক্ত্বা উবাচ—'অপি যঃ এনম্ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেৎ, জায়েরন্ শাখাঃ, প্ররোহেয়ুঃ পলাশানি' ইতি।

উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—'যদি কেহ এই মন্থকে শুষ্ক স্থাণুতে নিষেচন করে, তবে তাহাতেও শাখাপল্লব উদ্‌গত হইবে'।

৮। বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য অন্তেবাসী পৈঙ্গ মধুককে এই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—'যদি কেহ এই মন্থকে শুষ্ক স্থাণুতে নিষেচন করে, তবে তাহাতেও শাখাপল্লব উদ্‌গত হইবে।

৯। পৈঙ্গ মধুক অন্তেবাসী চূলভাগবিত্তিকে এই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—'যদি কেহ এই মন্থকে শুষ্ক স্থাণুতে নিষেচন করে, তবে তাহাতেও শাখাপল্লব উদ্‌গত হইবে।

১০। এতমুহৈব চূলো ভাগবিত্তির্জানকায় আয়স্থূণায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি।

১১। এতমু হৈব জানকিরায়স্থূণঃ সত্যকামায় জাবালায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি।

১২। এতমুহৈব সত্যকামো জাবালোঽন্তেবাসিভ্য উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি তমেতন্নাপুত্রায় বানন্তেবাসিনে বা ব্রূয়াৎ।

১০। এতম্ উ হ এব চূলঃ ভাগবিত্তিঃ জানকয়ে আয়স্থূণায় (জানকি আয়স্থূণকে অন্তেবাসিনে উক্ত্বা উবাচ :—'অপিঃ য এনম্ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেৎ, জায়েরন্ শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানি' ইতি।

১১। এতম্ উ হ এব জানকিঃ আয়স্থূণঃ সত্যকামায় জাবালায় (সত্যকাম জাবালকে) অন্তেবাসিনে উক্ত্বা উবাচ—'অপি যঃ এনম্ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেৎ, জায়েরন্ শাখাঃ, প্ররোহেয়ুঃ পলাশানি'। ইতি।

১২। এতম্ উ হ এব সত্যকামঃ জাবালঃ অন্তেবাসিভ্যঃ (শিষ্যদিগকে) উক্ত্বা উবাচ—অপি যঃ এনম্ শুষ্ক স্থাণৌ নিষিঞ্চেৎ, জায়েরন্

১০। চূল ভাগবিত্তি অন্তেবাসী জানকি আয়স্থূণকে এই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—'যদি কেহ এই মন্থকে শুষ্ক স্থাণুতে নিষেচন করে তবে তাহাতেও শাখাপল্লব উদ্গত হইবে।

১১। জানকি আয়স্থূণ অন্তেবাসী জাবাল সত্যকামকে এই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—'যদি কেহ এই মন্থকে শুষ্ক স্থাণুতে নিষেচন করে, তবে তাহাতেও শাখাপল্লব উদ্গত হইবে।

১২। সত্যকাম জাবাল অন্তেবাসী শিষ্যগণকে এই উপদেশ দিয়া

১৩। চতুরৌদুম্বরো ভবত্যৌদুম্বরঃ স্রুব ঔদুম্বরশ্চমস ঔদুম্বর ইধ্ম ঔদুম্বর্যা উপমন্থন্যৌ দশ গ্রাম্যাণি ধান্যানি ভবন্তি ব্রীহিযবাস্তিলমাষা অণুপ্রিয়ঙ্গবো গোধূমাশ্চ মসূরাশ্চ খল্বাশ্চ খলকুলাশ্চ তান্ পিষ্টান্দধনি মধুনি ঘৃত উপষিঞ্চ-ত্যাজ্যস্য জুহোতি।

শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানি' ইতি। তম্ এতম্ (এই উপদেশকে) ন অপুত্রায় (পুত্র ভিন্ন অপরকে) বা অনন্তবাসিনে (অন্তেবাসী ভিন্ন অপরকে বা ব্রূয়াৎ (বলিবে)।

১৩। চতুর্ ঔদুম্বরঃ (উদুম্বর অর্থাৎ ডুমুর বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত) ভবতি—ঔদুম্বরঃ স্রুবঃ (হোতা), ঔদুম্বরঃ সঃ চমসঃ (চমসনামক পাত্র), ঔদুম্বর ইধ্মঃ (কাষ্ঠ), ঔদুম্বর্য্যৌ (ঔদুম্বরী ১।২) উপমন্থন্যৌ (উপমন্থনি ১।২ ; মন্থন করিবার জন্য অরণি কাষ্ঠ হয়)। দশ গ্রাম্যাণি (গ্রামে উৎপন্ন) ধান্যানি শস্যসমূহ) ভবন্তি :—ব্রীহিযবাঃ (ধান্য ও যবসমূহ), তিলমাষাঃ (তিল ও মাষ ; মাষ = মাষকলায়) অণুপ্রিয়ঙ্গবঃ (অণু ও প্রিয়ঙ্গু ; অণু = চীনাধান্য ; প্রিয়ঙ্গু = কঙ্গু, কাউন) গোধূমাঃ মসূরাঃ চ'খল্বাঃ (এক প্রকার ডা'ল ; শঙ্কর বলেন—ইহার অন্যান্য নাম নিষ্পাব, বল্ল) চ খলকুলাঃ (কুলত্থ, কুরথী)। তান্ পিষ্টান্ (নিষ্পেষিত করিয়া তাহাদিগকে) দধনি (দধিতে) মধুনি (মধুতে) ঘৃতে উপসিঞ্চতি (উপ + সিচ্, পাঃ ৭।১।৫৯ ; উপসেচন করে) আজ্যস্য (ঘৃতের ; ২।১ স্থলে ৬।১ ; কিংবা ইহার পরে কোন বিশেষ্য-পদ, কর্ম্মকারক উহ্য ; = ঘৃতের আহুতিকে ; আজ্য = আ + অঞ্জ্ ক্যপ্ পাঃ ৩।১।১০৯ বার্ত্তিক) জুহোতি (আহুতি দেয়)।

বলিয়াছিলেন—যদি কেহ এই মন্থকে শুষ্ক স্থাণুতে নিষেচন করে, তবে তাহাতেও শাখাপল্লব উদ্গত হইবে। পুত্র এবং অন্তেবাসী ভিন্ন আর কাহাকেও এই উপদেশ দিবে না।

১৩। উদুম্বর বৃক্ষ হইতে এই চারিটী বস্তু প্রস্তুত হয়—ঔদুম্বর স্রুব, ঔদুম্বর চমস, ঔদুম্বর ইন্ধন এবং ঔদুম্বর অরণি। গ্রাম্য শস্য এই দশটী—ব্রীহি ও যব, তিল ও মাস, অণু ও প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, মসূর, খল্ব

এবং খলকুল। তিনি সেই সমুদায়কে নিষ্পেষিত করিয়া দধি, মধু ও ঘৃতদ্বারা সিক্ত করেন এবং আজ্যের (উপযুক্ত অংশকে) আহুতিরূপে অর্পণ করেন।

মন্তব্য

'জাতবেদঃ'। জাত+বিদ্ ধাতু হইতে জাতবেদস্ সম্বোধনে। জাত=উৎপন্ন, ভূত; বিদ্ ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি বা জ্ঞান। যাস্ক ইহার পাঁচটি অর্থ দিয়াছেন (৭।১৯)—(১) যিনি জাত ভূতগণকে জানেন (বেদ), (২) জাত ভূতগণ যাঁহাকে জানে (বিদুঃ), (৩) যিনি জাত ভূতে বর্ত্তমান (বিদ্যতে), (৪) জাত ভূতগণ যাঁহার বিত্ত বা ধন, (৫) জাত-বিদ্যঃ বা জাতপ্রজ্ঞানঃ অর্থাৎ জাত ভূতগণ যাহার বিদ্যা অর্থাৎ প্রজ্ঞান।

২। স্বাহা—প্রাচীনকালে 'অহ্' নামক ধাতু ছিল; ইহা হইতে উৎপন্ন কয়েকটী ক্রিয়ার প্রয়োগ এখনও পাওয়া যায়, যেমন 'আহ', আহতুঃ, আহুঃ ইত্যাদি। 'অহ্' ধাতুর অর্থ 'বলা'। স্বাহা=সু+আহা; সম্ভবতঃ 'অহ' ধাতু হইতেই 'আহা' শব্দের উৎপত্তি। তাহা হইলে 'স্বাহা' শব্দের অর্থ হইবে সু-বাক্য, শুভবাক্য ইত্যাদি। অথর্ব্ব বেদে ইহার বিপরীত অর্থে 'দুরাহা' শব্দের প্রয়োগ আছে—স্বাহা এভ্যঃ, দুরাহা অমীভ্যঃ (৮।৮।২৪) অর্থাৎ ইহাদিগের উদ্দেশে স্বাহা; উহাদিগের উদ্দেশে দুরাহা।'

আমংসি ও আমংহি শব্দদ্বয়কে অন্য ভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—আমংসি=আ+মন্ লুঙ্ ১।১ বৈদিক প্রয়োগ=আমি মনন করি বা চিন্তা করি। আমংহি—বৈদিক প্রয়োগ=আ মন্যামহে, আমরা চিন্তা করি বা জানি (আনন্দগিরি)।

১। সমগ্র গায়ত্রী মন্ত্রটী এই:—তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০; সামবেদ ২।৬।৩।১০; বাজসনেয় ৩।৩৫ এবং আরও তিনটী স্থলে; তৈত্তিরীয় সংহিতা, ১।৫।৬।৪; ৪।১।১১।১ ইত্যাদি। তৎ (তস্য ষষ্ঠীস্থলে 'তৎ') সবিতুঃ (সবিতার) বরেণ্যম্ ভর্গঃ (বরণীয় ভর্গকে; ভর্গ=তেজ) দেবস্য (দেবতার; তৎসবিতুঃ দেবস্য=সেই সবিতাদেবের) ধীমহি (ধ্যান করি), ধিয়ঃ (বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে; বাক্যকে; কিংবা কর্ম্মকে) যঃ (যিনি; যে সবিতাদেবতা) নঃ (আমাদিগের) প্রচোদয়াৎ

(প্রেরণা করেন)। ইহার অর্থ :—যিনি আমাদিগের বুদ্ধিকে প্রেরণা করিতেছেন, সেই সবিতা দেবতার তেজ ধ্যান করি।

২। মধুমন্ত্রসমূহ এই :—মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ (ঋগ্বেদ ১।৯০।৬) মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ (১।৯০।৭) মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। (১।৯০।৮) ঋতকামীর জন্য (অর্থাৎ আমাদিগের জন্য) বাতসমূহ মধুক্ষরণ করুক্, নদীসমূহ মধুক্ষরণ করুক্, ওষধীসমূহ আমাদিগের নিকট মধুময়ী হউক্। (১৯০।৬) দিবারাত্রি ও উষা আমাদিগের নিকট মধুময় হউক্, পার্থিব রজঃ (অর্থাৎ আকাশ) মধুময় হউক্, পিতা দ্যৌ আমাদিগের নিকট মধুময় হউন্। (১।৯০।৭) বনস্পতি আমাদিগের নিকট মধুময় হউক্, সূর্য মধুময় হউক্ এবং গোসমূহ আমাদিগের নিকট মধুময় হউক্। (১।৯০।৮)।

"মধুকঃ পৈঙ্গঃ"—শতপথ ব্রাহ্মণ (১১।৭।২।৮) এবং কৌষীতকি ব্রাহ্মণে (১৬।৯) ইহার কথা পাওয়া যায়।

ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণ

নানাপ্রকার ক্রিয়ার বিধান

১। এষাং বৈ ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপোঽপামোষধয় ওষধীনাং পুষ্পাণি পুষ্পাণাং ফলানি ফলানাং পুরুষঃ পুরুষস্য রেতঃ।

১। এষাম্ বৈ ভূতানাম্ (এই সমুদায় ভূতের) পৃথিবী রসঃ ; পৃথিব্যাঃ (পৃথিবীর) আপঃ (জলসমূহ) ; অপাম্ (জলসমূহের) ওষধয়ঃ (ওষধিসমূহ) ; ওষধীনাম্ (ওষধিসমূহের) পুষ্পাণাম্ (পুষ্পসমূহের) ফলানি (ফলসমূহ) ; ফলানাম্ (ফলসমূহের) পুরুষঃ ; পুরুষস্য রেতঃ।

১। পৃথিবীই এই ভূতসমূহের রস ; জল পৃথিবীর (রস), ওষধি

২। স হ প্রজাপতিরীক্ষাংচক্রে হন্তাস্মৈ 'প্রতিষ্ঠাং কল্পযানীতি স স্ত্রিযং সসৃজে তাং সৃষ্ট্বাহধ উপাস্ত তস্মাৎ স্ত্রিযমধ উপাসীত স এতং প্রাঞ্চং গ্রাবাণমাত্মন এব সমুদপারযৎ নৈনামভ্যসৃজৎ।

৩। তস্যা বেদিরুপস্থো লোমানি বর্হিশ্চর্মাধিষবণে সমিদ্ধো মধ্যতস্তৌ মুষ্কৌ স যাবান্ হ বৈ বাজপেযেন যজমানস্য লোকো ভবতি তাবানস্য লোকো ভবতি য এবং বিদ্বানধোপহাসংচরত্যাসাং স্ত্রীণাং সুকৃতং বৃঙ্ক্তেহথ য ইদমবিদ্বানধোপহাসংচরত্যস্য স্ত্রিযঃ সুকৃতং বৃঞ্জতে।

২। সঃ হ প্রজাপতিঃ ঈক্ষাম্+চক্রে ঈক্ষ. কৃ, পাঃ ১।৩।৬৩, আলোচনা করিলেন) 'হন্ত। অস্মৈ (ইহার জন্য) প্রতিষ্ঠাম্ (আধার, ২১) কল্পয়ানি (সৃষ্টি কবি)' ইতি। সঃ স্ত্রিয়ম্ (স্ত্রীকে) সসৃজে (সৃষ্টি করিলেন)। তাম্ সৃষ্ট্বা অধঃ উপাস্ত, তস্মাৎ স্ত্রিয়ম্ অধঃ উপাসীত। সঃ এতম্ প্রাঞ্চম্ গ্রাবাণম্ আত্মনঃ এব সমুদপাবযৎ। তেন এনাম অভ্যসৃজৎ।

৩। তস্যাঃ বেদিঃ উপস্থঃ লোমানি বর্হিঃ চর্ম অধিষবণে, সমিদ্ধঃ মধ্যতঃ, তৌ মুষ্কৌ। সঃ যাবান্ হ বৈ বাজপেয়েন যজমানস্য লোক ভবতি, তাবান্ অস্য লোকঃ ভবতি—যঃ এবম্ বিদ্বান অধোপহাসম্ চরতি আসাম্ স্ত্রীণাম্ সুকৃতম বৃঙক্তে, অথ যঃ ইদম্ অবিদ্বান্ অধোপহাসম্ চরতি আ অস্য স্ত্রিয়ঃ সুকৃতম্ বৃঞ্জতে।

সমূহ জলের (রস), পুষ্পসমূহ ওষধিসমূহের (বস), ফলসমূহ পুষ্প সমূহেব (বস), পুরুষ ফলসমূহেব (বস) এবং মানব-বীজ পুরুষেব (রস)।

২। প্রজাপতি (এইরূপ) আলোচনা করিয়াছিলেন—'আমি এই মানববীজের জন্য প্রতিষ্ঠা সৃষ্টি করি। অনন্তর তিনি স্ত্রী সৃষ্টি কবিলেন ইত্যাদি।

৪। এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানুদ্দালক আরুণিরাহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্নাকো মৌদ্গল্য আহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্ কুমারহারিত আহ বহবো মর্যা ব্রাহ্মণায়না নিরিন্দ্রিয়া বিসুকৃতোঽস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি য ইদমবিদ্বাংসোঽধোপহাসং চরন্তীতি বহু বা ইদং সুপ্তস্য বা জাগ্রতো বা রেতঃ স্কন্দতি।

৫। তদভিমৃশেদনু বা মন্ত্রয়েত যন্মেঽদ্য রেতঃ পৃথিবীমস্কাংৎ সীদ্যদোষধীরপ্যসরদ্যদপ ইদমহং তদ্রেত আদদে পুনর্মামৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনস্তেজঃ পুনর্ভগঃ পুনরগ্নির্ধিষ্ণ্যা যথাস্থানং কল্পন্তামিত্যনামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যামাদায়ান্তরেণ স্তনৌ বা ভ্রুবৌ বা নিমৃজ্যাৎ।

৪। এতৎ হ স্ম বৈ তৎ বিদ্বান্ উদ্দালকঃ আরুণিঃ আহ; এতৎ হ স্ম বৈ তৎ বিদ্বান্ নাকঃ মৌদ্গল্য আহ; এতৎ হ স্ম বৈ তৎ বিদ্বান্ কুমারহারিতঃ। আহ—'বহবঃ মর্য্যাঃ (১।৩, মরণশীল) ব্রাহ্মণায়নাঃ (১।৩, ব্রাহ্মণ নামধারী কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত গুণহীন) নিরিন্দ্রিয়াঃ বিসুকৃতঃ (বি+সুকৃৎ, ১।৩=সুকৃতিবিহীন) অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি (গমন করে) যে ইদম্ (২।১) অবিদ্বাংসঃ অধোপহাসম্ চরন্তি" ইতি বহু বৈ ইদম্ সুপ্তস্য বা জাগ্রতঃ বা রেতঃ স্কন্দতি।

৫। তৎ অভিমৃশেৎ অনু বা মন্ত্রয়েত—'যৎ মে অদ্য রেতঃ অস্কান্ৎসীৎ (স্কন্দ, লুঙ্, ৩।১) যৎ ওষধীঃ (২।৩) অপি অসরৎ, অপঃ অসরৎ ইদম্ (২।১) অহম্ তৎ রেতঃ (২।১) আদদে; পুনঃ মাম্ ঐতু (আ+ই লোট্) ইন্দ্রিয়ম্ পুনঃ তেজঃ পুনঃ ভগঃ পুনঃ অগ্নিঃ ধিষ্ণ্যাঃ যথাস্থানম্ কল্পন্তাম্' ইতি অনামিকা+অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ (৩।২) আদায় অন্তরেণ স্তনৌ (দুই স্তনের মধ্যভাগে বা ভ্রুবৌ বা নিমৃজ্যাৎ (মর্দ্দন করিবে)।

৬। অথ যদ্যুদক আত্মানং পশ্যেত্তদভিমন্ত্রয়েত ময়ি তেজ ইন্দ্রিয়ং যশো দ্রবিণং সুকৃতমিতি শ্রীর্হ বা এষাং স্ত্রীণাং যন্মলোদ্বাসাস্তস্মান্মলোদ্বাসসং যশস্বিনীমভিক্রম্যোপমন্ত্রয়েত।

৭। সা চেদস্মৈ ন দদ্যাৎ কামমেনামবক্রীণীয়াৎ সা চেদস্মৈ নৈব দদ্যাৎ কামমেনাং যষ্ট্যা বা পাণিনা বোপহত্যাতিক্রামেদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদদ ইত্যযশা এব ভবতি।

৮। সা চেদস্মৈ দদ্যাদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদধামীতি যশস্বিনাবেব ভবতঃ।

৬। অথ যদি উদকে (জলে) আত্মানম্ (আপনাকে) পশ্যেৎ (দর্শন করে) তৎ (তাহা হইলে) অভিমন্ত্রয়েত (জপ করিবে):— 'ময়ি (আমাতে) তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়সামর্থ্য) যশঃ দ্রবিণম (ধন) সুকৃতম' ইতি। শ্রীঃ (শ্রী যশস্বিনী) হ বৈ এষা (এই) স্ত্রীণাম্ (স্ত্রীলোকের মধ্যে), যৎ (যেহেতু, কিংবা যে = যঃ, বৈদিক) মল+উৎবাসাঃ (যে স্ত্রীলোক ঋতুর পরে মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, উৎ+বস্)। তস্মাৎ (সেইজন্য) মলোৎবাসসম্ (ঋতুকালের অপবিত্র বস্ত্র যে স্ত্রীলোক পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে) যশস্বিনীম্ (যশস্বিনীকে) অভিক্রম্য (নিকটে গমন করিয়া) উপমন্ত্রয়েত (আহ্বান করিবে)।

৭। সা চেৎ অস্মৈ (ইহাকে) ন দদ্যাৎ (প্রদান করে) কামম্ (কামনাকে), এনাম্ (এই স্ত্রীলোককে) অব+ক্রীণীয়াৎ (নিজবশে আনয়ন করিবে, ক্রী)। সা চেৎ অস্মৈ ন এব দদ্যাৎ কামম্, এনাম্ যষ্ট্যা (যষ্টিদ্বারা) বা পাণিনা (হস্তদ্বারা) বা উপহত্য (প্রহার করিয়া) অতিক্রামেৎ (অভিভূত করিবে)—'ইন্দ্রিয়েণ (ইন্দ্রিয়শক্তি-দ্বারা) তে (তোমার) যশসা (আমার যশদ্বারা) যশঃ (তে+; =তোমার যশকে) আদদে (গ্রহণ করি)' ইতি। অযশাঃ এব ভবতি।

৮। সা চেৎ অস্মৈ দদ্যাৎ 'ইন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশঃ আদধামি (প্রদান করি)' ইতি। যশস্বিনৌ (উভয়ই যশস্বী) এব ভবতঃ (হয়)।

৯। স যামিচ্ছেৎ কাময়েত মেতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সংধায়োপস্থমস্যা অভিমৃশ্য জপেদঙ্গাদঙ্গাৎ সংভবসি হৃদয়াদধি জায়সে স ত্বমঙ্গকষায়োঽসি দিগ্ধবিদ্ধমিব মাদয়েমামমূং ময়ীতি।

১০। অথ যামিচ্ছেন্ন গর্ভং দধীতেতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সংধায়াভিপ্রাণ্যাপান্যাদিন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদদ ইত্যরেতা এব ভবতি।

১১। অথ যামিচ্ছেদ্দধীতেতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সংধায়াপান্যাভিপ্রাণ্যাদিন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদধামীতি গর্ভিণ্যেব ভবতি।

১২। অথ যস্য জায়ায়ৈ জারঃ স্যাত্তং চেদ্দ্বিষ্যাদামপাত্রেঽগ্নিমুপসমাধায় প্রতিলোমং শরবর্হিস্তীর্ত্বা তস্মিন্নেতাঃ

৯। সঃ যাম্ ইচ্ছেৎ 'কাময়েত মা (আমাকে)' ইতি তস্যাম্ অর্থম্ নিষ্ঠায় (স্থাপন করিয়া) মুখেন মুখম্ সন্ধায় (সংযোগ করিয়া) উপস্থম্ অস্যাঃ অভিমৃশ্য জপেৎ—'অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ সম্ভবসি, হৃদয়াৎ অধিজায়সে, সঃ ত্বম্ অঙ্গকষায়ঃ (অঙ্গের রস) অসি, দিগ্ধবিদ্ধাম্ ইব (বিষলিপ্ত শরবিদ্ধা মৃগীর ন্যায়, ২।১) মাদয় (বশীভূত কর) ইমাম্ অমুম্ ময়ি' ইতি।

১০। অথ যাম্ ইচ্ছেৎ—'ন গর্ভম্ দধীত (ধারণ করুক্)' ইতি তস্যাম্ অর্থম্ নিষ্ঠায় মুখেন মুখম সন্ধায় অভিপ্রাণ্য (নিশ্বাসত্যাগ করিয়া) অপান্যাৎ ইন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেতঃ আদদে' ইতি অরেতাঃ এব ভবতি।

১১। অথ যাম্ ইচ্ছেৎ—'দধীত' ইতি অস্যাম্ অর্থম্ নিষ্ঠায় মুখেন মুখম্ সন্ধায় অপান্য অভিপ্রাণ্যাৎ ইন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেতঃ আদধামি' ইতি গর্ভিণী এব ভবতি।

১২। অথ যস্য জায়া বৈ (৩।১, জায়ার প্রতি) জারঃ স্যাৎ, তম্ চেৎ দ্বিষ্যাৎ (যদি দ্বেষ করে) আমপাত্রে (কাঁচা মাটীর পাত্রে)

শরভৃষ্টীঃ প্রতিলোমাঃ সর্পিষাক্তা জুহুযান্মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ প্রাণাপানৌ ত আদদেঽসাবিতি মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ পুত্রপশূংস্ত আদদেঽসাবিতি মম সমিদ্ধেঽহৌষীরিষ্টাসুকৃতে ত আদদেঽসাবিতি মম সমিদ্ধেঽহৌষীরাশাপরাকাশৌ ত আদদেঽসাবিতি স বা এষ নিরিন্দ্রিয়ো বিসুকৃতোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি যমেবংবিদ্ ব্রাহ্মণঃ শপতি তস্মাদেবংবিচ্ছ্রোত্রিয়স্য দারেণ নোপহাসমিচ্ছেদুত হ্যেবংবিৎ পরো ভবতি।

১৩। অথ যস্য জায়ামার্তবং বিন্দেত্ত্র্যহং কংসেন পিবেদহতবাসা নৈনাং বৃষলো ন বৃষল্যুপহন্যাত্রিরাত্রান্ত আপ্লুত্য ব্রীহীনবঘাতয়েৎ।

অগ্নিম্ উপ+সম+আধায (স্থাপন করিয়া) প্রতিলোমম্ (প্রচলিত রীতির বিপরীতভাবে) শরবর্হিঃ (কুশের স্তরকে) তীর্ত্বা (বিস্তৃত করিয়া, তৃ) তস্মিন (তাহাতে) এতাঃ শরভৃষ্টীঃ (কুশের অগ্রভাগকে) প্রতিলোমাঃ সর্পিষা (ঘৃতদ্বারা) আক্তাঃ (মাখাইয়া, আ+অঞ্জ+ক্ত) জুহুয়াৎ—'মম সমিদ্ধে (অগ্নিতে, যোষারূপ অগ্নিতে) অহৌষীঃ (আহুতি দিয়াছ, হু, লুঙ, ২।১) প্রাণ+অপানৌ (প্রাণ ও অপানকে) তে (তোমার) আদদে (গ্রহণ করি) অসৌ (ঐ—এস্থলে তাহার নাম উচ্চারণ করে)' ইতি। 'মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ, পুত্র পশূন্ (পুত্র ও পশুসমূহকে) তে আদদে—অসৌ—' ইতি। 'মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ, ইষ্ট+সুকৃতে যজ্ঞ ও সুকৃতিকে) তে আদদে—অসৌ—' ইতি। 'মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ আশাপরাকাশৌ (আশা ও পরাকাশকে, পরাকাশ—

১৩। অথ যস্য জায়াম (২।১) আর্ত্তবম্ (ঋতুভাব, ১।১) বিন্দতে (প্রাপ্ত হয়), ত্র্যহম্ (ত্রি+অহন্, সমাসে, ২।১=তিন দিন) কংসেন (কংসপাত্রে) পিবেৎ (পান করিবে) অহতবাসাঃ (অচ্ছিন্ন বাস পরিধান করিয়া)। ন এনাম্ (এই স্ত্রীলোককে) বৃষলঃ (শূদ্র), ন

১৩। যখন জায়ার ঋতুকাল উপস্থিত হয়, তখন সে তিন দিন অচ্ছিন্ন বাস পরিধান করিয়া কংসপাত্রে পান করিবে। কোন বৃষল

১৪। স য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শুক্লো জায়েত বেদমনুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি ক্ষীরৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ।

দূরবর্ত্তী আশা) তে আদদে—অসৌ—' ইতি। সঃ বৈ এষঃ (সেই লোক) নিরিন্দ্রিয়ঃ বিসুকৃতঃ (সুকৃতিবিহীন) অস্মাৎ লোকাৎ (এই পৃথিবী হইতে) প্র+এতি (মরিয়া গমন করে ; ই), যম্ এবম্+বিৎ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ; যে এই প্রকার অভিসম্পাৎ জানে) ব্রাহ্মণঃ শপতি (শাপ দেয়)। তস্মাৎ এবংবিদ্+শ্রোত্রিয়স্য (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন শ্রোত্রিয়ের) দারেণ (দারার সহিত) ন উপহাসম্ ইচ্ছেৎ ; উত হি হি এবংবিৎ পরঃ (শত্রু) ভবতি।

বৃষলী (শূদ্রা) উপহন্যাৎ (স্পর্শ করিবে ; উপ+হন্)। ত্রিরাত্রান্তে (তিন রাত্রির পরে) আপ্লুত্য (স্নান করিয়া) ব্রীহীন্ (ধান্য, ২।৩) অবঘাতয়েৎ (ভাঙ্গিবার জন্য নিয়োগ করিবে ; অব+হন্ ণিচ্ বিধি ; পাঃ ৭।৩।৩২, ৫৪।)

১৪। সঃ যঃ ইচ্ছেৎ—'পুত্রঃ মে (আমার) শুক্লঃ (শ্বেতবর্ণ) জায়েত (জন্মগ্রহণ করুক্); বেদম্ অনুব্রুবীত (এক বেদ অধ্যয়ন করুক ; অনু+ব্রু=অপরের মুখে শ্রবণ করিয়া অভ্যাস করা), সর্ব্বম্ আয়ুঃ (পূর্ণায়ু, ২।১) ইয়াৎ (প্রাপ্ত হউক্)' ইতি—ক্ষীর+ওদনম্ (দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন, ২।১) পাচয়িত্বা (রন্ধন করিয়া) সর্পিষ্মন্তম্ (সর্পিষ-মৎ, ২।১ ; ঘৃতযুক্ত) অশ্নীয়াতাম্ (ভোজন করিবে) ঈশ্বরৌ (সমর্থ, ১।২) জনয়িতবৈ (বৈদিক=জনয়িতুম্=উৎপন্ন করিতে)।

বা বৃষলী ইহাকে যেন স্পর্শ না করে। তিন রাত্রির পরে তাহাকে স্নান করাইয়া ধান্য অবঘাত করিবার জন্য তাহাকে নিয়োগ করিবে।

১৪। যদি কেহ ইচ্ছা করে 'আমার শুক্লবর্ণ পুত্র জন্মগ্রহণ করুক্, এক বেদ অধ্যয়ন করুক্ এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক্' তাহা হইলে তাহারা (স্বামী স্ত্রী) দুই জন দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন ঘৃত সংযোগে রন্ধন করিয়া ভোজন করিবে। (এই প্রকার করিলে তাহারা উক্ত প্রকার সন্তান) উৎপাদন করিতে সমর্থ (হইবে)।

১৫। অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে কপিলঃ পিঙ্গলো জায়েত দ্বৌ বেদাবনুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি দধ্যোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ।

১৬। অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শ্যামো লোহিতাক্ষো জায়েত ত্রীন্বেদাননুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিত্যুদোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ।

১৫। অথ যঃ ইচ্ছেৎ—'পুত্রঃ মে কপিলঃ (কপিলবর্ণ) পিঙ্গলঃ (পিঙ্গল চক্ষুযুক্ত) জায়েত (উৎপন্ন হউক), দ্বৌ বেদৌ (দুই বেদ, ২।২) অনুব্রুবীত (অধ্যয়ন করুক) সর্ব্বম আয়ুঃ ইয়াৎ' ইতি—দধি+ওদনম্ (দধিমিশ্রিত অন্ন, ২।১) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্ অশ্নীয়াতাম ঈশ্বরৌ জনয়িতবৈ।

১৬। অথ যঃ ইচ্ছেৎ—"পুত্রঃ মে শ্যামঃ লোহিতাক্ষঃ জায়েত, ত্রীন্ বেদান্ (তিন বেদ, ২।৩) অনুব্রুবীত, সর্ব্বম আয়ুঃ ইয়াৎ'—উদ+ওদনম (জলে সিদ্ধ অন্ন, ২।১) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্ অশ্নীয়াতাম্ ঈশ্বরৌ জনয়িতবৈ।

১৫। যদি কেহ ইচ্ছা করে 'আমার এক পিঙ্গল চক্ষুযুক্ত ও কপিলবর্ণ সন্তান জন্মগ্রহণ করুক, সে দুই বেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক'—তাহা হইলে তাহারা (স্বামী স্ত্রী) দুই জন দধি মিশ্রিত অন্ন ঘৃতসংযোগে রন্ধন করিয়া ভোজন করিবে। (এই প্রকার করিলে তাহারা উক্ত প্রকার সন্তান) উৎপাদন করিতে সমর্থ (হইবে)।

১৬। যদি কেহ ইচ্ছা করে 'আমার লোহিতাক্ষ শ্যামবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হউক, সে তিন বেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক'—তাহা হইলে তাহারা (স্বামী স্ত্রী) দুই জন ঘৃতসংযোগে অন্নকে জলে সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিবে। (এই প্রকার করিলে তাহারা উক্ত প্রকার সন্তান) উৎপাদন করিতে সমর্থ (হইবে)।

১৭। অথ য ইচ্ছেদ্দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি তিলৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ।

১৮। অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিংগমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্ব্বান্বেদাননুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িত বা ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা।

১৭। অথ যঃ ইচ্ছেৎ—'দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত, সর্ব্বম্ আয়ুঃ ইয়াৎ' ইতি—তিল+ওদনম্ (তিলমিশ্রিত অন্ন ২।১) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্ অশ্নীয়াতাম্ ঈশ্বরৌ জনয়িতবৈ।

১৮। অথ যঃ ইচ্ছেৎ—'পুত্রঃ মে পণ্ডিতঃ বিগীতঃ (বিশেষরূপে গীত, বিখ্যাত) সমিতিম্+গমঃ (সভায় যাইয়া বিচার করিতে সমর্থ; সমিতি+গম্+খচ্ পাঃ ৩।২।৪৭) শুশ্রূষিতাম্ বাচম্ (রমণীয় বাক্য, ২।১; শুশ্রূষিতাম্=শ্রু, সন্, ক্ত, স্ত্রীং) ভাষিতা (ভাষিতৃ, ১।১; বক্তা) জায়েত, সর্ব্বান্ বেদান্ অনুব্রুবীত, সর্ব্বম্ আয়ুঃ ইয়াৎ' ইতি—মাংস+ওদনম্ (মাংসমিশ্রিত অন্ন, ২।১) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্ অশ্নীয়াতাম্ ঈশ্বরৌ জনয়িতবৈ ঔক্ষেণ (বৃষমাংসের সহিত; উক্ষন্+অণ্=ঔক্ষ; উক্ষ=বৃষ) বা আর্ষভেণ (অধিকবয়স্ক বৃষমাংসের সহিত; ঋষভ+অণ্=আর্ষভ) বা।

১৭। যদি কেহ ইচ্ছা করে 'আমার পণ্ডিতা দুহিতা উৎপন্ন হউক্ এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক্'—তাহা হইলে তাহারা (স্বামী স্ত্রী) দুই জন ঘৃত সংযোগে তিলমিশ্রিত অন্ন রন্ধন করিয়া ভোজন করিবে। (এই প্রকার করিলে তাহারা উক্ত প্রকার দুহিতা) উৎপাদন করিতে সমর্থ (হইবে)।

১৮। যদি কেহ ইচ্ছা করে আমার এমন এক পুত্র হউক্ যে, পণ্ডিত, প্রখ্যাত ও সভায় বিচারসমর্থ হইবে, রমণীয় বাক্য উচ্চারণ করিবে, সর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিবে, এবং পূর্ণায়ুপ্রাপ্ত হইবে'—তাহা

১৯। অথাভিপ্রাতরেব স্থালীপাকাবৃতাজ্যং চেষ্টিত্বা স্থালীপাকস্যোপঘাতং জুহোত্যগ্নয়ে স্বাহানুমতয়ে স্বাহা দেবায় সবিত্রে সত্যপ্রসবায় স্বাহেতি হুত্বোদ্ধৃত্য প্রাশ্নাতি প্রাশ্যেতরস্যাঃ প্রযচ্ছতি প্রক্ষাল্য পাণী উদপাত্রং পূরয়িত্বা তেনৈনাং ত্রিরভ্যুক্ষত্যুত্তিষ্ঠাতো বিশ্বাবসোঽন্যামিচ্ছ প্রপূর্ব্যাং সংজায়াং পত্যা সহেতি।

১৯। অথ অভিপ্রাতঃ এব (প্রাতঃকালের অভিমুখে) স্থালী-পাক+অবৃতা (স্থালীপাক=স্থালীতে অর্থাৎ পাত্রে রন্ধন, অবৃতা=আবৃৎ, ৩।১=বিধি অনুসারে) আজ্যম্ চেষ্টিত্বা (প্রস্তুত করিয়া; সংস্কার করিয়া, চেষ্ট) স্থালীপাকস্য (৬।১) উপঘাতম্ উপ+হন্+ণমুল=অল্প অল্প করিয়া লইয়া) জুহোতি—'অগ্নয়ে স্বাহা', অনুমতয়ে (অনুমতি দেবীর উদ্দেশে) স্বাহা' 'দেবায় সবিত্রে সত্যপ্রসবায় (সত্য প্রসবিতা সবিতা দেবতার উদ্দেশে) স্বাহা' ইতি—হুত্বা (আহুতি দিয়া) উদ্ধৃত্য (তুলিয়া) প্র+অশ্নাতি (ভক্ষণ করে)। প্রাশ্য (ভোজন করিয়া, প্র+অশ+ল্যপ্) ইতরস্যাঃ (৪র্থীস্থলে ষষ্ঠী, বৈদিক, অপরকে, স্ত্রীকে) প্রযচ্ছতি (দেয়)। প্রক্ষাল্য (ধৌত করিয়া) পাণী (দুই হাত, ২।২) উদপাত্রম্ (উদক, পাত্রম্ পাঃ ৬।৩।৫৯=জলের

হইলে তাহারা ঘৃতসংযোগে মাংসমিশ্রিত অন্ন রন্ধন করিয়া ভোজন করিবে। এই মাংস তরুণবয়স্ক বলশালী বৃষের হইলে কিংবা অধিক বয়স্ক বৃষের হইলে (তাহারা উক্ত প্রকার সন্তান) উৎপাদনে সমর্থ হইবে।

১৯। অনন্তর প্রাতঃকালাভিমুখে স্থালীপাকের নিয়মানুসারে আজ্য সংস্কার করিয়া স্থালীপাক হইতে অল্প অল্প করিয়া হোমদ্রব্য গ্রহণ-পূর্ব্বক—অগ্নিতে আহুতি দেয় (এবং এই মন্ত্র উচ্চারণ করে):—অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা! অনুমতির উদ্দেশে স্বাহা! সত্যপ্রসবিতা সবিতৃ দেবের উদ্দেশে স্বাহা!

২০। অথৈনামভিপদ্যতেঽমোঽহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্যমোঽহং সামাহমস্মি ঋক্ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি সংরভাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ পুংসে পুত্রায় বিত্তয় ইতি।

২১। অথাস্য ঊরূ বিহাপয়তি বিজিহীথাং দ্যাবাপৃথিবী ইতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সংধায় ত্রিরেনামনুলোমা-

পাত্রকে) পূরয়িত্বা (পূর্ণ করিয়া) তেন (তাহাদ্বারা) এনাম্ (স্ত্রীকে) ত্রিঃ (তিন বার) অভ্যুক্ষতি (অভি+উক্ষতি উক্ষ্ ধাতু,=জলসিক্ত করে)—উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও) অতঃ (এই স্থান হইতে) বিশ্বাবসো (বিশ্বাবসু, সম্বো,) অন্যাম্ (অন্যকে) ইচ্ছ (সম+; কামনা কর) প্রপূর্ব্যাম্ (যুবতী জায়াকে; তরুণীম্—আনন্দগিরি) পত্যা সহ (পতির সহিত)' ইতি।

২০। অথ এনাম্ অভিপদ্যতে (অভিগমন করে)—'অমঃ (প্রাণ) অহম্ অস্মি; সা (বাক্) ত্বম্ (তুমি); সা ত্বম্ অসি, অমঃ অহম্। সাম অহম্ অস্মি; ঋক্ ত্বম্, দ্যৌঃ অহম্, পৃথিবী ত্বম্। তৌ (সেই আমরা দুই জন) এহি (এস) সম্+রভাবহৈ (চেষ্টা করি) সহ রেতঃ দধাবহৈ পুংসে পুত্রায় বিত্তয়ে' ইতি।

২১। অথ অস্যাঃ ঊরূ বিহাপয়তি—'বিজিহীথাম্ (হা, লোট,

(এই প্রকারে) আহুতি দিয়া পাত্রস্থ অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে। নিজে ভক্ষণ করিয়া স্ত্রীকে ভক্ষণ করিতে দেয়।

২০। অনন্তর হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া জলদ্বারা জলপাত্র পূর্ণ করে এবং সেই জলদ্বারা স্ত্রীকে তিন বার সিক্ত করে (এবং এই মন্ত্র উচ্চারণ করে):—'হে বিশ্বাবসু! উত্থিত হইয়া অন্যত্র গমন কর, অন্য কোন যুবতীকে—পতিসহ কোন জায়াকে কামনা কর'। অনন্তর সে সেই নারীর নিকট গমন করিয়া এইরূপ বলে:—আমি 'অম'; তুমি 'সা'। তুমি 'সা', আমি 'অম'। আমি সাম, তুমি ঋক্। আমি দ্যৌ, তুমি পৃথিবী। এস আমরা দুই জনে চেষ্টা করি যেন আমাদিগের পুত্রসন্তান লাভ হয়।

মনুমার্ষ্টি। বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিংচতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি পৃথুষ্টুকে। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা-বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।

২২। হিরণ্ময়ী অরণী যাভ্যাং নির্মন্থতামশ্বিনৌ। তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতয়ে। যথাঽগ্নিগর্ভা পৃথিবী যথা দ্যৌরিন্দ্রেণ গর্ভিণী। বায়ুর্দিশাং যথা গর্ভ এবং গর্ভং দধামি তেঽসাবিতি।

২৩। সোষ্যন্তীমদ্ভিরভ্যুক্ষতি যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্ব্বতঃ। এবা তে গর্ভ এজতু সহাবৈতু জরায়ুণা। ইন্দ্রস্যায়ং ব্রজঃ কৃতঃ সার্গলঃ সপরিশ্রয়ঃ তমিন্দ্র নির্জহি গর্ভেণ সাবরাং সহেতি।

২১৷) দ্যাবাপৃথিবী (২৷২)' ইতি। তস্যাম্ অর্থম্ নিষ্ঠায় মুখেন মুখম্ সন্ধায় ত্রি এনাম্ অনুলোমাম্ অনুমার্ষ্টি (অনু, মৃজ্ লট্, ৩৷১)— বিষ্ণুঃ যোনিম্ কল্পয়তু, ত্বষ্টারূপাণি পিংসতু (পিশ্ ধাতু) আসিঞ্চতু প্রজাপতিঃ, ধাতা গর্ভম্ দধাতু তে (ক), অংশ (বিষ্ণুঃ… তে) ঋগ্বেদ ১০৷১৮৪৷১, অথর্ব্ববেদ ৫৷২৫৷৫, কৌষীতকি ব্রাঃ ৮৷৫ প্রভৃতি স্থলেও আছে। গভম্ ধেহি সিনীবালি! গর্ভম্ ধেহি পৃথুষ্টুকে! গর্ভম্ তে অশ্বিনৌ দেবৌ আধত্তাম্ পুষ্করস্রজৌ (খ), অংশ ঋগ্বেদ, ১০৷৮৷২ এবং অথর্ব্ববেদ ৫৷২৫৷৩ অংশে আছে। পার্থক্য অতি সামান্য।

২২। হিরণ্ময়ী অরণী আভ্যাম্ নির্মন্থতাম্ অশ্বিনৌ, তম্ তে গর্ভম্ হবামহে দশমে মাসি সূতয়ে। যথা অগ্নিগর্ভা পৃথিবী, যথা দ্যৌঃ ইন্দ্রেণ গর্ভিণী, বায়ুঃ দিশাম্ যেন গর্ভঃ, এবম্ গর্ভম্ দধামি তে অসৌ ইতি।

২৩। সোষ্যন্তীম্ (আসন্নপ্রসবা নারীকে) অদ্ভিঃ অভ্যুক্ষতি। 'যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীম্ সম্+ইঙ্গয়তি সর্ব্বতঃ এবা গর্ভঃ এজতু সহ অবৈতু জরায়ুনা। (ক) ইন্দ্রস্য অয়ম্ ব্রজঃ কৃতঃ সার্গলঃ সপরিশ্রয়ঃ তম্ ইন্দ্রঃ নির্জহি (নিঃ+হন্) গর্ভেণ আবরাম্ সহ' ইতি।

২৪। জাতেঽগ্নিমুপসমাধায়াঙ্ক আধায় কংসেপৃষদাজ্যং সংনীয় পৃষদাজ্যস্যোপঘাতং জুহোত্যস্মিন্ সহস্রং পুষ্যাসমেধমানঃ স্বে গৃহে। অস্যোপসংদ্যাং মা চ্ছৈৎসীৎ প্রজয়া চ পশুভিশ্চ স্বাহা। ময়ি প্রাণাংস্ত্বয়ি মনসা জুহোমি স্বাহা। যৎ কর্ম্মণাত্যরীরিচং যদ্বান্যূনমিহাকরম্। অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্বিদ্বান্স্বিষ্টংসুহুতং করোতু নঃ স্বাহেতি।

২৪। জাতে (জন্মগ্রহণ করিলে) অগ্নিম উপ+সম+আধায় আধান করিয়া, প্রজ্জ্বলিত করিয়া) কংসে (কাংসপাত্রে) পৃষৎ+আজ্যম্ (দধিমিশ্রিত ঘৃত, ২।১, পৃষৎ=বিচিত্রবর্ণ) সম্+নীয় (রাখিয়া) পৃষৎ+আজ্যস্য (৬।১) উপঘাতম (৬।৪।১৯ দ্রঃ) জুহোতি—'অস্মিন্(+স্বে গৃহে=এই আমার গৃহে) সহস্রম্ পুষ্যাসম (পুষ, আশীঃ ১।১, যেন পোষণ করিতে পারি) এধমানঃ (এধ্+শানচ=বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া) স্বে গৃহে (নিজের গৃহে)। অস্য (ইহার) উপসদ্যাম (উপসদী ৭।১, বংশে, সন্ততিতে—আনন্দগিরি) পাঠান্তর 'উপসন্দ্যাম মা ছৈৎসীৎ (ছিদ্ লুঙ্, ৩।১—অচ্ছৈসীৎ, মা যোগে 'অ' লোপ, ছিন্ন হয়) প্রজয়া পশুভিঃ চ'।স্বাহা। ময়ি (আমাতে, আমাতে যাহা আছে) প্রাণান্ (প্রাণসমূহকে) ত্বয়ি (তোমাতে অর্থাৎ পুত্রে) মনসা (মনদ্বারা) জুহোমি (আহুতি দিতেছি) স্বাহা।

যৎ (যাহা, ২।১) কর্ম্মণা (কর্ম্মদ্বারা) অতি অরীরিচম্ (অতিক্রম করিয়াছি, অধিক করিয়াছি; রিচ, ণিচ, লুঙ্ ১।১) যৎ বা ন্যূনম্

২৪। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে (পিতা) অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করেন এবং কাংসপাত্রে পৃষদাজ্য (অর্থাৎ দধিমিশ্রিত ঘৃত) রাখিয়া তাহা অল্পে অল্পে আহুতি দেন এবং এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন—'আমি এই পুত্রদ্বারা নিজের গৃহে বর্দ্ধিত হইয়া সহস্র (মানব ও পশুকে) যেন পোষণ করিতে পারি। ইহার বংশে প্রজা ও পশু যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে। স্বাহা। (হে পুত্র!) আমাতে যে প্রাণ আছে, তাহা আমি মনদ্বারা তোমাতে আহুতি দিতেছি। স্বাহা।"

২৫। অথাস্য দক্ষিণং কর্ণমভিনিধায় বাগ্বাগিতি ত্রিরথ দধিমধুঘৃতং সংনীয়ানন্তর্হিতেন জাতরূপেণ প্রাশয়তি ভূস্তে দধামি ভুবস্তে দধামি স্বস্তে দধামি ভূর্ভুবঃ স্বঃ সর্ব্বং ত্বয়ি দধামীতি।

(অন্ব.) ইহ অকরম্ (বৈদিক, = অকরবম = করিয়াছি), অগ্নিঃ তৎ (তাহাকে) স্বিষ্টকৃৎ (সু + ইষ্টকৃৎ = শ্রেষ্ঠযজ্ঞকারী, অগ্নির বিশেষণ, বিদ্বান্ (জানিয়া, কিম্বা জ্ঞানী) স্বিষ্টম (সু + ইষ্টম্, সুসম্পাদিত ইষ্ট ২।১) সুহুতম্ (সুন্দররূপে আহুত, ২।১) করোতু (করুন্) নঃ (আমাদিগের পক্ষে)। স্বাহা।

২৫। অথ অস্য দক্ষিণম্ কর্ণম্ অভিনিধায় (কর্ণে মুখসংলগ্ন করিয়া) 'বাক্' 'বাক্' ইতি ত্রিঃ (তিন বার)। অথ দধি, মধু, ঘৃতম্ সম + নীয় (মিশ্রিত করিয়া) অনন্তর্হিতেন (অন্ + অন্তর্হিতেন, ৩১, অন্তর্নিহিত না করিয়া, মুখের মধ্যে প্রবেশ না করাইয়া) জাতরূপেণ (হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা, জাতরূপ = সুবর্ণ) প্র + অশয়তি (ভোজন করায়, অশ্, ণিচ্, লট্) 'ভূঃ (ভূর্লোককে) তে (তোমার জন্য) দধামি (স্থাপন করিতেছি), ভুবঃ (ভুবর্লোককে) তে দধামি, স্বঃ (স্বর্লোককে) তে দধামি, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ত্বয়ি (তোমাতে) দধামি' ইতি।

• আমি যে কর্ম্ম অধিক করিয়াছি বা যাহা অল্প করিয়াছি, তাহা স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি অবগত হইয়া আমাদিগের হোমকর্ম্মকে সুন্দররূপে সম্পাদিত ও আহুত করুন্।

২৫। অনন্তর (পিতা) তাহার দক্ষিণ কর্ণে মুখসংলগ্ন করিয়া তিন বার 'বাক্', 'বাক্' এইরূপ উচ্চারণ করে। অনন্তর দধি মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহা হিরণ্ময় চমসদ্বারা কিন্তু সেই চমস মুখের মধ্যে প্রবেশ না করাইয়া (শিশুকে) পান করায় এবং এই মন্ত্র উচ্চারণ করে:—আমি তোমার জন্য ভূঃ লোক স্থাপন করিতেছি; আমি তোমার জন্য ভুবঃ

২৬। অথাস্য নাম করোতি বেদোঽসীতি তদস্য তদ্-গুহ্যমেব নাম ভবতি।

২৭। অথৈনং মাত্রে প্রদায় স্তনং প্রযচ্ছতি যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্রঃ। যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি সরস্বতি তমিহ ধাতবে করিতি।

২৬। অথ যস্য নাম করোতি (নামকরণ করে)—'বেদ. অসি (হও)' ইতি। তৎ (তাহাই) অস্য তৎ গুহ্যম এব নাম ভবতি।

২৭। অথ এনম মাত্রে (মাতাকে) প্রদায় (প্রদান করিয়া) স্তনম্ প্রযচ্ছতি (প্রদান করে):—যঃ তে স্তনঃ শশয়ঃ (যাহা হইতে সর্ব্বদা নির্গত হয়,) যঃ ময়োভূঃ (আনন্দপ্রদ, ময়ম্ = আনন্দ), যঃ রত্নধা (রত্নধারয়িতা), যঃ বসুবিৎ (ধনবান্. যিনি বসু অর্থাৎ ধন লাভ করিয়াছেন) যঃ সুদত্রঃ (কল্যাণপ্রদ, দত্র = দান), যেন বিশ্বা (বৈদিক, = বিশ্বানি = সমুদায়) পুষ্যসি (পোষণ কর) বার্য্যাণি (বরণীয় ২।৩) সরস্বতি। তম. (তোমার স্তনকে) ইহ (ইহাতে, আমার ভার্য্যার স্তনে) ধাতবে (ধাতু ৪।১, পান করিবার জন্য) কঃ (বৈদিক, = কুরু = কর অর্থাৎ প্রবিষ্ট কর—আনন্দগিরি) ইতি।

লোক স্থাপন করিতেছি; আমি তোমার জন্য স্বঃলোক স্থাপন করিতেছি, আমি ভূ. ভুবঃ ও স্বঃলোক তোমাতে স্থাপন করিতেছি'।

২৬। অনন্তর এই বলিয়া তাহার নামকরণ করে—'তুমি বেদ'। ইহাই তাহার সেই গুহ্য নাম হয়। ২৬।

২৭। অনন্তর মাতাকে সন্তান প্রদান করিয়া স্তনপান করিতে দেয় (এবং এই প্রকার বলে)—হে সরস্বতি! তোমার যে স্তন হইতে নিত্য দুগ্ধনিঃসৃত হয়, যাহা আনন্দদায়ক, রত্নধারয়িতা, ধনশালী, সুদাতা এবং যাহাদ্বারা তুমি সমুদায় বরণীয় বস্তু পোষণ কর—তোমার সেই স্তনকে এই স্থলে (অর্থাৎ আমার ভার্য্যার স্তনে) প্রবিষ্ট কর।

২৮। অথাস্য মাতরমভিমন্ত্রয়তে। ইলাসি মৈত্রাবরুণী বীরেবীরমজীজনৎ। স ত্বং বীরবতী ভব য়াস্মান্ বীরবতোঽকরদিতি। তং বা এতমাহুরতিপিতা 'বতাভূরতিপিতামহো বতাভূঃ পরমাং বত কাষ্ঠাং প্রাপচ্ছ্রিয়া যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবংবিদো ব্রাহ্মণস্য পুত্রো জায়ত ইতি।

২৮। অথ অস্য (শিশুর) মাতরম্ (মাতাকে) অভিমন্ত্রয়তে (সম্বোধন করিয়া বলে):—'ইলা অসি (হও) মৈত্রাবরুণী; বীরে (বীরা, সম্বো, বীরম্ অজীজনৎ (উৎপন্ন করিয়াছে; জন্ ণিচ লুঙ্, ৩।১, কিংবা বৈদিকপ্রয়োগ = অজীজনঃ = উৎপন্ন করিয়াছ)। সা ত্বম্ বীরবতী ভব (হও), যা (যে, = যে তুমি) অস্মান্ (আমাদিগকে) বীরবতঃ (বীরযুক্ত) অকরৎ বৈদিক; = অকরোৎ = করিয়াছ) ইতি। তম্ হ এতম্ (এই শিশুকে) আহুঃ (বলে):—'অতি পিতা (পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) বত (হর্ষসূচক অব্যয়) অভূঃ (হইয়াছ; ভূ, লুঙ), অতি পিতামহ (পিতামহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) বত অভূঃ'। পরমাম্ (পরম স্ত্রীং, শ্রেষ্ঠ, ২।১) বত কাষ্ঠাম্ (কাষ্ঠা, স্ত্রীং ২।১; শেষ সীমা) প্র + আপৎ (প্রাপ্ত হইয়াছে; আপ লুঙ্) শ্রিয়া (শ্রীদ্বারা) যশসা (যশদ্বারা) ব্রহ্মবর্চ্চসেন (ব্রহ্মতেজদ্বারা; ব্রহ্ম + বর্চ্চস্ + অচ্ পাঃ ৫।৪।৭৮), যঃ এবম্ + বিদঃ (এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন, ৬।১) ব্রাহ্মণস্য) (ব্রাহ্মণের) পুত্রঃ জায়তে (উৎপন্ন হয়) ইতি।

২৮। অনন্তর মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে—'তুমি ইলা মৈত্রাবরুণী। হে বীরে! তুমি বীরপুত্র প্রসব করিয়াছ; তুমি আমাদিগকে বীরবান্ করিয়াছ—তুমি বীরবতী হও।' এই শিশুর বিষয়ে লোকে এইরূপ বলে 'তুমি পিতাকে অতিক্রম করিয়াছ (অর্থাৎ পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছ) তুমি পিতামহকে অতিক্রম করিয়াছ।' 'যে এইপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে সে শ্রী, যশ ও ব্রহ্মতেজদ্বারা সম্পন্ন হইয়া পরাকাষ্ঠা লাভ করে'।

মন্তব্য

'কংসেন'—কাহারও কাহারও মতে ইহার পদপাঠ কংসে+ন (অর্থাৎ কংসপাত্রে নহে)।

'জনয়িতবৈ'—বৈদিক সাহিত্যে এইপ্রকার প্রয়োগ আছে। Macdonell তাঁহার বৈদিক ব্যাকরণে এইপ্রকার ১৬টী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃঃ ৪০৯)।

এই মন্ত্র হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে এই যুগে নারীদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত।

এই মন্ত্র হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে এই যুগে গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল না।

'পত্যা সহ'—কেহ কেহ এই অংশকে দুইটী বাক্যরূপে গ্রহণ করেন—সমগ্র অংশের অর্থ এই:—হে বিশ্বাবসু। উত্থিত হইয়া অন্যত্র গমন কর; অন্য কোন যুবতীকে কামনা কর। পতিসহ (এই নারী বর্ত্তমান)। ভাবার্থ এই—এই রমণী পতিলাভ করিয়াছে, সুতরাং তুমি ইহাকে কামনা করিও না, তুমি অন্য কোন যুবতীর নিকটে যাও।

(ক) অংশ সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে ঋগ্বেদ (৫।৭৮।৭ হইতে গৃহীত। ঋগ্বেদের ৫।৭৮।৮ অংশও প্রসব মন্ত্র'।

এই মন্ত্র সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৯ হইতে গৃহীত।

ষষ্ঠাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ।

সন্তান ও শিষ্যপরম্পর

১। অথ বংশঃ পৌতিমাষীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রো গৌতমীপুত্রাদ্গৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎপারাশরীপুত্র ঔপস্বস্তীপুত্রাদৌপস্বস্তী-

১। অথ বংশঃ (গুরুশিষ্যপারম্পর্য্য) পৌতিমাষীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ, কাত্যায়নীপুত্রঃ গোতমীপুত্রাৎ; গৌতমীপুত্রঃ

১। অনন্তর বংশ (অর্থাৎ গুরুশিষ্য পারম্পর্য্য কথিত হইতেছে)—১। পৌতিমাষীপুত্র কাত্যায়নীপুত্র হইতে; ২। কাত্যায়নীপুত্র গৌতমী-

পুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎপারাশরীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎকাত্যা-য়নীপুত্রঃ কৌশিকীপুত্রাৎকৌশিকীপুত্রঃ আলম্বীপুত্রাচ্চ বৈয়া-ঘ্রপদীপুত্রাচ্চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রঃ কাণ্বীপুত্রাচ্চ কাপীপুত্রাচ্চ কাপীপুত্রঃ ।

২। আত্রেয়ীপুত্রাদাত্রেয়ীপুত্রো গৌতমীপুত্রাদ্গৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎপারাশরীপুত্রো বাৎসীপুত্রাদ্বাৎসীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎপারাশরী পুত্রো বার্কা-

ভারদ্বাজীপুত্রাৎ ; ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ, পারাশরীপুত্রঃ উপস্বস্তীপুত্রাৎ, উপস্বস্তীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ ; পারাশরীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ ; কাত্যায়নীপুত্রঃ কৌশিকীপুত্রাৎ ; কৌশিকী-পুত্রঃ আলম্বীপুত্রাৎ চ, বৈয়াঘ্রপদীপুত্রাৎ চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রঃ কণ্বী-পুত্রাৎ চ, কাপীপুত্রাৎ চ ; কাপীপুত্রঃ (দ্বিতীয় মন্ত্র দ্রষ্টব্য)

২। —আত্রেয়ীপুত্রাৎ ; আত্রেয়ীপুত্রঃ গৌতমীপুত্রাৎ, গৌতমী-পুত্রঃ ভারদ্বাজীপুত্রাৎ, ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ ; পারাশরী-পুত্রঃ বাৎসীপুত্রাৎ ; বাৎসীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ ; পারাশরীপুত্রঃ বার্কারুণীপুত্রাৎ, বার্কারুণীপুত্রঃ বার্কারুণীপুত্রাৎ ; বার্কারুণীপুত্রঃ

পুত্র হইতে ; ৩। গৌতমীপুত্র ভারদ্বাজীপুত্র হইতে, ৪। ভারদ্বাজী-পুত্র পারাশরীপুত্র হইতে ; ৫। পারাশরীপুত্র উপস্বস্তীপুত্র হইতে, ৬। উপস্বস্তীপুত্র পারাশরীপুত্র হইতে ; ৭। পারাশরীপুত্র কাত্যায়নীপুত্র হইতে ; ৮। কাত্যায়নীপুত্র কৌশিকীপুত্র হইতে, ৯। কৌশিকীপুত্র আলম্বীপুত্র হইতে এবং বৈয়াঘ্রপদীপুত্র হইতে ১০। বৈয়াঘ্রপদীপুত্র কাণ্বীপুত্র ও কাপীপুত্র হইতে 'হইতে—১১। কাপীপুত্র

২। —আত্রেয়ীপুত্র হইতে ; (১২) আত্রেয়ীপুত্র গৌতমীপুত্র হইতে ; (১৩) গৌতমীপুত্র ভারদ্বাজীপুত্র হইতে ; (১৪) ভারদ্বাজী-পুত্র পারাশরীপুত্র হইতে ; (১৫) পারাশরীপুত্র বাৎসীপুত্র হইতে ; (১৬) বাৎসীপুত্র পারাশরীপুত্র হইতে ; (১৭) পারাশরী পুত্র বার্কারুণী-

রুণীপুত্রাদ্বার্কারুণীপুত্রো বার্কারুণীপুত্রাদ্বার্কারুণীপুত্র আর্ত-ভাগীপুত্রাদার্তভাগীপুত্রঃ শৌঙ্গীপুত্রাচ্ছৌঙ্গীপুত্রঃ সাংকৃতীপুত্রাৎ-সাংকৃতাপুত্র আলম্বায়নীপুত্রাদালম্বায়নীপুত্র আলম্বীপুত্রাদা-লম্বীপুত্রো জায়ন্তীপুত্রাজ্জায়ন্তীপুত্রো মাণ্ডূকায়নীপুত্রান্মাণ্ডূ-কায়নীপুত্রো মাণ্ডূকীপুত্রান্মাণ্ডূকীপুত্রঃ শাণ্ডিলীপুত্রাচ্ছাণ্ডিলী-পুত্রো রাথীতরীপুত্রাদ্রাথীতরীপুত্রো ভালুকীপুত্রাদ্ভালুকীপুত্রঃ ক্রৌঞ্চিকীপুত্রাভ্যাং ক্রৌঞ্চিকীপুত্রৌ বৈদভৃতীপুত্রাদ্বৈদভৃতী-পুত্রঃ কার্শকেয়ীপুত্রাৎকার্শকেয়ীপুত্রঃ প্রাচীনয়োগীপুত্রাৎ-প্রাচীনয়োগীপুত্রঃ সাংজীবীপুত্রাৎসাংজীবীপুত্রঃ প্রাশ্নীপুত্রাদা-সুরিবাসিনঃ প্রাশ্নীপুত্র আসুরায়ণাদাসুরায়ণ আসুরেরাসুরিঃ।

আর্তভাগীপুত্রাৎ; আর্তভাগীপুত্রঃ শৌঙ্গীপুত্রাৎ; শৌঙ্গীপুত্রঃ সাংকৃতী-পুত্রাৎ; সাংকৃতীপুত্রঃ আলম্বায়নীপুত্রাৎ; আলম্বায়নীপুত্রঃ আলম্বীপুত্রাৎ; আলম্বীপুত্রঃ জায়ন্তীপুত্রাৎ; জায়ন্তীপুত্রঃ মাণ্ডুকায়ণী পুত্রাৎ; মাণ্ডুকায়ণী-পুত্রঃ মাণ্ডুকীপুত্রাৎ; মাণ্ডুকীপুত্রঃ শাণ্ডিলীপুত্রাৎ; শাণ্ডিলীপুত্রঃ রাথীতরীপুত্রাৎ; রাথীতরীপুত্রঃ ভালুকীপুত্রাৎ; ভালুকীপুত্রঃ ক্রৌঞ্চিকী-পুত্রাভ্যাম্; ক্রৌঞ্চিকীপুত্রৌ বৈদভৃতীপুত্রাৎ; বৈদভৃতীপুত্রঃ কার্শকেয়ী-পুত্রাৎ; কার্শকেয়ীপুত্রঃ প্রাচীনযোগীপুত্রাৎ; প্রাচীনযোগীপুত্রঃ সাংজীবী-পুত্রাৎ; সাংজীবীপুত্রঃ প্রাশ্নীপুত্রাৎ আসুরিবাসিনঃ; প্রাশ্নীপুত্রঃ আসুরায়ণাৎ; আসুরায়ণঃ আসুরেঃ; আসুরিঃ—

পুত্র হইতে; (১৮) বার্কারুণীপুত্র বার্কারুণীপুত্র হইতে; (১৯) বার্কা-রুণীপুত্র আর্তভাগীপুত্র হইতে; (২০) আর্তভাগীপুত্র সৌঙ্গীপুত্র হইতে, (২১) সৌঙ্গীপুত্র সাঙ্কৃতীপুত্র হইতে; (২২) সাঙ্কৃতীপুত্র আলম্বায়ণীপুত্র হইতে, (২৩) আলম্বায়ণীপুত্র আলম্বীপুত্র হইতে; (২৪) আলম্বীপুত্র জায়ন্তীপুত্র হইতে; (২৫) জায়ন্তীপুত্র মাণ্ডুকায়ণী-পুত্র হইতে; (২৬) মাণ্ডুকায়ণীপুত্র মাণ্ডুকীপুত্র হইতে, (২৭) মাণ্ডুকী-পুত্র শাণ্ডিলীপুত্র হইতে; (২৮) শাণ্ডিলীপুত্র রাথিতরীপুত্র হইতে;

৩। যাজ্ঞবল্ক্যাদ্যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকাদুদ্দালকোঽরুণাদরুণ উপবেশেরুপবেশিঃ কুশ্রেঃ কুশ্রির্বাজশ্রবসো বাজশ্রবা জিহ্বাবতো বাধ্যোগাজ্জিহ্বাবান্বাধ্যোগোঽসিতাদ্বার্ষগণাদসিতো বার্ষগণো হরিতাৎকশ্যপাদ্ধরিতঃ কশ্যপঃ শিল্পাৎকশ্যপাচ্ছিল্পঃ কশ্যপঃ কশ্যপান্নৈধ্রুবেঃ কশ্যপো নৈধ্রুবির্বাচো বাগম্ভিণ্যা অম্ভিণ্যাদিত্যাদানিত্যানীমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে।

৩। —যাজ্ঞবল্ক্যাৎ, যাজ্ঞবল্ক্যঃ উদ্দালকাৎ; উদ্দালকঃ অরুণাৎ, অরুণঃ উপবেশেঃ; উপবেশিঃ কুশ্রেঃ; কুশ্রিঃ বাজশ্রবসঃ; বাজশ্রবা জিহ্বাবতঃ বাধ্যোগাৎ; জিহ্বাবান্ বাধ্যোগঃ অসিতাৎ বার্ষগণাৎ, অসিতঃ বার্ষগণঃ হরিতাৎ কশ্যপাৎ; হরিতঃ কশ্যপঃ শিল্পাৎ কশ্যপাৎ; শিল্পঃ কশ্যপঃ কশ্যপাৎ নৈধ্রুবেঃ; কশ্যপঃ নৈধ্রুবিঃ বাচঃ; বাক্ অম্ভিণ্যাঃ অম্ভিণী আদিত্যাৎ। আদিত্যানি ইমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেন আখ্যায়ন্তে।

(২৯) রাথিতরীপুত্র ভালুকীপুত্র হইতে; (৩০) ভালুকীপুত্র ক্রৌঞ্চিকী-পুত্রদ্বয় হইতে; (৩১) ক্রৌঞ্চিকীপুত্রদ্বয় বৈদভৃতীপুত্র হইতে; (৩২) বৈদভৃতীপুত্র কার্ষকেয়ীপুত্র হইতে; (৩৩) কার্ষকেয়ীপুত্র প্রাচীন-যোগীপুত্র হইতে; (৩৪) প্রাচীনযোগীপুত্র সাঞ্জীবীপুত্র হইতে, (৩৫) সাঞ্জীবীপুত্র প্রাশ্নীপুত্র আসুরিবাসী হইতে; (৩৬) প্রাশ্নীপুত্র আসুরায়ণ হইতে; (৩৭) আসুরায়ণ আসুরি হইতে; (৩৮) আসুরি—

৩। —যাজ্ঞবল্ক্য হইতে; (৩৯) যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক হইতে; (৪০) উদ্দালক অরুণ হইতে; (৪১) অরুণ উপবেশি হইতে; (৪২) উপবেশি কুশ্রি হইতে; (৪৩) কুশ্রি বাজশ্রবা হইতে; (৪৪) বাজশ্রবা জিহ্বাবান বাধ্যোগ হইতে; (৪৫) জিহ্বাবান বাধ্যোগ অসিতবার্ষগণ হইতে; (৪৬) অসিতবার্ষগণ হরিতকাশ্যপ হইতে; (৪৭) হরিতকাশ্যপ শিল্প-কশ্যপ হইতে (৪৮) শিল্পকশ্যপ কশ্যপনৈধ্রুবি হইতে; (৪৯) কশ্যপনৈধ্রুবি

৪। সমানমাসাংজীবীপুত্রাৎসাংজীবীপুত্রো মাণ্ডূকায়নে-র্মাণ্ডূকায়নির্মাণ্ডব্যান্মাণ্ডব্যঃ কৌৎসাৎকৌৎসো মাহিত্থের্মাহি-ত্থির্বামকক্ষায়ণাদ্বামকক্ষায়ণঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যো বাৎস্যা-দ্বাৎস্যঃ কুশ্রেঃ কুশ্রির্যজ্ঞবচসো বাজস্তম্বায়নাদ্যজ্ঞবচাবাজস্ত-ম্বায়নস্তুরাৎকাবষেয়াত্তুরঃ কাবষেয়ঃ প্রজাপতেঃ প্রজাপতি-র্ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ংভু ব্রহ্মণে নমঃ।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষৎ সমাপ্তা।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণামুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমা-দায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

৪। সমানম্ (সমান) আসাঞ্জীবীপুত্রাৎ (সাঞ্জীবপুত্র পর্য্যন্ত, সাঞ্জীবীপুত্রঃ মাণ্ডুকায়নেঃ, মাণ্ডুকায়নিঃ মাণ্ডব্যাৎ; মাণ্ডব্যঃ কৌৎসাৎ, কৌৎসঃ মাহিত্থেঃ, মাহিত্থিঃ বামকক্ষায়ণাৎ, বামকক্ষায়ণঃ শাণ্ডিল্যাৎ, শাণ্ডিল্যঃ বাৎসাৎ, বাৎস্যঃ কুশ্রেঃ, কুশ্রিঃ যজ্ঞবচসঃ বাজস্তম্বায়নাৎ, যজ্ঞবচা বাজস্তম্বায়নঃ তুরাৎ কাবষেয়াৎ, তুবঃ কাবষেয়ঃ প্রজাপতেঃ, প্রজাপতিঃ ব্রহ্মণঃ, ব্রহ্ম স্বয়ম্ভুঃ। ব্রহ্মণে নমঃ।

বাক্ হইতে, (৫০) বাক্ অম্ভিনী হইতে, (৫১) অম্ভিনী আদিত্য হইতে। আদিত্য হইতে প্রাপ্ত এই শুক্লযজুঃ সমূহ বাজসনেয় যাজ্ঞ-বল্ক্যকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৪। সাঞ্জীবীপুত্র পর্য্যন্ত (আচার্য্য ও শিষ্য) সমান (৩৭, ৩৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) (৩৫) সাঞ্জীবীপুত্র মাণ্ডুকায়নি হইতে, (৩৬) মাণ্ডুকায়নি মাণ্ডব্য হইতে, (৩৭) মাণ্ডব্য কৌৎস হইতে, (৩৮) কৌৎস মাহিত্থি হইতে, (৩৯) মাহিত্থি বামকক্ষায়ণ হইতে, (৪০) বামকক্ষায়ণ শাণ্ডিল্য হইতে, (৪১) শাণ্ডিল্য বাৎস্য হইতে, (৪২) বাৎস্য কুশ্রি হইতে, (৪৩) কুশ্রি যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়ন হইতে, (৪৪) যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়ন তুর কাবষ হইতে, (৪৫) তুর কাবষ প্রজাপতি হইতে, (৪৬) প্রজাপতি ব্রহ্ম হইতে, (৪৭) ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু। ব্রহ্মকে নমস্কার।

অতিরিক্ত মন্তব্য

৫।৩।১ এব মন্তব্যের শেষভাগে এই অংশ যোগ করিতে হইবে :—ঋষিব এই ব্যাখা ব্যাকবণ-সঙ্গত নহে। ধর্ম্মসাধনেব জন্য তিনি নিজে এই প্রকার কল্পনা কবিয়াছেন।

২। ৫।৫।১ এব দ্বিতীয় মন্তব্য :—ঋষি 'সত্যম্' শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত। ইহাব সহিত ব্যাকরণের কোন সম্বন্ধ নাই। (৫।৩।১এব মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

৫।৭।১ এব মন্তব্য—ঋষি 'বিদ্যুৎ' শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা ব্যাকবণ-সঙ্গত নহে (৫।৩।১ এব মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

৫।১৪।৪ এব প্রথম মন্তব্যের শেষে এই অংশ যোগ করিতে হইবে। "ঋষি গায়ত্রী' শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা ব্যাকরণ-সঙ্গত নহে (৫।৩।১ এব মন্তব্য দ্রষ্টব্য)। ব্যাকবণের ব্যুৎপত্তি এই :—গৈ+শতৃ =গায়ৎ=যে গান কবিতেছে। গায়ৎ+ত্রৈ+ড=গায়ত্র, স্ত্রীলিঙ্গে গায়ত্রী। 'গৈ' ধাতুর অথ 'গান করা', 'ত্রৈ' ধাতুর অর্থ 'ত্রাণ করা'। গানকাবীকে ত্রাণ কবে, এইজন্য নাম হইয়াছে "গায়ত্রী"। আর একটী ব্যুৎপত্তি এই :—গৈ+ঘঞ্=গায়=গান। গায়+ত্রৈ+ড=গায়ত্র, স্ত্রীলিঙ্গে গাযত্রী। গানদ্বারা ত্রাণ করে এই জন্য নাম "গায়ত্রী"

৬।৩।১৮ অংশের মন্তব্য। ৬।৪।১৮ অংশে গোমাংস ভোজনেব ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। এই স্থলে বলা যাইতে পাবে যে শতপথ ব্রাহ্মণে (৩।১।২।২১) গোমাংস ভোজন নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু নিষেধ কবিয়াই ঐ স্থলে বলা হইয়াছে :—"হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ অশ্নামি এব অহম্ অংসলম্ চেৎ ভবতি" অর্থাৎ 'যাজ্ঞবল্ক্য বলেন (এই মাংস) যদি অংসল অর্থাৎ কোমল হয়, তাহা হইলে আমি ভোজনই করি (৩।১।২।২১)। এস্থলে অনড্বান্ (অর্থাৎ বলদ) এবং ধেনুর মাংসেব কথা হইয়াছে।

বৃহঃ ৫।১ (পূর্ণবিষয়ক মন্ত্র) পূর্ণম্ অদঃ (ঐ, উহা), পূর্ণম্ ইদম (এই, ইহা)। পূর্ণাৎ (পূর্ণ হইতে) পূর্ণম্ উদচ্যতে (উৎ + অচ্যতে, অঞ্চ্, কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য, নির্গত হয়)। পূর্ণস্য (পূর্ণের) পূর্ণম্ (পূর্ণকে) আদায় (গ্রহণ করিলে) পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে)।

অনুবাদ :—উহা পূর্ণ (অর্থাৎ অব্যক্ত. অদৃশ্য ব্রহ্মপূর্ণ)। ইহা পূর্ণ (অর্থাৎ ব্যক্ত, দৃশ্য ব্রহ্ম পূর্ণ) পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হন (অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত ব্রহ্ম উৎপন্ন হন)। পূর্ণের পূর্ণকে গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্মের প্রকাশমান অবস্থা বিদূরীত হইলে অব্যক্ত ব্রহ্মই বর্ত্তমান থাকেন)।

মন্তব্য

১। (ক) 'পূর্ণ'বিষয়ক মন্ত্রের প্রথম অংশ এই :—"উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ"। 'উহা' শব্দের অর্থ—অব্যক্ত ব্রহ্ম, দেশকালের অতীত, স্ব-রূপে অবস্থিত, নিরুপাধিক ব্রহ্ম। 'ইহা' শব্দের অর্থ—ব্যক্ত ব্রহ্ম. দেশকালে প্রকাশিত, সোপাধিক ব্রহ্ম। ঋষি বলিতেছেন —এই উভয়ই পূর্ণ।

(খ) ঐ মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ এই :—"পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হয়" অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে (পূর্ণাৎ), ব্যক্ত ব্রহ্ম (পূর্ণম্) উৎপন্ন হন।

(গ) ঐ মন্ত্রের তৃতীয় অংশ এই :—পূর্ণের পূর্ণকে গ্রহণ করিলে (আদায়) পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। এই অংশ অত্যন্ত জটিল। 'আদায়' শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে—(১) বিদূরীত করিলে, (২) অবগত হইলে। সমগ্র বাক্যের এই চারি প্রকার অর্থ করা যায় :—

(১) ঐ অব্যক্ত ব্রহ্মের (পূর্ণস্য) এই ব্যক্ত ভাবকে (পূর্ণম্) বিদূরীত করিলে অব্যক্ত ব্রহ্মই (পূর্ণম্) অবশিষ্ট থাকেন।

(২) ব্যক্ত ব্রহ্মের (পূর্ণস্য) ব্যক্ত ভাবকে (পূর্ণম্) বিদূরীত করিলে অব্যক্ত ব্রহ্মই (পূর্ণম্) অবশিষ্ট থাকেন।

(৩) অব্যক্ত ব্রহ্মের (পূর্ণস্য) কার্য্যরূপে প্রকাশিত যে ব্যক্ত ব্রহ্ম; এই ব্যক্ত ব্রহ্মকে (পূর্ণম্) অবগত হইলে (এই জ্ঞান হয় যে ব্যক্তাবস্থা ঔপাধিক ও অনিত্য. ইহা কারণরূপী অব্যক্ত ব্রহ্মে লীন হয়; লীন হইলে কেবল) অব্যক্ত ব্রহ্মই (পূর্ণম্) অবশিষ্ট থাকেন।

(৪) ব্যক্ত ব্রহ্মের (পূর্ণস্য) কারণ যে অব্যক্ত ব্রহ্ম,—এই অব্যক্ত ব্রহ্মকে অবগত হইলে (এই জ্ঞান হয় যে ব্যক্তাবস্থা উপাধিক ও অনিত্য; ইহা কারণরূপী অব্যক্ত ব্রহ্মে লীন হয়; লীন হইলে কেবল) অব্যক্ত ব্রহ্মই (পূর্ণম্) অবশিষ্ট থাকেন।

এই চারিটী অর্থ বিষয়ে ব্যক্তব্য এই:—প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে ('ক' ও 'খ' দ্রষ্টব্য) প্রথম 'পূর্ণকে' 'অব্যক্ত ব্রহ্ম' এবং দ্বিতীয় 'পূর্ণ' কে 'ব্যক্ত ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে তৃতীয় অংশের ও প্রথম পূর্ণ ('পূর্ণস্য') অব্যক্ত ব্রহ্ম এবং দ্বিতীয় পূর্ণ (পূর্ণম্) ব্যক্ত ব্রহ্ম। এই যুক্তি অবলম্বন করিলে পূর্ব্বোক্ত চারিটী অর্থের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অর্থ বর্জ্জন করিতে হয়। তাহা হইলে অবশিষ্ট থাকে প্রথম ও তৃতীয় অর্থ। দ্বিতীয় অংশে ('খ' দ্রষ্টব্য) ব্যক্ত ব্রহ্মের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে এবং তৃতীয় অংশের ('গ' অংশের) শেষভাগে বলা হইয়াছে 'অব্যক্ত ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন'। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে কোন স্থলে ব্যক্ত ব্রহ্মের বিলীন হইবার কথাও বলা হইয়াছে। এই যুক্তির সার্থকতা হয় যদি আমরা বলি 'আদায়' অর্থ বিদূরীত করিলে এবং 'পূর্ণম্ আদায়' অর্থ 'ব্যক্ত ব্রহ্মকে বিদূরীত করিলে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তৃতীয় অর্থও পরিত্যক্ত হইবে। তাহা হইলে গ্রহণ করিতে হয় প্রথম অর্থ। এই মন্ত্রের অর্থ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ইহার ভাবার্থ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভাবার্থ এই:—দেশ কালাতীত ব্রহ্মই পারমার্থিক নিত্য সত্তা; ইনিই দেশ কালে প্রকাশিত হন; এই প্রকাশমান অবস্থা তিরোহিত হইলে ব্রহ্ম স্ব-রূপে অব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকেন।

গায়ত্রীর ব্যাখ্যা

টীকা—তৎ সবিতুঃ (সেই সবিতার ; 'তৎ' শব্দকে 'ভর্গঃ' শব্দের সহিতও যোগ করা যায়। তৎ ভর্গঃ = সেই ভর্গকে) বরেণ্যম্ (বরণীয়, ২।১) ভর্গঃ (ভর্গস্ ২।১ , তেজকে) দেবস্য (দেবতার ; তৎসবিতুঃ+) ধীমহি) আমরা ধ্যান করি ; বৈদিক প্রয়োগ ; ধ্যায়াম। সায়ণ, উবট, মহীধর প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে 'ধ্যৈ' ধাতু হইতে, সায়ণ বলেন 'ধী' ধাতু হইতেও হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন 'ধা' ধাতু হইতে, Macdonell Vedic Grammar, পৃঃ ৩৬৯ , Monier Williamsএর অভিধান (ধিয়ঃ) বুদ্ধিবৃত্তি সমূহকে। অর্থান্তর—মন্ত্রসমূহকে, কর্ম্মসমূহকে ইত্যাদি) যঃ (যিনি) নঃ (আমাদিগের) প্রচোদযাৎ (বৈদিক প্রয়োগ ; প্রচোদয়তি, প্রচোদিত করেন, প্রেরণ করেন)।

অনুবাদ—আমরা সেই সবিতৃদেবের বরণীয় তেজকে ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সমূহকে প্রেরণ করিতেছেন (অর্থাৎ শক্তি-সম্পন্ন করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছেন)।

মন্তব্য ১। বিশ্বামিত্র এই মন্ত্রের ঋষি ; ইহা গায়ত্রীছন্দে রচিত। এই প্রকার গায়ত্রীছন্দের তিনটী পাদ ও ২৪টী অক্ষর। কিন্তু এই স্থলে ২৩টী অক্ষর। এই একটী অক্ষরের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য 'বরেণ্যম্' শব্দকে 'বরেণিয়ম্' রূপে উচ্চারণ করিতে হইবে।

২। ঋগ্বেদের (অনেক স্থলে) ২।৩৮, ৪।১৪।২, ৭।৬৩।১—৪ ইত্যাদি (সূর্য্যকেই সবিতা বলা হইয়াছে) কোন কোন স্থলে ইহারা পৃথক্ দেবতা (১।৩৫।৯, ১।১২৩।৩ , ৫।৮১।৪ ; ৭।৬৬।৪ ইত্যাদি)। যাস্ক ও সায়ণের মতে সবিতা ও সূর্য্য একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। যাস্ক বলেন অন্ধকার বিদূরীত হইবার পরে যখন আকাশ রশ্মিদ্বারা

আকীর্ণ হয় তখনই এই দেবতাকে সবিতা বলা হয় (নিরুক্ত ১২।১২ ।) সায়ণ বলেন উদয়েব পূর্ব্বে এই দেবতার নাম সবিতা এবং উদয় হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত ইহাব নাম সূর্য্য (৫।৮১।৪ ভাষ্য)। কিন্তু ঋগ্বেদে সর্ব্বত্র এই প্রকাব পার্থক্য লক্ষিত হয না।

৩। গায়ত্রী মন্ত্র ৩।৬২ সূক্তেব একটী ঋক্। সমগ্র সূক্তে ১৮টী ঋক্। ঋক্ সমূহেব দেবতা এই :—

১ম	হইতে	৩য়	ঋকেব	দেবতা	ইন্দ্র ও বরুণ,
৪র্থ	„	৬ষ্ঠ	„	„	বৃহস্পতি,
৭ম	„	৯ম	„	„	পূষা,
১০ম	„	১২শ	„	„	সবিতা,
১৩শ	„	১৫শ	„	„	সোম,
১৬শ	„	১৮শ	„	„	মিত্র-বরুণ।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে সবিতা বহু দেবতার মধ্যে এক জন। দশম ঋক্ সাবিত্রী মন্ত্র। অপরাপর দেবতার নিকটে যেমন অন্নাদি প্রার্থনা কবা হয় একাদশ ঋকে সবিতাব নিকটেও তেমনি অন্নাদি প্রার্থনা করা হইয়াছে। দ্বাদশ ঋকে সবিতার উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পাদনের কথা বলা হইয়াছে। এই সবিতা অবশ্যই বহু দেবতাব মধ্যে অন্যতম দেবতা। গায়ত্রী মন্ত্রেব দেবতাও এই সবিতাই।

৪। 'ধীমহি' অর্থ "আমরা ধ্যান করি"। ক্রিয়া বহুবচনান্ত। এস্থলে বলা হইতেছে বহু লোকে সম্মিলিত হইয়া ধ্যান করিতেছে। যে সবিতার উদ্দেশে যজ্ঞ করা হয় (১২শ ঋক), এ ধ্যান সেই সবিতারই ধ্যান। সুতরাং এসবিতা অদিত্যমণ্ডলই। এস্থলে ভর্গকে ধ্যান করিবার কথা বলা হইয়াছে। 'ভর্গ' অর্থ সূর্য্যের রশ্মি বা তেজ।

৫। ঋগ্বেদের কোন স্থলেই 'পরমাত্মা' অর্থে 'সবিতা' শব্দেব প্রয়োগ পাওয়া যায় না। কিন্তু উত্তরকালে অনেকে সাবিত্রী মন্ত্রকে ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্করের মতে 'সবিতা' অর্থ 'পরমাত্মা'।

সায়ণ, উবট ও মহীধব বলেন ইহার অর্থ সূর্য্য ও পরমাত্মা উভয়ই হইতে পারে। ধাত্বর্থ গ্রহণ কবিলে সবিতাকে 'পবমাত্মা' রূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পাবে। 'সবিতা' 'সূ' ধাতু হইতে উৎপন্ন, সূ ধাতুব প্রধান অর্থ দুইটী :—(১) 'প্রেরণ কবা অর্থাৎ চালিত করা, প্রণোদিত কবা, (২) প্রসব কবা, উৎপন্ন কবা। যিনি জগৎকে চালিত কবেন কিংবা জগৎকে উৎপন্ন কবেন তিনিই 'সবিতা'। যাস্ক বলেন 'সর্ব্বস্য প্রসবিতা' অর্থাৎ সকলের প্রসবিতা, এই জন্য ইহাব নাম সবিতা (নিরুক্ত ১০।৩১)। অনেকেব মতে এই স্থলে 'প্রসবিতা' শব্দের অর্থ প্রেবক (stimulator, নিরুক্তের অনুবাদ, L. Sarup কৃত, Macdonell এব Vedic Mythology পৃঃ ৩৪)। পবমাত্মাই জগতেব প্রেবক ও প্রসবিতা, এই জন্য তাঁহাকে সবিতা বলা যাইতে পারে। সুতরাং ধাত্বর্থ গ্রহণ করিয়া গায়ত্রীমন্ত্রকে ব্রহ্ম পক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই প্রকার ব্যাখ্যাব আদর্শ অতি উচ্চ এবং এই প্রকাব ব্যাখ্যা দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা বিশ্বামিত্রের অর্থ নহে।

৬। ঐ মন্ত্রের 'প্রচোদয়াৎ' বৈদিক প্রয়োগ, বর্ত্তমান প্রয়োগ প্রচোদয়তি। ভাষ্যকারগণ ইহার অর্থ করিয়াছেন "প্রেরয়তি" (অর্থাৎ প্রেরণ কবেন)। প্রচোদয়তি শব্দ প্র + চুদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ঋগ্বেদে 'চুদ্' ধাতু ৭৩ বাব ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই ইহা 'প্রেরণা'সূচক; ইহাই এই ধাতুর মুখ্য অর্থ। কিন্তু অন্যূন সাত আটটী স্থলে ইহার অর্থ "পাঠান" (১।৯।৫, ১।৪৮।২, ৬।৪৮।৯ ইত্যাদি)। এই সমুদায় স্থলে ধনাদি প্রেরণের কথা বলা হইয়াছে। 'চুদ্' ধাতুর এই অর্থ গৌণ।

আশ্চর্য্যের বিষয় "প্রেবণ" শব্দেরও ঐ দুইটী অর্থ। প্রচলিত বঙ্গ ভাষায় 'পাঠাইয়া দেওয়া'ই ইহার মুখ্য অর্থ।

'চুদ্' ধাতুর দুইটী অর্থ; সুতরাং 'প্রচোদয়াৎ' শব্দেরও অর্থ দুইটী।

মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে বলিতে হয় সবিতা বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে শক্তি সম্পন্ন করিয়া স্ব-স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। গৌণ অর্থ গ্রহণ করিলে বলিতে হয় সবিতা মানবকে বুদ্ধিবৃত্তি সমূহ প্রদান করেন।

আমরা প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

অশ্লীল অংশাদি

প্রথম মন্তব্য :—৬।৪।৩—৫ ইত্যাদি মন্ত্র। এই অংশের অনেক মন্ত্র অশ্লীল; এই জন্য সমগ্র অংশের অনুবাদ দেওয়া গেল না। এস্থলে প্রশ্ন এই—উপনিষদে অশ্লীল বিষয়ের স্থান হইল কেন? এ বিষয়ে আমাদিগের মন্তব্য এই:—সাধারণ লোকের নিকটে বিবাহধর্ম্ম ইন্দ্রিয়ভোগের ব্যাপার এবং হাস্য পরিহাসের বিষয়। ঋষি এস্থলে অন্য আদর্শ দেখাইয়াছেন। আমরা বলি বিধাতার সৃষ্টিব্যাপার অতি গম্ভীর; ঋষির নিকটে মানবের উপ-সৃষ্টি ব্যাপারও তেমনি গম্ভীর। তিনি উপ-সৃষ্টিকে একটি যজ্ঞরূপে বর্ণনা করিয়াছেন (৬।৪।৩); ইহা যজ্ঞ, সুতরাং ইহার শুভক্ষণও আছে, মন্ত্রও আছে। উপনিষদের এই প্রকরণে এই উপসৃষ্টি যজ্ঞই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার মন্ত্রাদি বর্ত্তমান আদর্শের বিরোধী এবং এই যজ্ঞ বর্ণনাও সকলের পাঠ্য নহে। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞানের সমুদায় তত্ত্ব সকলের নিকটে ব্যক্ত করা যায় না। উপ-সৃষ্টি যজ্ঞও গুহ্য বিষয় অর্থাৎ উপনিষৎ। ঋষিগণ সাধারণের নিকট ইহা ব্যক্ত করিতেন না, উপদেশ দিতেন উপযুক্ত শিষ্যকে।

দ্বিতীয় মন্তব্য :—৬।৪।৬-৮ অংশে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই উপদেশটিকে আমরা ঘোরা দুর্নীতি বলিয়া মনে করি। ইহা সর্ব্ব

সমাজেই নিন্দনীয় এবং এজন্য রাজদ্বারেও দণ্ডিত হইতে হয়। উপনিষদে কেন ইহা স্থান প্রাপ্ত হইল সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই :—যে যুগে বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই বা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যে যুগে নরনারীর দৈহিক সম্বন্ধকে আহার নিদ্রার ন্যায় একটি স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া মনে করা হইত, যে যুগে স্ত্রীজাতিকে গো অশ্ব ও ধনধান্যের ন্যায় সম্পত্তি ও শস্যক্ষেত্রের ন্যায় ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করা হইত, এবং যে যুগে মানবের পক্ষে কর্ম্মার্থ ও আত্মরক্ষার্থ পুত্রলাভ ও পুত্রের সহায়তা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল—উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ সেই যুগের নীতি।

ইহা অতি বর্ব্বর যুগের নীতি। উপনিষদের যুগও যে এই প্রকার বর্ব্বর ছিল তাহা নহে। সে যুগে যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় ঋষির অভ্যুত্থান হইয়াছিল এবং গার্গী ও মৈত্রেয়ী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের আদর্শ উন্নত ছিল না। এ সময়ে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন শিথিল ছিল। তাহার প্রমাণ এই—

১। বামদেব্য-ব্রতে ব্যভিচার সমর্থন করা হইয়াছে (ছান্দোগ্য উঃ ২।১৩)

২। সত্যকাম জাবালের জন্ম (ছান্দোগ্য উঃ ৪।৪)

৩। মহাভারতের আদিপর্ব্বে (১২২ অধ্যায়ে) ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। লিখিত আছে যে এক সময়ে এক ব্রাহ্মণ উদ্দালক ও তাহার পুত্র শ্বেতকেতুর সমক্ষেই উদ্দালক-পত্নীকে যেন বলপ্রকাশ করিয়াই (বলাৎ ইব) অন্যত্র লইয়া গেল। ইহাতে শ্বেতকেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু উদ্দালক বলিলেন—তাত! কোপ করিও না, "এষঃ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ" অর্থাৎ ইহা সনাতন ধর্ম্ম (১।১২২।১৪)। ইহার পরে তিনি আরও বলিলেন, পৃথিবীতে সর্ব্ববর্ণের অঙ্গনাগণ অনাবৃতা। মনুষ্যগণ স্ব-স্ব বর্ণের নারীর সহিত গোবৎ আচরণ করে। (১।১২২।১৪-১৫)।

উদ্দালক বৃহদারণ্যক উপনিষদের এক জন ঋষি এবং যাজ্ঞবল্ক্যের সমসাময়িক। কিন্তু এ যুগেও যে ব্যভিচার সমর্থিত হইয়াছে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই প্রকার নিম্নস্তরের সমাজেও যাজ্ঞবল্ক্যাদির ন্যায় ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

উপনিষদের এই মন্ত্রে ঋষি যে প্রচলিত নীতি অপেক্ষা হীন নীতি প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি প্রচলিত নীতিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

গায়ত্রীর ভিন্ন ভিন্ন বাংলা অনুবাদ

১। রামমোহন রায়ের:—("ওঁ ভূর্ভুবঃ স্ব" সহ) সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ যে পরমাত্মা, তেঁহ ভূর্লোকাদি বিশ্বময় হয়েন। সূর্য্যদেবের অন্তর্যামী সেই প্রার্থনীয় সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে অন্তর্যামিরূপে ধ্যান করি যে পরমাত্মা আমাদিগের বুদ্ধির বৃত্তি-সমূহকে প্রেরণ করিতেছেন।

২। মহর্ষির অনুবাদ—সেই জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সমূহকে প্রেরণ করিয়াছেন।

৩। বঙ্কিমবাবুর অনুবাদ—সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সমূহকে প্রেরণ করেন।

৪। রমেশবাবুর অনুবাদ—যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি।

৫। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুবাদ—সেই জগৎপ্রসবিতা

পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তিকে ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন।

গায়ত্রীর ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা কত প্রাচীন তাহা বলা যায় না। কিন্তু শঙ্কর এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শঙ্কর সপ্তম শতাব্দীর লোক। সুতরাং ১২০০ বৎসরের উপর এই ব্যাখ্যা চলিয়া আসিতেছে।

প্রথমে ছিল ইহা সূর্য্যের ধ্যান, আদর্শের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাকে ব্রহ্মধ্যানে পরিণত করিয়াছেন।

গ্রন্থ সমাপ্ত

শুদ্ধিসূচী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৩	২৬	অক্ষয়	অন্নক্ষয়
১৩৩	১১	প্রাতিশ্রুৎক	প্রতিশ্রুৎক
ঐ	ঐ	প্রতিশ্রুৎক	প্রাতিশ্রুৎক
১৪৮	৩	বাজসান	বাজসনি
১৫৭	১৬	কপোর	কাপ্যের
১৭৫	২৩	চন্দ্রতারকে	চন্দ্রতারকাতে
১৯০	১৪	ব্রাহ্মাণানাম্	ব্রাহ্মণানাম্
১৯৬	১১	অর্দ্ধোৎ	আর্দ্ধোৎ
ঐ	২২	অধ্যার্দ্ধোৎ	অধ্যার্দ্ধোৎ
২১৩	১৮	অধ্যাধোৎ	অধ্যার্দ্ধোৎ
২১৯	২৫	সম্বল	স্বরূপ
২৮০	২৩	কিংবা	কিংবা, =
৩২৭	১৪	কিং	কিংবা
৩৪০	১	প্রশম্য	প্রশস্য
ঐ	২	প্রশম্য	প্রশস্য